মাসুদ রানা

গুপ্ত আততায়ী

প্রথম খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৩৯৭

গুপ্ত আততায়ী

[প্রথম খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7397-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail. sebaprok@citechco.net
Website. www Boi Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Masud Rana-397
GUPTO ATOTAYEE
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

নব্বই টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? *বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ *বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা *প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর *নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যুআলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া *টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা *সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সাবিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল *শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেল আবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী*বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা *রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন*হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ *কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন *সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল *সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান*জলরাক্ষস *মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট *অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর।

এক

আরক্যানসো-র দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ফোর্ট স্মিথ থেকে দক্ষিণে, ব্লু আই-তে যেতে এখন এক ঘণ্টার বেশি লাগে না। অথচ এক সময় ব্যাপারটা ছিল কল্পনার অতীত, অসম্ভব।

এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে হাওয়ার্ড হকিনস মেমোরিয়াল পার্কওয়ে নামের ঝুলন্ত হাইওয়ে। আমেরিকার সেরা হাইওয়ে ব্যাণ্ডগুলোর অন্যতম। পুরো তিন ঘণ্টার দূরত্ব এক ঘণ্টায় নামিয়ে এনেছে এই রাস্তা।

এ অঞ্চলের মানুষের আশা ছিল এই হাইওয়ে নির্মিত হলে পোক কাউণ্টি পশ্চিম আরক্যানসোর ব্র্যানসনের মত সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। তা হয়নি যদিও শেষ পর্যন্ত।

পার্কওয়ের এক্সিট র‍্যাম্প আছে বেশ কয়েকটা। প্রতিটায় ফাস্ট-ফুড জয়েণ্ট আর সুপার গ্যাস স্টেশন আছে। এ ছাড়া ডে'জ ইন, হলিডে ইন, রামাদা ইন নামের ন্যাশনাল চেইনের হোটেল-মোটেল আছে। সেগুলোর উঁচু, বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনী বিলবোর্ড অনেক দূর থেকে দেখা যায়। যদিও ল্যাণ্ড বুম না ঘটায় বোর্ডারের অভাব বারো মাস লেগে থাকে সেগুলোয়। খালিই পড়ে থাকে অর্ধেকের বেশি।

পার্কওয়ের নির্মাণ শেষ হয় ১৯৯৩ সালে, হাওয়ার্ড হকিনসের একমাত্র পুত্র, কাউণ্টির কয়েক টার্মের সিনেটর এবং বর্তমানে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী, ডেভিড হকিনসের সামগ্রিক

তত্ত্বাবধানে। কীর্তিমান পিতার নাম যাতে দেশের মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে না যায়, সে জন্য এটা তাঁর নামে করেছে সে।

স্যাণ্ডার্স কন্সট্রাকশন কোম্পানি তৈরি করেছে এই হাইওয়ে। ফোর্ট স্মিথের সবচেয়ে বড় নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। সেটার মালিক ছিলেন গ্যারি স্যাণ্ডার্স। পরে তাঁর নাম থেকে গ্যারি-টা হারিয়ে গেছে কবে কীভাবে, তা কেউ সঠিক জানে না। তারপর থেকে সবার কাছে তিনি স্যাণ্ডার্স সিনিয়র হিসেবেই পরিচিত। হাওয়ার্ড হকিনসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি।

এখন দু'জনেই গত। সিনেটর হাওয়ার্ড হকিনসের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ১৯৮০ সালে। স্যাণ্ডার্স সিনিয়রের মৃত্যু হয়েছে ১৯৮৩ সালে, এক রহস্যজনক গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণে। সেই বিস্ফোরণের কোনও কিনারা আজও করতে পারেনি পুলিশ।

তাদের এক সময়কার আলোচিত বন্ধুত্ব বর্তমান প্রজন্মের ওপরও বর্তেছে। ডেভিড হকিনস আর স্যাণ্ডার্স সিনিয়রের ছেলে হ্যারি স্যাণ্ডার্স বা স্যাণ্ডার্স জুনিয়র পরস্পরের বন্ধু।

সবাই জানে, সিনেটর হাওয়ার্ড হকিনস অসাধারণ মানুষ ছিলেন। পোক কাউণ্টির একেবারে হতদরিদ্র এক পরিবারে জন্মেছিলেন তিনি। তারপর নিজের যোগ্যতায় ক্রমে ফোর্ট স্মিথের রাজনীতিতে জায়গা করে নেন। সেখান থেকে ঘাঁটি গাড়েন গিয়ে ওয়াশিংটনে, সত্যিকারের ক্ষমতার করিডরে।

একবার-দু'বারের নয়, টানা পনেরো টার্মের কংগ্রেসম্যান ছিলেন তিনি। এ ছাড়া ইন্টেলিজেন্স ওভারসাইট কমিটির সদস্য ছিলেন। আরও পরে নির্বাচিত হন হাউস ডিফেন্স অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস কমিটির চেয়ারম্যান। পোক কাউণ্টির এমন রত্ন, এত দুর্লভ সম্মানের অধিকারী একজনের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে এই পার্কওয়েও আসলে কম হয়ে যায়।

ফোর্ট স্মিথের এক পাহাড়ের ওপর হাওয়ার্ড হকিনসের বিশাল সামার হোম আছে। ডেভিড মাঝেমধ্যে এসে দু-চারদিন

থেকে যায়। সিনেটর হাওয়ার্ড যেমন বেশিরভাগ সময় বন্ধু স্যাণ্ডার্স সিনিয়রের সঙ্গে কাটাতেন, ডেভিডও হয়েছে তেমনি। এখানে এলে স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের সঙ্গে অবসর কাটায়।

'৬৫ সালে এই পার্কওয়ে তো দূরের কথা, এরকম কিছু কোনওদিন হবে, সে চিন্তাই কারও মাথায় ছিল না। ওই সময় ব্লু আই থেকে ফোর্ট স্মিথে যাওয়া-আসার জন্য ছিল সাপের মত সরু, ঢেউ খেলানো রুট ৭১। সেটার টারমোড়া পিঠ সারা বছর চিরে-ফেটে থাকত। দিগন্ত বিস্তৃত পর্বতসারি আর পতিত জমির মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলা সে রাস্তাকে রাস্তা না বলে ট্রেইল বললেই মানানসই হতো।

দু'পাশে দশ মাইল পর পর গড়ে ওঠা হান্টিংটন, ম্যানসফিল্ড, নিডমোর বা বোলস অথবা দেশের সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত ওয়াই সিটির মত ওয়ান-হর্স টাউন ঘেঁষে যাওয়ার সময় স্বাভাবিকের চেয়ে খানিকটা প্রশস্ত করে নির্মাণ করা হয়েছিল রুট ৭১। তখন আরক্যানসো ছিল দেশের সবচেয়ে গরীব স্টেটগুলোর একটা।

পাহাড়ি জমি ছিল লোহার মত শক্ত, ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী। আর চাষাবাদের যোগ্য জমি যেটুকু ছিল, সাধারণ মানুষ তাতে বর্গা চাষের মাধ্যমে কোনওমতে খেয়ে-পরে টিকে থাকত। তাদের অমানুষিক পরিশ্রম আর কষ্টের কথা এখনকার মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।

ওই বছরের জুলাই মাসের এক সকালের কথা। রুট ৭১-এর পোক কাউণ্টি আর স্কট কাউণ্টির লাইন বরাবর এসে থামল স্টেট পুলিশের একটা সাদা-কালো ফোর্ড ক্রুজার। ব্লু আইয়ের বারো মাইল উত্তরে জায়গাটা। গা পোড়ানো অসম্ভব গরম পড়েছে সেদিন। মিনিটে মিনিটে বাড়ছে আরও।

এক দীর্ঘদেহী অফিসার নামল ফোর্ড থেকে। প্রায় সাত ফুট লম্বা সে, দোহারা গড়ন। ওয়েস্টার্ন ছবির জনপ্রিয় নায়ক, ক্লিন্ট

ইস্টউড মার্কা চেহারা। দুচোখের বাইরের কিনারায়, কপালে তার মতই রাজ্যের ভাঁজ। কাঁধে সার্জেন্টের তিনটে হলুদ স্ট্রাইপ। মাথার ধূসর চুল ব্রাশ কাট্ দেয়া। রোদে চামড়া পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। চেহারা দেখে বোঝা যায় অবিচল মানুষ। কোনকিছুতে তাড়াহুড়ো করা তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। স্টেটসন নামাল অফিসার। ইউনিফর্মের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছল।

এদিক-ওদিক চোখ বোলাল চাউনি সরু করে। দেখে মনে হতে পারে বেখেয়াল। কিছুই মন দিয়ে দেখছে না। আসলে একদম উল্টো। তার সতর্ক, তীক্ষ্ণ চাউনি কিছুই দেখা বাদ রাখল না। রাখে না কখনও। চওড়া কাঠামোর সঙ্গে মানানসই গম্ভীর, ভরাট কণ্ঠস্বর তার। নাম চার্লস নিউম্যান। বয়স ৪৫।

আবার ডানে-বাঁয়ে তাকাল সে। এখান থেকে রাস্তাটা ঢালু হয়ে বাঁক নিয়ে চলে গেছে ফোর্ট স্মিথের দিকে। ফলে অন্যদিকের কিনারা উঁচু হয়ে আছে। দেখার মত কিছু নেই এখানে, উঁচু কিনারায় টেক্সাকো অয়েল কোম্পানির বিরাট এক বিলবোর্ড ছাড়া। ওটার পিছনে ঘন বন। এত ঘন যে গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া কঠিন। খাটো পাতার পাইন, ব্ল্যাক ওক, ব্ল্যাক হিকোরি। সেগুলোর গোড়ায় আছে স ব্রায়ার নামে এক ধরনের কাঁটাগাছ ও আরক্যানসো ইয়াক্কা বা অ্যাডামস নিডল।

অফিসারের মনে হলো শূন্যে ধুলো ভাসছে। অথচ বাতাস নেই এক ফোঁটাও। ব্লু আইয়ের দিকে তাকাল সে। দেখা যায় না। সামনে কুঁজোর পিঠের মত জেগে থাকা ফোরচে মাউন্টেন দৃষ্টিপথ আগলে রেখেছে। একটু দূরে পথের ওপর পড়ে আছে একটা মরা আরমাডিলো। রাস্তা পার হতে গিয়ে লগার'স রিগের নীচে পড়ে ভর্তা হয়ে গেছে। চাপ খেয়ে মজবুত খোলের ভেতর থেকে আস্ত দেহ বেরিয়ে এসেছে ওটার। রক্ত আর পানিতে মাখামাখি হয়ে আছে অনেকটা জায়গা।

ঘামে ভেজা আণ্ডারশার্ট গায়ের সঙ্গে লেপ্টে যাওয়ায় অস্বস্তি লাগছে অফিসারের। চারদিকে নানান পোকা-মাকড় ডাকছে তারস্বরে। কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল বৃষ্টি হয়নি এ অঞ্চলে। পরিবেশ এত উত্তপ্ত হয়ে আছে যে এভাবে আরও কিছুদিন চললে এখানে-ওখানে দাবানল শুরু হয়ে যাবে।

কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়িতে চোখ বোলাল নিউম্যান। আগে চলে এসেছে সে। নতুন কিছু নয়। জীবনভরই সময়ের আগে আগে চলেছে সে। এখন বাজে নয়টা পঁয়তাল্লিশ। বাকি সবার পৌঁছতে দশটা নিশ্চয়ই বাজবে। স্টেটসন জায়গায় বসাল সে।

ট্রাউজার টানল ওপরদিকে। ডান নিতম্বে ঝোলানো বিশাল কোল্ট ট্রুপার .৩৫৭-এর টানে খানিক পরপরই একপাশে নেমে যায় ট্রাউজার। ওটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতে সারাদিনই কসরৎ করতে হয় নিউম্যানকে। তার বেল্টের লুপে ত্রিশটা হাই ভেলোসিটির চকচকে সফট নোজ কার্ট্রিজ আছে। রোজ রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওগুলোকে তুলো দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে সে, তাই চকচক করে ওগুলো। মেরিন কর্পসের পনেরো বছরের চাকরি জীবনে অনেক কিছুই শিখেছে সে। তার একটা হলো সব সময় নিজের কার্তুজ ও অস্ত্রের যত্ন নেয়া।

মনটা আজ ভাল নেই তার। কেন যেন বিষণ্ণ লাগছে। কাল কিন্তু এমন লাগেনি। বরং আজ জ্যাক রিচি মুক্তি পাবে বলে খুশিই ছিল সে। ফোর্ট স্মিথের সেবাস্টিয়ান কাউণ্টি জেল থেকে তিন মাসের কারাভোগের পর আজ বের হচ্ছে সে।

জ্যাকের এক কাজিন গেছে তাকে রিসিভ করতে। পোক কাউণ্টির বাসে চড়ে আসবে ওরা। সাড়ে চারটের দিকে এখানকার বাস স্টপেজ থেকে ওদেরকে তুলে নেবে চার্লস নিউম্যান। জ্যাককে নিয়ে যাবে নানলিতে, এক বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্টের স মিলে। চার্লসের বন্ধু তিনি। জ্যাকের বউ, সানড্রার অনুরোধে তাঁর ওখানে জ্যাকের জন্য একটা চাকরি ঠিক

করে রেখেছে সে। বেতন বেশি নয়, তবে দু'জন মানুষের ভালই চলে যাবে। বউ নিয়ে এখন থেকে সেখানেই থাকবে জ্যাক।

কিন্তু মুশকিল হলো আর দশটা স্বাভাবিক ছেলের মত নয় জ্যাক রিচি। বেশিদিন ভাল থাকতে পারে না সে। অপরাধ করার জন্য সব সময় নিশপিশ করে হাত। চার্লস নিউম্যান প্রথমবার তাকে অ্যারেস্ট করে '৬০ সালে, একটা দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকার অপরাধে। পরেরবার '৬২ সালে। '৬৩ সালে অ্যারেস্ট করে দু'বার। শেষবার এ বছরের এপ্রিল মাসে।

প্রতিবারই ছোটোখাটো অপরাধে আটক করা হয়েছে ওকে। তাই কখনও বেশিদিন দণ্ড খাটতে হয়নি। অত্যন্ত স্মার্ট আর হ্যাণ্ডসাম জ্যাক রিচি, না চাইতেই আলাদা কদর পায় সবখানে। মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতাও তার অসাধারণ। সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে, পোক কাউন্টির সর্বকালের সেরা হাই স্কুল অ্যাথলিট সে। এতসব গুণের কারণে মানুষ অজান্তেই ওকে বিশেষ খাতির করে। তাই প্রতিবারই দেখা গেছে শেষদিকে এসে সাজা খাটার মেয়াদ কমে যায় ওর। এবার অবশ্য তা হয়নি।

জ্যাকের বাবা থার্সটন রিচি পুলিশে চাকরি করত। ব্যাংক ডাকাতি ঠেকাতে গিয়ে ডাকাতের গুলিতে মারা গেছে বছর পাঁচেক আগে। চার্লসও ছিল সেখানে। মৃত্যুর আগে একমাত্র ছেলের দেখাশোনার ভার তার ওপরই দিয়ে যায় সে। লোকটাকে চার্লস কথা দিয়েছিল, সে তার সাধ্যমত করবে।

কথা রেখেছে সে। অন্তত চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি। তার জ্যাককে শোধরানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা দেখে স্ত্রী একবার বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'তুমি ওই সাদা ট্র্যাশটার জন্য যা করছ, তার দশ ভাগের এক ভাগও যদি নিজের ছেলের জন্য করতে, তা হলে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম।'

চার্লস জানে কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। সে জ্যাকের দিকে বিশেষ নজর রাখত ঠিকই, তবে সে জন্য নিজের একমাত্র

ছেলেকে কখনও অবহেলা করেনি। বেচারা থার্সটন রিচি ছেলের মধ্যে যা যা আশা করেছিল, জ্যাকের মধ্যে তার সবই ছিল। স্মার্ট, হ্যাণ্ডসাম এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমান সে।

শুধু একটু ঘষামাজা করার দরকার ছিল। নিউম্যান সেটাই করতে চেয়েছে যাতে ভবিষ্যতে সঠিক পথের দিশা পায় ছেলেটা। খারাপ পথে চলে না যায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে তাকে। বুঝতে পেরেছে জ্যাকের জন্মই হয়েছে বেপথে চলার জন্য। বাইশ বছর বয়সে কাউন্টির সেরা সুন্দরী সানড্রা হোয়াইটকে বিয়ে করে সে। মাত্র চার মাস আগে। তারপর মাস পুরো না হতেই গাড়ি চুরি করার অপরাধে তিন মাসের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে জেলে গেছে।

তবে চার্লস নিউম্যান আশা করছে এবার পথে আসবে ছেলেটা। ঘরে নতুন বউ রেখে দীর্ঘ তিন মাস জেল খাটার পর মুক্তি পাওয়া যে-কারও কাছেই নতুন জীবন লাভ বলে মনে হবে। তাই ভাল হওয়ার চেষ্টা করবে সে। স্ত্রীকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে চাইবে। স মিলের চাকরিটা এ কাজে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে ওকে।

আরেকটা স্কোয়াড কার চোখে পড়ল চার্লস নিউম্যানের। ঢেউ খেলানো রুট ৭১ ধরে এদিকে আসছে ব্লু আই থেকে। চড়াই পার হওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য দেখা যাচ্ছে সাদা-কালো গাড়িটার ছাত, তারপরই ঢালের মধ্যে ডুব দিচ্ছে। তার কাছে এসে থামল ওটা। ভেতর থেকে নামল টিম অলিভার নামে ব্লু আইয়ের বিশালদেহী এক ডেপুটি।

'হাউডি, চার্লস!' দাঁত দেখিয়ে হাত নাড়ল লোকটা। 'আমরা দেরিতে না তুমি আগে?'

'আমি আগে।' কপালের ঘাম মুছল নিউম্যান। 'কুকুরগুলো পৌঁছলে কাজ শুরু করে দেয়া যেত।'

'এসে পড়বে।' কারের পিছনের দরজা মেলে ধরে ভেতরের কারও উদ্দেশে তুড়ি বাজাল ডেপুটি। 'ওকে, বয়েজ। আউট ইউ গো। এসে পড়েছি আমরা।'

প্রিজন-ডেনিম পরা দু'জন মাঝবয়সী ছোটোখাটো মানুষ নামল পিছনের সিট থেকে। ওরা দুই ভাই। ফিলিক্স কেলার ও ফিলিপ কেলার। কাছাকাছি বয়স। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মত। লোক দুটোর মুক্ত থাকা আর ব্লু আইয়ের লক আপে দিন কাটানোর হিসেব মেলালে দেখা যাবে লক আপেই বেশি দিন কাটে তাদের। আইনের সঙ্গে বনাবনি তেমন একটা হয় না। হয়নি কখনও। এখন যথারীতি জেলের ভাত খাচ্ছে ফিলিক্স ও ফিলিপ, তাই বেগার খাটাতে নিয়ে এসেছে ডেপুটি।

হুইস্কি রানিং, গাড়ি চুরি, শপ লিফটিং ইত্যাদি যা কিছুতে অল্প শ্রমে অন্নের সংস্থান হয়, মুক্ত থাকলে তার সবই করে এরা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধার ধারে না। কাপড়ে চিমটি দিলে ময়লা উঠে আসবে। ফিলিক্স সারাক্ষণ তামাক চিবায় আর থুতু ফেলে।

'অফিসার, আপনি শিওর একটা নিগারের জন্য এত ঝামেলা করবেন?' চার্লস নিউম্যানকে বলল বড় ভাই, ফিলিক্স। 'কি লাভ? নিগারদের ওপরেই ছেড়ে দিন না...'

'শাট আপ, ফিলিক্স,' ধমক লাগাল সার্জেন্ট। 'পরামর্শের জন্য ডাকা হয়নি তোমাদের, কাজে ডাকা হয়েছে।' ঘুরে ডেপুটির দিকে তাকাল। 'টিম, কেউ ফালতু কথা বললে তার গালে কষে চড় মারবে তুমি। বুঝতে পেরেছ?'

ফিলিক্স মাথা দোলাল। 'সবাই জানে আপনি নিগারদের প্রতি নরম। কিন্তু ওদের সিভিল রাইট আন্দোলন এখন সাংঘাতিক জোরদার হয়েছে, অফিসার। দেখবেন, অল্পদিনেই...'

'একবার তোমাকে সতর্ক করেছি,' থমথমে কণ্ঠে বলল সার্জেন্ট চার্লস নিউম্যান। 'আমি কাউকে দ্বিতীয়বার সতর্ক করি না, কথাটা মনে রেখো।'

সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহসিকতা ও কঠোরতার কারণে এই কাউন্টিতে যথেষ্ট নামডাক আছে সার্জেন্টের। ফেয়ার ফাইটে ফিলিক্সকে পাঁচ মিনিটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারবে সে। আনফেয়ার হলে তো কথাই নেই। ফিলিক্স কেলার নিজেও তা জানে। তাই আর মুখ খোলার সাহস হলো না। চার্লসের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ায় না, জানে সে।

'রাগ করবেন না, অফিসার,' হাসির ভঙ্গি করে খানিকটা থুতু ফেলল সে। 'আমার বকবকানির স্বভাব... জানেনেই তো।'

এই সময় তৃতীয় ও শেষ বাহনটা দেখা দিল। এটাও ব্লু আই থেকে আসছে, কালো ছাতওয়ালা পুরনো ভ্যান। ডগ ক্যারিয়ার। ঘানিতে শস্য গুঁড়ো করার মত ঘড় ঘড় শব্দ তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে ওটা। একজস্ট পাইপ দিয়ে নীলচে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কয়েকবার মনে হলো চড়াই অতিক্রম করার সময় দম হারিয়ে থেমে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু না। শেষ পর্যন্ত প্রথম দুটোর কাছে এসে থামল ওটা, পর পর কয়েকটা ঢেকুর তুলল।

ভেতর থেকে লাফ দিয়ে নামল এক বৃদ্ধ। লোকটার বয়স বোঝার উপায় নেই। নাম পল মার্টিন। চোখের নীচ থেকে শুরু করে সারা গাল ভর্তি অসম্ভব ঘন, কাঁচাপাকা দাড়ির জন্য রীতমত বনমানুষের মত লাগে তাকে। পরনে নোংরা ওভারল, মাথায় ইঞ্জিনিয়ার'স ক্যাপ। গায়ের দুর্গন্ধে চার্লসের পেটের মধ্যে পাক খেয়ে উঠল। মহাখবিস বলে দুর্নাম আছে এই লোকের। জীবনে গোসল করেছে কি না সন্দেহ।

'হাউডি,' ডেপুটি বলল।

'হাউডি অল,' ঘন দাড়ির ফাঁক দিয়ে নোংরা দাঁত দেখা দিল লোকটার। 'মিস্টার নিউম্যান, আপনার কথামত সেরাগুলোকেই নিয়ে এলাম।'

মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট। 'ফাইন।'

ভ্যানের পিছনের খাঁচায় তিনটে কুকুর আছে। অস্থির,

ছটফটে। ওগুলোর মধ্যে দুটো হাউণ্ড, একটা বিগল। খাটো খাটো পাওয়ালা নাদুসনুদুস শিকারী কুকুর। টগবগে। বিগলটার নাকের কাছের চামড়া-মাংস অনেকগুলো ভাঁজ খেয়ে উঁচু-নিচু হয়ে আছে। সব মিলিয়ে বিকট চেহারা। হাউণ্ড দুটোর চকচকে নীল পশমের নীচে কিলবিল করছে পেশি। মাড়ি-দাঁত, সব বেরিয়ে আছে। লালা ঝরছে মুখের কিনারা গলে। গা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, তবে মনিবের চেয়ে কম।

'এগুলোর মধ্যে আমার মলিই সেরা, অফিসার,' বিগলটার মাথায় হাত বোলাল পল মার্টিন। 'যদি আপনার সন্দেহ সত্যি হয়, তা হলে দেখবেন, মলিই খুঁজে বের করবে ওকে।' হাউণ্ডগুলোকে দেখাল। 'এরাও ভাল, তবে এখনও শিখছে।'

ফিলিক্স কেলারের চেহারার ঘৃণা চিনতে ভুল হলো না হাউণ্ড দুটোর। তার উদ্দেশে দাঁত খিঁচাল ওগুলো, 'গররররর!' মাথা ঝাঁকিয়ে হুমকি দিল। গতিক সুবিধের নয় বুঝতে পেরে চট্ করে এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা। গজগজ করে উঠল, 'কুত্তার বাচ্চা! সরাও ওগুলোকে!'

'ওদের কি দোষ?' মার্টিন বলল। 'অজায়গায় স্বজাতির কাউকে পেলে তোমার আনন্দ হতো না? ওরাও তাই...

হাউণ্ডের কলজে পানি করা হাঁকে তপ্ত, শুষ্ক বাতাসে মৃদু কাঁপন উঠল।

এক হাতে রোদ আড়াল করে সার্জেন্টের দিকে তাকাল পল মার্টিন। 'সার্জ, আপনার কাছে ভিকটিমের ব্যবহার করা কিছু আছে?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকাল অফিসার। ক্রুজারের ব্যাক সিট থেকে একটা গোলাপি সোয়েটার বের করে এগিয়ে দিল। 'দেখো, এটা দিয়ে কাজ হয় কি না।'

ওটা থাবা দিয়ে নিল মার্টিন। কুকুরগুলোর নাকের সামনে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠল ট্রেনিং পাওয়া প্রাণীগুলো,

ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে। জিনিসটা মাটিতে ফেলে ওটায় লেগে থাকা গায়ের গন্ধ শুঁকে, কামড়ে কে কতটা আত্মস্থ করতে পারে, তার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। থেকে থেকে কলজের পানি জমানো ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ছে।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপর যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি থেমে গেল সমস্ত হাঁক-ডাক, হুড়োহুড়ি। প্রয়োজনীয় গন্ধ মস্তিষ্কে ধারণ করে নিয়েছে ওগুলো। আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সোয়েটারের ওপর থেকে। পাথুরে মাটিতে পড়ে থাকল জিনিসটা। লালায় ভিজে একাকার, কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত।

ওই অবস্থা দেখে শ্রাগ করল পল মার্টিন। 'ওটা আপনার দরকার হবে না তো, মিস্টার নিউম্যান?'

'না। কাজ শুরু করে দাও।'

'আপনি শিওর এটাই স্পট?'

'হ্যাঁ!' মাথা ঝাঁকাল সে। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল। টেক্সাকো অয়েল কোম্পানির ষোলো ফুট উঁচু বিশাল এক বিলবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে ঢালের দিকে মুখ করে। সেটায় বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা টেক্সাকো উইথ নক-ফ্রি পাওয়ার অ্যাণ্ড স্কাই চিফ সিক্রেট ইনগ্রেডিয়েন্ট পেট্রো এক্স।

লেখাগুলোর ওপর পাঁচজন সার্ভিস স্টেশন অ্যাটেনডেণ্ট নাচছে। এটাই সেই স্পট।

সপ্তাহে অন্তত দু'বার কাউণ্টির শেরিফ'স ডিপার্টমেণ্টের ইনসিডেণ্ট লগে চোখ বোলায় চার্লস নিউম্যান। কী কী বিষয়ে রিপোর্ট হয়, তার ওপর নজর রাখে। যদিও কাজটা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, তবু। অভ্যাস।

এই করতে গিয়ে গতকাল দেখেছে সেটায় লেখা আছে: এক সাদা মহিলা দু'দিন আগে অনেক রাতে টেলিফোনে জানিয়েছে, গাড়ি চালিয়ে কাউণ্টি লাইনের দিকে আসার সময় হেড লাইটের আলোয় টেক্সাকোর বিলবোর্ডের নীচে সে এক সাদা যুবককে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। অদ্ভুত আচরণ করছিল যুবক।

ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশে রিপোর্ট করা জরুরি মনে হয়েছে মহিলার।

কাল বাসায় ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল তার। সে না ফেরা পর্যন্ত তার একমাত্র ছেলে, জন নিউম্যান সাধারণত জেগে থাকে। কালও ছিল। কিন্তু বাসার পরিবেশ ছিল অন্যরকম। পোর্চে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে, চেহারা দেখা যাচ্ছিল না।

'কী হয়েছে, জন?'

'ড্যাডি, কারা যেন তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে। মামি তাদেরকে ভেতরে বসতে বলেছে, কিন্তু বসছে না।'

জনের গলায় অস্বাভাবিক কিছু একটা ছিল, খট্ করে কানে বাজল নিউম্যানের। আগন্তুকরা নিগ্রো। একজন মহিলা, অন্যজন পুরুষ। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনই মাঝবয়সী। দেখে মনে হয় কোনও কারণে ভয় পেয়েছে। এগিয়ে গেল সে। ডান হাতের আলতো স্পর্শে হোলস্টার ফ্ল্যাপের বাটন আলগা করে দিল। কে জানে, যদি প্রয়োজন পড়ে! অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এর কোনও প্রয়োজন ছিল না।

'ফোকস্! কী সাহায্য করতে পারি আপনাদের?'

১৯৬৫ সালের আমেরিকা ছিল অন্যরকম। তখন কোনও সাদা চামড়ার বাড়িতে নিগ্রোরা পা রাখার সাহসই পেত না। তা-ও একদিকে অচেনা, অন্যদিকে আবার রাতের বেলা। চার্লসের বুঝতে অসুবিধে হলো না, কোনও গুরুতর সমস্যায় না পড়লে এ কাজ করার ঝুঁকি নিত না মানুষগুলো।

লোকটা বলল, 'মিস্টার নিউম্যান, আমি... আমি অরোরা ব্যাপ্টিস্ট মিশনের রেভারেণ্ড, হেনরি স্টোন।' হাত কচলাচ্ছে ঘন ঘন। নার্ভাস। 'এ লেসলি গারল্যাণ্ড। অসময়ে আপনাকে কষ্ট দিতে হলো বলে দুঃখিত, সার। কিন্তু এই বেচারী বড় বিপদে পড়েছে। টাউন পুলিশ কোনও সাহায্য করছে না। তাই... '

‘ঠিক আছে,’ বাধা দিল চার্লস নিউম্যান। ‘সিস্টার, বসুন। বলুন কী হয়েছে। আমি প্রতিকার করতে পারব কি না জানি না। তবে চেষ্টা করব। বলুন।’ ছেলেকে বলল, ‘জন, এঁদের জন্য লেমনেডের ব্যবস্থা করতে বলো মাম্মিকে।’

আগন্তুকদের দিকে মন দিল অফিসার। নিগ্রোদের ব্যাপারে সাধারণ আমেরিকানদের তো বটেই, পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও এমন সব ধারণা আছে যা মোটেই সুবিধের নয়। নিগ্রোরা শুধু শুধু ঝামেলা বাধায়। অন্যদের বিপদে ফেলে, নিজেরাও বিপদে পড়ে। যাকে খুশি ছুরি মারে, যাকে ইচ্ছে জবাই করে। মন চাইল তো একজনের বউকে নিয়ে ভেগে গেল।

মেয়েগুলোও সেইরকম। কাউকে মনে ধরল তো ব্যস, আর কিছু দেখাদেখি নেই। স্বামী, সন্তান সব ফেলে নাগরের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে। কোলের সন্তান ফেলে যেতেও দ্বিধা করে না তখন। ওদের এইসব কর্মকাণ্ড একদম পছন্দ করে না সাদারা। তাই ওদের থেকে দূরে দূরে থাকে।

চার্লস নিউম্যানও সেই সমাজেরই অংশ। তার মনেও এদের সম্পর্কে এ জাতীয় কিছু কিছু ধারণা আছে। অন্যদের তুলনায় অনেক কম অবশ্য।

চল্লিশের মত বয়স হবে মহিলার। মাথায় বিরাট হ্যাট। ‘মিস্টার নিউম্যান, সার,’ বলল সে। ‘ব্যাপারটা আমার মেয়ে শেলিকে নিয়ে। দু’দিন আগে সন্ধের পর বাসা থেকে বেরিয়েছিল শেলি, আর ফিরে আসেনি... অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি আমরা। কিন্তু আমার মেয়ে কোথায় আছে, কেমন আছে, কিছুই জানি না। ওর কিছু হয়ে গেলে আমি বাঁচব না, সার।’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সার্জেন্ট। ‘শেলির বয়স কত?’

‘পনেরো, সার। এ শহরের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে আমার শেলি। মাই সুইট লি’ল ডটার।’

মাথা ঝাঁকাল অফিসার। প্রচলিত থিওরি অনযায়ী প্রথমেই

যে চিন্তা আসে, সেটা নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। পনেরো বছর কম নয়। তার ওপর সুন্দরী মেয়ে। কারও মন মজে গিয়ে থাকতে পারে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে হয়তো শহরের পশ্চিম মাথার ওরা যাকে বলে 'ক্রিব', তার কোনও একটায়। যেগুলোয় রাত-দিন নাচ, গান আর হুল্লোড় চলে নিগ্রোদের। অ্যালকোহল ছাড়াও ঈশ্বর জানেন আরও কী কী সব বিনা পয়সায় বিলি করা হয়। হয়তো মজা লোটা শেষ হতে ওকে ফেলে ভেগেছে নাগর। লজ্জায় বাড়ি ফেরেনি মেয়েটা, হয়তো... কে জানে! শ্রাগ করল চার্লস।

'ওয়েল, হানি। হয়তো কোনও ছেলেকে মনে ধরেছে... তার সঙ্গে পার্টিতে গেছে শেলি। আজকাল এরকম তো কতই হচ্ছে।'

'মিস্টার নিউম্যান, রেভারেণ্ড বলল। 'আমি সিস্টার গারল্যাণ্ড ও তার পরিবারকে কম করেও দুই দশক থেকে জানি। শেলিকে আমি ব্যাপ্টাইজড্ করেছি। আমি চিনি ওকে। মেয়েটা অন্যরকম, সার। ওরকম কিছু শেলি করতেই পারে না।'

'হ্যালেলুইয়াহ অ্যাণ্ড এ-মেন!' কেঁদে উঠল শেলির মা। 'প্লিজ, জি-যাস। আমার মেয়ে খুব ভাল মেয়ে, সার।'

'আই সি!'

'আমরা পুলিশের কাছে গিয়েছি,' রেভারেণ্ড বলল 'কিন্তু নিগ্রো বলে আমাদেরকে পাত্তা দেয়নি ওরা। একটা নিগ্রো মেয়ের কী হলো না হলো, তাতে ওদের কিছু যায়-আসে না, সার।'

একজন নিগ্রো তার সামনে বসে সাদাদের বিপক্ষে অভিযোগ তুলছে দেখে একটু অবাক না হয়ে পারল না নিউম্যান। তবে কথাটা মিথ্যে নয়, জানে সে। জানে, শেরিফ'স ডিপার্টমেন্ট নিগ্রোদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে না। করে না কখনও।

হঠাৎ যোগসূত্রটা দেখতে পেল সেঃ দুদিন আগে, গভীর রাতে টেক্সাকোর বিলবোর্ডের কাছে এক সাদা যুবককে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা গেছে। অত রাতে অমন নির্জন

জায়গায় কারও থাকার কথা নয়। শেলিও সেই রাত থেকেই নিখোঁজ... কে জানে!

লেমনেড নিয়ে ভেতরে ঢুকল নিউম্যানের স্ত্রী, জুডিথ। নীরবে গ্লাসে চুমুক দিল মিনিস্টার ও মিসেস গারল্যাণ্ড।

'ঠিক আছে,' একটু পর বলল চার্লস নিউম্যান। 'আমি দেখব ব্যাপারটা। কাল সকালেই দেখব।'

ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছেন দেখে আনন্দে আবার কেঁদে উঠল মহিলা। সাদা রুমাল বের করে ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল।

'ওহ, মিস্টার নিউম্যান। ইউ সো কাইণ্ড। থ্যাঙ্ক ইউ, সার। গড ব্লেস ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।'

তাদেরকে রেভারেণ্ডের গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল অফিসার। মিসেস গারল্যাণ্ড উঠে বসতে রেভারেণ্ডকে আলগোছে এক পাশে টেনে আনল। 'শেলির কাপড়-চোপড় দরকার হতে পারে। ওর গায়ের গন্ধ আছে, এরকম কিছু। সার্চ করার জন্য লাগতে পারে! ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

জিভ শুকিয়ে উঠল রেভারেণ্ডের। 'কেন?'

'বললাম তো, দরকার হতে পারে। আমি রাতে টেলিফোন করে শেলির খবর বের করার চেষ্টা করব। কাজ না হলে সকালে সার্চে নামব। তখন জিনিসটা দরকার হবে। সকাল ন'টায় ওটা নিতে আসব আমি।'

একটু ভাবল রেভোরেণ্ড। 'ঠিক আছে। সার, আপনি ভাবছেন কুকুর দিয়ে... '

'আমি কিছুই ভাবছি না। যেভাবে হোক, কিছু একটা জোগাড় করে রাখবেন। আমি সকালে আসব।'

চার্লস নিউম্যান প্রতিটা ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলা মানুষ। কাজ শুরু করার আগে নিজের নোটপ্যাডে বড়ো বড়ো করে লিখল সে:

ফিলিক্স কেলার, ফিলিপ কেলার, টিম অলিভার, পল মার্টিন। তার নীচে লিখল: সার্চ টিম, ৭.২৩.'৬৫।

'সার্জ!' ডেপুটি ডাকল।

মুখ তুলল সে। 'বলো।'

'শুরু করে দেয়া যাক?'

'হ্যাঁ।'

ডেপুটির ইঙ্গিতে কুকুরগুলোর সামনে হাঁটু ভেঙে বসল পল মার্টিন। মাটির দিকে তাকিয়ে প্রাণীগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। কোনও গোপন, দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় করে কথা বলল সে কিছুক্ষণ। সেই সঙ্গে দাঁত আর জিভ দিয়ে চুক চুক, ক্লিক ক্লিক ধরনের বিচিত্র কিছু শব্দ করল।

হঠাৎ করে খাটো পায়ের মোটাসোটা বিগলটার আচরণ পাল্টে গেল। একদম শান্ত হয়ে গেল ওটা। যেন বুঝতে পেরেছে দলের মধ্যে সে বিশেষ একটা কিছু, নামকরা মুভি স্টারের মত। হাউণ্ড দুটো উত্তেজনায় ছটফট করলেও ওটা প্রায় স্থির। আরও খানিক পর ওগুলোকে নিয়ে কাজে নেমে পড়ল মার্টিন।

সার্চ পার্টি যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে দুদিকে আধ মাইল করে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ওগুলোকে। হাউণ্ড দুটো ভীষণ অস্থির, চঞ্চল। জো-র নিয়ন্ত্রণে থাকতে চাইছে না।

ওদিকে সার্জেন্ট চার্লস নিউম্যান, ডেপুটি টিম অলিভার ও দুই ভাইয়ের তীক্ষ্ণ নজর মাটিতে। কোথাও ঘাসের বুক বা ঝোপ অস্বাভাবিকরকম এলোমেলো হয়ে বা দুমড়ে-মুচড়ে আছে কি না, কোনও পায়ের ছাপ, পরিধেয়, জুতা, মোজা বা রিবন পড়ে আছে কি না লক্ষ করছে। কিছুই নেই।

সময় যত গড়াচ্ছে, সূর্যের তাপ ততই অসহনীয় হয়ে উঠছে। ফিলিক্স কেলার ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে নিউম্যানের ওপর। ঘন ঘন থুতু ফেলছে আর বিড়বিড় করছে। একটা নিগারের জন্য লোকটার এত দরদ বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে তার।

তবে আপত্তিকর কিছু বললে যে অফিসার খেপে উঠবে, সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্ক।

সার্চ পার্টির সবার বগল, কলার ও বুকের কাছের ইউনিফর্ম শার্ট ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে এর মধ্যে। দুদিকের সম্ভাব্য স্পটগুলো দেখা হতে নিউম্যানের দিকে তাকাল ডেপুটি।

'এবার কী, পাহাড়ে উঠে খুঁজতে হবে?'

'ড্যাম,' বিড়বিড় করে বলল অফিসার। ঘড়ি দেখল। প্রায় বারোটা বাজে। এতক্ষণে জ্যাক রিচি ছাড়া পেয়ে গেছে। ওখান থেকে বাসে উঠবে ওরা। বাস ছাড়বে দেড়টায়। ব্লু আই পৌঁছবে সাড়ে চারটার দিকে। তার মানে সময় আছে।

'হ্যাঁ। আর ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করে দেখা যাক,' বলল সে।

'সার্জ!' পল মার্টিন ডাকল।

'কী?'

'কুকুরগুলো গরম সহ্য করতে পারছে না। এত গরমে কাজ করতে কষ্ট হয় ওদের।'

গম্ভীর হলো সার্জেন্ট। 'উপায় নেই, পল। এখানে পিকনিক করতে আসিনি আমরা।'

'কিন্তু, সার... '

'কাজটা ঠিকমত করলে প্রতিঘণ্টায় পঁচাত্তর সেণ্ট করে পাবে তুমি,' বাধা দিল চার্লস নিউম্যান। 'কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া কাজ বন্ধ করলে একটা ফুটো পয়সাও জুটবে না।'

ধমকে কাজ হয়েছে দেখে সন্তুষ্ট হলো অফিসার। ঠিক করল, এখানকার কাজ সেরে বাস স্টপেজে যাওয়ার আগে যদি কিছু বাড়তি সময় পাওয়া যায়, তা হলে ব্লু আইয়ের পশ্চিম মাথার এক পুল হলের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। লোকটা নিগ্রো। তার কাছে শেলির ব্যাপারে কোনও তথ্য পাওয়া যেতেও পারে।

'পিছনে চলো,' নির্দেশ দিল সে। 'গাছপালার মধ্যে সুইপ

সার্চ করতে হবে। চোখ খোলা রেখো সবাই।'

রাগ হলেও চেপে গেল ফিলিক্স কেলার। বিশ্রী শব্দ করে থুতু ফেলল এক দলা।

ঘন পাইন বনের মধ্যে ঢুকতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো দলটাকে। সামনে রাস্তা বলে কিছু নেই। প্রায় খাড়া ঢাল। লতাপাতা ধরে বেয়ে ওঠা ভীষণ কষ্টকর। পা ফেলতে হচ্ছে পথ তৈরি করে নিয়ে। তারপরও স ব্রায়ারের কাঁটার ঘায়ে সবারই পা কেটে-ছড়ে গেছে কিছু না কিছু।

বনের ভেতরটা এমনিতে আঁধার, তবে পাতার ফাঁক দিয়ে কড়া সূর্যের আলো আসছে বলে কোথাও কোথাও ফিকে হয়ে আছে অন্ধকার। সবচেয়ে বড় অসুবিধা, এখানে গরম আরও বেশি। তার ওপর আছে রাক্ষুসে মশা আর ধুলোর যন্ত্রণা।

স ব্রায়ারে হোঁচট খেয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ফিলিক্স। 'মিস্টার নিউম্যান, এর কোনও অর্থ হয় না, ড্যামিট! সাদাদের কাজ না এসব। কিছু নিগার ধরে এনে লাগিয়ে দিন!'

অফিসার রাগল না এবার। মিথ্যে বলেনি লোকটা। আসলে সাদা চামড়া, কালো চামড়ার ব্যাপার নয় এটা। অনেক কষ্ট করেও দশ ফুটের বেশি দেখা যায় না এখানে। তার ওপর ধুলোয় দম আটকে আসছে। আসলেই এর কোনও অর্থ হয় না।

'ঠিক আছে,' বলল সে। 'বেরোও সবাই এখান থেকে।'

এমন সময় পল মার্টিন ডেকে উঠল, 'অফিসার! মলি মনে হয় কিছু একটা পেয়েছে।'

ঘুরে তাকাল নিউম্যান। বাঁ দিকে খানিকটা খোলা জায়গা। তার ওমাথায় হাউণ্ড দুটো ক্লান্তিতে একেবারে শুয়েই পড়েছে। উপুড় হয়ে দুপায়ের ফাঁকের মাটিতে মুখ গুঁজে ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে প্রবল বেগে। আধখোলা চোয়ালের ফাঁক দিয়ে ভেজা, গোলাপি জিভের প্রায় পুরোটা বেরিয়ে আছে ও দুটোর। পেট ওঠানামা করছে হাপরের মত।

কিন্তু মলি নির্বিকার। সামনের দুপায়ে ভর দিয়ে খাড়া বসে আছে। একদম শান্ত। মাথা একদিকে কাত হয়ে আছে, চাউনি স্থির। চাপা গোঙানির মত অদ্ভুত শব্দ করছে। চার্লসের মনে হলো গলা দিয়ে নয়, বুকের ভিতর থেকে বের হচ্ছে শব্দটা। অকৃত্রিম জান্তব, উঁচু-নিচু পর্দার। সাঙ্কেতিক।

একটু পর উঠে দাঁড়াল মলি। জায়গায় একটা চক্কর দিয়ে দক্ষিণমুখো হয়ে দাঁড়াল। লেজ টানটান। নাক উঁচু।

'মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছে মলি!' চাপা গলায় বলল পল মার্টিন। 'এখানেই আছে ও।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট। যেন শঙ্কা সত্যি হওয়ায় অবাক হয়েছে। 'কোথায়?'

'দেখা যাক।' বাঁধন খুলে দিল সে কুকুরগুলোর। চাপাকণ্ঠে কিছু নির্দেশ দিল। চোখের পলকে নেই হয়ে গেল ওগুলো, পিছন পিছন ছুটল ফিলিক্স ও ফিলিপ। একটু পরই আড়াল থেকে প্রচণ্ড হাঁকডাক শোনা গেল জন্তুগুলোর।

মার্টিনের দিকে ফিরল চার্লস। 'বডি টাচ করবে না তো?'

'ক্রাইম সিনের ক্ষতি হয়, এমন কিছুই করবে না কুকুরগুলো,' তাকে আশ্বস্ত করল সে। 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'এই যে! এই যে, এখানে!' হঠাৎ ফিলিক্সের চিৎকার কানে এল। 'এদিকে, অফিসার! পেয়েছি মেয়েটাকে।'

'ঘোড়ার ডিম!' বিরক্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল জ্যাক রিচি। 'ডায়াল ঘোরাতে গেলে কেন, বজ্জাত কোথাকার! আগের জায়গায় নিয়ে যাও, মিউজিক হচ্ছিল যেখানে!'

মাথাভর্তি ঘন সোনালি চুল জ্যাকের। হিপ্পিদের মত লম্বা। তবে অযত্নে বেড়ে ওঠা নয়। যথেষ্ট যত্ন নেয় সে চুলের। নিয়মিত ব্রাইলক্রিম মাখে। জেলখানাতেও মেখেছে নিয়মিত। তার বয়স বাইশ-তেইশ হবে। মুখমণ্ডলের গড়ন চমৎকার।

অত্যন্ত সুন্দর চেহারা, অবিশ্বাস্যরকম হ্যাণ্ডসাম। চুলের রং সোনালি হওয়ায় চেহারা আরও হাজারগুণ আকর্ষণীয় লাগে।

এ মুহূর্তে কড়া রোদে মাথার উপর বিছিয়ে রাখা সোনার পাতের মত চিকচিক করছে ওগুলো।

মরিয়া হয়ে কার রেডিওর ইণ্ডিকেটর আগের জায়গায় নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার কাজিন, মাইক রিচি। যেখানে কান ফাটানো মিউজিকের সঙ্গে আবোল-তাবোল চিৎকার সর্বস্ব গানটা হচ্ছিল, সেই স্টেশনটা ধরতে চাইছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। নেই হয়ে গেছে যেন সেটা। মনে হচ্ছে ছিলই না কখনও। ভুল শুনেছে ওরা। ত্রাসে আঙুল কাঁপছে মাইকের।

'জ্যা-জ্যা-জ্যাক, খুঁ-খুঁজে পাচ্ছি না... '

'আরে, খোঁজো!' ধমক মেরে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল জ্যাক। 'পাচ্ছি না বললেই হলো? যাবে কোথায়?'

আরও বেশি বেশি কাঁপতে শুরু করল আঙুল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো মাইক। ভয়ে গলা শুকিয়ে উঠল। মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না ঠিকমত। মস্তিষ্ক আর জিভের মাঝখানে কোথাও আটকে যাচ্ছে বারবার।

ড্যাম! মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল সে। সত্যিকারের পুরুষ আর কবে হতে পারব আমি?

মাইক রিচির বয়স সতেরো। স্বাস্থ্যের দিক থেকে হৃষ্টপুষ্ট সে, তবে মাথা কাজ করে কম। কাজেকর্মে মন্থর। কিছুদিন আগে ব্লু আইয়ের উইল্টসন'স কন্সট্রাকশন কোম্পানির অ্যাসিসটেন্ট কার্পেন্টার ছিল। বর্তমানে বেকার। বেকার নিজে থেকে হয়েছে। একটানা বেশিদিন কোনওকিছুর সঙ্গে লেগে থাকা ধাতে সয় না, তাই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে নতুন কিছু করবে বলে।

জ্যাককে বাঘের মত ভয় করে সে। মাত্রাছাড়া বেপরোয়া আর ডানপিটে জ্যাকের দুরন্তপনা আর দুঃসাহস দেখে

ছোটোবেলা থেকেই স্থূল বুদ্ধির, সিধেসাদা মাইক রিচি তাকে নিজের কল্পনার রাজ্যে নায়কের জায়গায় বসিয়ে নিয়েছে। কথায় কথায় জ্যাকের মার খেয়েই অভ্যস্ত সে। প্রতিবাদ করে না কখনও।

কারণ জ্যাকের জন্য তার মনে আতঙ্ক আর ত্রাস মেশানো এক ধরনের বিশেষ ভালোবাসা আছে। বয়সের ব্যবধান বেশি না হলেও তাকে দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে সে। হয়ত জ্যাকের সুন্দর চেহারার জন্যই এ দুর্বলতা। কে জানে? আর ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে না-ই বা কেন? যেমন-তেমন মানুষ নাকি সে! পোক কাউণ্টির সর্বকালের সেরা অ্যাথলিট। জেলে যেতে না হলে এবারের কাউণ্টি মাইনর লিগ অথবা আরক্যানসো ইউনিভার্সিটি লিগে অবশ্যই অংশ নিতে পারত জ্যাক। তারওপর আবার মেয়ে পাগল করা চেহারা। এরকম ক'জন আছে সারা আমেরিকায়?

'চেষ্টা করতে থাকো,' আবার বলল জ্যাক। এবার কিছুটা উৎসাহ দেয়ার সুরে। 'কোথায় মিউজিক হচ্ছে খুঁজে দেখো। নিগারদের নোংরা মিউজিক শুনতে চাই না আমি। রক অ্যাণ্ড রোল শুনতে চাই। বিল হ্যালির "রক অ্যারাউণ্ড দ্য ক্লক" কোথায় হচ্ছে খুঁজে বের করো।'

নব ঘোরাতে লাগল মাইক। শক্তিশালী মেমফিস বা সেইণ্ট লুই স্টেশনের খোঁজে ঘনঘন ডানে-বাঁয়ে করছে। কিন্তু নিয়তি যেন পণ ধরেছে, আজ কিছুতেই সহায়তা করবে না তাকে। বরং জ্যাক যা শুনতে চায় না, সেইসব মিউজিকই বারবার বেজে উঠে মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছে।

যদিও জ্যাক এখন আর আগের মত রাগ করছে না। বরং ওর ব্যস্ততা দেখে মুখ টিপে হাসছে থেকে থেকে। ড্রাইভ করার ফাঁকে তার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিচ্ছে।

ভাল কথা! মাথা চুলকাল মাইক। জ্যাক গাড়ি পেল কোথায়? জেল গেটে এ প্রশ্ন করা উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়টা মাথায়

আসেনি তার। জ্যাকও কিছু বলার প্রয়োজন মনে করেনি। কথা ছিল তারা দু'জন দেড়টার বাসে ব্লু আই রওনা হবে। সেখানকার বাস স্টপেজ থেকে মিস্টার নিউম্যান তাদেরকে তুলে নেবেন। কিন্তু

তবে গাড়িটাও দেখার মত। গিয়ারশিফটওয়ালা ধপধপে সাদা ফোর্ডোম্যাটিক ফেয়ারলেন। একেবারে নতুন। মনে হয় এইমাত্র শোরুম ফ্লোর থেকে বের করে আনা হয়েছে। আর জ্যাকের ড্রাইভ করার অতি আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি দেখে মনে হয়, যেন ওর জানা আছে গাড়িটা বিশেষভাবে ওরই জন্য তৈরি করা হয়েছে।

রজার্স অ্যাভিনিউ ধরে ছুটছে ফেয়ারলেন। কে জানে কোন্ আনন্দে থেকে থেকে হর্ন বাজাচ্ছে জ্যাক। মেয়ে চোখে পড়লেই সেক্সি মুভি স্টারদের মত হাত নাড়াচ্ছে। তারাও নাড়াচ্ছে।

এই ব্যাপারটা ভাল লাগছে না মাইকের। জ্যাক বিয়ে করেছে। তার বউ আছে। সানড্রা হোয়াইট। পোক কাউন্টির সেরা সুন্দরী সানড্রা। তারপরও এসব কেন? মিস্টার নিউম্যান চাকরি ঠিক করে রেখেছেন তার জন্য। ডেভিড ক্যামেরনের ক্যাটল র‍্যাঞ্চের কাছে তাদের বিনা পয়সায় থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। ওটার বিধবা মালিক, জুডি ক্যামেরনের তৈরি নতুন একটা কটেজে। স মিলে কাজ করার ফাঁকে ব্যবসা শিখবে জ্যাক। লেগে থাকতে পারলে একদিন হয়তো সেটার ম্যানেজারও হয়ে বসতে পারবে।

'মাইক, মেয়েগুলোকে দেখো,' জোরে চালিয়ে একটা পণ্টিয়াক স্টেশন ওয়াগনের পাশে পৌঁছে গেল জ্যাক। সমানতালে চলতে লাগল। চার সুন্দরী তরুণী গাড়িটির আরোহী। সোনালি চুল তাদের। তারাও কম যায় না। জ্যাককে হাত নাড়াতে দেখে সবকটা চিয়ারলিডারের মত করতে লাগল।

'হাই, সুন্দরীরা! আইসক্রিম খাবে?'

ওদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বেখেয়ালে রাস্তার সেন্টার লাইন অতিক্রম করে এল জ্যাক। সামনে থেকে তুমুল গতিতে একটা ট্রাক আসছে দেখে দম আটকে গেল মাইকের। এক চোখ আপনাআপনি বুজে গেল। কাল্পনিক ব্রেক পেডাল চাপতে গিয়ে জ্যাকের দিকে কাত হয়ে গেল সে।

'জ্যা-জ্যা-জ্যা '

'নাকি স্কাইভিউতে মুভি দেখতে যাবে?'

এসে পড়েছে ট্রাক। টানা হর্ন বাজিয়ে বেয়াড়া যুবককে সরে যেতে বলছে সামনে থেকে। মাইক রিচি ঘামছে দর দর করে। মেয়েগুলো চিৎকার করে উঠল। কিন্তু জ্যাকের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। একেবারে শেষ মুহূর্তে ফেয়ারলেনের নাক ঘুরিয়ে দিল সে। পাশ দিয়ে বাতাসে ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল ট্রাকটা।

যেন কিছু হয়নি, এমনভাবে আতঙ্কিত মেয়েগুলোর উদ্দেশে হাত নাড়ল জ্যাক। গাড়ি ঘুরিয়ে সাঁ করে একটা ব্রাঞ্চ রোডে ঢুকে পড়ল। হাতঘড়ি দেখল। এদিকে মাইক রিচি ঘন ঘন ঢোঁক গিলছে। ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি এখনও। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। জ্যাক কোনদিকে যাচ্ছে? বুঝতে পারছে না। ফোর্ট স্মিথে অল্প কয়েকবার এসেছে সে, কিছুই বলতে গেলে চেনে না।

একটু পর ব্যস্ত মিডল্যাণ্ড বুলেভারে থামল জ্যাক রিচি। রাস্তার ওপারে বিশাল এক গ্রোসারি স্টোর দেখা যাচ্ছে—আইজিএ ফুড লাইন। এতবড় গ্রোসারি স্টোর আর দেখেনি মাইক।

'দোকানটা দেখেছ, মাইক?' মাথা ঝাঁকাল জ্যাক। 'ভেতরে কারা যাচ্ছে-আসছে লক্ষ করেছ? সবাই পয়সাওয়ালা। এখানে কেন আসে জানো? গুদাম ভরতে।' হাসল সে। 'বুঝলে না? পেট ভরে খেতে।' আবার হাতঘড়ি দেখল। 'বারোটার মত বাজে প্রায়। এতক্ষণে দোকানটার সিন্দুকে নিশ্চয়ই অনেক টাকা জমা হয়েছে! না হলেও পঞ্চাশ-ষাট হাজার ডলার তো হয়েইছে।'

তার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল মাইক। বুঝতে পারছে না কী বলছে সে। আপনমনে নব ঘোরাচ্ছে।

ভাগ্য ভালই বলতে হবে তার, নব ঘোরাতে ঘোরাতে জ্যাকের পছন্দের গানটাই পেয়ে গেল।

উই গনা রক অ্যারাউণ্ড দ্য ক্লক টুনাইট!
উই গনা রক রক রক 'টিল দ্য ব্রড ডেলাইট!

লম্বা করে দম নিল চার্লস নিউম্যান। ঝোপ আর কাঁটাঝাড় এড়িয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে ঘামে ভেজা নাকমুখ আর উন্মুক্ত ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তীব্র রোদ। চোখমুখ কুঁচকে ধাক্কা সামাল দিল সে। এক ফোঁটা ঘাম চোখে পড়তে ভীষণ জ্বালা করে উঠল চোখ।

মাথা ঝাড়া দিয়ে তাকাল চার্লস। দশ গজ দূরে একটা সরু, শুকনো নালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল পল মার্টিন ও ফিলিপ কেলারকে। তাদের সামনে একান্ত বাধ্য ছেলেমেয়ের মত বসে আছে কুকুর তিনটে। আধহাত লম্বা গোলাপি জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে, কলজে কাঁপানো হাঁক ছাড়ছে থেকে থেকে।

এদিকে পিছন ফিরে কাত হয়ে শুয়ে আছে শেলি গারল্যাণ্ড। পরনে গোলাপি রঙের সুতির গাউন। কোমরের কাছে দলা হয়ে আছে সেটা। প্যাণ্টি নেই, নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। গায়ে ব্লাউজও নেই। লজ্জার কথা। কিন্তু শেলির কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ দু'দিন আগেই মানবিক লাজ-লজ্জাসহ সমস্ত অনুভূতির ঊর্ধ্বে চলে গেছে মেয়েটা।

সুন্দর দুটি চোখ বিস্ফারিত, দ্যুতিহীন। গায়ের চামড়া চকচকে ভাব হারিয়ে ধূসর হয়ে গেছে। সারাদেহ ধুলো-বালিতে একাকার। শরীর অনেক ফুলে গেছে। এ মুহূর্তে শেলির বেলুন সংস্করণে পরিণত হয়েছে যেন। ওর মুখের বাঁ দিক সম্পূর্ণ

বিধ্বস্ত, লক্ষ করল চার্লস। চামড়ার অস্তিত্বই নেই অনেকখানি জায়গার। রক্ত জমাট বেঁধে কালচে হয়ে আছে।

যেটা দিয়ে এ কাজ করা হয়েছে, পাশেই পড়ে আছে সেটা। বড় এক খণ্ড পাথর। কম করেও বিশ-পঁচিশ কেজি ওজনের। ওটা দিয়ে মেরে মুখের বাঁ দিকটা থেঁতলে দেয়া হয়েছে শেলির। গোপন অঙ্গে কালচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। বড় বড় মাছি উড়ছে দেহটা ঘিরে। দুর্গন্ধে বাতাস ভারী।

কোরিয়া যুদ্ধে অজস্র মৃত্যু দেখেছে চার্লস নিউম্যান, অনেক কদর্য রূপ দেখেছে মৃত্যুর। কিন্তু এমন হেলাফেলার মৃত্যু, এমন দুঃখজনক অপচয় আগে কখনও চোখে পড়েনি। নির্দয় খেলা শেষে ভাঙাচোরা পুতুলের মত ফেলে রেখে যাওয়া গ্যাসভরা দেহটা দেখে বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্য নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল সে।

ডেপুটি এসে দাঁড়াল পাশে। থুতু ফেলে বলল, 'দেম নিগারস! নিজেদের একজনের এই অবস্থা করেছে! ওরা মানুষ না। আবার আফ্রিকার জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়া উচিত ওদেরকে।'

'টিম,' আশ্চর্যরকম ধীরস্থির কণ্ঠে বলল সার্জেন্ট। 'সবাইকে নিয়ে নীচে চলে যাও তুমি, আমার কার রেডিওতে মেসেজ...'

'হেই, মিস্টার নিউম্যান!' ফিলিক্স কেলারের ডাক শুনে ঘুরে তাকাল সে। দুই ভাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল। মৃতদেহটা নিয়ে হাসাহাসি করছে ওরা।

'কী?'

'আমি যদি একবার ফ্রি... মানে, মেয়েটা তো এখন আর ভার্জিন নেই, কিছু মাইণ্ড করবে না। যদি... '

দপ্ করে আগুন ধরে গেল যেন চার্লসের মাথার মধ্যে। বাহু আর কাঁধের সমস্ত পেশি জট পাকিয়ে গেল। বিদ্যুৎ গতিতে তিন পা এগিয়ে গেল সে। বাঁ হাতে ঠকাশ করে প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল বজ্জাতটার ডান চেয়ালে। মারটা এত জোরে লাগল যে সে

নিজেই ব্যথা পেল। ফিলিক্স তখন ভাইয়ের দিকে ফিরে জিভ ঝুলিয়ে 'কেমন বললাম!'-মার্কা হাসি হাসছিল।

ঘুসির চোটে ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেল তার মাথা। ঘাড়ের হাড় ফুটল মট্ মট্ করে। দাঁতে লেগে খচ্ করে জিভ কেটে গেল অনেকখানি। দর দর করে রক্ত বেরিয়ে এসে তার মুখ, থুতনি ভাসিয়ে দিল মুহূর্তে। দু-তিন পা পিছিয়ে গিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল সে। এক হাতে মুখ চেপে ধরে পড়েই থাকল, আরেক হাত শূন্যে উঠে আছে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।

কিন্তু চার্লস নিউম্যানের রাগ কমেনি। দুই লাফে লোকটার সামনে গিয়ে থামল সে। তার অগ্নিমূর্তি দেখে আতঙ্কে দুর্বোধ্য চিৎকার করে উঠল ফিলিক্স, মাটিতে নিতম্ব ঘষে দ্রুত পিছিয়ে যেতে লাগল। ধুলোয় আঁধার হয়ে উঠল চারদিক।

'মাফ করে দিন, সার্জ, প্লিজ!' একছুটে তার সামনে এসে দাঁড়াল ফিলিপ। দুহাত তুলে করুণ কণ্ঠে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে, সার... আর হবে না! প্লিজ, ছেড়ে দিন!'

অনেক কষ্টে রাগ সামলাল অফিসার। ডেপুটির দিকে ফিরে বলল, 'এই হারামজাদাকে দূর করো আমার চোখের সামনে থেকে। নীচে গিয়ে আমার রেডিওতে গ্রিনউড ব্যারাকে মেসেজ দাও। বলো, রিয়েল ব্যাড টেন-থার্টি-নাইন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন টিম পাঠাতে হবে। ক্রিমিনাল আইডি টিমকেও আসতে বলো। খুনীর হাতের প্রিন্ট পাওয়া যেতে পারে। আর... ব্রুস উইলিয়ামসকেও খবর দিতে হবে। তোমার শেরিফকে জানাও, আমি লোক চেয়েছি। এই জায়গা পুরোটা ঘেরাও করে সার্চ করতে হবে। বুঝতে পেরেছ?'

'শিওর, চার্লস।'

'পল, তুমি কুকুর নিয়ে ছায়ায় চলে যাও। কিছুক্ষণ রেস্ট করো। অপরাধীর গায়ের গন্ধ শনাক্ত করার জন্য ওগুলোকে আবার দরকার হতে পারে। ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, সার।'

'যাও।'

সবাই চলে যেতে মৃতদেহটা ঘিরে ধীরপায়ে চক্কর দিতে লাগল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশের মাটি পর্যবেক্ষণ করছে।

একটু পর দাঁতে দাঁত চাপল। বিড়বিড় করে বলল, 'যিশুর কসম। এ কাজ যে করেছে, তার পিছনটা আমি ভাজা ভাজা করে ছাড়ব ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে।'

আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল সে চোখের সামনে একটা অসহায় কিশোরীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। তালগোল পাকিয়ে যেতে চাইছে সব মাথার মধ্যে। মনে হচ্ছে, মৃতদেহটা তার কাছে যেন ন্যায়বিচার দাবি করছে। যেন নীরবে অনুযোগ করছে শেলির নির্নিমেষ, প্রাণহীন চাউনি।

অসহ্য রাগে গা জ্বলতে লাগল। এখনই এর বিচার শেষ করে হত্যাকারীর ফাঁসি দিতে পারলে খুশি হত চার্লস। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বলতে লাগল, শেলির হত্যাকারীকে অবশ্যই খুঁজে বের করবে সে। তারপর প্রসিকিউটর ব্রুস উইলিয়ামসের সহায়তায় তাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে পাঠিয়ে তবে বিশ্রাম নেবে। এখন এটাই তার একমাত্র কর্তব্য।

'ওকে, ইয়াং লেডি,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'কিছু বলো, তদন্তে সাহায্য করো আমাকে।'

মৃতদেহের কাছে গিয়ে ভাল করে চোখ বোলাতে লাগল চারদিকের মাটিতে। দুর্গন্ধ বা মাছি, কোনওদিকে খেয়াল নেই। মৃতদেহের আশপাশে পায়ের ছাপ বা শক্ত মাটিতে ভারী কিছু টানা-হ্যাঁচড়ার দাগ বা ওরকম আর কিছু পাওয়া যায় কি না, নিবিষ্ট মনে খুঁজে দেখতে লাগল।

পাওয়া গেল না। মৃদু বাতাসে শেলির কোমরের কাছে দলা হয়ে থাকা ড্রেস থেকে থেকে উড়ছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। কথা বলো, মনে মনে বলল চার্লস নিউম্যান। কে করেছে এ কাজ?

বুকের ভেতরে আবেগ উথলে উঠল হঠাৎ করে। ইচ্ছে হলো শেলির কষ্ট কমাতে কিছু একটা করে। কিন্তু এখন সেসবের ঊর্ধ্বে চলে গেছে মেয়েটা। *কষ্ট* বলে কিছু নেই ওর। *শেলি* বলেও কিছু নেই। আছে কেবল তার গ্যাসে ফুলে ওঠা দেহটা।

মাথা ঝাঁকাল চার্লস। গলা খাকারি দিয়ে মনে মনে বলল, হানি, আমাকে বলো কে দায়ী।

কিশোরীর প্রাণহীন, ঘষা কাঁচের মত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। ওর পড়ে থাকার ভাঙাচোরা ভঙ্গি, দেহের এখানে-সেখানে শুকিয়ে কালো হয়ে থাকা রক্তের দাগ, আঘাতের দাগ এবং যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে, সমস্ত কিছু একত্রিত হয়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে তার মাথার মধ্যে।

শেলি গারল্যাণ্ডের জায়গায় নিজের একমাত্র ছেলের চেহারাটা ভেসে উঠল—ওকেও এমনি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হত্যা করে অজায়গায় ফেলে রাখা হয়েছে, দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল সে। দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার থেকে একজন প্রতিশোধকামী হিংস্র পিতা হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য। লালচে কুয়াশার মধ্য দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখল, শট গান হাতে হত্যাকারীকে তাড়া করছে সে। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড।

একটু পর নিজেকে ফিরে পেল সার্জেন্ট। চোখ বোলাতে লাগল পরিবেশের উপর। মেয়েটা যেন ধুলোয় গোসল করেছে, কেন? এখানে তিনদিন পড়ে ছিল বলে? হয়তো, তবে নিশ্চিত নয়। তার ধারণা এখানে নয়, আর কোথাও হত্যা করা হয়েছে শেলিকে। তারপর এখানে এনে ফেলে রাখা হয়েছে।

পাথর দিয়ে ওকে হত্যা করা হয়ে থাকলে আরও অনেক রক্ত থাকত এখানে। কিন্তু তা নেই। খুলির কাছ ঘেঁষে মাটিতে অল্প খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। এখানে হত্যা করা হলে এ জায়গার চেহারা অন্যরকম থাকত। মেয়েটা বাঁচার জন্য ছটফট

করত। সে ক্ষেত্রে রক্ত এক জায়গায় না, চতুর্দিকে ছড়িয়ে, শুকিয়ে থাকত। অতএব কাজটা অবশ্যই আর কোথাও সারা হয়েছে, এবং লাশটা এখানে এনে ইচ্ছা করে ওই পাথর দিয়ে মৃত শেলির মাথায় আঘাত করেছে হত্যাকারী, যাতে তদন্তকারীরা মনে করে এখানেই হত্যা করা হয়েছে।

কিন্তু কেন? এ কাজ কীসের আশায় করছে হত্যাকারী? ঝুঁকে শেলির গলায় চোখ বোলাল সার্জেন্ট। হ্যাঁ, দেহ ফুলে গেলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ওখানে একটা দাগ বসে আছে। কীসের দাগ? গলায় ফাঁস পরিয়ে হত্যা করার? বিষয়টা নোটবুকে লিখল সে।

ওর কাঁধের কাছে কোঁচকানো ব্লাউজের ভাঁজে খানিকটা লাল ধুলো দেখা গেল। আলগা। স্পর্শ করে দেখল। লাল ধুলো? ওর একটা হাত ধরল চার্লস, প্রতিটা নখের ভেতরের দিক পরীক্ষা করল। প্রতিটাতেই আধখানা চাঁদের মত আটকে আছে ধুলো।

লাল ধুলো? ভাবল সে, লাল এঁটেলমাটি সম্ভবত। রেড ক্লে। বিষয়টা মনে মনে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে চট্ করে বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। ব্লু আই থেকে দশ মিনিটের দূরত্বে, রুট ৮৮-র কাছে একটা পুরনো রেড ক্লে ডিপোজিট আছে। ওই জায়গাটার নাম লিটল জর্জিয়া।

নোটবুকে লিখল চার্লস রেড ডার্ট আণ্ডার হার নেইলস্!

লিটল জর্জিয়া?

এবার শেলির অন্য হাত নিয়ে পড়ল। মুঠো হয়ে আছে ওটা, লোহার মত শক্ত। বাইরে থেকে মনে হলো মুঠোর মধ্যে কিছু একটা আছে। পেন্সিলের মাথা দিয়ে আস্তে আস্তে খুঁচিয়ে জিনিসটা বের করল চার্লস নিউম্যান। দলা পাকানো এক টুকরো কাপড় ওটা। দলাটা সাবধানে খুলল। নীল কটন শার্টের ছেঁড়া একটা পকেট। টেনে ছেঁড়া হয়েছে। তিনটে ক্যাপিটাল লেটার মনোগ্রাম করা আছে পকেটে : FRG

শেলি গারল্যাণ্ডের হত্যাকারীর শার্টের পকেট? ভাবল সে। এত সহজে...? মাই গড! এখন শুধু মিস্টার এফআরজির খোঁজ বের করতে পারলেই খুনীকে ধরা যাবে?

পিছনে পায়ের শব্দে সচকিত হলো সে।

'সার্জ!' ডেপুটি ডাকল।

'কী?' উঠে দাঁড়াল চার্লস।

'আমি শেরিফকে খবর দিয়েছি। কিন্তু ওদের আসতে মনে হয় কিছুটা দেরি হবে।'

'কেন?'

'কারণ আছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল টিম অলিভার। 'জ্যাক তার কাজিনকে সঙ্গে নিয়ে নতুন কীর্তি করেছে।'

'কী কীর্তি!' অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল চার্লসের।

'ফোর্ট স্মিথের আইজিএ ফুড লাইনে ডাকাতি করতে গিয়ে তিনজনকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। একজন পুলিশও ছিল তাদের মধ্যে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেপুটি। 'স্টেটের সমস্ত পুলিশ এখন ওদের পিছু নিয়েছে।'

বোকার মত তাকিয়ে থাকল চার্লস নিউম্যান।

দুই

পিছনের সিট থেকে পুরু বাদামি কাগজের একটা গ্রোসারি ব্যাগ কোলের ওপর নিয়ে এল জ্যাক রিচি। ভেতরে একাধিক ভারী জিনিস আছে। শুধু ভারী নয়, অত্যন্ত ভারী। জ্যাক ব্যাগটা

কোলের ওপর রাখতে ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ঠোকাঠুকির আওয়াজ উঠল। তাকিয়ে থাকল মাইক।

'এটা তোমার,' ব্যাগ থেকে লম্বা ব্যারেলের বিশাল একটা রিভলভার বের করে মাইকের দিকে এগিয়ে দিল জ্যাক। 'এটা হচ্ছে স্মিথ পয়েন্ট ফোরফোর স্পেশাল। কামানের মত বিশাল, তাই না? নাও।'

নিল মাইক। বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল জিনিসটার দিকে। অসম্ভব ভারী। তেলতেলে, হিমশীতল, অদ্ভুত। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী একটা অপশক্তি যেন।

পিস্তল! এতক্ষণে মনে হলো মাইকের। জ্যাকের দিকে তাকাল। টের পাচ্ছে, বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়তে শুরু করেছে নিজের। হাঁ হয়ে গেছে সে। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

কিন্তু মাইকের প্রতিক্রিয়ার দিকে জ্যাকের খেয়ালই নেই। ও তখন ব্যাগ থেকে আরেকটা অস্ত্র বের করে কাজে লেগে পড়েছে। অটোম্যাটিক গান ধরনের কিছু হবে। স্ট্যাগ গ্রিপওয়ালা। ওটার হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে কিছু একটা ফিট করল সে। একটা ছোট্ট লিভার নিয়ে টানাটানি করতে লাগল।

'আর এটা হলো গিয়ে কোল্ট থার্টি-এইট সুপার,' মাইকের হাঁ এখনও বন্ধ হয়নি টের পেয়ে তার দিকে ফিরে হাসল জ্যাক রিচি। 'ঠিক জায়গায় গুলি লাগাতে পারলে এ দিয়ে হাতিও মারা যায়। কিন্তু... তুমি ওভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে কী দেখছ বলো দেখি? এসব আগে দেখোনি কখনও?'

আমতা আমতা করতে লাগল মাইক। 'আ-আ-আমার... খুব ভয় করছে, জ্যাক। এসব... এসব... আমি খুব... '

'ভয় পাচ্ছ? দূর! ভয় পাওয়ার কী হলো? এগুলো দিয়ে আমরা কিছু করব নাকি?' মাথা নাড়ল সে। 'ভয় দেখাব শুধু। টাকা-পয়সা নিয়ে ভেগে যাব, ব্যস। আর কিছু না।'

মাইক ঢোঁক গিলল। 'তা-তাই?'

'না তো কী? এগুলো দেখিয়ে দোকানের সিন্দুকটা খোলাব। তারপর টাকা-পয়সা যা আছে নিয়ে ভাগব। শুধু শুধু ভাবছ তুমি।'

'তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন ওই দোকানের সব খবর তোমার জানা আছে!'

রহস্যময় হাসি হাসল জ্যাক। 'আছে, আছে! সবই জানা আছে। কোথায় সিন্দুক, কোথায় কী, সব জানি আমি।'

মাইকের গলা শুকিয়ে উঠল। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার। জ্যাককে অত্যন্ত ভালবাসে সে... কিন্তু ওর মধ্যে যে একটা...

'শোনো, মাইক,' তার দিকে ঝুঁকে বসল জ্যাক। যেন নির্দোষ ষড়যন্ত্র করছে, এমনভাবে বলল, 'তোমার কথা জানি না। তবে আমি কোনও বাঙালি শিটের স মিলে কাঠ চেরাইয়ের চাকরিতে যোগ দিয়ে মিস্টার নিউম্যানকে খুশি করতে পারব না। স মিলে কাজ করলে আজ না হোক কাল আমার আঙুল কাটা পড়বে, হয়তো গোটা হাতটাই কাটা পড়বে। একদিন হয়তো পা কাটা পড়বে। এরকম কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই দেখেছ তুমি। দেখেছ না? কাজেই আমি ওই দলে পড়তে রাজি নই।'

হেলান দিয়ে বসল জ্যাক। দম নিচ্ছে গভীর করে। ঘড়ি দেখল। 'আজ কপাল ফেরানোর একটা সুযোগ এসেছে, মাইক। আমি তা কাজে লাগাতে চাই। ভেতরে ঢুকব, এগুলো দেখাব, টাকাকড়ি যা পাব নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে ভাগলবা হয়ে যাব। এই কপালপোড়া স্টেটে আর থাকবই না। ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাব। আমার দিকে তাকাও, মাইক। তাকাও আমার দিকে!'

চোখ তুলল সাদাসিধে তরুণ। কাজিনের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল।

'ভেবে বলো তো, আমাকে কি স মিলের করাতির মত লাগে দেখতে? সারা বছরের রোজগার এক হাজার ডলার, যেমন-

তেমন এক কাঠের তৈরি কেবিনে বউ নিয়ে বাস করি? কাউন্টির সেরা সুন্দরীকে নিয়ে, বলো? মনে হয়? হয় না। কী বলো? আমাকে লাগে হলিউডের নায়ক জেমস ডিনের মত। আমি জানি আমি তার মতই হ্যাণ্ডসাম। তারচেয়েও অনেক বেশি হ্যাণ্ডসাম। তুমি দেখেছ মেয়েরা আমার জন্য কেমন পাগল! দেখেছ না? তাই ঠিক করেছি, আমি ওখানে চলে যাব। হলিউডে। নামকরা মুভি স্টার হব একদিন। তুমিও চলে আসতে পারো চাইলে। মাইক, মুভি স্টারদের সবার একজন করে নাম্বার ওয়ান ম্যান থাকে। স্টারের যাবতীয় কাজ দেখাশোনা করে সে। আমি চাই তুমি আমার নাম্বার ওয়ান ম্যান হবে।'

'তা-তা হলে সানড্রার কী হবে? তো-তোমাকে অনেক ভালোবাসে ও।'

'ওখানে ক-ত সানড্রা পাওয়া যাবে!' মুখ বিকৃত করে বলল জ্যাক। 'সানড্রার অভাব নেই ওই ইণ্ডাস্ট্রিতে, বুঝলে? আমি অবশ্য ওকে সঙ্গে নিয়েই যাব। আমার কিছু প্রভাবশালী বন্ধু আছে যারা হলিউডে আমার জন্য কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। তুমি বুঝতে পারছ আমি, সানড্রা, তুমি, সবাই মিলে ওখানে গিয়ে স্টার হতে পারলে কেমন হবে ব্যাপারটা?'

জ্যাকের দেখানো স্বপ্নে মাইক রিচি এতটাই ঝাড়া খেলো যে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজেকে সত্যি সত্যি হলিউডের নায়ক মনে করে পুলক অনুভব করল। নীল পানি ভর্তি সুইমিং পুল, ছোটো ছোটো করে ছাঁটা গোঁফ, লেটেস্ট মডেলের আলো ঠিকরানো ঝকঝকে গাড়ি, ও যেখানে যায়, ক্যামেরা হাতে ফোটোগ্রাফাররা সেখানেই তার পিছু নেয়, এতকিছু...

'যিশুর দিব্যি করে বলছি, জ্যাক, কারও কোনও ক্ষতি হবে না। আমি ওই অফিসে ঢুকলে তুমি শুধু পিছনে থেকে আমাকে গার্ড দেবে। আর কিছু না। আমাদের দুজনের হাতে দুটো অস্ত্র দেখলে কেউ ভয়ে কিছু করার সাহসই পাবে না। গ্রোসারি

কোম্পানির টাকা বাঁচাতে নিজের জীবন নিয়ে খেলতে চাইবে না কেউ, দেখো। টাকা নিয়ে বেরিয়ে এসে সানড্রাকে তুলে নেব আমরা। তারপর লম্বা দৌড়। কারও ক্ষতি হবে না। এসো, মাইক। তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল জ্যাক। কামানের মত বিরাট কোল্ট .৩৮ কোমরে গুঁজে সানগ্লাস পরল। এই বেশে একেবারে রূপকথার রাজপুত্রের মত সুন্দর, মোহনীয় লাগছে ওকে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল মাইক। রীতিমত গর্ব হলো তার। লাকি সিগারেটের প্যাকেট বের করল জ্যাক।

এক হাতে ওটা ধরে অন্য হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে অদ্ভুত এক কৌশলে প্যাকেটের মুখে টোকা মারল, একটা ফিল্টার টিপড্ লাফ দিয়ে উঠে এল প্যাকেট ছেড়ে। প্র্যাকটিস করা কায়দায় মুখটা এগিয়ে দিল জ্যাক, ঠিক ওর ঠোঁটের ওপরেই পড়ল ফিল্টারটা। এবার সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে হাঁ করে থাকা মাইকের দিকে ফিরে এক চোখ টিপল সে।

'এসো।'

দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পায়ে আগে আগে চলল সে আইজিএ ফুড লাইনের দিকে। একটু দুলে দুলে হাঁটছে। মুখে মৃদু হাসি। মাইক তার পিছন পিছন চলেছে যন্ত্রচালিতের মত। ভীত, বিভ্রান্ত। জ্যাকের দেখাদেখি সে-ও অস্ত্র কোমরে গুঁজে নিয়েছে। কিন্তু ওটার ব্যারেল এত লম্বা যে প্রতি পদক্ষেপে হাঁটুতে গুঁতো লাগছে। ফলে হাঁটা হয়ে যাচ্ছে ল্যাংড়া-খোঁড়ার মত। পিছিয়ে পড়ছে সে।

আমাদের মাস্ক পরে নেয়া উচিত ছিল না? ভাবল মাইক। যদি পরিচিত কেউ দেখে ফেলে? আমার মা এসব শুনলে ঠিক পাগল হয়ে যাবে। কেন এর সঙ্গে জড়ালাম আমি? এসব কী ঘটছে? জ্যাক... জ্যাক... ফিরে চলো, ভাই!

দৃঢ় পায়ে ফুড লাইনের মূল প্রবেশ পথে গিয়ে থামল জ্যাক

রিচি। হাসছে। এক মহিলা রাজ্যের প্যাকেট বোঝাই করছিল তার গাড়ির বুটে। একটা প্যাকেট পড়ে যেতে তুলে দিল সে।

'থ্যাংক ইউ,' হ্যাণ্ডসাম যুবককে কৃতজ্ঞতা জানাল মহিলা। দৃষ্টি জ্যাকের সুন্দর মুখের ওপর এমনভাবে সেঁটে আছে যে ওর কোমরে গোঁজা কামানটা দেখতেই পেল না।

'এনি টাইম, ম্যা'ম।'

এই সুযোগে জ্যাককে ধরে ফেলল মাইক। একসঙ্গে ঢুকল দোকানে। ভেতরটা অন্ধকার অন্ধকার লাগল মাইকের। আকারে বিশাল। দেখলে গির্জার কথা মনে পড়ে। ছয়টা ক্যাশ কাউন্টারে ছয় মেয়ে কর্মচারী ক্যাশ রেজিস্টারে কাজ করছে। তাদের সামনে ট্রলি হাতে ক্রেতারা লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে।

মাইকের চোখ কপালে উঠল। এতবড় গ্রোসারি স্টোর জীবনে এই প্রথম দেখছে সে। কেন কে জানে, অজানা একটা ভয় চেপে ধরল তাকে। মনে হলো, না জেনে কোনও প্রার্থনালয়ে ঢুকে পড়েছে বুঝি। অপবিত্র করে ফেলেছে। ইচ্ছে হলো জ্যাকের সামনে গিয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সে। চিৎকার করে বলে, 'না, জ্যাক! না! এ কাজ কোরো না, প্লিজ!'

কিন্তু মোটা মাথাটা ধীরে কাজ করে বলে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারল না সে। ভাবনাটাকে কাজে পরিণত করতে পারার আগেই জ্যাক তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। স্টোরের ঠিক মাঝখানে, শেষ ক্যাশ রেজিস্টারের পিছনে উঁচু দেয়াল ঘেরা একটা কেবিনমত আছে। ওটা অফিস। একটা দরজা আছে কেবিনের মাঝখানে। বন্ধ। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে এক লালচুলো সুন্দরী যুবতী কথা বলছে নিগ্রো মহিলার সঙ্গে। যুবতীর ব্লাউজে লেখা: ভার্জিনিয়া। অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার।

আর সব মেয়ের মত সে-ও হ্যাণ্ডসাম জ্যাককে এক টুকরো মোহনীয় হাসি উপহার দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝপথে হাসিটা জমাট বেঁধে গেল ওর হাতের জিনিসটা দেখে। তীব্র আতঙ্কে

পলকে কালো হয়ে উঠল সুন্দর চেহারাটা। নিগ্রো মহিলাকে ধাক্কা মেরে ফ্লোরে শুয়ে পড়তে বাধ্য করল জ্যাক।

'অফিসে ঢোকো,' পিস্তল দুলিয়ে ভার্জিনিয়াকে নির্দেশ দিল। 'সেফ খোলো!'

মেয়েটা নক করতে বন্ধ দরজা খুলে এক তরুণ অফিসার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ঠিক কী যে ঘটল, বুঝে উঠতে পারল না মাইক। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা গুলির শব্দ উঠল। কোত্থেকে, জানে না সে। দেখল তরুণ অফিসার বুক চেপে ধরে পড়ে যাচ্ছে। তার শার্ট আর টাইল বিছানো ফ্লোর তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ক্ষত চেপে ধরা হাতের ফাঁক দিয়ে গল গল করে রক্ত ঝরছে অনবরত। ফ্লোরে ছোটোখাটো রক্তের পুকুর তৈরি হয়ে গেছে এরইমধ্যে।

নারী কণ্ঠের গলা ফাটানো আর্ত চিৎকার কানে এল। হাঁক-ডাক আর গোঙানি কানে এল। অনেকটা অপ্রস্তুতের মত নিজের অস্ত্র বের করল মাইক। কী করবে বুঝতে পারছে না। জ্যাক অফিসের দিকে পা বাড়াল। মাইকও এগোল, কিন্তু জ্যাক চিৎকার করে বলল, 'তুমি থাকো! বাইরে নজর রাখো!'

তাই করল মাইক। দরজার কাছ থেকে পিছিয়ে গেল। অফিসের ভেতরে কী চলছে দেখতে পেল না সে। তবে গুলির পিলে চমকানো আওয়াজ শুনতে পেল ঠিকই। আবার গুলি হলো। ভয়ে কুঁকড়ে গেল মাইক। ওই আওয়াজ একদম পছন্দ হচ্ছে না। জ্যাক নিশ্চয়ই ফাঁকা আওয়াজ করছে, আশা করল ও। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে সেরকম মনে হলো না।

জ্যাকের কী হলো আজ? এসব কেন করছে ও? কেন নিরীহ লোকজনকে গুলি করছে? ওর মত একজন নামকরা অ্যাথলিট, একজন ফুটবল প্লেয়ার এমন কাজ করে কীভাবে? ফোঁপাতে শুরু করল মাইক। প্রচণ্ড ভয়ে হাত-পা কুঁকড়ে যেতে চাইছে তার।

হঠাৎ এক বিশোলদেহী নিগ্রো এসে কাউন্টারের সঙ্গে ঠেসে ধরল তাকে। গায়ের জোরে ঘুসি মেরে বসল মুখে। মুহূর্তের জন্য চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল মাইকের।

হুঁশ হতে ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করল সে। পরক্ষণে ধাঁ করে লোকটার নাকের ডগায় পিস্তল ঠেকাল। 'কেন মারলে আমাকে?' চিৎকার করে উঠল সে। 'কেন মারলে?'

পরক্ষণে জ্যাককে পাশেই দেখতে পেল মাইক। যেন উড়ে চলে এসেছে ভেতর থেকে। হাতে বড়সড় একটা কাপড়ের ব্যাগ।

'তোমাকে মেরেছে? তা হলে তুমিও মারো!' হুকুম করল সে। 'গুলি করো নিগারের বাচ্চাকে! ডু ইট! ডু ইট!'

আমি পারছি না, ভাবল মাইক। গুলি বের হচ্ছে না।

কিন্তু তারপরও কীভাবে যেন গুলি বেরিয়ে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল নিগ্রো লোকটা। তার কালো মুখমণ্ডলের মধ্যে বিস্ফারিত চোখের ধপধপে সাদা জমিন ভয়ঙ্কর লাগল দেখতে। মাইক জানে, ও চায়নি কাজটা করতে। এসব চায়নি সে। এ তার দোষ নয়। এ জন্য নিগার ব্যাটাই দায়ী।

'গুড!' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল জ্যাক। 'এই হচ্ছে পুরুষ মানুষের কাজ! চলো, বেরোও এখান থেকে।'

পিছন ফিরে স্টোরের কর্মচারী ও ক্রেতাদের ওপর চোখ বোলাল জ্যাক রিচি। ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে সবাই। ভয়ে এগোতে পারছে না।

'বাঁচতে চাইলে পালাও সবাই!' চেঁচিয়ে বলল জ্যাক। পর পর পাঁচটা গুলি করল সিলিং লক্ষ্য করে। অমনি হুলস্থূল পড়ে গেল গ্রোসারি স্টোরের মধ্যে। চিৎকার করতে করতে ছুটল সবাই যে যেদিকে পারে।

এক মুহূর্ত পর খোলা আকাশের নীচে বেরিয়ে এল জ্যাক আর মাইক। মিডল্যাণ্ড বুলেভার্ড একদম ফাঁকা। কেউ নেই।

কিন্তু মাইকের মনে হলো, আছে। আশপাশের প্রতিটা ঘরবাড়ির বা পার্ক করে রাখা গাড়ির আড়াল থেকে অনেক জোড়া চোখ নজর রাখছে ওদের ওপর। এটা অবশ্য মন্দ লাগল না। বেশ উত্তেজনা আছে এর মধ্যে। নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো তার।

'কামন, মাইক।' ওর হাত ধরে রাস্তার ওপারে পার্ক করা ফেয়ারলাইনটার দিকে ছুটল জ্যাক। এমন সময় আচমকা একটা সাদা-কালো পুলিশ কার এসে হাজির হলো বুলেভার্ডে। টানা সাইরেন বাজাতে বাজাতে ওদের দিকেই আসছে। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বড় হচ্ছে ওটার আকার।

মাইক জমে গেল জায়গায়। আর কয়েক মুহূর্ত দেরি হলেই গাড়িটা সোজা ওদের ওপর এসে পড়বে। কিন্তু আশ্চর্য! জ্যাক মোটেই ঘাবড়াল না। বরং রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধীরস্থির ভঙ্গিতে পিস্তল তুলল ও। গুলি শুরু করে দিল। প্রথম গুলিতেই গাড়িটার উইণ্ডশীল্ড চুরমার হয়ে গেল, দ্বিতীয়টা সোজা গিয়ে বিঁধল ভেতরে বসা একমাত্র আরোহী, এক স্টেট পুলিশের বুকে। দড়াম করে দরজার সঙ্গে বাড়ি খেল লোকটা।

সাঁ করে ঘুরে গেল গাড়ি, এক লাফ দিয়ে আরেকটা পার্ক করা গাড়ির ওপর গিয়ে পড়ল। ইস্পাত ও কাঁচ ভেঙেচুরে, দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়ার বিকট শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। গুঁড়ো কাঁচ উড়তে লাগল শূন্যে।

'বুলস্ আই!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল জ্যাক। 'চলে এসো, মাইক। পালাতে হবে।'

কয়েক সেকেণ্ড পর লাফ দিল ফেয়ারলাইন, তীরবেগে ছুট লাগাল সামনের দিকে। বুলেভার্ড থেকে একটা সরু রাস্তায় এসে পড়ল, তারপর আরেক বাঁক ঘুরে নিগ্রো অধ্যুসিত কালারড্ টাউনে ঢুকে পড়ল। নিগ্রোরা যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে জানপ্রাণ বাজি রেখে, পিছনে সাইরেন বাজছে।

‘আমি একজনকে খুন করেছি!’ মাইক বলল বিকারগ্রস্তের মত।

‘কাউকে খুন করোনি তুমি,’ জ্যাক মাথা নাড়ল। ‘কারণ তোমার ওটায় আসল বুলেট ছিল না।’

‘অ্যাঁ! সত্যি?’

‘নিশ্চয়ই সত্যি।’

‘তা হলে লোকটা পড়ে গেল কেন?’

‘কারণ তার মনে হয়েছে সে গুলি খেয়েছে। তাই। আসলে গোটা ব্যাপারটাই মস্ত এক কৌতুক। বুঝলে?’

‘তাই?’ বলল মাইক। কিন্তু জ্যাকের ব্যাখ্যা মন থেকে মেনে নিতে পারল না কেন যেন।

‘খুব খিদে পেয়েছে। চলো, কিছু মুখে দিতে হবে। হ্যামবার্গার হলে মন্দ হয় না। কী বলো, মাইক?’

জবাব দিল না মাইক। জ্যাকের ব্যাখ্যা নাড়াচাড়া করছে মনে মনে। আসল গুলি না হলে ম্যানেজারের বুক থেকে কী বের হচ্ছিল? ফ্লোর লালে লাল হয়ে গেল কেন? সে নিজে যে নিগ্রোটাকে গুলি করল, তার বুক থেকেও তো রক্ত বের হচ্ছিল। তারপর পুলিশ অফিসারের গুলি খাওয়া, কার অ্যাক্সিডেন্ট, সব মিথ্যে? নাকি জ্যাক মিথ্যে বলছে?

ক্রোম ও কাঁচের নির্মিত প্রকাণ্ড এক ভবনের সামনের রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাল জ্যাক রিচি। বিশাল এক ফাস্ট ফুড জয়েন্ট ওটা—টেস্টিফ্রিজ। নাম দেখেই মাইকের জিভে পানি এসে গেল। সামনে অনেক গাড়ি তির্যকভাবে পার্ক করে রাখা আছে। লাঞ্চ আওয়ার চলছে এখন। তাই ভেতরে প্রচুর খদ্দের।

‘শুনেছি এরা নাকি পৃথিবীর সেরা বার্গার তৈরি করে,’ জ্যাক বলল। ‘চলো, দেখি। কেমন সেরা বার্গার!’

‘কিন্তু... জ্যাক, পুলিশ আমাদের খুঁজছে। এই সময়... ’

‘সবখানে খুঁজলেও এখানে খুঁজবে না,’ মিষ্টি এক টুকরো

হাসি দিল জ্যাক রিচি। 'আমরা এমন খোলামেলা জায়গায় থাকব, পুলিশ ভাবতেই পারবে না। তাই এখনই অন্তত এদিকে আমাদের খুঁজবে না ওরা। চলে এসো।'

এরমধ্যেও জ্যাক কীভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করছে ভেবে খুব অবাক লাগল মাইকের। ধীরেসুস্থে দুটো চকলেট আইসক্রিম খেল ওরা, তারপর দুটো কিং সাইজ বার্গার। পেট ঠাণ্ডা হতে একটু সুস্থির হলো জ্যাক। বলল, 'এতক্ষণে আমাদের গাড়ির খবর হয়ে গেছে চারদিকে। তাই এটা নিয়ে আর পথ চলা যাবে না। নতুন গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।'

'নতুন গাড়ি? নতুন গাড়ি কোথায় পাবে?'

'এসো আমার সাথে।'

কিছু দূর হেঁটে একটা সুন্দর, ছিমছাম আবাসিক এলাকায় এসে পড়ল ওরা। একই ধাঁচের ছোটো ছোটো বাড়ি এখানে। মাথার উপর ছাতার মত ডালপালা মেলে আছে বিশাল বিশাল গাছ। গোটা এলাকাটা নির্জন, ছায়াশীতল। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন। বাগানে পানি দেয়ার কয়েকটা স্প্রিঙ্কলার ঝিরঝির করে পানি ছিটাচ্ছে এখানে-সেখানে। বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা। চোখেমুখে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে যেন।

'কোথায় গাড়ি?' দশ মিনিট হাঁটার পর ধৈর্য হারাল মাইক রিচি।

'এই তো, এখানেই।'

পরের বাঁক ঘুরে একটা ড্রাইভওয়েতে পড়ল ওরা। সামনেই একটা ওল্ডসমোবাইল পার্ক করা দেখল মাইক। আশপাশে কেউ নেই। চট্ করে ওটার ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল জ্যাক। ভাব দেখে মনে হলো যেন তারই জন্য রাখা ছিল এটা। মাইকের দিকে ফিরে হাসল জ্যাক। 'ওঠো।'

এক মিনিটের মধ্যে বড় রাস্তায় উঠে এল ওল্ডসমোবাইল। সহজ-স্বাভাবিক গতিতে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে ছুটল।

'মাইক, রেডিও অন করো। কিছু গান-টান শুনি।'

সামনে ঝুঁকে রেডিও অন করল সে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ ঘোষণা কানে এল। তার দু-চারটে শব্দ শুনেই হাত-পা অবশ হয়ে এল মাইকের। একটা মোটা গলা একঘয়ে সুরে বলছে: 'ফোর্ট স্মিথ কর্তৃপক্ষ দুইজন সশস্ত্র, বিপজ্জনক বন্দুকধারীকে খুঁজছে। তাদের একজন গাড়ি চোর, জ্যাক এম রিচি। আজই সেবাস্টিয়ান কাউন্টি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। অন্যজন তার কাজিন, মাইক রিচি। ঘণ্টা দুয়েক আগে ডাউনটাউনের একটা গ্রোসারি স্টোরে ডাকাতি করতে গিয়ে এক পুলিশ অফিসারসহ তিনজনকে হত্যা করেছে তারা। এই দুই বন্দুকধারী ব্লু আই শহরের অধিবাসী। ধারণা করা হচ্ছে তারা পোক কাউন্টির পার্বত্য অঞ্চলে গা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করবে। তাই জনসধারণের প্রতি... '

পাথর হয়ে গেছে মাইক। তার কানের মধ্যে কে যেন অনবরত গরম সিসা ঢালছে। 'জ্যা-জ্যা-জ্যাক!'

'বলো, বাপ্!'

'এই যে ওরা বলছে আমরা তিনজনকে খুন করেছি!'

'বলছে নাকি?' জ্যাকের ভাব দেখে মনে হলো এইমাত্র আকাশ থেকে পড়েছে। 'কী জানি! তা হলে হয়তো আসল বুলেটই ছিল। তবে তোমার পিস্তলে ছিল না। আমার পিস্তলে ছিল হয়তো। তোমার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। ভুলেও ভেবো না তোমার কাজিন তোমাকে এমন বিপদে ফেলতে পারে। মা মেরির দিব্যি করে বলছি। আমি... '

মাইকের ফোঁপানির শব্দে থেমে গেল সে। 'কাঁদছ কেন?'

'আমি মার কাছে যাব, জ্যাক। আমি জেলে যেতে চাই না। আমি কাউকে খুন করতে চাইনি। আমি কখনও কোনও অন্যায় করিনি। কখনও না।'

'এক মিনিট, মাইক। তারপর...' গাড়ি ঘুরিয়ে একটা গলিতে

ঢুকল সে। পথের দু' পাশে বিভিন্ন নামের অসংখ্য নাইট ক্লাব দেখা গেল। প্রত্যেকটায় নিয়ন সাইন আছে। কিন্তু এখন দিন বলে জ্বলছে না একটাও। রাতে নানা রঙের সাইনে ঝলমল করে গোটা এলাকা। একটা সাইনের নীচে ওল্ডসমোবাইল দাঁড় করাল জ্যাক। সাইনটায় লেখা: ন্যান্সি'স ফ্লেমিঙ্গো লাউঞ্জ।

রাস্তা ছেড়ে একটা ছোটো ড্রাইভওয়েতে নাক ঢোকাল জ্যাক। ওটার পিছনের পার্কিং লটের পুরোটা ঢেকে রাখা বিশাল, ফাঁকা এক গ্যারাজে ঢুকে পড়ল। চারদিকে অসহনীয় নীরবতা।

'আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ,' জ্যাক অভয় দিল মাইককে। 'আর কোনও চিন্তা নেই।'

ওদের পিছনে গ্যারাজের প্রকাণ্ড ঝাঁপটা ধীরে ধীরে নেমে এল। সম্পূর্ণ ঢেকে দিল প্রবেশপথ। অন্ধকার মুড়ে ফেলল মাইকের দুনিয়া। চারদিকে পিন পতন নিস্তব্ধতা। দূরে কোথাও সেই গানটা বাজছে, কানে আসছে একটু একটু:

উই গনা রক অ্যারাউণ্ড দ্য ক্লক টুনাইট!
উই গনা রক রক রক 'টিল দ্য ব্রড ডেলাইট!

'কু-উ-ল!' অন্ধকারে জ্যাক রিচির চাপা, উল্লসিত গলা শোনা গেল। তবলা বাজাচ্ছে স্টিয়ারিং হুইলে।

তিন

ডেপুটিকে মৃতদেহ পাহারার দায়িত্বে রেখে রাস্তায় নেমে এল সার্জেন্ট চার্লস নিউম্যান। স্টেট ডিটেকটিভ বাহিনী আর কাউন্টি করোনার না আসা পর্যন্ত এখানে আর কিছু করার নেই। তাই ফিরে চলেছে টাউনে।

ফিলিক্স, ফিলিপ আর পল মার্টিন কিছু নিয়ে তর্ক করছে, ক্রুজারের দিকে যেতে যেতে লক্ষ করল চার্লস।

তার কঠিন দৃষ্টির সামনে চুপসে গেল লোকগুলো। পরস্পরের দিকে এমনভাবে তাকাল, ভাবখানা যেন: কে কথা বলে রে?

ফিলিক্স কেলারের চেহারা দেখে সন্তুষ্ট হলো চার্লস। বাঁ চোখের নীচের অনেকখানি জায়গা ফুলে কালো হয়ে আছে ব্যাটার। চোখটা পুরোপুরি খুলতে পারছে না। তাতেও অবশ্য আসর পড়েনি লোকটার ওপর। ফিলিক্স বড় কঠিন মাল, জানে চার্লস। ব্যাটার নোংরা মুখটাকে পাঞ্চব্যাগ বানিয়ে সারদিন বক্সিং প্র্যাকটিস করলেও টসকানো যাবে না।

'ডিটেকটিভরা না আসা পর্যন্ত তোমরাও এখানে থাকবে, বুঝতে পেরেছে, পল?' বলল সে।

'পেরেছি,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

গাড়িতে স্টার্ট দিল চার্লস। মনের পর্দায় জ্যাকের সুন্দর মুখটা ভেসে উঠতে পলকের জন্য চোখ বুজল। জ্যাক! মনে মনে

বলল। কেন নিজেকে শেষ করে দিলে? সানড্রার কথাও একবার ভাবলে না কাজটা করার আগে?

মাইক রিচির কথা ভাবল সে। একটা নিরীহ, নির্বিরোধী ছেলে। বিধবা মায়ের চোখের মণি, হাবাগোবা ধরনের একমাত্র সন্তান। জ্যাক বলতে অজ্ঞান। তাকেও এসবের মধ্যে জড়িয়ে ক্রিমিনাল বানিয়ে ছাড়ল ছেলেটা!

মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে সেণ্ড বাটন টিপল চার্লস। 'ডিসপ্যাচ, দিস ইজ কার ওয়ান ফোর। টেন এইট বলছি।'

সঙ্গে সঙ্গে স্টেট পুলিশের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড, মেজর জন বেণ্টিনের গলা শোনা গেল। জ্যাককে ধরার জন্য বসানো রোড ব্লকের নেতৃত্বে রয়েছে সে।

'সার্জ, কোথায় ছিলে তুমি?'

'ক্রাইম সিনে, মেজর। ওখানে ইউনিট পাঠিয়েছেন?'

'নেগেটিভ, ওয়ান ফোর। জ্যাক রিচিকে ধরার আগে পর্যন্ত আর কোনও ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব না।'

'আমিও রোডব্লকে যোগ দেব?'

'নেগেটিভ।' একটু বিরতি। 'তুমি জ্যাকের অভিভাবক। এখন ওকে ধরার স্বার্থে আরও বেশি কিছু করতে হবে তোমাকে।'

বুক ভরে বাতাস টানল সার্জেন্ট চার্লস। দম ছাড়ল একটু একটু করে। 'ওকে, মেজর। বলুন, কি করতে হবে।'

'তুমি ওর স্ত্রীর কাছে যাও। খেয়াল রাখো জ্যাক তার সঙ্গে যোগাযোগ করে কি না। কোনও সাহায্যের প্রয়োজন পড়লে শেরিফকে জানাবে। আমি বলে রাখব তাকে। গট দ্যাট?'

'গট ইউ, মেজর,' কপালের ঘাম মুছল সার্জেন্ট। 'কিন্তু এখানে ফরেনসিক টিম কখন পাঠাচ্ছেন? ডেডবডির বয়স তিনদিন হয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিম পাঠাতে হবে।'

'আমি দেখছি সেসব। ওরা এখন ফোর্ট স্মিথের সেই

গ্রোসারি স্টোরে আছে। ওখানকার কাজ শেষ করেই যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল চার্লস। মাইক্রোফোন রেখে গাড়ি ছোটাল ব্লু আইয়ের পশ্চিম প্রান্তের দিকে। ওদিকে আকাশছোঁয়া রিচ মাউন্টেনের নীচে রয়েছে কালারড্ টাউন। নিগ্রোদের আলাদা আবাসিক এলাকা। বেশি বড় নয়। অপরিচ্ছন্ন এলাকা।

ক্ল্যাপবোর্ডের তৈরি ছোটো ছোটো ঘর। ওগুলোর মলিন চেহারাই বলে দেয় এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান কেমন। ময়লা-আবর্জনা ছড়িয়ে আছে গোটা এলাকা জুড়ে। বিচিত্র দুর্গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। আবর্জনা বিনে না ফেলে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখে কেন এরা? ভাবল সার্জেন্ট। লনের ঘাসের যত্ন নেয় না কেন? বাগানের পরিচর্যা করে না কেন?

ধীরগতিতে, প্রায় নিঃশব্দে এ-গলি ও-গলি করে নির্দিষ্ট বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল সে। প্রতিটা পোর্চেই দু-চারটা করে শিশু-কিশোর খেলা করছে। দড়ি-লাফ, লুকোচুরি বা অহেতুক ছোটাছুটিতে ব্যস্ত। কোনওদিকে নজর নেই।

কিন্তু স্টেট পুলিশের সাদা-কালো ক্রুজার এবং চালকের সিটে স্টেটসন মাথায় পাহাড়ের মত অটল বসে থাকা বাঘের চোখওয়ালা অফিসারকে দেখামাত্র যে যেখানে যেভাবে আছে, মূর্তি হয়ে যাচ্ছে। আমূল পাল্টে যাচ্ছে পরিবেশ।

বিস্ফারিত হয়ে উঠছে ওদের বড় বড় চোখ। কালো চেহারার মধ্যে চোখের ধপধপে সাদা জমিন ফুটে উঠছে। চোয়াল ঝুলিয়ে হাবার মত তাকিয়ে থাকছে। বেশিরভাগের পরনেই ছেঁড়া-ফাটা, তালি দেয়া কাপড়। খালি পা। এরা নিম্নবিত্ত।

একটু পর মধ্যবিত্তদের এলাকায় এসে পড়ল চার্লস নিউম্যান। এই অংশের বাড়িগুলোও ছোটো ছোটো, তবে যথেষ্ট ছিমছাম। পুরো এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ডানদিকের তৃতীয় বাড়িটার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল অফিসার। শেলিদের বাড়ি এটা। তার মা, লেসলি গারল্যাণ্ড ব্যাপ্টিস্ট গির্জায় ধর্মসঙ্গীত

পরিচালনা করে। তার স্বামী এখানকার গ্যাস কোম্পানির একমাত্র নিগ্রো কেরানি।

কে কে আছে শেলিদের বাড়িতে? ভাবল চার্লস নিউম্যান। দুঃসংবাদ শুনে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে লেসলি গারল্যাণ্ডের? বাড়িটার সামনে আর কোনও পুলিশের গাড়ি নেই দেখে একটু স্বস্তি পেল সার্জেন্ট। শেলির মাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারবে সে। খোলা মনে দুটো কথা বলা যাবে বেচারির সঙ্গে। অন্যরা থাকলে তা সম্ভব হত না।

ক্রুজার পার্ক করল সার্জেন্ট। বুঝতে পারছে চারদিক থেকে অসংখ্য চোখ তার ওপর সেঁটে আছে। শেলির মাকে দেখতে পেল সে। গাড়ির শব্দ পেয়ে পোর্চে চলে এসেছে মহিলা। এমন গভীর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, যার কোনও বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। হ্যাট নামিয়ে এগোল অফিসার।

'মিসেস গারল্যাণ্ড!'

'আমার... আমার মেয়েকে পেয়েছেন, অফিসার?'

'মিসেস গারল্যাণ্ড, আপনি দয়া করে বসুন। শান্ত হোন। আমি হেনরি স্টোনকে খবর দিচ্ছি।'

'মিস্টার নিউম্যান, আমার মেয়ের কী হয়েছে? বলুন, প্লিজ!' শান্ত কণ্ঠেই বলল মিসেস গারল্যাণ্ড। একটা রকিং চেয়ারে বসল। 'মিনিস্টারকে ডাকতে হবে না। আপনি নিজেই বলুন। আমি সহ্য করতে পারব। শেলি... আমার ছোট্ট শেলি, আমার কলিজার টুকরা... বেঁচে নেই?'

'আমি দুঃখিত, ম্যা'ম। ও বেঁচে নেই। শহরের বারো মাইল বাইরে শেলির ডেডবডি পেয়েছি আমরা।'

'ওহ্ লর্ড!' বুকের কাছে হাত জোড় করে চোখ মুদল মিসেস গারল্যাণ্ড। 'লর্ড! লর্ড! তুমি জানো আমি তোমাকে ভালবাসি তবু কেন এভাবে আমার পরীক্ষা নিতে গেলে?'

মৃদু শব্দে কাঁদতে শুরু করল মহিলা। রকিং চেয়ার একটু

একটু সামনে-পিছনে করছে।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল চার্লস নিউম্যান। এতদিন শুনে এসেছে নিগ্রোরা নাকি তাদের মত বেদনায় কাতর হয় না। আপনজন কেউ মরে গেলে তাদের সমান কষ্ট পায় না। এদের মানসিক সিস্টেমে নাকি কিছু একটার ঘাটতি আছে। সাদাদের মত পরিপূর্ণ নয়। কিন্তু এই নিগ্রো মহিলার কান্না দেখে তার প্রায় বদ্ধমূল সেই ধারণা চুরমার হয়ে গেল।

কে বলে ওরা কাতর হয় না? কে বলে কালোরা আপনজন হারানোর কষ্ট অনুভব করে না? মিসেস গারল্যাণ্ড একজন সাদা মহিলার মতই তো কাঁদছে। তার একমাত্র ছেলে, জন মারা গেলে ওর মা-ও তো এভাবেই কাঁদবে। মহিলাকে স্পর্শ করার ইচ্ছে হলো চার্লসের। ইচ্ছে হলো দুটো সান্ত্বনার কথা বলে তার বেদনা কিছুটা হালকা করে।

'আমি সত্যি দুঃখিত, ম্যা'ম।'

'মিস্টার নিউম্যান, কীভাবে মারা গেছে আমার শেলি?'

'মনে হয় শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে ওকে। আমার ধারণা বেশি কষ্ট পায়নি শেলি।'

'ও কি... মানে, খুনী কি... ওয়েল, আপনি জানেন আমি কী বলতে চাইছি!'

'আপনার শঙ্কা মিথ্যে নয়,' খানিক দ্বিধা করে বলল সে।

আবার চোখ বুজল মহিলা। বিড়বিড় করে বলল, 'ওহ্, লর্ড!'

'আপনার মেয়ে এখন স্বর্গে আছে, মিসেস গারল্যাণ্ড। কোনও কষ্টই আর স্পর্শ করতে পারবে না ওকে। কাল পুলিশের লোকজন আসবে আপনার সঙ্গে কথা বলতে। তারা জানতে চাইবে, নিখোঁজ হওয়ার দিন কখন বাসা থেকে বেরিয়েছিল শেলি। কার সঙ্গে। সচরাচর কাদের সঙ্গে চলাফেরা করত আপনার মেয়ে, এইসব।'

চোখ মুছে নাক টানল মহিলা। 'মিস্টার নিউম্যান, কোন্

নিগ্রো মেয়ের কী হলো না হলো তা নিয়ে শেরিফের ডিপার্টমেণ্ট একটুও মাথা ঘামাবে না। আমি জানি।'

চুপ করে থাকল অফিসার। ঠিকই বলেছে মহিলা। 'ওয়েল, ম্যা'ম। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, ওরা যাতে মাথা ঘামায়, সে ব্যবস্থা আমি করব। কাজটা যে-ই করে থাকুক, তাকে আমরা ধরবই। বুঝতে পেরেছেন? এখন আমার দু-একটা প্রশ্নের জবাব দিন। এফআরজি, এই তিনটা অক্ষর কার নামের ইনিশিয়াল হতে পারে, ধারণা করতে পারেন?'

একটু ভাবল মহিলা। মাথা নাড়ল। 'না, সার।'

'ওকে। শেলি শেষবার কখন বাসা থেকে বেরিয়েছিল? কবে? কোথায় গিয়েছিল?'

'তিনদিন আগে বেরিয়েছিল, মঙ্গলবার রাতে। চার্চ মিটিঙে গিয়েছিল। তারপর আর ফেরেনি।'

'চার্চে গিয়েছিল কি না ঠিক জানেন?'

'জানি। রেভারেণ্ড বলেছে, মিটিঙে ওকে দেখেছে সে।'

'কীসের মিটিং?'

'চার্চ-মিটিং, ইউ নো। প্রভুর সেবা...।' চার্লসের মনে হলো কিছু বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে অন্য কথা বলল মহিলা।

নোটবুকে লিখল সে: চার্চ মিটিং? কী ধরনের? কে কে ছিল?

'তারপর?'

'মিটিং শেষে বাসায় আসবে বলে বেরিয়ে আসে চার্চ থেকে। একাই আসছিল।'

রাস্তার দিকে তাকাল সার্জেণ্ট। এখান থেকে মাত্র দুই ব্লক দূরে গির্জা। তার মনটা বিলাপ করে উঠল। হা ঈশ্বর! মরণ এই রাস্তা থেকেই হতভাগ্য মেয়েটাকে তুলে নিয়েছিল?

নোটবুক পকেটে রেখে ঘরের ভেতরে চলে এল সে। সামনেই টেলিফোন পেয়ে রিসিভার তুলল।

'অপারেটর।'

'বেটি? চার্লস নিউম্যান।'

'সার্জ? তুমি নিগারটাউনে কেন?' অবাক হলো অপারেটর। 'এটা মিসেস গারল্যাণ্ডের লাইন।'

'এদের একটা সমস্যা হয়েছে। রেভারেণ্ড হেনরি স্টোনের কানেকশন দাও, প্লিজ।'

খবরটা তাকে সংক্ষেপে জানাল অফিসার। রেভারেণ্ড জানালেন মিসেস গারল্যাণ্ডের আত্মীয়-স্বজনদের।

আধ ঘণ্টা পরের কথা। রুট ৮ ধরে পশ্চিমে, নানলির দিকে চলেছে চার্লস নিউম্যান। মন ভাল নেই। রাস্তার দুদিকে যতদূর চোখ যায়, চোখ জুড়ানো গাঢ় সবুজে ঢাকা। হাওয়ার্ড হকিনসের শানদার সামার হোম আছে এক পাহাড়ের চূড়ায়, সেটাকে পাশ কাটাল। মনে হলো কেউ নেই হোমে। হয়তো ওয়াশিংটনে গেছেন হাওয়ার্ড হকিনস, অথবা ফোর্ট স্মিথের ম্যানসনে আছেন।

একটু পর নানলিতে পৌঁছল সে। অল্প কয়েকটা দোকান, মিস্টার রিয়াজুর রহমানের স মিলসহ আরও কয়েকটা বাঙালি মালিকানাধীন স মিল এবং ক্যামেরন র‍্যাঞ্চ, এ ছাড়া তেমন কিছু নেই এখানে। পশ্চিম আরক্যানসো-র সবচেয়ে বড় গরুর খামার এই র‍্যাঞ্চ। কসাইখানায় পাঠানোর আগে এখানে চার মাস ধরে মোটাতাজা করা হয় পশুগুলোকে।

র‍্যাঞ্চের মেইন বিল্ডিঙের পিছনদিকে এসে গাড়ি পার্ক করল সে। এটার মালিক ডেভিড ক্যামেরনের বিধবা পত্নী, মিস জুডির ঝকঝকে ক্যাডিলাকের পাশে। আরও একটা কার আছে সেখানে, শেরিফ'স ডিপার্টমেন্টের ছাপ মারা। ব্যারি টিল নামে এক ডেপুটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ওটার পাশে।

'হাউডি চার্লস,' বলল লোকটা।

'ব্যারি। নিজের সীমানার বাইরে এসে পড়েছ তুমি।'

শ্রাগ করল সে। 'শেরিফের ধারণা জ্যাক এখানে আসতে

পারে। তাই জিনিস নিয়ে,' বুড়ো আঙুলের সাহায্যে কাঁধের ওপর দিয়ে ব্যাক সিট দেখাল, 'আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

একটা টমিগান শুয়ে আছে সিটের ওপর, দেখল সার্জেন্ট। 'তোমার প্রস্তুতি দেখে ভয় করছে, ব্যারি। ওটাকে চোখের আড়ালে রাখলে ভাল হতো না?'

বিরক্তি ফুটল ব্যারি টিলের চেহারায়। 'হেল, প্রেসিডেন্ট'স মেডাল পাওয়ার পর থেকেই দেখছি তুমি সবার ওপর সব বিষয়ে খবরদারি শুরু করেছ।'

কীসের মধ্যে কী! বিরক্ত হয়ে ভাবল চার্লস নিউম্যান। ওই মেডাল নিয়ে জীবনে কারও সামনে আজ পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি সে।

'দেখো, ব্যারি! তোমার চেয়ে ওটা আমি ভাল চিনি। ওই জিনিস হ্যাণ্ডেল করা সহজ না। যা বলছি, করো। আর জ্যাককে ধরতে সত্তরটা রোডব্লক বসানো হয়েছে এবং ফোর্ট স্মিথ থেকে এখানকার দূরত্ব সত্তর মাইল। এত বাধা পেরিয়ে ও যদি আসতেও পারে, তোমাকে সদরে পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে পালিয়ে যাবে, বুঝলে? ওকে ধরতে হলে দূরে কোথাও গিয়ে অপেক্ষা করো। আড়ালে বসে।'

'কিন্তু শেরিফ... '

'শেরিফ যদি জানতে চায় কেন পজিশন ছেড়ে এসেছ, বলবে, আমি বলেছি। নাউ মুভ!'

আর কথা বাড়াতে সাহস হলো না ডেপুটির, গাড়িতে উঠে পড়ল। চার্লস পোর্চে উঠে নক করল। মিস জুডি ক্যামেরন নিজে দরজা খুলে দিল। 'ওহ্, চার্লস! থ্যাঙ্ক গড।'

'হ্যালো, মিস জুডি।'

জুডি ক্যামেরন বল্টিমোরের মেয়ে। চোখ ধাঁধানো রূপসী। দেশের পুবে কোথাও ডেভিড ক্যামেরনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। তারপর বিয়ে। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে পোক কাউণ্টিতে

চলে আসে মহিলা। এখানকার নয়নাভিরাম সবুজে মোড়া পাহাড়ি এলাকায় দু'জনে গড়ে তোলে এ তল্লাটের বৃহত্তম ক্যাটেল স্প্রেড। শুধু বৃহত্তম নয়, সুন্দরতমও। ডেভিড আর জুডি এক সময় মহারাজাদের মত বিলাসী দিন কাটাত এখানে।

কয়েক বছর আগে হাওয়ার্ড হকিনস র‍্যাঞ্চের চারদিকের সমস্ত পাহাড় কিনে নিলে পরিস্থিতি বদলে যায়। তারপর যেন শনিতে পেয়ে বসে জুডিকে। বছর সাতেক পর স্বামীকে হারায় সে। গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় হারায় একমাত্র ছেলে, চব্বিশ বছরের স্টিফেন ও পাঁচ মাসের গর্ভবতী পুত্রবধূকে। এত আঘাতের পরও পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই জুডি এখনও আগের মত রূপসীই আছে। বয়স বা সময় তার রূপের খোলসে কোনও আঁচড় বসাতে পারেনি। মহিলার চলন-বলন, সবই রাজকীয়।

'যন্ত্রণাটাকে সামনে থেকে দূর করে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, চার্লস।' ইঙ্গিতে ডেপুটিকে বোঝাল সে।

মৃদু হাসল চার্লস। 'সানড্রা কেমন আছে, ম্যা'ম?'

'আপসেট।'

একমাত্র ছেলে আর ছেলের বউ মেইনহাউসের সামান্য দূরের চমৎকার এক কটেজে থাকত। ওরা মারা যাওয়ার পর থেকে খালি পড়ে ছিল সেটা। চার্লসের অনুরোধে সানড্রাকে সেই কটেজে থাকার অনুমতি দিয়েছিল মহিলা। কথা ছিল, জ্যাকও আপাতত এখানে থেকেই চাকরি করবে।

'কী ঘটেছে ফোর্ট স্মিথে?'

'মিস জুডি, জ্যাক একটা... কী বলব!'

মাথা দোলাল মহিলা। 'চেহারা সুন্দর হলেই ভাল মানুষ হওয়া যায় না। আমি জানতাম ছেলেটা অন্যদের মত না।'

'ওর বাবা ছিল না।'

'জ্যাকের বেলায় সবাই এই অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। অনেক ছেলেরই বাবা থাকে না। তাই বলে তারা সবাই

ওর মত হয়ে যায় না।'

'ওর জন্য আরও কিছু করা উচিত ছিল আমার,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল চার্লস। 'কিন্তু নিজেরও একটা ছেলে আছে।'

'জ্যাকের যা হয় হোকগে'। কিন্তু ওর কাজিন ছেলেটা... মাইকের জন্য দুঃখ হয়।'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে চারদিকে,' ক্লান্ত শোনাল চার্লসের কণ্ঠ। 'শহরের বাইরে একটা মেয়ের লাশ পেয়েছি আজ। কালারড্ মেয়ে।'

'হায় হায়! কে মেয়েটা?'

'শেলি গারল্যাণ্ড।'

একটু পর মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'আমি শেলিকে চিনি। ওর মাকেও চিনি। আহা, খুব কষ্ট পেলাম। নিশ্চয়ই কোনও কালো ছেলের কাজ হবে?'

'মনে হয়,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল অফিসার। 'ঠিক বলতে পারছি না এখনই। আরও কিছু...'

'মিস্টার নিউম্যান?'

বাধা পড়তে ঘুরে তাকাল সার্জেন্ট। সানড্রা হোয়াইট তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা ফাঁপা, ফ্যাকাসে। কাউন্টিতে এমন সুন্দরী মেয়ে দ্বিতীয়টি নেই। আঠারো-উনিশ হবে বয়স। বাবা নেই, মা অনেক কষ্টে বড় করেছে।

নাম যা-ই হোক, অপরূপ সুন্দরী বলে পরিচিতরা সবাই ওকে স্নো হোয়াইট বলে ডাকে।

'সানড্রা?'

'আমি... আমি দুঃখিত।' চোখ ছলছল করে উঠল মেয়েটার।

'তোমার দুঃখিত হওয়ার কোনও কারণ নেই,' বলল সার্জেন্ট। 'জ্যাক সারাজীবন নিজের মর্জিমত কাজ করে এসেছে। কিন্তু আর না। এবার বাঁচার কোনও পথই রাখেনি ও। যাকগে', ও তোমার সাথে দেখা করতে আসে কি না, বা

টেলিফোনে যোগাযোগ করে কি না, সেদিকে লক্ষ রাখতে এসেছি আমি।'

'হতচ্ছাড়া ছেলে!' মিস জুডি রেগে উঠল। 'জীবনভর সুন্দর চেহারার দেমাগ দেখিয়ে গেল। চেহারা ছাড়া আর কী আছে ওর? নিজেকে ছাড়া কিছু চেনে না। বাঁচতে চাইলে ওকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো, সানড্রা। একজন সত্যিকারের পুরষ চাই তোমার জীবন সঙ্গী হিসেবে। চার্লসের মত কাউকে। ওর মত...'

'মিস জুডি!' বাধা দেয়ার চেষ্টা করল চার্লস।

'আমার স্বামী সব সময় বলত, এর মত পুরুষ দ্বিতীয়জন জন্মায়নি সারা কাউন্টিতে।' চার্লসের দিকে ফিরে হাসল মহিলা। 'আমার যদি নিজের জন্য বর খোঁজার সুযোগ থাকত, তা হলে আমি ওকেই বেছে নিতাম।'

'আহ্, এসব কী হচ্ছে?' বিব্রত হলো অফিসার। 'জ্যাক এখানে এলে ওকে কোনওমতে ধরা যায় কী না, তাই নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি আমি।'

'তাই? আচ্ছা, ঠিক আছে,' জুডি বলল। 'তোমরা তা হলে এখানেই থাকো। আমি ভেতরে আছি। কিছু দরকার হলে জানাতে দ্বিধা কোরো না, ওকে?'

মহিলা চলে যেতে জানালার পাশে গিয়ে বসল চার্লস ও সানড্রা। এখান থেকে র‍্যাঞ্চের সামনের রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। পকেট থেকে নোটবুকটা বের করল চার্লস। ক্রাইম সিন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণগুলো আরও বিস্তারিত লিখল। নইলে পরে ভুলে যাবে।

শেলির দেহ কোন ভঙ্গিতে পড়ে ছিল, প্রথমে তা ড্রইং করল। জায়গা চিহ্নিত করতে সেখানকার কিছু ল্যাণ্ডমার্ক ও সেগুলোর সঙ্গে মৃতদেহের দূরত্ব ইত্যাদি লিখল। যেমন গাছ, পাথর এবং মৃতদেহ থেকে সেগুলোর আনুমানিক দূরত্ব ইত্যাদি।

এরপর লিখল নো ট্র্যাকস।

বডি মুভড্? ডাম্পড্ হোয়্যার নো ট্র্যাকস কুড বি ফাউণ্ড?

শেলির লজ্জাস্থান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ লিখল স্ক্রেইপস্ অ্যাণ্ড অ্যাবরেশনস্ ভিজিবল ইন দ্য প্রাইভেট এরিয়া।

কজ অভ ডেথ ব্লাণ্ট ফোর্স অর স্ট্র্যাংগিউলেশন?

মে বি নট ব্লো; সুয়েলিং অ্যাণ্ড ব্রুইজিং অ্যারাউণ্ড থ্রোট এরিয়া সাজেস্টস স্ট্র্যাংগিউলেশন।

মাথার পাশে আঘাত সম্পর্কে লিখল লুকস টু বি আ ম্যাসিভ হেমাটোমা ইন দ্য রাইট ফ্রন্টাল কোয়াড্রান্ট অভ দ্য স্কাল। তার নীচে: রক স্মিয়ারড্ উইথ ব্লাড অ্যাজ পসিবল মার্ডার ওয়েপন।

পৃষ্ঠার নীচের দিকে লেখা ছিল: লিটল জর্জিয়া?

তার ওপরে লিখল রেড ডার্ট আণ্ডার হার নেইলস্।

সবশেষ পর্যবেক্ষণ চার্চ মিটিং? কীসের মিটিং জানতে হবে।

লেখাগুলোয় চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হলো অফিসার। নোটবুক পকেটে রেখে সানড্রার দিকে নজর দিল। অপরাধীর চেহারা করে বসে আছ মেয়েটা। হাত দুটো নিয়ে বিব্রত। কোলের ওপর রাখবে, না টেবিলের ওপর, বুঝে উঠতে পারছে না।

'জ্যাক আজ যোগাযোগ করেছে তোমার সাথে?'

'না।'

'কবে শেষ যোগাযোগ হয়েছে?'

'তিন সপ্তা আগে।'

'আই সি।'

'আমি দেখা করেছি জেলখানায় গিয়ে। ভালই ছিল তখন। মুক্তির দিন গুনছিল। এক সপ্তা আগে ওর একটা চিঠি পাই। চিঠিতে যা লিখেছে, তাতে মনে হয়েছে স মিলের চাকরির ব্যাপারে সন্তুষ্টই ছিল। আমাকে লিখেছে, '৭০ সালের মধ্যে ও নিজেও ওরকম একটা মিলের মালিক হবে। অনেক বাঙালি

ব্যবসায়ী পোক কাউন্টিতে কাঠের ব্যবসা করে লাল হয়ে যাচ্ছে। সে-ও একদিন তাদের মত হবে।'

'জেলখানায় কারও সাথে নতুন বন্ধুত্ব হয়েছে কি না, বা এই ধরনের কিছু?'

'না, সার।' একটু বিরতি। 'ও... মানে, জ্যাক কি সত্যি সত্যি চারজনকে খুন করেছে?'

'তাই তো শুনছি। জ্যাক একা নয়। মাইকও নাকি একজনকে খুন করেছে।'

'মাইক... মানুষ খুন করেছে!' হতভম্ব দেখাল মেয়েটাকে। 'কী বলছেন! ও তো জীবনে একটা ইঁদুরও মারেনি।'

টেলিফোন বেজে উঠল। ধীরেসুস্থে চেয়ার ছাড়ল সানড্রা। রিসিভার কানে লাগাল। পরক্ষণে চমকে উঠল। 'ওহ্, গড, জ্যাক!'

ঝট্ করে বসা থেকে উঠে পড়ল চার্লস নিউম্যান। রিসিভারের কাছে কান পাতল যাতে জ্যাকের কথা শোনা যায়।

'আমি... আমি খুব দুঃখিত, হানি,' জ্যাক বলল। 'আমি সব বরবাদ করে ফেলেছি। সবকিছু বরবাদ করে ফেলেছি!'

'জ্যাক, প্লিজ, আর কাউকে খুন কোরো না,' মিনতি জানাল সানড্রা।

'না, আর করব না। কসম।'

'ও কোথায় আছে জিজ্ঞেস করো,' ফিসফিস করে বলল চার্লস।

'জ্যাক, ও মাই গড! কোথায় আছ তুমি?'

'মালবেরির কাছে এক জেনারেল স্টোরে আছি,' জবাব এল। 'পাবলিক ফোন থেকে কল করছি। স্টোরের পিছনদিকে শোনো, হানি। আমি শেষ। আমি ফিনিশ। আমার যা হওয়ার হবে, তা নিয়ে আমি পরোয়া করি না। আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু তুমি আর আমার আশায় থেকো না। তুমি

আজ থেকে মুক্ত। নতুন কাউকে জীবন সাথী করে নাও।'

'জ্যাক, জ্যাক... '

'আগে আমাকে শেষ করতে দাও। এখন আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মাইক। ও বেচারা যা করেছে, আমার কথায় করেছে। নিজের ইচ্ছায় কিছু করেনি। ও এখন গাড়িতে বসে মায়ের কাছে যাবে বলে কাঁদছে। ওকে নিয়ে কী করব বুঝতে পারছি না। তুমি যদি মিস্টার নিউম্যানকে দয়া করে বলো আমি...'

'মিস্টার নিউম্যান এখানে আছেন,' বাধা দিয়ে বলল সানড্রা।

'এখানে! থ্যাঙ্ক গড। দাও তাকে।'

কান থেকে রিসিভার নামাল সানড্রা। অফিসারের দিকে তাকাল। 'আপনার সাথে কথা বলবে।'

রিসিভারটা প্রায় ছিনিয়ে নিল চার্লস। 'জ্যাক?'

'ওহ্ গড, মিস্টার নিউম্যান!'

'এসব কী করেছ, জ্যাক? তুমি...

'প্লিজ, সার! আমি জানি আমি কতবড় অপরাধ করেছি।'

'কিন্তু কেন? কেন?'

'আমি অনেক বড় কিছু হতে চেয়েছিলাম, মিস্টার নিউম্যান। অনেক বড় কিছু। মুভি স্টার হতে চেয়েছিলাম। তারপর... কীভাবে কি হয়ে গেল জানি না। এখন... আমার যা হয় হোক গে'। পরোয়া করি না। কিন্তু আমার কাজিন মাইককে বাঁচাতে হবে। ও কোনও দোষ করেনি। যা করেছে আমার কথায় করেছে। ওকে দয়া করে বাঁচান আপনি।'

একটু ভাবল সার্জেন্ট। 'এ ব্যাপারে এখনই কিছু বলতে পারব না আমি। আগে সেবাস্টিয়ান কাউণ্টি প্রসিকিউটরের সাথে কথা বলতে হবে। তবে তোমার জন্য সবচেয়ে ভাল হবে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা। তা হলে... '

'অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠল জ্যাক রিচি। 'আপনি জানেন না, পুলিশ দল বেঁধে খুঁজছে আমাদেরকে। মেশিনগান, শটগান, ডিয়ারগান আর কুকুর নিয়ে টহল দিচ্ছে। দেখামাত্র গুলি করে মারবে। পুলিশ হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে বিশ্রাম নেবে না ওরা। ওরা মাইককেও বাঁচতে দেবে না।'

ঠিকই বলেছে ও, ভাবল চার্লস নিউম্যান। পুলিশ হত্যার খবরে মাথা গরম হয়ে আছে সবার। ওরা ছাড়বে না।

'একটা কাজ করা যায়, মিস্টার নিউম্যান!' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল যুবক। 'আপনি নিজে আমাদের অ্যারেস্ট করুন। আপনাদের ওদিকের নিরাপদ কোনও জায়গায়। প্লিজ, মিস্টার নিউম্যান। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ। অ্যারেস্ট করার বিষয়টা একবার জানাজানি হয়ে গেলে গুলি খেয়ে বেঘোরে মরার হাত থেকে অন্তত বাঁচতে পারব। প্লিজ, সার। একটা সুযোগ দিন আমাকে। আপনি নিজে এসে অ্যারেস্ট করুন।'

চুপ করে থাকল চার্লস। মাথা ঠিকমত কাজ করছে না। জ্যাকের বাবা মৃত্যুর আগমুহূর্তে তাকে অনুরোধ করেছিল, যেন তার একমাত্র ছেলেকে সে নিজের আদর্শে গড়ে তোলে। চার্লস তাকে কথা দিয়েছিল করবে। তখন কি ভুলেও ভেবেছিল এমন পরিস্থিতি কখনও সৃষ্টি হতে পারে?

অভিজ্ঞতা থেকে জানে চার্লস, নিজেকে মহা ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলেছে ছেলেটা। বাঁচার কোনও পথ রাখেনি। এই ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারলে ভাল হত তার জন্য। কিন্তু অমন কিছু করার কথা ভাবতেও পারছে না চার্লস। ইচ্ছে করলেই প্রতিজ্ঞা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

'আমার কাছে ধরা দিতে হলে আমার জুরিসডিকশনের মধ্যে আসতে হবে তোমাকে,' বলল চার্লস। 'এত রোড ব্লক এড়িয়ে কী করে আসবে?'

'তাতে অসুবিধে হবে না। সন্ধে হলে কায়দা করে সবার

চোখ এড়িয়ে চলে আসতে পারব। ওয়ালড্রনের কাছে একটা বড়ো ভুট্টা খেত আছে, রুট সেভেণ্টিওয়ানের পাশেই। ক্যামেরন র‍্যাঞ্চ থেকে দশ-বারো মাইল দক্ষিণে।'

'বোলসের কোনদিকে? আগে, না পরে?'

'ফোর্ট স্মিথের দিকে। একটা রিজ আছে। ডিয়ার স্ট্যাণ্ড নামে, ওখানে।'

'চিনেছি,' চার্লস বলল।

'ওখানে আমাদেরকে অ্যারেস্ট করতে পারবেন আপনি। আপনি রাজি হলে আমি আগে গিয়ে... '

'না!' দ্রুত বাধা দিল চার্লস নিউম্যান। 'তুমি আগে না। আমি আগে যাব। তারপর তোমরা আসবে। স্পটলাইটের আলোয় তোমাদের অ্যাপ্রোচ দেখব আমি। তুমি আর মাইক মাথার ওপর হাত তুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে। নিজেদের অস্ত্র আমাকে দেখিয়ে মাটিতে ফেলে দেবে, এই শর্তে। বুঝতে পেরেছ?'

'ঠিক আছে, মিস্টার নিউম্যান। তাই হবে। দশটায় দেখা হবে তা হলে?'

'অল রাইট

'সানড্রাকে বলবেন, ওকে আমি সত্যি ভালোবাসি।'

টান ধরা আলোয় বাড়ির দিকে গাড়ি ছোটাল চার্লস। খানিক পর মাইক্রোফোনের মাধ্যমে কল ইন করে শেলির খবর জানতে চাইল। কিন্তু যেমন আশা করেছিল, তেমন কোনও খবর পাওয়া গেল না। স্টেট ডিটেকটিভ টিম এখনও ক্রাইম সিনে যেতে পারেনি। করোনারের এক সহকারী গিয়েছিল অবশ্য। আজ রাতে পোক কাউণ্টি শেরিফ'স ডিপার্টমেণ্টের কেউ একজন জায়গাটা পাহারা দেবে। কাল সকালে করা হবে যা করার।

মাইক্রোফোন রেখে দিল সে। মনটা খারাপ হয়ে গেছে,

কিন্তু কিছু করার নেই। জ্যাক রিচি যন্ত্রণাটা না বাধালে এতক্ষণে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে ফেলা যেত।

বাড়িতে পৌঁছল সার্জেন্ট। দুইশ' একর জমির পৈতৃক সম্পত্তি। মেইন হাউস ধপধপে সাদা রঙের। অভিজাত চেহারার, বড়সড় পোর্চওয়ালা। বড় রাস্তা থেকে বাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ প্রাইভেট রাস্তার দুদিকে দুই সারি দেবদারু গাছ। বার্নে চারটে হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া আছে চার্লসের। দুটো গেল্ডিং, দুটো স্ট্যালিয়ন। নিজ বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে পৌঁছলে অদ্ভুত প্রশান্তিতে মনটা ভরে ওঠে তার।

বাবার গাড়ি দেখে হুড়মুড় করে পোর্চ থেকে নেমে এল জন নিউম্যান। 'ড্যাডি, ড্যাডি, ড্যাডি, ড্যাডি!'

আনন্দে বুক ভরে উঠল চার্লসের। নয় বছর বয়স তার একমাত্র ছেলের। ভারি শান্তশিষ্ট। চুপচাপ। এই বয়সের শিশুরা সাধারণত এরকম হয় না। কিন্তু জন তাই হয়েছে। তারওপর বাপ-পাগল ছেলে। কাজে যাওয়ার সময় রোজ সে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে। আর ফিরলে তার সে কী আনন্দ!

'হাউডি, দেয়ার!' চার্লস বলল। 'ড্যাডির বুকের মানিক কেমন আছে আজ?' ছেলে কাছে আসতে দুহাতে কোলে তুলে নিল সে। জোরে ওপরে ছুঁড়ে দিল। ওর ছোট্ট পা দুটো তার মাথা ছাড়িয়ে আরও উঠে গেল।

'হুউউউউউউউ!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল জন। 'আরও জোরে, ড্যাডি। আরও জোরে।'

চার্লস হাসল শব্দ করে। 'নাহ্! আরও জোরে ছুঁড়লে তুমি চাঁদে পৌঁছে যাবে। তোমার মাম্মি বকবে।'

'ড্যাডি, মিসেস ফেনসনের শরীর খারাপ করেছে মাম্মি তাকে দেখতে গেছে। আমি ডেকে আনব?'

'না, দরকার নেই আমি স্যাণ্ডউইচ আর এক কাপ চা খেয়েই চলে যাব।'

হাসিখুশি চেহারা কালো হয়ে গেল ছেলের। 'আবার বাইরে যাবে? তুমি রোজ রাতে বাইরে যাও কেন, ড্যাডি?'

হাসল অফিসার। আদর করে জনের চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'ড্যাডিকে ডিউটি করতে হয় যে! আচ্ছা, কাল রাতে কোথাও যাব না, ঠিক আছে? আজ একটা ছোট্ট কাজ আছে। যেতেই হবে। চলো, কিচেনে খাবার কি আছে দেখা যাক।'

সাড়ে আটটায় উঠল চার্লস। দশটায় জ্যাকের আত্মসমর্পণ করার কথা। এখন রওনা দিলে ওয়ালড্রন পৌঁছতে অন্তত একটা ঘণ্টা লাগবে। 'ড্যাডির সাথে ক্রুজার পর্যন্ত চলো।'

'ইয়েস, সার।' বাবার হাত ধরে গাড়ি পর্যন্ত এল সে।

গাড়ির দরজা খুলল চার্লস। ডুবন্ত সূর্যের ওপর চোখ পড়ায় উঠতে গিয়েও উঠল না। নতুন রাতের ঘোমটা পরতে যাচ্ছে পোক কাউণ্টি। আরও একটা দীর্ঘ রাত ওই নির্জন প্রান্তরে পড়ে থাকতে হবে আরেকজনের বুকের ধন, শেলিকে। ভাবনাটা বিষণ্ণ করে তুলল তাকে। কী মনে হতে জনকে বুকে তুলে নিল সে, শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকল কিছুক্ষণ।

অবাক হলো জন। 'তোমার কী হয়েছে, ড্যাডি?'

'কিছু না। আমি ঠিক আছি। আমি... ' থেমে গেল সে। মনে হলো ছেলেকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করা উচিত। 'একটা খারাপ ছেলেকে অ্যারেস্ট করতে যাচ্ছি আমি, সান। ছেলেটা ছোটো থাকতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল সে খারাপ হবে। হয়েছেও তাই। এখন ছেলেটাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল জন। বুঝল না কিছু।

'কিন্তু তুমি তার মত হয়ো না যেন। খারাপ ছেলেদের কেউ পছন্দ করে না। তুমি ভাল ছেলে, সারাজীবন ভাল হয়ে থাকবে। সব সময় যখনকার কাজ তখনই করবে। পরে করার জন্য ফেলে রাখবে না কিছু। সব সময় ভাল চিন্তা করবে। সব কাজে সৎ

থাকবে, যেন বিবেকের কাছে কখনও জবাবদিহি করতে না হয়। তা হলে দেখবে, এই খারাপ ছেলেটার মত পরিণতির মুখোমুখি কখনও হতে হবে না।'

জন নীরবে তাকিয়ে থাকল।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চার্লস নিউম্যান। 'আজ আমার সব কথা তুমি বুঝতে না পারলেও একদিন বুঝবে। আমি জানি। কারণ তোমার বুদ্ধি আছে। ভালমানুষ হয়ে থাকার চেষ্টা করবে। তোমার নির্বোধ, বুড়ো ড্যাডি যেমন সময়ের কাজ সময়মত না করে বারবার ভুল করেছে, তেমন ভুল কখনও করবে না। চলি এখন। মাম্মিকে বোলো, আমার ফিরতে রাত হবে।'

'ইয়েস, সার।'

গাড়িতে উঠল অফিসার। দীর্ঘদিনের প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আয়ত্ত করা অনায়াস দক্ষতায় ইউ-টার্ন নিয়ে বড় রাস্তার দিকে চলল। রিয়ারভিউ মিররে চোখ পড়তে ছেলেকে একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। 'গুড বাই' জানানোর ভঙ্গিতে ডান হাত তুলে রেখেছে।

জানালা দিয়ে হাত বের করে সে-ও নাড়ল। ড্যাডির প্রকাণ্ড থাবার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকল জন নিউম্যান।

বড় রাস্তায় উঠে দ্রুত বাঁক নিল ফোর্ড ক্রুজার। গ্যাস পেডাল দাবিয়ে ধরল চার্লস। ওয়ালড্রনের দিকে ছুটে চলল।

সে রাতে যতক্ষণ সম্ভব জেগে থেকেও ড্যাডির দেখা পায়নি জন, পেয়েছিল ভোরের দিকে। আলো ফোটেনি তখনও। মুখের হাসি হাসি ভাবটা তেমনি অমলিন ছিল ড্যাডির, তবে মানুষটা শবাধারে শোয়া ছিল। চোখ বোজা। মা নির্বাক।

বাড়ির সামনে গণ্ডা গণ্ডা পুলিশের গাড়ি। পুলিশে গিজগিজ করছে ওদের পোর্চ, মেইন হাউস। সবাই চাপা কণ্ঠে কী সব বলাবলি করছিল।

ড্যাডিকে কবর দিয়ে আসার পর অব্যক্ত কষ্ট আর প্রবল

অভিমানে মনটা গুমরে গুমরে কেঁদেছে জনের। ড্যাডি আবারও প্রতিজ্ঞা ভেঙেছে। ওকে কথা দিয়েছিল পরদিন রাতে কোথাও যাবে না সে। ওর কাছে থাকবে।

অথচ থাকল না।

চার

ওয়ালড্রন। সুবিধামত জায়গা দেখে রুট ৭১-এর ঢালে থামল সার্জেন্ট চার্লস, যিশুর নাম নিয়ে ভুট্টা ক্ষেতের নরম মাটির রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে দিল আলগোছে। তাড়াহুড়ো না করে ধীরগতিতে এগোতে লাগল। হেডলাইটের তীব্র আলোয় স্নান করছে আট ফুট লম্বা ভুট্টার গাছগুলো, মাথা দোলাচ্ছে বাতাসে।

নরম মাটিতে গাড়ির চাকা দেবে যাওয়ার শঙ্কা মিথ্যে হওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে। কেলেঙ্কারীর একশেষ হত তা হলে।

কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে রাস্তাটা। সামনেই কোথাও ফারগুসন রিজ। ওটার আরেক নাম ডিয়ার স্ট্যাণ্ড। ওখানটায় মাঝেমধ্যে হরিণ এসে দাঁড়ায় বলে এই নাম হয়েছে জায়গাটার। অন্ধকারের জন্য রিজটা দেখতে পাচ্ছে না সে।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পোক কাউণ্টি প্রসিকিউটর ব্রুস উইলিয়ামসের শিকারের নেশা ছিল। প্রায়ই সার্জেন্টকে নিয়ে এখানে-সেখানে শিকারে যেত সে। এখানেও একবার হরিণ শিকার করতে এসেছিল সে। অনেক বছর আগে।

ব্রুস হরিণ শিকার করেছিল বটে সেবার, সঙ্গে এক চাষী-বউয়ের বকাও খেয়েছিল ‘ফাও’ হিসেবে। কারণ গুলিবিদ্ধ হরিণটার অল্প দূরেই তার দুই নাতী খেলা করছিল। একটু এদিক ওদিক হলে তাদের গায়ে লাগতে পারত গুলি। জীবনে আর অমন ভুল করেনি সে।

শখানেক গজ এগোতে পিছনে রুট ৭১ হারিয়ে গেল। ভুট্টা গাছের আড়ালে পড়ে গেছে, দেখা যায় না। গাড়ি দাঁড় করাল চার্লস। এমনভাবে অবস্থান নিতে হবে, ভাবল সে, যাতে জ্যাক আর মাইকের এগিয়ে আসা পরিষ্কার দেখা যায়। তার মানে এটার ঘুরিয়ে আড়াআড়িভাবে দাঁড় করাতে হবে। গাড়ি থেকে নামল সে। এখানকার মাটি ক্রুজারের ওজন সহ্য করতে পারবে কিনা পরীক্ষা করে দেখল। মনে হলো পারবে।

জায়গাটা অপরিসর হয়ে গেল, কিন্তু কিছু করার নেই। ওর মধ্যেই বারবার সামনে-পিছনে, ডানে-বাঁয়ে শার্প টার্ন নিয়ে যেভাবে চাইছিল, ঠিক সেভাবে গাড়ি দাঁড় করাতে মিনিট দশেক পরিশ্রম করতে হলো তাকে। তারপর ইঞ্জিন অফ করে নিজের দিকের দরজা খুলল নিউম্যান। উইণ্ডো সিলের সঙ্গে স্পটলাইট ফিট করে আলো জ্বেলে পরীক্ষা করল।

অ্যাণ্টি এয়ারক্র্যাফট সার্চলাইটের মত সামনের দিকে ছুটে গেল আলোর বিম। সন্তুষ্ট হলো সে। এখন জ্যাকদের তার কাছে আসতে হলে সরাসরি সামনে দিয়ে আসতে হবে। আলোর বন্যার মধ্যে দিয়ে। অতএব চিন্তা নেই। আলো অফ করে হাতঘড়িতে চোখ বোলাল সে। নয়টা পঞ্চাশ। আর দশ মিনিট।

একভাবে বসে থাকার কারণে কিছুক্ষণের মধ্যে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেল। তাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল সে। গ্রামের নির্মল বাতাসে বুক ভরে দম নিতে লাগল। অবিশ্বাস্য রকম নীরব, আর অন্ধকার জায়গাটা।

কিন্তু এ অন্ধকার আসলে অন্ধকার নয়, জানে চার্লস। এ

হচ্ছে পর্যাপ্ত আলোর অভাবে সৃষ্ট হালকা ছায়া এবং গাঢ় ছায়ার ক্রমবিন্যাস বা টেক্সচার। এর প্রকৃতি ঠিকমত শিখে নেয়া গেলে অন্ধকারের ভাষা পড়াও যায়। নীরবতার ভাষা বোঝাও যায়। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় এ ভাষা শিখেছে সে।

বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে ভুট্টার গাছ। পরস্পরের সঙ্গে মৃদু খস খস শব্দে বাড়ি খাচ্ছে। ঝিঁঝি পোকার টানা কোরাস চলছে চারদিকে। ফারগুসন রিজের কাছে একটা ঝরনা আছে, ওখানে কয়েকটা কোলা ব্যাং ডাকছে চাপা, দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে।

কে যেন চাপা কাশি দিল না? অনেক দূরে কোথাও? দূর! তা হয় কীভাবে? ভাবল চার্লস নিউম্যান। নির্জন রাতে এখানে মানুষ আসবে কোত্থেকে? এখান থেকে সবচেয়ে কাছের শহর হলো বোলস। তা-ও পাঁচ মাইল পিছনে।

কাশি নিশ্চয়ই বন্দুকের গুলি নয় যে বোলসে কেউ কাশলে এতদূর তার আওয়াজ আসবে! নিশ্চয়ই ব্যাং বা আর কিছু ডেকেছে, তার শুনতে ভুল হয়েছে।

অন্ধের মত গাড়ি চালাচ্ছে মাইক রিচি। দু'পাশের লম্বা লম্বা ভুট্টা গাছের কারণে সামনের দিকটা ছাড়া ডানে-বাঁয়ে বলতে গেলে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। এত অন্ধকার, মনে হচ্ছে অচেনা তেপান্তরে চিরতরে হারিয়ে গেছে তারা। ভীষণ ভয় করছে। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ক্লান্তিতে। সারাদিনে হ্যামবার্গার ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। তাই খিদেও পেয়েছে তেমনি। ঘন ঘন মোচড় খাচ্ছে নাড়িভুঁড়ি।

জ্যাক রিচি চোখ কুঁচকে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু খুঁজছে মনে হয়। 'ওই যে সেই জায়গা,' বেশ কিছুক্ষণ পর বলল সে। 'ওই যে, বাঁয়ে। দেখতে পাচ্ছ?'

দেখতে পেল মাইক। একটু সামনে রুট ৭১ থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে একটা কাঁচা রাস্তা। ভুট্টা খেতের মধ্যে ঢুকে গেছে।

ওটার শেস মাথায় আছে সেই রিজটা।

'জ্যাক, মিস্টার নিউম্যানকে আমার ব্যাপারে কি কি বলাবে মনে আছে তো?' অনুনয়ের সুরে বলল মাইক। 'ভুল হবে না তো?'

পুরোটা আবার কাজিনকে খুলে বলার তাগিদ অনুভব করছে মাইক। কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছে না। বারবার এক কথা বললে যদি রেগে ওঠে! অথচ নিজের ভয় কমানোর জন্য প্রসঙ্গটা বারবার না তুলেও পারছে না সে।

'না। হবে না,' শান্ত কণ্ঠেই বলল জ্যাক। রাগ-টাগ কিছুই করল না। কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছে যেন। 'আমি তোমাকে কথা দিয়েছি, আজ যা যা ঘটেছে, সবকিছুর দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নেব। অপরাধ যা হয়েছে, আমি দায়ী সে জন্য। তুমি নও। আমার কুকর্মের জন্য মাইক রিচি কোনওমতেই দায়ী নয়। মিস্টার নিউম্যানকে সব বুঝিয়ে বলতে পারলে সমস্যা থাকবে না। তুমি আজ রাতেই মায়ের কাছে যেতে পারবে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল বোকাসোকা তরুণের চেহারা। 'সত্যি বলছ? মা-র জন্য খুব খারাপ লাগছে।'

'মিস্টার নিউম্যান যা বলবেন, তাই করে যাবে তুমি, ব্যস,' জ্যাক বলল। 'আর কিছু করতে হবে না।'

কাঁচা রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে দিল মাইক। টের পেল মাটিতে খানিকটা দেবে গেল গাড়ি।

'যেতে থাকো,' জ্যাক বলল। 'আরেকটু সামনে। মিস্টার নিউম্যান জায়গাটা চিনতে পেরেছে কি না কে জানে!'

ধীরগতিতে হেলেদুলে এগিয়ে চলল জ্যাকের ওল্ডসমোবাইল। এক সময় ভুট্টার খেতের মধ্যে হারিয়ে গেল। লম্বা লম্বা গাছগুলো দু'দিক থেকে চেপে আসতে শুরু করল। যেন আক্রমণ করতে আসছে। ঘাবড়ে গেল মাইক রিচি।

'জ্যা-জ্যাক!' অজান্তেই চড়া গলায় ডাকল সে।

'ওই যে, ওখানে।'

আরেকটু এগিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলল মাইক। একটা স্টেট পুলিশ ক্রুজার পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকের ড্রাইভারের দরজাটা খোলা।

'এসে পড়েছি আমরা। যা বলেছি মনে থাকে যেন,' শেষ বাক্যটা চাপা গলায় বলল জ্যাক।

ঢোঁক গিলল মাইক। 'থাকবে।'

ওদিকে ওল্ডসমোবাইলটাকে তার থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখল চার্লস নিউম্যান। একটু পর ইঞ্জিন অফ হয়ে গেল সেটার। হালকা ধুলোর একটা পর্দা বাতাসে ভেসে বেড়াল কিছুক্ষণ। মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠল ওটার ইস্পাতের শরীরের এখান-সেখান থেকে। ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে।

প্রায় মিনিটখানেক সবকিছু অনড়, নীরব থাকল। তারপর দপ্‌ করে জ্বলে উঠল চার্লসের স্পটলাইট। আলোর চওড়া বিম হামলে পড়ল গাড়িটার ওপর। জ্যাককে হাত তুলে চোখ আড়াল করতে দেখা গেল। তীব্র আলোয় সাদাটে আগুনের মত হয়ে উঠেছে তার গায়ের রং। সোনা লেপা মাথা চকচক করে উঠল।

'অল রাইট, জ্যাক!' কঠোর শোনাল সার্জেন্টের কণ্ঠ। 'গাড়ি থেকে নেমে এসো তুমি, খুব সাবধানে।'

'ইয়েস, সার,' বলল সে। 'মাইক ওর মায়ের সাথে কথা বলার জন্য অস্থির... '

'সেসব পরে হবে। আগে তুমি বেরিয়ে এসো, গান ব্যারেল বাঁ হাতে নিয়ে। বাইরে এসে গান মাটিতে ফেলে দেবে। তারপর গাড়ির ছাতে দু-হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে। বুঝতে পেরেছ? খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে।'

নির্দেশটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল জ্যাক রিচি। ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে বেরিয়ে এল ধীর গতিতে। পিস্তল

ফেলে দিল রাস্তায়। খানিকটা ধুলো উড়ল। তারপর ঘুরে গাড়ির ছাতে দু-হাত রেখে একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল সে।

সন্তুষ্ট হলো চার্লস নিউম্যান। 'এবার তুমি, মাইক। জ্যাক যেভাবে বেরিয়েছে, ঠিক সেভাবে বেরিয়ে এসো।'

বেরিয়ে এল যুবক। স্পষ্ট দেখা গেল তার হাঁটু কাঁপছে। হঠাৎ কিছু একটা অসামঞ্জস্য চোখে পড়তে আড়ষ্ট হয়ে উঠল অফিসার 'তোমার গান, মাইক। কোথায় ওটা?'

থতমত খেয়ে গেল বোকাসোকা যুবক। 'ওটা... ওটা গাড়িতে ফেলে এসেছি, সার। সরি। বের করব?'

'ঘুরে দাঁড়াও। তোমার পিছনদিকটা দেখি আগে।'

ঘুরল সে। চার্লস দেখল তার বেল্ট খালি। 'ঠিক আছে, এবার ঘোরো। দুই হাত গাড়ির ছাতে রেখে দাঁড়াও জ্যাকের মত।'

'ই-ইয়েস সার।'

'মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকো। আমি আসছি। কেউ নড়বে না।'

'তাড়াতাড়ি করুন, মিস্টার নিউম্যান,' মাটিতে পা ঠুকল জ্যাক। 'পোকার কামড়ে দাঁড়াতে পারছি না।'

ওদের ওপর স্পটলাইট স্থির রেখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট। হোলস্টারের ফ্ল্যাপ খুলে দিল যাতে প্রয়োজন দেখা দিলে মুহূর্তে কোল্ট ট্রুপার বের করে ফেলা যায়।

'আমি আসছি। সাবধান।' পা বাড়াল।

'উহ্!' এক হাতে উন্মুক্ত ঘাড়ে চাপড় লাগাল জ্যাক। 'মাগো!'

পরের সবকিছু এত দ্রুত ঘটল যে ঠিক দেখল কি না ভেবে মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় পড়ে গেল চার্লস। গোড়ালিতে পোকার কামড় খেয়েছে ভাব করে আবারও 'উহ্!' আর্ত ধ্বনির সাথে সামনে ঝুঁকল জ্যাক, পর মুহূর্তে ডান হাতটা বিদ্যুৎ চমকের মত জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতরে ভরে দিল। যখন বের হলো ওটা,

তখন মুঠোয় একটা .৩৮ স্পেশাল দেখা গেল।

আঁতকে উঠল অফিসার। জ্যাকের পিস্তল মাটিতে পড়ে আছে জানে সে, তার চোখের সামনে এইমাত্র ফেলে দিয়েছে ছেলেটা। তা হলে ওই গান কার? চালাকিটা বুঝল সে ঠিকই, তবে একটু দেরিতে। জ্যাক যেটা ফেলে দিয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই মাইকের ছিল। আর নিজেরটা গাড়ির সিটে এমনভাবে রেখে এসেছিল যাতে মুহূর্তের সুযোগে তুলে নিতে পারে।

'জ্যাক!' আতঙ্কে গলা চড়ে গেল চার্লসের, হোলস্টারের দিকে চকিতে হাত বাড়াল সে। কিন্তু কাজ হলো না। এক মুহূর্ত পর কড়াক! শব্দের সঙ্গে ঝল্‌সে উঠল .৩৮ স্পেশালের গানমাযল।

থ্যাপ্!

ঝাঁকি খেয়ে টলে উঠল অফিসার। গুলির শব্দ কানে আসার আগেই আবার 'থ্যাপ্!'

অবিশ্বাসে চোখ কপালে উঠে গেছে চার্লসের। টের পেল খাটো হয়ে যাচ্ছে সে। রাস্তার দুপাশে ভুট্টার গাছগুলো ক্রমে আরও লম্বা হয়ে উঠছে। ঝুপ্ করে হাঁটুর ওপর বসে পড়ল সার্জেন্ট। মাইক রিচি দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে তার দিকে। জ্যাকের গুলি আর যাতে চার্লসের গায়ে না লাগে, সে জন্য তার লাইন অভ ফায়ার পিঠ দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা করছে। চিৎকার করে কী সব বলছে যেন।

চার্লসকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে বোকা ছেলেটা। চোখ কপালে উঠে আছে তার। যে-কোনও মুহূর্তে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠবে। হঠাৎ তার সাদা টি-শার্টের বুকের কাছে একটা টকটকে লাল মাকড়সার জন্ম হতে দেখল সার্জেন্ট। একটু আগের সাবলীলতা হারিয়ে ফেলল মাইক, হোঁচট খাচ্ছে।

চার্লস নিউম্যানের হাতে পিস্তল। কখন ড্র করেছে নিজেও জানে না। দেখল, পড়ে যাচ্ছে মাইক। তাকে ফাঁকায় পেয়ে

আবার গুলি করল জ্যাক রিচি। কিন্তু মিস করল। ওর মুখে বাঁকা হাসি দেখতে পেল চার্লস। ওই হাসি চিরতরে মুছে ফেলার জন্য ট্রিগার টানল সে।

একবার... দু'বার... ছয়বার!

গুলি শেষ।

ভুট্টার খেত আর ফারগুসন রিজ, সব কেঁপে উঠল তার কোল্ট ট্রুপারের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে।

কী হচ্ছে এসব? ভাবল চার্লস। পরক্ষণে উপুড় হয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। নড়তে পারছে না। মাথার ওপর পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে ক্রুজারটা। তারও ওপরে ভুট্টার আকাশছোঁয়া গাছ তারা ভরা আকাশের পটভূমিতে বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে বাতাস।

পায়ের শব্দ শুনতে পেল চার্লস নিউম্যান। কে যেন হাঁটছে এলোমেলো পায়ে। গোঙাচ্ছে। দু'হাতে ভুট্টার গাছ সরাচ্ছে মনে হলো, খেতের মধ্যে ঢুকে পড়ছে হয়তো। আত্মরক্ষা করতে? অবাক হয়ে জ্যাকের কথা ভাবল অফিসার। ছেলেটা তাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল তা হলে? সে জন্যই এত চমৎকার একটা নাটক সাজানো হয়েছে?

অদৃশ্য একটা ক্ষমতা শক্তি জোগাল চার্লসকে। স্পটলাইটের পিছনে চলে এল সে হামা দিয়ে। হাঁচড়েপাঁচড়ে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে পড়ল। দু-পা বাইরে রেখে বসে থাকল স্থবিরের মত। নড়ার ক্ষমতা নেই। মাইককে আলোর মধ্যে, রক্তের পুকুরে অসহায়ের মত পড়ে থাকতে দেখল। অনড়। তবে বুক ওঠানামা করছে। তার নিজের অবস্থাও এক। বাঁ কনুইয়ের ঠিক নীচে একটা গুলি লেগেছে। হড়হড় করে রক্ত পড়ছে সেখান থেকে।

হাতটা পুরো অকেজো হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও নাড়াতে পারছে না সে। বুকের বাঁ দিকও রক্তে ভিজে একাকার। ওখানে কোথায় গুলি লেগেছে, বুঝতে পারছে না। ওদিকে

জ্যাকের দেখা নেই কোথাও।

কার রেডিওর কথা খেয়াল হতে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। মেসেজ পাঠাতে হবে হেডকোয়ার্টার্সে, এখনই। কিন্তু ওটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে হতাশ হলো। মাত্র এক হাত দূরের জিনিসটার কাছে পৌঁছাচ্ছে না তার হাত। হাজার চেষ্টাতেও বাঁ হাত এক চুল নাড়াতে পারছে না সে।

পাশ ফিরে বসার চেষ্টা করল সার্জেন্ট, যাতে অন্য হাতটা কাজে লাগানো যায়। তা-ও হলো না। একে অল্প জায়গা, তার ওপর পা দুটো বাইরে, এই অবস্থায় ঘুরে বসার উপায় নেই পা ভেতরে তুলে আনার চেষ্টা করল সে মরিয়া হয়ে। পারল না। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে রিলোড করা যায় কি না, সেদিকে মন দিল চার্লস। সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এক হাতে অনেক কষ্টে রিলোড করল সে। কাজটা শেষ হতে না হতেই ব্যথা শুরু হয়ে গেল। গুলিবিদ্ধ হাতটা নিঃশব্দে চিৎকার করছে যেন। অন্যদিকে বুকের বাঁ দিক থেকে কোমর পর্যন্ত ক্রমে অবশ হয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে তার, অথবা গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে। স্রোতের মত গড়িয়ে পড়া রক্তে মাটি ক্রমে ভিজে উঠছে।

আর কয়েক মিনিট এভাবে চললে মরে যাবে সে, বুঝতে পারছে চার্লস। কিন্তু কোনও প্রতিকার চোখে পড়ছে না। মনের বল নেই বিন্দুমাত্র। সব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

তারা জ্বলা আকাশের দিকে চোখ গেল।

'ওটা কোন্ তারা, ড্যাডি?' জন নিউম্যান বলল।

না, জন এখানে আসবে কোত্থেকে? ওটা নিশ্চয়ই চার্লসের কল্পনা। গত গ্রীষ্মে নিজেদের র‍্যাঞ্চে নেকড়ে শিকার করার সময় প্রশ্নটা করেছিল জন।

'ওটাকে বলে নর্থ স্টার। অতীতে ওই তারা দেখে মানুষ দুনিয়ার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত চলাচল করত।

নাইট নেভিগেশন।'

'নাইট নেভিগেশন কী, ড্যাডি?'

কাছে পেলে কত যে প্রশ্ন করত ছেলেটা!

বুক চিরে আপনাআপনি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ক্রমে হাত-পা অবশ হয়ে আসতে শুরু করেছে তার। দৃষ্টিও সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন, সংক্ষিপ্ত। বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে আসছে। কপাল ঘামছে। দেহের ভর এক নিতম্ব থেকে আরেক নিতম্বে নেয়ার চেষ্টা করল সে, পারল না। কী হচ্ছে এসব? হাত-পা নাড়তে পারছে না কেন?

যত সময় গড়াচ্ছে, ততই আরও অসাড় হয়ে আসছে চার্লস নিউম্যান। ওদিকে মাইক রিচির নড়াচড়া, গোঙানি, সব থেমে গেছে কখন যেন। রাস্তার ওপর নিথর পড়ে আছে দেহটা। রক্তে থই থই করছে পিঠের মাঝ বরাবর অনেকখানি জায়গা।

জ্যাকের খবর নেই। পালিয়ে গেছে? নিঃশ্বাস আরও দ্রুততর হলো চার্লসের। দৃষ্টিশক্তি কমতে কমতে শূন্যে এসে ঠেকেছে প্রায়। ঘেমে গোসল হয়ে উঠেছে। শেষবার চোখ বোজার আগে একটা দূরাগত গোঙানির শব্দ কানে এল।

প্লেন?

ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠল মনে। শব্দটা সেরকমই। মনে হয় কোনও ছোটো প্লেন, নিচু দিয়ে আসছে। রাতের বেলা অজায়গায় দুটো গাড়ি... স্পটলাইট... একটা পড়ে থাকা দেহ... যদি পাইলটের চোখে পড়ে...

চার্লস নিউম্যানের মনে হলো, প্লেনটার পোর্ট উইং দেখতে পেয়েছে সে পলকের জন্য। একদম নিচু দিয়ে উড়ে গেল। ওটার নানা রঙের ন্যাভিগেশন লাইটগুলো টিপ্ টিপ্ করছে।

হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে। পেঁচা ডাকছে।

প্রিয় সন্তানকে একবার দেখার সাধ হলো। স্ত্রীকে কাছে পেতে ইচ্ছে হলো। যদি...

বুকের কাছে ইউনিফর্ম শার্টটা হঠাৎ বেশি বেশি ভেজা ঠেকতে তাকাল সে। এ কী! ঠিক বুকের মাঝখান থেকে গল্ গল্ করে রক্ত ঝরছে না? এটা নিশ্চয়ই নতুন ক্ষত! তার মানে আবার গুলি করেছে জ্যাক? বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজল সে। কিন্তু অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।

মাটির রাস্তাটা হঠাৎ উঠে এল ওপরে। স্টেট ট্রুপার চার্লস নিউম্যানের ধরণী কাত হয়ে গেল। সম্পূর্ণ আঁধার হয়ে গেল সব।

প্লেনের শব্দ বদলে যেতে শুনল সে আবছাভাবে। ফিরে আসছে মনে হয়। দেখতে পেয়েছে তাদেরকে!

পেঁচা ডাকছে। ছোটো ছোটো নিশাচর প্রাণী দৌড়-ঝাঁপ করছে। কী ভীষণ অন্ধকার! চার্লসের মনে হলো পিছলে যেতে শুরু করেছে সে। কোথায়, জানে না। একটা কালো, চওড়া ড্রেনের মধ্য দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে ঘুরপাক খেতে খেতে।

এ চলার শেষ নেই যেন। বোধশক্তি ভোঁতা হতে হতে নেই হয়ে গেছে চার্লসের। ওরই মধ্যে মস্তিষ্ক অসাড় করা ক্যাটকেটে, শুষ্ক একটা শব্দ কানে এল তার।

র‍্যাট্‌ল্‌স্নেক!

পাঁচ

কী সুন্দর গাড়ি! ভাবল ক্রিস সালিভান। একভাবে তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। চোখ ফেরাতে পারছে না।

লেটেস্ট মডেলের মার্সেডিজ এস-৬০০ একটা। লাইট ক্রিম কালারের। ঝকঝকে, ব্র্যাণ্ড নিউ। যেন এইমাত্র শো-রুম থেকে বের করে আনা হয়েছে। দেখতে লাগছে একটা নাদুস-নুদুস বাচ্চা টেডি বেয়ারের মত। প্রাণ জুড়িয়ে যায়। একেই বোধহয় রাজসিক বাহন বলে। ভাবল ক্রিস সালিভান, ওয়াশিংটন ডি.সি-র ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের লেফটেন্যাণ্ট।

পাকা সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ সে, চওড়া কাঁধ। পেশিবহুল শরীর। পুরো নাম ক্রিস্টোফার বার্নার্ড সালিভান। ডিপার্টমেন্টের সবার প্রিয় সিবিএস। নম্র ও মৃদুভাষী হিসাবে সুনাম আছে তার ডিপার্টমেণ্টে। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মত। বছর দেড়েক আগে পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবন শেষ হয়েছে তার স্ত্রী ডিভোর্স করায়।

সেই থেকে এক্সারসাইজ ফ্যানাটিক হয়ে উঠেছে লেফটেন্যাণ্ট সালিভান। ওয়েট লিফটিং, বুক ডন, স্কিপিং আর দৌড়, এই নিয়ে কাটে দিনের বড় একটা অংশ।

তবে ইদানীং মনে আবার রং ধরেছে। ডিপার্টমেন্টের নবাগত সুন্দরী সার্জেন্ট, মেরি আরিজার সঙ্গে দ্বিতীয় দফা মন দেয়া-নেয়ার প্রাথমিক পর্ব সারা হয়ে গেছে। দু'মাস পর ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা আছে। ভালয় ভালয় উতরে যেতে পারলে প্রমোশন পাবে। তারপর আবার ঘর বাঁধার ইচ্ছে আছে।

পৃথিবীর ভাগ্য যেখানে লেখা হয় এবং প্রতিনিয়ত সংশোধিত হয়, এ মুহূর্তে সেই ক্যাপিটল হিল এলাকায় ডিউটিতে রয়েছে সে। রাস্তার পাশে ক্রুজার পার্ক করে হাঁটাহাঁটি করছে নির্দিষ্ট স্পটে। ট্রাফিকের ওপর নজর রাখছে। তার সহকারী মাইক করডিক পিছনের অন্য এক প্রাউলারের ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। চোখাচোখি হতে হাত নাড়ল সে সালিভানের উদ্দেশে

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের কাজে মন দিল লেফটেন্যাণ্ট। কাল গুড ফ্রাইডে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে শনি ও রবিবার মিলিয়ে

টানা তিনদিনের ছুটি। বিকেল হতে না হতেই তার আসর পড়া শুরু হয়ে গেছে। একটু আগেভাগেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আজ অফিস পাড়া। ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করেছে। মানুষ আর গাড়ির চাপ বেশ কমে গেছে এরমধ্যেই।

পার্কিং লটের দিকে তাকাল সে। ওটার এক কোনায় পার্ক করা আছে হালকা ক্রিম রঙের মার্সেডিজটা। ওটার মালিক কাছের এক অফিসে গেছে, দেখেছে সে। তার সমবয়সীই হবে লোকটা, বা দুই-এক বছর ছোট। দামি সুট, টাই পরনে। সুদর্শন, স্মার্ট, হ্যাণ্ডসাম। মার্সেডিজটার ডানে-বাঁয়ের অনেক স্লট খালি বলে ওটাকে নিঃসঙ্গ লাগছে। অনেকটা মা হারা শাবকের মত। যত দেখছে সালিভান, ততই আরও দেখতে ইচ্ছে করছে।

চেহারা দেখে মনে হয় যেন এইমাত্র শো-রুম থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে। ওটার মালিকের কথা ভেবে ঈর্ষা হলো তার। ঠিক মালিকের কথা ভেবে নয়, তার গাঁটের জোরের কথা ভেবে। হাতে আপাতত তেমন কাজ নেই। অতএব গাড়িটার দাম নিয়ে গবেষণা শুরু করল সে কিছু সময়।

গাড়ি কিনলে এরকমই কেনা উচিত। বেশি বড়ও না, আবার ছোটোও নয়। ছিমছাম, অভিজাত ফ্যামিলি কার।

এই মডেলের মার্সেডিজ দুর্লভ নয়। প্রতিদিনই দু-চারটে চোখে পড়ে রাস্তায় বের হলে। ব্যস্ত সময় হলে একবারের বেশি দু-বার তাকিয়ে দেখার সময় হয় না তার। এখনও হয়তো হত না। দুটো কারণে হয়েছে। প্রথম কারণ হলো, আজকের মত ব্যস্ততার পাট চুকে গেছে সালিভানের। এখন রিলিভার আসার প্রতীক্ষায় আছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, হাজারো গাড়ির মধ্যে মার্সেডিজ গাড়ি সব সময়ই ব্যতিক্রমী।

আভিজাত্য, ঐতিহ্য আর রাজসিক চেহারা-সুরতের কারণে বিশেষ একটা মর্যাদা আছে এ গাড়ির। চোখ সরানো কঠিন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাণ্ডব চালানো এবং লাখ লাখ বেসামরিক,

নিরীহ মানুষকে হত্যা করার জন্য জার্মান জাতটাকে সে দু-চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু তাই বলে ওরা পৃথিবীকে যে সমস্ত বিস্ময়কর জিনিস উপহার দিয়েছে, সেগুলোর প্রতি তার কোনও বিতৃষ্ণা নেই। বরং এক ধরনের শ্রদ্ধা আছে সেগুলোর প্রতি। যেমন মার্সেডিজ, বিএমডাব্লিউ, ফোক্সভাগেন।

ঘড়ি দেখল লেফটেন্যান্ট। আর দশ মিনিট পর রিলিভার এলে তার ছুটি। আজকের মত রেহাই মিলবে।

শেষবারের মত গাড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে সরে এল সালিভান। বিয়ের পর সে আর আরিজা মিলে চেষ্টা করবে টাকা জমিয়ে এরকম একটা গাড়ি কেনার। প্রয়োজনে কিছু লোন করে হলেও... শ্রাগ করে প্র্যাকটিকাল হওয়ার চেষ্টা করল। নিজেকে বোঝাল, সবাইকে সবকিছু মানায় না।

দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি চিরকালই একনিষ্ঠ ক্রিস সালিভান। ডিউটির সময় কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না। বিষয়টাকে প্রায় সময়ই দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে ডিপার্টমেন্টে তার অধীনস্থ নতুন আগতদের সামনে।

এক কাপ কফি খাওয়া গেলে ভাল হত, ভাবল লেফটেন্যান্ট। গলাটা একটু ভেজানো দরকার। কিন্তু তা হলে রাস্তার ওপারে যেতে হবে তাকে। কারণ ধারেকাছের কয়েকশ' গজের মধ্যেকার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ভেণ্ডিং মেশিনটা ওপারে। বিশ্বস্ত, কারণ কফি চাইলে কফিই সরবরাহ করে ওটা, ব্যাটারির অ্যাসিড না। কিন্তু ডিউটি শেষ হতে আর কয়েক মিনিট আছে বলে কষ্ট করতে ইচ্ছে হলো না। থাক বরং। বাসায় ফিরে একবারে খাওয়া যাবে। অতএব কফি মাথা থেকে বের করে দিল।

ঢিলেঢালা একটা চক্কর দিয়ে আবার গাড়িটার কাছে ফিরে এল সে। ওটাকে বাঁয়ে রেখে কিছুদূর এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। বাম হাত দেহের পিছনে মুঠি করা। ওদিকে মাইক করডিক

গ্রাউলারের চালকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে এদিকে আসছে। সালিভান চক্কর শেষ করে ঘুরল, পা বাড়াল আবার। গাড়ি বরাবর পৌঁছল। এই সময় ওটার মালিককে ফিরে আসতে দেখল সে, ডানদিক থেকে। লেফটেন্যাণ্টের ওপর চোখ পড়তে হাসল যুবক।

সালিভান পাল্টা হাসি দিতে যাচ্ছিল, পরক্ষণে কয়েকটা ব্যাপার চোখে পড়তে মনোযোগ ছুটে গেল তার। হাসি ফুটতে গিয়েও ঠিকমত ফুটল না। যুবকের পাঁচ-সাত গজ পিছনে আরেক লোকের ওপর চোখ পড়েছে তার। জোর কদমে যুবকের দিকেই এগোচ্ছে মনে হলো।

লোকটার ভাবভঙ্গি সুবিধের লাগছে না। মনে হয় যুবককে ধরতে আসছে, ভাবল সালিভান। অথবা... না কী! গাড়ির মালিক ও তার সঙ্গে একই সরল রেখায় রয়েছে লোকটা। চোখ সরিয়ে যুবকের দিকে ফিরতে যাচ্ছিল সালিভান, তখনই আরও দুটো কাঠামো ধরা পড়ল চোখের কোণে।

আরও দুই লোক দেখা দিল দ্বিতীয়জনের পিছনে। বিশ-পঁচিশ গজ পিছনে, প্রায় একই লাইনে রয়েছে তারা। জোর পায়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোক দুটো। হয়তো সামনেই একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে।

বাঁ দিকেরজন পাশেরজনকে কিছু বলল। পরক্ষণে লোকটার কোটের ভেতর থেকে ভোজবাজির মত একটা লাঠি বেরিয়ে এল। সালিভানের বিস্মিত চোখের সামনে গাড়ি মালিকের পিছনের লোকটার পিঠ সই করে দ্রুত লাঠিটা তুলল সে!

কারবাইন!

আঁতকে উঠল সালিভান। ক্যাপিটল হিলের মত জায়গায় এমন কিছু এতই অবিশ্বাস্য আর অকল্পনীয় যে তার মস্তিষ্ক সাড়া দিতে কয়েক মুহূর্ত দেরি করে ফেলল। অস্ফুট একটা চিৎকার

ছেড়েই হোলস্টার লক্ষ্য করে থাবা চালাল সে। কোল্টের বাঁট স্পর্শ করল, একই মুহূর্তে বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠল গোটা এলাকা। পর পর কয়েকটা গুলির শব্দে আশপাশ থেকে প্রচুর পাখি ফত্ ফত্ শব্দে আকাশে উড়াল দিল।

প্রথম গুলি যুবকের পিছনের লোকটার নিতম্বে লাগল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে লাগল সে। এদিকে গাড়ি মালিক দরজার কি-স্লটে চাবি ভরতে যাচ্ছিল। গুলির বিকট শব্দে আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে চমকে উঠে মাথা নিচু করে ফেলল সে, একই মুহূর্তে ঝট্ করে পিছনে তাকাল।

দেখল শুকনো-পাতলা এক লোক পড়ে যাচ্ছে, তীব্র যন্ত্রণায় চেহারা ভীষণ বিকৃত তার। মৃত্যু আতঙ্কে চোখ যেন কোটর ছেড়ে ছিটকে পড়বে এখনই। এক হাতে নিতম্ব খামচে ধরে আছে সে। পিছন থেকে গুলি করছে দুই লোক।

চাবি ফেলে ঝট্কা মেরে কোটের ভেতরে হাত চালিয়ে দিল সে, পরক্ষণে একটা অস্ত্র বেরিয়ে এল হাতে। প্রায় একই মুহূর্তে গোটা এলাকা আবার চমকে উঠল তার পিস্তলের টাশশ, টাশশ, টাশশ, টাশশ! শব্দে। একইসঙ্গে আহত লোকটাকে ধরতে ডানদিকে ঝাঁপ দিল যুবক। পৌঁছে গেল জায়গামত।

তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, এমন সময় দুজনেই গুলি খেল। লোকটা খেল বাঁ বাহুতে, গাড়ির মালিক খেল ডান শোল্ডার ব্লেডের ঠিক নীচে এবং উরুতে। আর্তনাদ করে উঠল দুজনই। যুবকের হাতের পিস্তল ছিট্কে চলে গেল অনেক দূরে।

ওদিকে সালিভানের কোল্ট .৩৮ জবাব দিতে শুরু করলেও মাত্র দুটো হুঙ্কার ছেড়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রথম গুলি লক্ষ্যের দিকে গেল ঠিকই, তবে দ্বিতীয়টা ব্যর্থ হলো। কারণ তার আগেই আততায়ীর শেষ গুলি সোজা তার হার্টে গিয়ে বিঁধেছে। তৃতীয় দফা ট্রিগার টানার সুযোগ পাওয়ার আগেই হাত-পা ছড়িয়ে

আছড়ে পড়ল সালিভানের সাড়ে ছয় ফুটি দেহটা।

এত কিছু ঘটতে সময় লাগল বড়জোর পাঁচ কি ছয় সেকেণ্ড। বলতে গেলে শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল ঘটনা। গুলির শব্দে সালিভানের সহকারী মাইক করডিক ও দ্বিতীয় প্রাউলারের ড্রাইভার ছুটে এল। ততক্ষণে খণ্ডযুদ্ধ থেমে গেছে। চারটে দেহ পড়ে আছে মাটিতে।

লেফটেন্যাণ্ট ক্রিস্টোফার বার্নার্ড সালিভান ওরফে সিবিএসের ব্যয়ামপুষ্ট দেহটা নিথর হয়ে গেছে। কেবল ডিউটিই নয়, পৃথিবীর যাবতীয় হিসেব চুকেবুকে গেছে তার।

আহত দুজনের মধ্যে যুবকের অবস্থা মোটামুটি শঙ্কামুক্ত হলেও অন্যজনের আঘাত গুরুতর। নিতম্বে বিদ্ধ হওয়া প্রথম গুলিটা প্রায় মেরেই ফেলেছে তাকে। ওদিকে আক্রমণকারী দলের একজন গুলি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। যুবক ও অফিসার, দুজনেরই একটা করে গুলি খেয়েছে লোকটা।

কিন্তু মরেছে না বেঁচে গেছে বলার উপায় নেই। কারণ ব্যাক-আপ হিসেবে একটা মাইক্রোবাস প্রস্তুত ছিল তাদের জন্য, বিপদ বুঝে দেহটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেছে।

পুলিশের খাতায় রহস্যময় গান ফাইটের ভিকটিমদের নাম লেখা হলো

১. ক্রিস্টোফার বার্নার্ড সালিভান, লেফটেন্যাণ্ট; নিহত
২. জন চার্লস নিউম্যান, এক্স মেরিন সার্জেণ্ট; গুরুতর আহত
৩. মাসুদ রানা, বাংলাদেশী ব্যবসায়ী; আহত

তারিখ ১৪.০৪.২০০২

তিনদিন তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর মাইক্রোবাসটা পেল পুলিশ, পুড়ে বরবাদ হয়ে যাওয়া অবস্থায়। আক্রমণকারীদের

পরিচয় বের করার মত কোনও সূত্রই পাওয়া গেল না সেটায়

মৃদু গুঞ্জনের শব্দে চোখ মেলল মাসুদ রানা। কিছু দেখতে পেল না। মুখের ওপর মনে হয় একটা পর্দা দিয়ে রাখা হয়েছে। চোখ পিট্ পিট্ করে আবার তাকাল। এবার একটু একটু দেখা যাচ্ছে। আবছা অবশ্য। দুলছে, মৃদু ঢেউ ওঠা পানির মত তিরতির করে কাঁপছে। ওটা কী? কারও মুখ?

হ্যাঁ, তাই। মুখই। চেনা মুখ। কার যেন? স্মৃতির সরোবরে দোলা লাগল—এখানকার বিসিআই চিফ, আজিম আহমেদের। সে-ও কাঁপছে। তার মাথার পিছনে ধপধপে সাদা একটা পর্দা। না, পর্দা নয়। দেয়ালের রং। হাসপাতাল বোধহয়। নানান ওষুধের কড়া গন্ধ ভাসছে কামরায়।

বাঁ কাঁধটা ব্যথা করছে। আড়ষ্ট হয়ে আছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। একটু একটু ঘুরছে সবকিছু। ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া। আবার কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকল ও। দুমিনিট পর চোখ খুলে দেখল আজিমের কাঁপাকাঁপি বন্ধ হয়ে গেছে। ওর দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে সে। মুখ নড়ছে লোকটার। কিছু বলছে।

'কী?' নিজের কর্কশ স্বরে নিজেই চমকে উঠল রানা।

'একটু ভাল লাগছে?'

চোখের পাতা মুদে 'হ্যাঁ' বোঝাল ও। পরেরবার চোখ মেলল তিন ঘণ্টা পর। আজিমকে দেখল কেবিনের দরজার কাছে দীর্ঘদেহী এক ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে নিচু কণ্ঠে। ওকে চোখ মেলতে দেখে দুজনই এগিয়ে এল।

'এখন কেমন বোধ করছেন?' ডাক্তার বলল।

'ভাল, ডক্টর। থ্যাংক ইউ।'

'ভাগ্য ভাল আপনার আঘাত সিরিয়াস নয়। আশা করছি দুই-একদিনের মধ্যে রিলিজ করে দিতে পারব। কিন্তু আপনার

সঙ্গীকে বেশ ভুগতে হবে। এনি ওয়ে, বিশ্রাম করুন।'

একটু পর ডাক্তার চলে যেতে আজিমের দিকে ফিরল ও।

'কে লোকটা?'

'ইউএস মেরিন কর্পসের গানারি সার্জেন্ট, জন নিউম্যান। সাবেক।' বিরতি। 'আপনার পরিচিত কেউ?'

'না।'

'কীভাবে কী ঘটল, মাসুদ ভাই? যারা সবার আগে পৌঁছায় ওখানে, তারাও শিওর হয়ে কিছু বলতে পারছে না। অথচ ট্রাফিক বিভাগের এক ইয়াং লেফটেন্যাণ্ট মারা গেছে এই ঘটনায়।'

অফিসারের শেষ হাসিটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। দ্বিধান্বিত হাসি। 'আজ কত তারিখ?'

'উনিশ তারিখ।'

আশ্বস্ত হলো ও। আজ তা হলে ঘটনার পরদিন।

ঘড়ি দেখল আজিম। 'চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল। এখনও কোনও সূত্র বের করতে পারেনি পুলিশ।' রানার মাথার কাছে বসল সে। 'মেরিন লোকটা মারাত্মক আহত হয়েছে, মাসুদ ভাই। ফুল মেটাল জ্যাকেটেড বুলেটের আঘাতে বাঁ কোমরের হাড় এবং কার্টিলেজের বেশিরভাগই চুরমার হয়ে গেছে। ডাক্তার বলছে, হিপ রিকনস্ট্রাক্ট করতে অনেক সময় লাগবে। তারপরও আগের মত হাঁটতে পারবে কি না সন্দেহ।'

'আমার কী অবস্থা?'

'নাথিং সিরিয়াস। একটা গুলি লেফট শোল্ডার ব্লেডের ঠিক নীচের নরম মাংসের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। হাড়ে ঘষা লাগেনি। আরেকটা গুলি পায়ের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। আপনিই ওদের টার্গেট ছিলেন না তো?'

'মনে হয় না।'

ঘটনা ঘটার সময় নিজের এবং সেই লোকের অবস্থানের

কথা ভাবল ও। লোকটা ছিল আক্রমণকারী আর রানার মাঝখানে। নিরীহ একজন লাইন অভ ফায়ার আগলে থাকা অবস্থায় এমন একটা ঝুঁকি কেউ নিতে যাবে কেন? ভাবল ও।

'কোথায় আছে লোকটা?'

'আইসিইউতে। জ্ঞান ফেরেনি। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

তিন মাস পরের কথা। রানা এজেন্সির এক সেফ হাউস। লিভিং রুমে মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা ও এক্স গানারি সার্জেন্ট জন নিউম্যান।

প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা জন নিউম্যান। হালকা-পাতলা দেহ। চওড়া কপাল। চেরা চোখ। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার ফলে গর্তে বসে গেছে। হালকা কালি পড়েছে নীচে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে লোকটা। ছড়ি না হলে দুপা-ও চলতে পারে না। রানার জানা আছে, প্রায়ই ঘুমের মধ্যে ড্যাডি-ড্যাডি বলে কাঁদে সে।

জনই আততায়ীদের টার্গেট ছিল, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর এজেন্সির সেরা ছয় এজেন্টকে তার নিরাপত্তার জন্য নিয়োগ করেছিল মাসুদ রানা। দুই মাস তাকে পালা করে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিয়েছে লোকগুলো। তারপর একটু সুস্থ হতে এই সেফ হাউসে নিয়ে এসেছে। জনের জিনিসপত্র আগেই হোটেল থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

রানা আহত হওয়ায় বেশ কিছু শেডিউলড্ প্রোগাম পিছিয়ে দিতে হয় বলে সুস্থ হয়ে গত দুই-আড়াই মাসে সেগুলো সেরেছে ও। তারপর সময় হয়েছে এদিকে নজর দেয়ার। গতকাল লণ্ডন থেকে ওয়াশিংটনে এসেছে রানা। এসেই সবার আগে জনের খোঁজ-খবর নিয়েছে, তার পুরো ইতিহাস জেনে আক্রান্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে।

জন নিউম্যানের বাবা ছিলেন আরক্যানসো-র এক পুলিশ

অফিসার। ওয়ার হিরো, প্রেসিডেন্ট পদক পাওয়া স্টেট ট্রুপার। ১৯৬৫ সালে লাইন অভ ডিউটিতে থাকতে রহস্যজনক এক শুট আউটের ঘটনায় নিহত হন তিনি। স্বামীকে হারানোর কষ্টে জনের মা-ও কিছুদিনের মধ্যে মারা যান। মাত্র নয় বছর বয়সে এতবড় আঘাত সইতে না পেরে পাথর হয়ে যায় জন নিউম্যান। স্থানীয় দুই-একজন ভাল মানুষের সহায়তায় স্কুল গ্রাজুয়েশন শেষ করে মেরিনে ভর্তি হয়ে বিদেশে চলে যায়। মনে মনে শপথ করে যায়, একদিন পিতৃহত্যার রহস্য ভেদ করবে সে।

চাকরি জীবনের প্রায় পুরোটাই দেশের বাইরে কাটে তার। পরে অবসর নিয়ে রহস্য ভেদ করার কাজে হাত দেয়। সুবিচার পাওয়ার আশায় প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘোরাঘুরি করছিল লোকটা। বাপ একজন পুলিশ অফিসার, নিজে মেরিন, তাই ধরেই নিয়েছিল পরিচয় দিলেই প্রশাসনের সহায়তা পাবে।

কিন্তু পায়নি। অনেক দিন থেকেই এ নিয়ে প্রভাবশালীদের দুয়ারে ধর্না দিয়ে ফিরছিল সে। বলতে গেলে কারও কাছে যেতে বাদ রাখেনি। কিন্তু কোথাও পাত্তা পায়নি। বরং এত পুরনো একটা ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে ওকে, কয়েক জায়গায় উল্টোপাল্টা কথা শুনতে হয়েছে।

কারও কথায় কান না দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে জন। টেলিফোনে হুমকি দেয়া শুরু হয় খোঁচাখুঁচি বন্ধ না করলে জানে মেরে ফেলা হবে। তবু গুরুত্ব দেয়নি সে। গুলি খাওয়ার দিন ক্যাপিটল হিলে বিরোধী দলের প্রভাবশালী এক সিনেটরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল জন নিউম্যান। তখনই গুলি করা হয় তাকে।

রানার সঙ্গে কথাবার্তায় প্রথম প্রথম কিছুটা আড়ষ্ট ছিল জন নিউম্যান কিন্তু ওর অকপট আন্তরিকতায় সেটা দূর হতে বেশি দেরি লাগেনি।

একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই জনের জীবনী শুনেছে রানা।

কিছু কিছু স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশ্ন করে তার বেদনার গভীরতা বোঝার চেষ্টা করেছে। তবে সেদিন গুলি কে করে থাকতে পারে, জনের কাউকে সন্দেহ হয় কি না, এসব নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি। কারণ ও জানে, এর জবাব বেশিদিন অজানা থাকবে না। সময় হলেই জনের শত্রুরা আবারও চেহারা দেখাবে।

করণীয় ঠিক করে জনের জিনিসপত্রে চোখ বোলাতে বসল রানা। তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলো কার্ডবোর্ডের একটা বাক্সে রাখা আছে। অনেক পুরনো জুতোর বাক্স ওটা। নাম বাস্টার ব্রাউন। সাইজ সি সেভেন, ডার্ক ব্রাউন, অক্সফোর্ডস, লেখা আছে ওটার ঢাকনায়। বক্সের নীচের দিকে তার মা বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখেছেন ড্যাডি'স থিংস।

ঢাকনা পাশে রেখে ভেতরের সাজিয়ে রাখা জিনিসগুলো বের করল রানা। স্টেট ট্রুপার চার্লস নিউম্যানের ব্যবহৃত এটা-সেটা। সবার ওপরে আছে রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকে রাখা কিছু ছবি। অনেক পুরনো বলে বাদামি হয়ে এসেছে ওগুলো। কাগজ শক্ত, শুষ্ক। একটু চাপ পড়লেই ভেঙে যাবে। প্রায় সবগুলো ছবির বিষয়বস্তু এক, অল্প বয়সী এক ফার্ম বয়। মুখের আদল লক্ষ করলে বোঝা যায় ওটা চার্লস নিউম্যান।

এই বাদামি জগতে একটা ফার্মহাউস আছে। একটা মাচা আছে। স্ট্র হ্যাট মাথায় দেয়া এক হাড্ডিসার বৃদ্ধ আছেন। গ্রীষ্মের মগজ গলানো রোদের মধ্যেও থ্রি পিস সুট পরে আছেন তিনি। সঙ্গে বো টাই এবং স্টার্চড্ বা কড়া মাড় দেয়া কলার। বৃদ্ধের মুখটা যেন গ্র্যানেট পাথর কুঁদে তৈরি।

ওটা জন নিউম্যানের দাদা। তাঁর বুকেও একটা স্টার ঝুলছে, শেরিফের ব্যাজ। চকচকে কার্ট্রিজে পূর্ণ একটা বেল্ট বুকের ওপর দিয়ে কোনাকুনি কোমরে নেমে গেছে। হোলস্টার থেকে বেরিয়ে আছে কোল্ট পিসমেকারের বাঁকা গ্রিপ।

তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একগুঁয়ে চেহারার এক বৃদ্ধা।

জনের দাদি। ভীষণ গম্ভীর মহিলা। পরনের ড্রেসটার কোনও শেপ নেই। দাদির চেহারা দেখলে মনে হবে ওই মুখে জীবনে কখনও হাসি ফোটেনি। ছবির পিছনে আবছা হয়ে আসা কালিতে লেখা আছে ১৯৩০, ব্লু আই, আরক্যানসো।

কয়েকটা গ্রুপ ছবি আছে তিনজনের। বাকিগুলো একজনের বা দুজনের। সিঙ্গেলগুলোর মধ্যে একটা আছে চার্লস নিউম্যানের, ইউএস মেরিনের ফুল ইউনিফর্মে তোলা। কাঁধে তিনটে সার্জেন্ট'স স্ট্রাইপ। ঋজু ভঙ্গিতে ফার্মহাউজ পিছনে রেখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। খাটো খাটো, ব্যাকব্রাশ করা চুল রোদে চিক চিক করছে। ওটার পিছনে লতাপাতার মত পেঁচানো পেঁচানো অক্ষরে দাদি লিখেছেন চার্লস হোম অন লিভ, ১৯৪৪।

বক্স থেকে কয়েকটা মেডাল বের করল মাসুদ রানা। টার্গেট হিট্ করার ক্ষেত্রে চার্লস নিউম্যান ছিলেন এক্সট্রা অর্ডিনারি। তাই মেডালের সঙ্গে বেশ কয়েকটা পুলিশ মার্কসম্যানশিপ ব্যাজও পেয়েছিলেন। সেগুলোর সঙ্গে আছে কোরিয়া যুদ্ধের স্টার ও ফোর ক্লাস্টারসহ পার্পল হার্টের ক্যাম্পেইন রিবন, সেকেণ্ড মেরিনের প্রেসিডেনশিয়াল ইউনিট সাইটেশন ও থার্ড মেরিন ডিসটিংগুইশড্ সার্ভিস ক্রস।

আরও আছে একটা সিলভার ক্রস ও সমস্ত মেডালের রাজা, মেডাল অভ অনার। প্রেসিডেন্টের নিজের হাতে পরিয়ে দেয়া পাঁচকোনা তারকা আকৃতির সোনার মেডাল।

রিবনের সঙ্গে বাঁধা মেডালটা হাতে নিয়ে দোলাল মাসুদ রানা। যথেষ্ট ওজন আছে। দীর্ঘদিন ধরে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকার জন্য ওপরের সোনার প্লেটিং অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। রিবনটার অবস্থাও তাই। এক সময় ওটা যে আকাশী নীল রঙের ছিল, এখন তা আর বোঝার উপায়ই নেই।

জন নিউম্যানের মতে সবদিক থেকেই ব্যতিক্রমী মানুষ

ছিলেন তার ড্যাডি। জীবনে কখনও নিজের বীরত্বের কথা মানুষের সামনে জাহির করে বেড়াননি। মেডাল অভ অনারের মত পুরস্কারও দেখাননি কাউকে। একমাত্র ছেলেকেও না। এমনকী তাঁর স্ত্রীকে পর্যন্ত না।

সংসার ভরা অফুরন্ত সুখের সাগরে ভেসে চলার সময় একদিন আচমকা প্রাণপ্রিয় স্বামীকে হারিয়ে মূক হয়ে যান জনের মা। মানুষটাকে কবর দিয়ে ফেরার পর তার যাবতীয় স্মৃতি মন থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই জিনিসগুলো এই জুতোর বাক্সে সিল করে রেখে দিয়েছিলেন, ছেলে বড় হয়ে তার প্রাণপ্রিয় ড্যাডির সান্নিধ্য অনুভব করতে পারবে বলে।

বাক্সের এক মাথা থেকে পুরু একদলা কাগজ তুলে নিল রানা। উল্টেপাল্টে দেখল। অনেক বছরের পুরনো আরক্যানসো ট্রাফিক ভায়োলেশনের ট্যাবলেট ওটা। রশিদ বইয়ের মত। ট্রাফিক রুলস্ কেউ অমান্য করলে তার নাম-ধাম-তারিখ, ঘটনার সময় ও অপরাধের বর্ণনা ইত্যাদি লিখে রশিদের অর্ধেকটা আইন অমান্যকারীকে দেয়া হয়—কোর্টে হাজিরার শমন। বাকি অর্ধেক বইয়ে থেকে যায় কাউন্টার পার্ট হিসেবে।

তিন দশকের পুরনো বইটার গোটা বিশেক পাতা অব্যবহৃত রয়ে গেছে দেখল ও। বাকি চার-পাঁচটার ট্রিপলিকেট কার্বনড্ ফরম ব্যবহার করা হয়েছে। তারিখ দেখে বোঝা যায়, জীবনের শেষ সপ্তাহে ওগুলো ইশু করেছিলেন ট্রুপার চার্লস, কিন্তু মামলা কোর্টে তোলার সময় পাননি।

ইশু করা ফরমগুলোর কাউন্টার পার্টে অলস ভঙ্গিতে চোখ বোলাল ও। '৬৫ সালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে আরক্যানসো স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রাফিক কোড ভঙ্গের অভিযোগে ইশু করা ওগুলো। সার্জেণ্ট চার্লসের নিজের হাতে ইশুর কারণ লেখা আছে। একটায় লেখা "ড্রাইভিং উইথ লেফট টেইললাইট

ডিসএইবল্ড।”

তার নীচে লেখা রয়েছে কোড ভঙ্গকারী ড্রাইভারের নাম-ঠিকানা, লাইসেন্স নাম্বার ইত্যাদি। টিকেটের একেবারে নীচে ইশুয়িং অফিসারের রাবার স্ট্যাম্প মারা। স্ট্যাম্পের ওপরে রয়েছে তাঁর স্বাক্ষর—চার্লস নিউম্যান।

গতিসীমা লঙ্ঘনের আরও কয়েকটা ঘটনায় টিকেট ইশু করা হয়েছিল ওই সময়।

একটা নোটবুক পাওয়া গেল বক্সে। ওটার মলাটে হালকা বাদামি রঙের ফ্লুইডের প্রলেপ। কিশোর বয়সে জন ভাবত, হয়তো লিক করেছিল ড্যাডির কলম। নোটবুকের কার্ডবোর্ডের মলাট ভেদ করে ভেতরের পৃষ্ঠাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল সে কালি। কারণ পৃষ্ঠাগুলো পরস্পরের সঙ্গে এঁটে ছিল। ওগুলোকে সাবধানে একটা একটা করে আলাদা করতে হয়েছে।

পরে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি জনকে আসল কারণটা বুঝতে সাহায্য করে। কলমের কালি নয়, কে যেন চুপি চুপি বলে যায় জনকে, ওগুলো তার প্রিয় ড্যাডির বুকের রক্ত। এটা বুক পকেটে থাকা অবস্থায় তাকে গুলি করেছিল জ্যাক রিচি।

সেই থেকে নোটবুকটা হাতে নিলেই গা কেমন শিরশির করত জনের। অথচ ওটা রেখে দিতেও মন চাইত না। যত দেখত, ততই যেন জাদু করত ওটা। আরও বেশি বেশি দেখতে ইচ্ছে করত। এখনও ওটা স্পর্শ করলে যেন ড্যাডির স্পর্শ পায় সে।

রানারও গা শির শির করে উঠল। জনের মুখে শোনা প্রায় চার দশক আগের সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করল ও। নোটবুকটা উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে মনে হলো, যেন অত্যন্ত পবিত্র কিছু ওটা। যেন এক স্বর্গীয় সাধু পুরুষের স্মৃতিচিহ্ন। মন্ত্রপূত। অদৃশ্য একটা ক্ষমতা আছে যেন ওটার, যার প্রবল আকর্ষণে প্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল মাসুদ রানা।

নোটবুকের মলাট ওল্টাতেই একটা নামের তালিকা চোখে পড়ল। ফিলিক্স কেলার, ফিলিপ কেলার, টিম অলিভার, পল মার্টিন। নীচে লেখা: সার্চ টিম, ৭.২৩.৬৫।

তার নীচে রয়েছে মাটিতে পড়ে থাকা একটা মানবদেহের স্কেচ, কাঠ পেন্সিল দিয়ে যেমন-তেমন করে আঁকা। সেটাকে কেন্দ্র করে রয়েছে প্লেস অভ অকারেন্সের ল্যাণ্ডমার্কস, খুব সম্ভব। স্পষ্ট বোঝা যায় না। আর আছে কিছু অবজার্ভেশন।

আর আছে *ফোর্ট স্মিথ সাউথওয়েস্ট টাইমস রেকর্ড*-এর ২৬ জুলাই, '৬৫ সংখ্যার প্রথম পাতার একটা বড় নিউজ ক্লিপিংস। চার্লস নিউম্যানের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু ও কবর দেয়া নিয়ে সচিত্র রিপোর্ট। সেটাও বাদামি আর মুড়মুড়ে হয়ে গেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ব্লু আইয়ের ওয়ার সেমিট্রিতে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জন নিউম্যান। ছোট্ট, হতবাক এক শিশু।

বিরাট এক দেবদারু গাছের ছায়ায় কয়েক ডজন ইউনিফর্ম সুট পরা শবযাত্রীর মাঝখানে ঘেরাও হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। এক মিনিস্টার শেষকৃত্য পরিচালনা করছেন। চার্লসের শবাধার নিপুণভাবে কাটা একটা গর্তের পাশে রাখা। গাছের ছায়ায় চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেয়া হবে তাঁকে।

একদল তরুণ মেরিন দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে, বোধহয় গার্ড অভ অনার দেয়ার জন্য। মাথার চুল খুব ছোটো করে ছাঁটা তাদের। পরনে ধপধপে সাদা, কড়া মাড় দেয়া ইউনিফর্ম। তার ওপর রয়েছে হাই-নেকড্ ড্রেস কোট। হ্যাটের বিল চোখের ওপর পর্যন্ত টেনে নামানো রয়েছে। কনুই পর্যন্ত গ্লাভস।

ক্লিপিং রেখে সবশেষ আইটেম একটা চিঠির বাণ্ডিল তুলে নিল রানা। চার্লস নিউম্যানের মৃত্যুর পর জনের মায়ের কাছে শোক প্রকাশ করে বিভিন্নজনের লেখা চিঠি। অফিশিয়াল চিঠিই বেশি ওর মধ্যে। ব্যক্তিগতও আছে কিছু।

একটা চিঠির ভাষা আকৃষ্ট করল রানাকে। লেসলি গারল্যাণ্ড

নামে এক মহিলার লেখা। জনের মাকে তাঁর স্বামীর প্রশংসা করে লিখেছেন কত চমৎকার মানুষ ছিলেন তিনি, কাউণ্টির একমাত্র সাদা মানুষ ছিলেন, এক নিগ্রো মায়ের আর্তি শুনে যাঁর বুকে রক্তক্ষরণ ঘটেছিল। যিনি কথা দিয়েছিলেন তাঁর শেলিকে উদ্ধার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

'আপনার ড্যাডির ময়না তদন্তের রিপোর্ট কোথায়?' বলল রানা। 'ওটা দেখছি না তো!'

'জানি না,' মাথা নাড়ল জন। 'যা যা ছিল, তার সবই আছে বাক্সে। আর কিছু ছিল না।'

কিছু ভাবল রানা। 'কারও অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে ময়না তদন্তের রিপোর্ট অবশ্যই থাকবে।'

'আমি যে বয়সে ওগুলো পেয়েছি, সেই বয়সে ওই জিনিস চেনার কথা নয়।'

'এখন কী করতে চান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক করিনি। একটা চাকরি নিয়ে... '

'ব্লু আই শহরে আপনার দুশো একরের পৈতৃক সম্পত্তি আছে। সব ফেলে আপনি চাকরি করবেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জন। হাতের ছড়ি পরীক্ষা করছে। 'চব্বিশ বছর হলো জন্মভূমিতে পা রাখিনি। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল ড্যাডির মৃত্যু রহস্য উদঘাটন করতে না পারলে কখনও ব্লু আই শহরে ফিরে যাব না।'

'কিন্তু রহস্য ভেদ করার জন্য হলেও তো যেতে হবে।' খানিক বিরতি। 'ব্লু আইয়ের রহস্য তো অন্য কোথাও বসে ভেদ করতে পারবেন না আপনি। কী বলেন?'

রানাকে হাসতে দেখে তাকিয়ে থাকল সে।

'চলুন, বাইরে কোথাও থেকে খেয়ে আসা যাক। তারপর বাকি সব বিস্তারিত শুনব।'

ছয়

ইস্ট ফোর্ট স্মিথ। রজার্স অ্যাভিনিউর অতি আধুনিক হাই রাইজ ভবন, সুপিরিয়র ব্যাংক ভবনের সর্বোচ্চ দুই ফ্লোরের পুরোটা নিয়ে স্যাণ্ডার্স লাইন ট্রাকিং ও স্যাণ্ডার্স কন্সট্রাকশন কোম্পানির কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার্স। বছরে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যবসা করে থাকে এই দুই প্রতিষ্ঠান।

স্যাণ্ডার্স কন্সট্রাকশনই ফেডারাল চুক্তির অধীনে ফোর্ট স্মিথ—ব্লু আইয়ের মধ্যেকার যুগান্তকারী হাওয়ার্ড হকিনস মেমোরিয়াল পার্কওয়ে নির্মাণ করেছিল। সুপিরিয়র ব্যাংক ভবনের উল্টোদিকে রয়েছে সেণ্ট্রাল মল।

অফিস দুটোর সবকিছুই ঈর্ষা করার মত। আয়তন, ইণ্টারনাল ডেকোরেশন; বিশেষ করে পটে লাগানো পাম গাছের সারি, ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেটিং, চামড়ার তৈরি বহু মূল্যবান ফার্নিচার এবং পাবলিক ও প্রেজেণ্টেশন এলাকার এক্সপোজড্ ব্রিকের কাজ, সবই তাক লাগানো।

এই অফিসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে অ্যাণ্টিকে ঠাসা বিশাল কর্নার অফিস। দুটো বিশাল পিকচার উইণ্ডো আছে সে রুমে। পুরনো ডাউনটাউনসহ ফোর্ট স্মিথের প্রায় সবটুকুই দেখা যায় সেটা দিয়ে। অনেক দূরের প্রমত্তা আরক্যানসো নদীর ওপরকার ব্রিজ, এমনকী ওকলাহোমার কিছু অংশও দেখা যায়।

সব মিলিয়ে সত্যিই চমৎকার একটা অফিস। অনেকে বলে

এ শহরের সবচেয়ে সুন্দর অফিস।

কর্নার অফিসের একটা দেয়ালের পুরোটা আছে প্রতিষ্ঠানের মালিকের ফ্যামিলি ডিসপ্লের জন্য। বিভিন্ন সিভিক অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির ছবি, উল্লেখযোগ্য পারিবারিক ঘটনা বা গণ্যমান্য ভিজিটর, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি ইত্যাদিতে ঢাকা পড়ে আছে সেটা। জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে স্যাণ্ডার্স পরিবারের অংশ নেয়ার অনেক পুরনো, ঐতিহাসিক ছবিও আছে।

এখানে প্রতিষ্ঠানের মোটা বেতনের লইয়ার, সেক্রেটারি আর ইঞ্জিনিয়াররা স্যাণ্ডার্স কন্সট্রাকশন কোম্পানির সুদূরপ্রসারী প্ল্যান নিয়ে গলদঘর্ম হয়। স্যাণ্ডার্স লাইন ট্রাকিং কোম্পানির নির্বাহীরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শত শত রুট থেকে আয় হওয়া টাকাকড়ির হিসাব রাখতে হিমশিম খায়। তবে কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই। সবই নিয়মমাফিক চলে এখানে।

অবশ্য প্রতিষ্ঠানের বর্তমান মালিক, হ্যারি স্যাণ্ডার্স বা স্যাণ্ডার্স জুনিয়র এই অফিসে তেমন বসে না। ফোর্ট স্মিথের উত্তর অংশে, মিডল্যাণ্ড বুলেভার্ডে তার বাবার পুরনো অফিস, ন্যান্সি'স ফ্লেমিঙ্গো লাউঞ্জের ব্যাকরুমে বসে সে। দিনের বেশিরভাগ সময় সেখানেই কাটায়। জায়গাটা ট্রাইবাল বর্ডার হিসেবে পরিচিত।

অস্বস্তিকর পরিবেশ সেখানকার। কারণ বহিরাগত জনসংখ্যার চাপে একদিকে ওই অঞ্চলের অসচ্ছল সাদাদের অন্দর মহলে আরও অসচ্ছল ব্ল্যাক ডিস্ট্রিক্ট বিস্তৃত হচ্ছে, অন্যদিকে ক্রমান্বয়ে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকা থাইদের সঙ্গে তাদের প্রাচীন প্রতিপক্ষ ভিয়েতনামিদের প্রতিযোগিতা বাড়ছে। ফলে ওখানকার পরিবেশ কখনও শান্ত থাকার সুযোগ পায় না।

সেখানে বসেই নিজের 'স্যাণ্ডার্স এম্পায়ার' পরিচালনা করে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। প্রতিদিন ডজন ডজন মধ্যম মানের ম্যানেজারকে টেলিফোনে নানান নির্দেশ দেয়। সুবিধা-অসুবিধার

খোঁজ নেয়। ব্যবসা সম্পর্কিত যাবতীয় সিদ্ধান্ত সব সময় সে নিজেই নিয়ে থাকে। অঙ্কের ক্ষেত্রে জন্ম জাদুকর হ্যারি স্যাণ্ডার্স।

তিন ডিজিটের আটটা অঙ্কের যোগফল দশ সেকেণ্ডেরও কম সময়ে মুখে মুখে করে দিতে পারে।

রোজকার মত আজও সকাল ঠিক দশটায় ন্যান্সি'স ফ্লেমিঙ্গো লাউঞ্জের সামনে পৌঁছল সে। উন্মুক্ত পার্কিং প্লেসে প্রায় নতুন, ঝকঝকে শেভ্রলে ক্যাপ্রিস পার্ক করল। এখানে ওটা স্পর্শ পর্যন্ত করবে না কেউ, চুরি তো দূরের কথা। ট্রাফিক রুলস্ ভঙ্গ করার অপরাধে পুলিশ টিকেটও ইসু করবে না। করে না কখনও

ড্রাইভার পোষে না হ্যারি। নিজেই ড্রাইভ করে। ড্রাইভিং উপভোগ করে সে। ক্লিফ ড্রাইভের ফ্যামিলি কমপ্লেক্স থেকে অফিসে আসার পথে প্রতিদিন মনটাকে প্রস্তুত করে সে আসন্ন কর্মযজ্ঞ মোকাবেলা করার জন্য। দুজন বডিগার্ড আছে তার। একশো ভাগ প্রফেশনাল। একটা কালো ক্যাডিলাকে করে বসকে ছায়ার মত অনুসরণ করে তারা।

তাদের জ্যাকেটের নীচের শোল্ডার হোলস্টারে সিগ-সাওয়ার পি-২২৯ .৪০ ক্যালিবারের সেমিঅটোম্যাটিক থাকে। আরক্যানসো স্টেটের অনুমতি আছে। এরা যেমন কঠিন বান্দা, টার্গেটে হিট করার ক্ষেত্রেও তেমনি অব্যর্থ। এমনিতে মেনি মাছ, কিন্তু শিকারের সময় হয়ে যায় ব্যারাকুডা।

কেভলার সেকেণ্ড চান্স বডি আর্মার পরে থাকে তারা সব সময়। হ্যাণ্ডগানের তো বটেই, বেশিরভাগ শটগানের গুলিও ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম এই আর্মার। সব সময় বসের গাড়ির বিশ-পঁচিশ গজ পিছনেই থাকে তারা।

ন্যান্সিকে 'হ্যালো' করার দরকার মনে করল না স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। এখানে এ নামে কেউ নেই, তাই। কোনকালে ছিল কি না, সেটাও এখন কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আত্মবিশ্বাসী পায়ে ব্যাকরুমে চলে এল সে।

দামি কোটটা ঝুলিয়ে রেখে একটা নেভি-সারপ্লাস ডেস্কের পিছনে বসল। স্টাইরোফোমের কাপে জিভ পোড়ানো গরম কালো কফি ঢেলে চুমুক দিতে লাগল আয়েশ করে।

বৃহত্তর ফোর্ট স্মিথ এরিয়ায় উনিশটা পনশপ আর সাতটা পর্নো স্টোর আছে হ্যারির। তার ক্র্যাক ফ্র্যানশাইজ ও হেরোইন ডিলারশিপের ব্যবসা চলে নিগ্রোদের এলাকাগুলোয়। এ ছাড়া ওকলাহোমা নদীর ওপারে ছয়টা ব্রোথেল ও সাতটা জুয়ার আখড়াও আছে। তার রাতেরবেলার সবচেয়ে জমজমাট ব্যবসা হচ্ছে ওকলাহোমা সিটির পাঁচ মাইল পশ্চিমের রুট ৬৪-এর রবিন'স ক্লাব। ওখানে সবকিছুই অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

প্রবেশ মূল্যই দশ ডলার। পানীয়সহ উপভোগ্য আর সবকিছুর দামও তেমনি। সেবা গ্রহণের পর স্ট্রিপ ড্যান্সারদের প্ল্যাস্টিক জুড়ে স্ফীত করা স্তনের উপত্যকায় টিপস্ হিসেবে যা ভরে দিক খদ্দের, তা থেকে ডলারে পঁয়তাল্লিশ সেন্ট মালিকের ন্যায্য পাওনা। অবশ্যই দিতে হবে তাকে।

স্যাণ্ডার্স সাম্রাজ্যের 'আইন প্রয়োগকারী' ও ডিস্ট্রিক্ট ক্যাপ্টেনরা তার কাছে এখানেই রিপোর্ট করে থাকে নিয়মিত। সে ভাল রিপোর্ট বা মন্দ, যেটাই হোক। সাধারণত ভালই হয় রিপোর্ট। আর মন্দ হলে মাঝেমধ্যে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাকে। সুখকর নয় কাজটা, কিন্তু কঠোর না হয়ে পারাও যায় না। নইলে সংগঠনের শৃঙ্খলা বজায় থাকে না।

সবাই জানে, মিডল্যাণ্ড বুলেভার্ডের এই পুরনো বার ও বিলিয়ার্ড পারলারের পিছনের অফিস রুমটা ছেড়ে সে আর কোথাও যেতে চায় না। কারণ তার বাবা, গ্যারি স্যাণ্ডার্স বা স্যাণ্ডার্স সিনিয়র, প্রথম জীবনে এখান থেকেই তাঁর ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটিয়েছিলেন। '৮৭ সালে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় তাঁর। অপরাধীকে শনাক্ত করার অনেক চেষ্টা করেছে পিতৃভক্ত হ্যারি, কাজ হয়নি। তাই বিষয়টা আজও

মর্মপীড়ার কারণ হয়ে আছে তার জন্য।

আজ বাবার সাম্রাজ্য নেড়েচেড়েই খাচ্ছে সে। যদিও তার ব্যবসায়িক বুদ্ধি বাপের চেয়ে অনেক প্রখর। তার জন্যই আগের চেয়ে শতগুণ প্রসারিত হয়েছে স্যাণ্ডার্স সাম্রাজ্য। হ্যারির কাছে আবেগের এক পয়সাও দাম নেই। 'ধরো তক্তা, মারো পেরেক' নীতিতে বিশ্বাসী সে। চাতুরী, বিচক্ষণতা, অনড় অবস্থান এবং দৃঢ়তা—এই চার নীতি হচ্ছে তার পাথেয়।

দুই স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ ছেলেমেয়ে তার। তাদের কাছে কেবলই স্বামী ও পিতা সে। দরাজদিল। ওদের জন্য মন যখন যা করতে চায়, বিনা দ্বিধায় তাই করে। খরচের সীমা নেই, পরোয়া নেই।

একান্ন বছর বয়স হ্যারির। মাঝারি উচ্চতার গাট্টাগোট্টা, পালোয়ান মার্কা মানুষ। দু'হাত শরীর থেকে একটু দূরে রেখে নেচে নেচে হাঁটে। তাতে শক্তির বিচ্ছুরণ আর অহমিকা, দুটোই ফোটে ভাল। চোখের রং গাঢ় নীল। লোকে বলে, ওই চোখ দিয়ে সে মানুষের মগজের কোষ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়। টাক মাথা ঢাকতে সব সময় লালচে-সোনালি ক্রু কাট্ উইগ পরে সে।

গ্রে সুট বেশি পছন্দ, সঙ্গে নীল বোতামের স্ট্রাইপড্ শার্ট। ব্রুক ব্রাদার্সের লাল টাই পরে। পায়ে দেয় কালো, নরম চামড়ার ইটালিয়ান লোফার। সোনার তৈরি রোলেক্স ঘড়ি পরে। আর কোনও জুয়েলারি না। পাঁচ হাজার ডলারের কম নিয়ে কখনও বাইরে পা রাখে না সে। কখনও অস্ত্র বহন করে না।

প্রথম বউকে ভালোবাসত হ্যারি। এখনও বাসে। যদিও বয়স একটু বেশি হয়ে গেছে বলে কিছুদিন আগে তালাক দিয়েছে তাকে। ১৯৮২ সালের মিস আরক্যানসো কনটেস্টের থার্ড রানার-আপ ছিল সে। এখনকারজন ১৯৮৬ সালের রানার-আপ। তার মতে আগেকার দিনে এসব প্রতিযোগিতার ধার ছিল।

প্রকৃত সুন্দরীরাই বিজয়ী হয়ে আসত। এখন যেমন 'তিমি মাছ বাঁচাও' বা 'গৃহহীনদের আবাসন ব্যবস্থা গড়তে সাহায্য

করো' ধরনের ফালতু বিষয় নিয়ে আন্দোলন করলেও বিজয়ী হওয়া যায়, তখন এসব ভাবাই যেত না। হ্যারির মতে এসব উল্টাপাল্টা কর্মকাণ্ডই একদিন আমেরিকাকে ডোবাবে।

এ মুহূর্তে তার সামনে গোমড়ামুখো, দীর্ঘদেহী এক লোক বসা। পোক কাউণ্টি শেরিফ'স ডিপার্টমেণ্টের ইউনিফর্ম পরে আছে সে। পদবি ডেপুটি, নাম সিডনি হল।

তাকে বসিয়ে রেখে ক্ষুধার্ত চোখে হাতের গ্যাম্বলিং চিটগুলোর ডেটা গিলছে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। অনেকক্ষণ পর সোজা হয়ে বসল সে। কৌতূহল নিয়ে লোকটার দিকে তাকাল। আড়ালে-আবডালে একে অনেকেই হোয়াইট ট্র্যাশ বলে, জানে সে।

চেরা চোখ লোকটার। আধবোজা। তার ওপর বাইরের প্রান্ত কিছুটা নিম্নমুখী বলে মনে হয় সারাক্ষণ ঘুমে ঢুলুঢুলু। যখন পূর্ণ চোখে তাকায় সে, তখনও ঠিকমত ঠাহর করে ওঠা মুশকিল কোনদিকে তাকাচ্ছে। তার ওপর মরা মানুষের মত ফ্যাকাসে চাউনি। চোখে চোখে তাকালে যে-কারও গা শির শির করবে। কোনও ভাবান্তর নেই তার চেহারায়।

মুখটা লম্বা, ছুঁচোর মত সরু। চেহারা তিরিক্ষি মার্কা। হ্যাংলা-পাতলা স্বাস্থ্য। গায়ের রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। নিতম্ব নেই, পিছনদিকটা একদম সমান। পিচ্চি তরমুজ সাইজের বেঢপ পেট, দাঁড়ালে সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে থাকে। সারা গায়ে বনমানুষের মত লোম। ঘৃণা হয় দেখলে।

লোভ, শঠতা ও নির্বুদ্ধিতা, সব কিছুরই ছাপ আছে ডেপুটির চেহারায়। হ্যারি ভাল করেই জানে, এ ধরনের লোকের কাছে আর যা-ই হোক, বিচক্ষণতা আশা করা বোকামি।

কিন্তু তার যা চাই, সেটা এর আছে।

'তা হলে, সিডনি!' অবশেষে মুখ খুলল জুনিয়র। হাতের চিটগুলো দোলাল। 'তোমার ব্যাপারে ভাল-মন্দ, দু-রকম

রিপোর্টই আছে এখানে।'

ডেপুটি কিছু বলল না। তবে জিভ আর টাক্‌রা দিয়ে 'টাক্!' জাতীয় একটা আওয়াজ করল। নার্ভাস হলে এরকম করে সে। চরম বিরক্তিকর একটা আওয়াজ। কিন্তু এ পর্যন্ত কথাটা তাকে সরাসরি বলার মত হিম্মত কারও হয়নি।

'তুমি জুয়া খেলতে ভালবাসো, কেমন? কিন্তু কপালের ফেরে সুবিধে করে উঠতে পারো না।'

'ঠিক, মিস্টার হ্যারি,' বলল সে। 'কপালের দোষ।'

'এখানে দেখছি ইস্টার্ন ওকলাহোমার প্রায় সব ক্রিবের কাছেই কিছু না কিছু দেনা আছে তোমার,' চিন্তিত দেখাল তাকে। 'বেন কেলি একাই পায় একুশ হাজার ডলার।'

লোকটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে অস্বস্তি বোধ করল ডেপুটি। চুপ করে থাকল।

'তোমার কার্ড ইমাজিনেশন আছে, সিডনি?'

সরু চাউনি আরও সরু হলো তার। কপালে ভাঁজ পড়ল কিন্তু প্রশ্নকর্তার চিন্তার তল পেতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাবলেশহীন হয়ে উঠল চাউনি। ভাঁজ সমান হলো।

'বলছি, সংখ্যা বা কার্ডের চেহারা মনে থাকে তোমার?' খানিক বিরতি। 'সিডনি, ১৫৩ যোগ ২৪১ যোগ ৩০৪ কত হয়?'

'আ...হ্!' চাউনি আবার সরু হলো। ঠোঁট নড়ছে।

'আচ্ছা, বাদ দাও। প্লাস সাইডে দেখা যাচ্ছে আমার কিছু সহযোগীর হয়ে দু-চারটে ভাল কাজও করেছ তুমি তাদের কিছু টাকাকড়ি উদ্ধার করে দিয়েছ।'

'ইয়েস, সার।'

'হুঁম! কাউকে গুরুতর জখম করেছ কখনও?'

'কয়েকজনের চোয়াল ভেঙেছি, মাথা ফাটিয়েছি... শ্রাগ করল সে। 'এই পর্যন্তই। তেমন সিরিয়াস কিছু করিনি, সার।'

'কাউকে খুন?'

চাউনি ফাঁপা হয়ে গেল ডেপুটির। 'না, সার।'

'তোমার শেরিফ'স ডিপার্টমেন্টে যোগ দেয়ার পরের কথা জানতে চাইনি আমি,' ধৈর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করল জুনিয়র। 'আমি বলতে চেয়েছি, জীবনে কখনও?'

'না, সার।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'আরেকটা জিনিস তোমাকে জেনে রাখতে হবে, ডেপুটি। আমার কাছে মিছে কথা বলবে না। কখনও না। প্রশ্নটা আবার করছি আমি। কাউকে খুন করেছ জীবনে?'

নতমুখে বিড়বিড় করতে লাগল লোকটা।

'আরকো সার্ভিস স্টেশন, পেনসাকোলা। জুন, ১৯৭৮। ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিলে, ড্রাগস্ কেনার টাকার জন্য সঙ্গীদের নিয়ে ওটার অ্যাটেণ্ডেন্টকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিলে। রাইট?'

মুখ তুলল ডেপুটি। 'ভুলে গিয়েছিলাম।' ধাঁধায় পড়ে গেছে লোকটা। বুঝতে পারছে না তার মত অতি সাধারণ স্তরের একজন সম্পর্কে এইসব পুরনো খবর সংগ্রহ করার কষ্ট কেন করতে গেল এর মত এক টাকার কুমির! শেরিফ বেন কেলিকে দিয়ে তাকে কোন্ মতলবে ডাকিয়েছে?

'কিন্তু তোমার পাপের সঙ্গীদের একজন, ল্যাণ্ডি উইলকি কিন্তু ভোলেনি,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল হ্যারি। 'এ ধরনের কিছু ঘটিয়ে বসলে পার্টনারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়, বুঝলে? এই কাজটা একদম বোকার মত হয়ে গেছে।'

'ছয়শ' বিরানব্বই, সার,' বলল সিডনি হল। 'যোগফল ছয়শ' বিরানব্বই হয়।'

'ছয়শ' আটানব্বই হয়।'

'দূর! কাগজ-কলম থাকলে ভুল হতো না।'

'সে যাক। এখন তুমি ক্লিন?' একঘেঁয়ে কণ্ঠে বলল সে।

'একদম, সার। সাদা দেয়ালের মত ক্লিন।'

ঝাড়া ত্রিশ সেকেণ্ডের নীরবতা। ‘ওয়েল, দেন। একটা বিশেষ কাজ আছে তোমার জন্য। প্রাইভেট। এরমধ্যে বেন কেলি বা আর কেউ আসবে না। ওকে?’

‘ইয়েস, সার।’

‘আমার কাজটা করে দিলে তোমার এই একুশ হাজারের দেনা আপনা থেকে পরিশোধ হয়ে যেতে পারে।’

‘সার, সার!’ হঠাৎ মহাব্যস্ত হয়ে উঠল ডেপুটি। ‘আপনি যা করতে বলবেন, আমি তা-ই করব। আপনি আস্থা রাখতে পারেন আমার ওপর।’

‘ওকে। এখন থেকে পোক কাউন্টির এক বিশেষ পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখতে হবে তোমাকে। “পরিস্থিতি”র উদ্ভব এখনও হয়নি, কিন্তু হবে খুব শিগগিরি। তোমার কাঁধের ব্যাজটা এ ক্ষেত্রে অনেক কাজে আসবে। যখন যেখানে খুশি যেতে পারবে তুমি, যাকে যা খুশি প্রশ্ন করতে পারবে।’

‘কোনও সমস্যা নেই, সার।’

মাথা নাড়ল হ্যারি স্যাণ্ডার্স। ‘সমস্যা আছে এবং কাজটা করতে গিয়ে তোমাকে হাতে রক্তের দাগও লাগাতে হতে পারে।’ খানিক বিরতি। ‘আমি ফেয়ার মানুষ। ধানাই-পানাই আমার অভিধানে নেই। ঢিল খেলে যেমন পাটকেলটি ছুড়তে পারি, তেমনি উপকারের প্রতিদান দিতেও কার্পণ্য করি না। আমার আনুকূল্য যদি পেতে চাও, তা হলে টিমে নাম লেখানোর এটাই উপযুক্ত সময় তোমার জন্য। জীবন স্বস্তিতে কাটবে। সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে। ফেয়ার এনাফ?’

‘ইয়েস, সার।’

চেপে রাখা দম ছেড়ে হেলান দিল হ্যারি। ‘এবার মন দিয়ে শোনো তা হলে। অনেক বছর আগে, আমাদের কাউন্টিতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। কোরিয়া যুদ্ধে এক্সট্রা অর্ডিনারি বীরত্বের জন্য প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পাওয়া এক পুলিশ সার্জেন্টকে মেরে

ফেলেছিল দুই পাংক। অফিসার মরার আগে তাদেরকেও মেরে রেখে গেছে। শুনেছ কখনও এমন কিছু?'

ডেপুটি তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়ল। 'না, সার।'

কিছু সময় তার দিকে তাকিয়ে থাকল জুনিয়র। 'তোমার কাছে ইতিহাস-পাতিহাস দুটোই সমান বোধহয়?'

'সার?'

'যাক। বিষয়টা মিটে গিয়েছিল। কিন্তু সেই অফিসারের ছেলে, জন নিউম্যান বাপের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। মেরিনে চাকরি নিয়ে অনেক বছর বিদেশে কাটিয়ে বছরখানেক আগে দেশে ফিরেছে সে। তারপর চার দশকের পুরনো সেই শুট-আউটের ঘটনা তদন্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিল।'

তর্জনীর নখ দিয়ে ডান ভুরুর প্রান্ত চুলকাল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। চিন্তিত, আনমনা।

'পরে সে অ্যাক্সিডেন্ট করে শুনেছি। চিকিৎসার জন্য কয়েক মাস হসপিটালে কাটাতে হয়। অনেকদিন খবর ছিল না তার। কিন্তু... এখন শুনছি সেই ভূত নতুন করে চেপেছে মাথায়। খুব শিগগিরই পোক কাউন্টিতে আসছে সে তদন্ত করতে। এবার একজন সাহায্যকারী থাকবে সঙ্গে। সে নাকি একজন দুর্ধর্ষ স্পাই। এখানকার অনেকের জন্যই সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে লোকটা। তাই ওরা এখানে এসে কী করে না করে, সেদিকে ফুলটাইম নজর রাখতে হবে তোমাকে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

ছুঁচোর মত মুখটা আরও ছুঁচলো করে কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল ডেপুটি। 'একবারে থামিয়ে দেব ওদের তদন্ত?'

ভাল প্রশ্ন করেছে লোকটা, ভাবল সে। অন্তত নিজের পয়েন্ট অভ ভিউ থেকে আদিম প্রবৃত্তির মানুষ। মাথা গরম। আগে কাজ করে পরে ভাবতে বসে। অবশ্য তার প্রস্তাব সমর্থন করত

সে, যদি জন নিউম্যানের সাহায্যকারী বিশেষ একজন না হও। এই লোককে সমঝে চলতে বলা হয়েছে তাকে। নইলে বাঘের লেজে পা পড়লে যা হয়, তাই হওয়ার আশঙ্কা আছে বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে পড়লে...

'না,' মাথা নাড়ল হ্যারি স্যাণ্ডার্স। 'তবে তার প্রয়োজন হবে না, এমন কথাও বলছি না। হয়তো হবে। কিন্তু ও নিয়ে আপাতত মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তুমি শুধু লক্ষ রাখো ওরা এসে কার কার সঙ্গে দেখা করে, কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, ক্ষতিকর কিছু জানতে পারে কি না। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ডকুমেন্ট খুঁজবে ওরা, জানা কথা। কিন্তু কোর্ট হাউসের সাথে সমস্ত ডকুমেন্টস পুড়ে গেছে বলে পাবে না। তবু বিষয়টা মাথায় রেখো। এ নিয়ে যাতে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করার সুযোগ ওরা না পায়, তোমাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। মোট কথা তদন্তে ওদের সফল হওয়া চলবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, সার।'

ডেপুটির দিকে তাকিয়ে থাকল সে। দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে বয় স্কাউটকে যুদ্ধে ঠেলে দেয়ার মত হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে আপাতত এর বেশি কিছু করবে না সে। কারণ আছে। জন নিউম্যানের তদন্তের পানি কোনদিকে গড়ায় আগে বুঝতে হবে। তারপর প্রয়োজনে পেরেক মারতে হবে। এসব কাজের জন্য যোগ্য মানুষের অভাব নেই তার।

সারেক সিআইএ অপরেটিভ বলো, গ্রিন বেরেট বা আণ্ডারওয়ার্ল্ড ট্রাবলশূটার, অনেক আছে। পুরোমাত্রার পেশাদার তারা। কিন্তু মুশকিল যে অখ্যাত নয় কেউ। সবাই চেনা। এটাই যত গোলমালের কারণ। প্রশাসন ইচ্ছে করলে মুহূর্তেই তাদের নাম-পরিচয় জেনে ফেলতে পারবে। সে তা হতে দিতে পারে না। লাঠি আস্ত রেখেই সাপ মারবে সে।

তাই শেরিফ'স ডিপার্টমেন্টের দুর্নীতিবাজ ও রক্তের দাগ

আছে হাতে, এমন একজনকে বেছে নিয়েছে। একদিকে প্রাপ্তির লোভ, আরেকদিকে বিস্মৃত অপরাধের দণ্ড খাটার হাত থেকে বাঁচতে খুশিমনেই কাজটা করবে ব্যাটা। করতে হবে। উপায় নেই। অন্যদিকে একজন ডেপুটি খবরদারীর নামে ওদের ওপর চোখ রাখলে কেউ কিছু সন্দেহও করতে পারবে না। তারও উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ থাকবে না। তবে একই সঙ্গে বিকল্প ভাবনাও ঘুরছে তার মাথার মধ্যে। সাবধানের মার নেই কিনা!

'এই দু'জন এখানে কার কার সঙ্গে দেখা করতে পারে, কোন্ কোন্ অফিসে যেতে পারে, আমি তার একটা লিস্ট তৈরি করে রেখেছি। এই নাও। সবদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। আমি তোমাকে একটা সেলুলার ফোন দেব। প্রিসেট নাম্বারের। সম্পূর্ণ নিরাপদ। দরকারের সময় কেবল ওটার সেণ্ড বাটনটা টিপবে তুমি। যা বলার আছে বলে রেড বাটন টিপে দেবে। ব্যস। তবে সবকিছুর ডিটেইলড্ রিপোর্ট চাই আমি। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, সার,' মাথা ঝাঁকাল ডেপুটি। 'কিন্তু সেলুলার ফোনও নাকি আজকল ট্যাপ হয় শুনছি।'

'এটা হবে না। কারণ এটার দু-প্রান্তই সিকিওর করা থাকবে। প্রিসেট ডিস্ক্র্যাম্বলার না থাকলে ইণ্টারসেপ্ট করা যাবে না। তারপরও যদি কেউ কথাবার্তা রেকর্ড করে, কে কাকে কী বলছে তা উদ্ধার করার জন্য সেলুলার কোম্পানির সাহায্য চায়,' মাথা নাড়ল সে। 'পাবে না। সাহায্য করবে না কোম্পানি।'

'কেন করবে না?'

'কারণ কোম্পানিটা আমার। সাবধানে কাজ করবে। অহেতুক হালুম-হুলুম করে চাঁদি গরম করবে না মানুষের। আমি শুনেছি পরিস্থিতি সামাল দেয়ার যোগ্যতা আছে তোমার। প্রথম ফেজে সেটাই কাজে লাগাতে হবে। ওকে?'

'ওকে, সার।' উঠল ডেপুটি। পেটটা সামনে ঠেলে দিয়ে

অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

'যাও তা হলে। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে,' সোনার রোলেক্সে চোখ বোলাল হ্যারি স্যাণ্ডার্স। 'বড় ছেলের সকার গেম দেখতে যেতে হবে আমাকে।'

সাত

আরক্যানসো আর পটিউ, এই দুই নদী যেখানে এক হয়েছে, সেখানে ১৮১৭ সালে পত্তন হয় বেশ্যাবৃত্তিনির্ভর, কর্মব্যস্ত শহর আরক্যানসো-র। উনিশ শতকের শেষ অর্ধেকেও এর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ফোর্ট স্মিথে সশস্ত্র অশ্বারোহীদের আনাগোনা ছিল নিতান্ত সাধারণ ঘটনা।

১৮৭৫ সালে এখানকার জনসংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। সে সময় শহর ছিল একদিকে ওজার্ক আর ওয়াচিটা পর্বতমালার মাঝখানের এক দীর্ঘ উপত্যকার মাথায়, অন্যদিকে আরক্যানসো আর তখন যেটা ছিল ইণ্ডিয়ান টেরিটোরি; আজকের সেই ওকলাহোমার মাঝে।

অতীতে এ শহরের নাম ছিল হেল অন দ্য বর্ডার। হিংস্র, আবেগ বিবর্জিত, নৃশংস খুনেদের স্বর্গ ছিল ফোর্ট স্মিথ। সভ্য সমাজ সর্বশক্তি দিয়ে তাদের বশে আনার চেষ্টা করেও পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। ওই সময়ে যারা আইন প্রয়োগ করত, তারা ছিল ফেডারাল ডেপুটি। ফাঁসিকাঠে ঝোলানো বিচারক বা হ্যাঙিং জাজ, ইসাহ জে. পারকারের অধীনে কাজ করত তারা।

১৮৭৫ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত আইন প্রয়োগের স্বার্থে ইণ্ডিয়ান টেরিটোরি চষে বেড়িয়েছে পারকারের ডেপুটিরা। অনেকটা একই ধরনের ছিল মানুষগুলো। সরু চোখ। দীর্ঘদেহী। হালকা-পাতলা গড়ন। তারাও সম্পূর্ণ আবেগ বিবর্জিত, নির্মম ছিল। প্রয়োজনে গুলি করার নির্দেশ ছিল তাদের ওপর এবং তারা পদে পদে সে নির্দেশ পালনও করত।

ওই দুই দশক ফোর্ট স্মিথ ছিল গানফাইট ক্যাপিটাল অভ দ্য ওয়ার্ল্ড বা বিশ্বের বন্দুক যুদ্ধের রাজধানী। দলে দলে ডেপুটিরা আসত ডেসপারেডোস আর আউটলদের পাকড়াও করতে। ওই সময়ের মধ্যে তাদের হাতে ৬৫ জন ইউ.এস. মার্শালের মৃত্যু হয় লাইন অভ ডিউটিতে থাকা অবস্থায়। অন্যদিকে আউটলদের ১৭২ জনকে জ্যান্ত পাকড়াও করে ডেপুটিরা। তারমধ্যে থেকে ৮৮ জনকে ফাঁসিতে ঝোলান হ্যাঙিং জাজ।

এছাড়া আর কত আউটল যে টেরিটোরিতে ওই সময়ে ডেপুটিদের হাতে মারা পড়েছে, তার খবর কেউ জানে না। ওসবের রেকর্ডও রাখা হত না সে আমলে।

তবে আজকাল ফোর্ট স্মিথে গান স্লিঙ্গার দেখা যায় না। বেশ্যাবাড়ি বা পারকারের মত অনমনীয় জাজও দেখা যায় না। আরক্যানসো-র দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শহরের বর্তমান চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ অবশ্য এখানকার কিছু কিছু পুরনো ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

যেমন পুরনো কেল্লা, বিচারপতি ইসাহ জে. পারকারের কোর্ট হাউস, মিস লরা'স ব্রোথেলসহ ভিক্টোরিয়ান আমলের বাড়িঘরের জন্য বিখ্যাত বেলি গ্রোভ ডিস্ট্রিক্টের নামকরা আরও যে সব ভবন ছিল, সবগুলোকে আগের মত করে রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করছে।

সেগুলোর মধ্যে গ্যারিসন স্ট্রিট অন্যতম। প্যারেড গ্রাউণ্ড হিসেবে প্রশস্ত করে নির্মিত এই স্ট্রিট এক সময় ছিল বড় আর্মি পোস্ট। চেরোকি আর ওসেজ ইণ্ডিয়ানদের উপজাতীয় যুদ্ধ

ঠেকানোর জন্য স্থাপন করা হয়েছিল এটা।

আজকাল যারা ইণ্ডিয়ান টেরিটোরি থেকে এদিকে আসে, তাদের মধ্যে ফেডারাল মার্শাল বা গান ফাইটার খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদিও নবাগত সবার কোনও না কোনও মিশন থাকে। উদ্দেশ্য থাকে। সরু চোখের ইণ্ডিয়ানও থাকে তাদের মধ্যে।

আজ যে দুই আগন্তুক ফোর্ট স্মিথের মাটিতে পা রেখেছে, তাদেরও বিশেষ একটা মিশন আছে। অশ্বারোহী নয় তারা, বিমান আরোহী। একজনের চোখ ও মুখ লম্বাটে। উচ্চতা সাড়ে ছয় ফুটের মত। মাঝবয়সী। এক পায়ে জোর পায় না সে, টেনে টেনে হাঁটে। প্লেন থেকে নেমেই চারদিকের দৃশ্য তৃষিতের মত হাঁ করে গিলতে শুরু করে দিয়েছে মানুষটা।

তার সঙ্গীর বয়স সাতাশ কি আটাশ। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলা। উচ্চতা পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি। পেশিবহুল। চেহারা কঠোর হলেও চোখ দুটো মায়াময়। এয়ারপোর্ট সংলগ্ন রেণ্টাল সার্ভিস থেকে প্রায় নতুন, নীল রঙের একটা ডজ পিক-আপ ট্রাক ভাড়া নিল দ্বিতীয়জন। অ্যারিযোনা প্লেট ওটার। নাম্বার SCH 2332.

সময় নষ্ট না করে পোক কাউণ্টির দিকে ছুটল তারা। ড্রাইভ করছে দ্বিতীয়জন। কম কথা বলছে সে। পথের ওপর নজর স্থির।

সেকুইয়াহ কাউণ্টির ঢেউয়ের মত উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে ছুটছে পিক-আপ। সন্ধের আর বেশি বাকি নেই। তাদের ডানদিকে প্রায় সমান্তরালে রয়েছে আরক্যানসো নদি। কিন্তু সারি সারি দেবদারু গাছের জন্য দেখা যায় না।

মৃদু কাশল জন নিউম্যান। যেন কথার কথা, এমনভাবে বলল, 'ওই আমলের সাংবাদিকরা কষ্ট করে খবর সংগ্রহ করত না। ঘটনাস্থলে যেত না। পুলিশের হ্যাণ্ডআউট রিপ্রিণ্ট করেই নিজেদের দায়িত্ব সারত। মনে হাজারটা প্রশ্ন ঘুরছে, অথচ

একটারও জবাব পাচ্ছি না।'

থেমে কোনও মন্তব্য আসে কি না শোনার জন্য অপেক্ষা করল সে। 'ভেবে দেখো, সত্তরটা রোডব্লক এড়িয়ে ফোর্ট স্মিথ থেকে ব্লু আই পর্যন্ত সত্তর মাইল পথ কীভাবে পাড়ি দিল জ্যাক রিচি? দৈব-সংযোগ? এ নিয়ে পত্রিকাগুলো কোনও প্রশ্ন তোলেনি। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নব্বই দিন জেল খেটে বেরিয়েই এমন একটা কাজ কেন করল সে? তাছাড়া মাইক রিচি সাদাসিধে গোছের ছিল। তার কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল না। সে কেন জ্যাকের সঙ্গে জড়াল নিজেকে? তারপর... মানুষ খুন করে এসে বার্গার খাওয়া, মেয়েদের সঙ্গে মশকরা...' শ্রাগ করল সে। 'তল পাওয়া দায়।'

এবারও কোনও মন্তব্য এল না দেখে থেমে অন্য লাইন ধরল। 'কোত্থেকে কাজ শুরু করবে ভেবেছ কিছু?'

'ভেবেছি,' বলল মাসুদ রানা।

'কোত্থেকে?'

'আইজিএ গ্রোসারি শপ থেকে।'

জায়গামত পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। দোকানটা তখনও খোলা ছিল। এখন আর আইজিএ নেই, স্মিটি'স হয়ে গেছে। তবে অতীতের পরিচয় এখনও ধারণ করে আছে ওটার বিশাল নিয়ন সাইন। অক্ষর তিনটে যে তুলে নেয়া হয়েছে, স্মিটির নীচে তার ছাপ স্পষ্ট ফুটে আছে। পতঙ্গের মেঘ উড়ছে সাইনটাকে ঘিরে। ঠিকানা ২২২ মিডল্যাণ্ড বুলেভার্ড।

দোকানটার ভেতরের অবস্থা সুবিধের নয়। জিনিসপত্র অল্প, কার্পেটের রোয়াঁ উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। খদ্দের ঢুকছে, বেরোচ্ছে। বেশিরভাগই নিগ্রো, বা এশিয়ান অথবা হিসপ্যানিক। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল জন।

'এখান থেকেই কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অ্যাঁ?'

'শুরু থেকে শুরু করা যাক,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'ওইদিন সকাল এগারোটার দিকে এই দোকানে ঘটনার উৎপত্তি হয়েছিল। তুমি বলো, কেন।'

'আমি?' ঘুরে তাকাল জন।

'হ্যাঁ।'

'ইয়ে... আহ্, হয়তো এটাই আগে সামনে পড়েছে, তাই...

'একটা ঝকঝকে নতুন গাড়ি, দু'টো এক্সট্রা অর্ডিনারি গান, গুলি, এসবের ব্যাখ্যা কী? কোথায় পেল ওরা? তা ছাড়া জেলখানা ফোর্ট স্মিথের ওই মাথার সেবাস্টিয়ান কাউণ্টিতে, আর ব্লু আই সম্পূর্ণ আরেক মাথায়। শহরের গণ্ডা গণ্ডা গ্রোসারি শপ চোখে পড়ল না, এইটা "আগে" সামনে পড়ল?'

'আহ্!' বলে থেমে গেল জন। আর কিছু বলার পেল না।

'বিষয়টাকে এভাবে দেখো, ডাকাতি করার জন্য এই জায়গা কেন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল জ্যাকের?'

নার্ভাস দৃষ্টিতে এদিক-সেদিক তাকাল মেরিন। একটা সোজা, লম্বা রাস্তা। ফোর্ট স্মিথ থেকে এসে এই জায়গা হয়ে ব্লু আই শহরের দিকে গেছে। রাস্তাটার দু'পাশে লম্বা লম্বা গাছের সারি আছে এখানটায়। খানিকদূর পর পর বার, কার ডিলারদের শো রুম আর পুরনো রিটেইল আউটলেট আছে।

মুখ দিয়ে হতাশাসূচক শব্দ করে মাথা নাড়ল সে। 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'মনে করো আমি ডাকাত। সশস্ত্র। ডাকাতি করার সময় কোনটা বেশি ভয়ের কারণ হবে আমার জন্য? যাতে অ্যালার্ম বেল বেজে না ওঠে, আচমকা পুলিশ এসে আমাকে ধরে না ফেলে, তাই তো?'

মাথা দোলাল জন। 'আ-হ্যাঁ!'

'এই রাস্তাটা অস্বাভাবিক লম্বা, দেখো,' হাত তুলে দেখাল ও। 'দু'দিকের কয়েকশো গজের মধ্যে কোনও সাইড স্ট্রিট বা

ট্র্যাফিক সিগন্যাল পোস্ট, কিচ্ছু নেই। সব আছে দূরে দূরে।'

ডানে বাঁয়ে তাকাল সে। মাথা দোলাল।

'এ মুহূর্তে কোনওদিকেই পুলিশের গাড়ি নেই দৃষ্টিসীমার মধ্যে। তার মানে আচমকা পুলিশ এসে পড়ার ভয় নেই। অন্তত দু-চার মিনিটের জন্য আমি নিরাপদ।'

'একজন পুলিশ এসে পড়েছিল সেদিন। তোমাকে বলেছি আমি।'

'মনে আছে। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে। তবে কিছু করার সুযোগ পায়নি সে। আমার ধারণা এই অ্যাডভান্টেজটা পাওয়া যাবে বলেই এই দোকান বেছে নেয়া হয়েছিল।'

'স্মার্ট বাস্টার্ড!' বিড়বিড় করে বলল জন। পরক্ষণে কী মনে পড়তে রানার দিকে ফিরল। 'কিন্তু... তিন মাস পর জেল থেকে বেরোতে না বেরোতেই জ্যাক কী করে বুঝল এটাই তার ডাকাতি করার আদর্শ জায়গা?'

'তার অস্ত্রটা ছিল কোল্ট পয়েন্টথার্টিএইট সুপার, স্পেশাল গান,' রানা বলল। '১৯২৯ সালে কোল্ট অ্যাণ্ড উইনচেস্টারের তৈরি এই গান শুধুমাত্র আইন প্রয়োগকারীদের জন্য অল্প কিছু ইসু করা হয়েছিল। এর প্রতিটা বুলেট ল এনফোর্সমেন্ট রাউণ্ড। গাড়ির দরজা, বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, সব ভেদ করে ঢুকে যাওয়ার ক্ষমতা আছে। আর কোল্ট ট্রুপার পয়েন্টথ্রিফিফটিসেভেন ম্যাগনাম আসে আরও কয়েক বছর পর। থ্রিএইট সুপারের চেয়েও উন্নত ওটা। যে-সে ইচ্ছে করলেই এসব প্রফেশনাল গান নিয়ে গানম্যানগিরি দেখানোর চান্স পায় না। তোমার প্রশ্নটার সাথে এটাও জুড়ে নাও—জ্যাক রিচি কোথায় পেল ওগুলো?'

'চুরি... চুরি করেছে হয়তো?'

'হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের কিছু চুরি গেলে মালিকের অবশ্যই রিপোর্ট করার কথা। অথচ তুমিই বলেছ সেরকম কিছু করা হয়নি। তা হলে কী দাঁড়াল?'

জবাব নেই।

'কেউ ওগুলো দিয়েছিল জ্যাককে,' আপনমনে বলল রানা। 'বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে।'

'হুঁম! স্মার্ট প্ল্যানিং।'

রানা মাথা নাড়ল। 'বাট নট দ্যাট স্মার্ট।'

রাতটা ফোর্ট স্মিথে কাটিয়ে পরদিন সকালে হাওয়ার্ড হকিনস পার্কওয়ে ধরে ব্লু আইয়ের পথে যাত্রা করল ওরা। জন গাড়ি চালাচ্ছে। রানা চুপচাপ। জনও তাই। পার্কওয়ের ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে তার। এটা নির্মিত হওয়ার সময় তো বটেই, আগে-পরের কয়েক বছর দেশেই ছিল না সে। অথচ এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে সব সময়ই ছিল এটা। সে আগে খেয়াল করে দেখেনি।

চারটে প্রশস্ত লেনের হাইওয়ে। কড়া রোদে সাদা সিমেন্টের লেন নির্দেশকারী লাইনগুলো জ্বল জ্বল করছে। এ মুহূর্তে বলতে গেলে ফাঁকা। গাড়ি-টাড়ি নেই। বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল জন নিউম্যানের। এইসব পাহাড়ে-পর্বতে নয় বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিদিন নিজেদের ট্রেইলার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সে। কুকুর মাইক সঙ্গে থাকত। তখন জানা ছিল না এই এলাকার বাইরে পৃথিবী বলে কিছুর অস্তিত্ব আছে।

এখান থেকে ব্লু আই পর্যন্ত যাওয়া-আসার অন্তত ডজনখানেক রাস্তার হদিস জানা ছিল জনের। অজস্র ট্রেইল, আঁকাবাঁকা দুর্গম পাহাড়ি পথ, শর্টকাট, ইত্যাদি অনেক কিছুই নখদর্পণে ছিল ম্যাপে যেগুলোর উল্লেখ নেই। কিন্তু এ মুহূর্তে সেসবের একটাও চোখে পড়ছে না। সব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। অনেক বদলে গেছে চারদিক। এদিকের পুরো পার্বত্য অঞ্চলকে নতুন করে সাজিয়েছে অথবা আগোছাল করে দিয়েছে পার্কওয়ে। কিছু চেনার উপায় নেই। অস্বস্তি লাগল তার।

কাউণ্টির সন্তান হাওয়ার্ড হকিনস দেশের মানুষের প্রতি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বিংশ শতাব্দীর খানিকটা নমুনা উপহার দিতে চেয়েছিলেন তাদেরকে। ছেলে ডেভিড এই পার্কওয়ে নির্মাণ করে তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ করেছে। কে না জানে রাজনীতিকরা পরের সম্পদ আর সরকারের টাকায় নিজেদের আখের গোছায়? তিনিও তাই করেছেন পরের জমি-জমা গ্রাস করে। তাই স্থানীয়রা ঠাট্টা করে পর্কওয়ে বলে এটাকে।

'মিস্টার হকিন্‌স সম্পর্কে কী জানো?' রানা বলল। 'কেমন মানুষ ছিলেন?'

'প্রভাবশালী কংগ্রেসম্যান ছিলেন জানি,' বলল জন। 'এবারের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডেভিড হকিনসের বাবা।'

রানা মাথা ঝাঁকাল।

'ডেভিডকে বলা হয় হ্যাণ্ডসামেস্ট ম্যান দ্যাট এভার লিভড্। মেয়েঘটিত অনেক দুর্নাম আছে অবশ্য।'

'প্রেসিডেন্ট হতে পারবে মনে হয়?'

শ্রাগ করল সে। 'বলতে পারি না। লোকটার জন্ম, পড়াশোনা, সবই ওয়াশিংটনে। হার্ভার্ড ল স্কুলের ছাত্র ছিল। ছাত্র জীবনে মাঝে মাঝে বাবার সাথে এখানে বেড়াতে আসত। এখনও আসে শুনেছি।'

'এর কাছেও গিয়েছিলে তুমি?'

মুখ কালো হয়ে গেল জনের। 'হ্যাঁ। কোনও সাহায্য করতে পারবে না বলে দিয়েছে।'

ব্লু আইয়ের র‍্যাম্প বেয়ে নেমে এল ওরা। সামনে অনেকগুলো ফাস্ট-ফুড জয়েন্ট পড়ল। ম্যাকডোনাল্ড'স, বার্গার কিং প্রভৃতি। এছাড়া আরও কিছু ফাস্ট-ফুড সেলস সেন্টার আছে যেগুলোর তেমন পরিচিতি নেই। সোনিক নামে বড় এক ড্রাইভ-ইন হট ডগ জয়েন্ট চোখে পড়ল। দোকানটার সামনে বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা পতাকা উড়ছে। কিন্তু চেহারা দেখে মনে হলো ব্যবসায় তেমন সুবিধে করতে পারছে না।

রাস্তার উল্টোদিকে রয়েছে বিরাট ওয়াল-মার্ট সুপার সেভার। ভবনটা তৈরি করা হয়েছে একটা ফ্ল্যাট স্পেসশিপের মত। পার্কিং লটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলো রেখে আরও খানিকটা এগিয়ে পুরনো আমলের একতলা টাউন হলের সামনের স্কয়ারে পিক-আপ দাঁড় করাল জন নিউম্যান।

স্কয়ারের বিপরীত দিকে ছিল পোক কাউন্টির পুরনো কোর্ট ভবন। এখন নেই সেটা। ১৯৯৪ সালে ভয়াবহ আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। বর্তমানে জায়গাটা খালি পড়ে আছে। পাশের আরেকটা ভবনে টেম্পরারি কোর্ট চালু করা হয়েছে। অফিশিয়াল কাজকর্ম ওটায় চলে।

স্কয়ারের মাঝখানে চুনের মত সাদা কবুতরের মলে মাথা, কাঁধ মাখামাখি অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে নাম না জানা এক কনফেডারেট যোদ্ধা। কোর্ট ভবনের খালি জায়গাটাকে স্যালিউট করছে। মূর্তিটার ডানদিকে লম্বাটে একটা দোতলা ভবন।

ভবনটার নীচতলায় বেশ কয়েকটা দোকান আছে। জেনারেল মার্চেণ্ডাইজিং, রেডিমেড পোশাকের দোকান, ওয়াল-মার্ট রিটেইল শপ, বিউটি পারলার, খেলাধুলার সামগ্রী ইত্যাদির। দোতলায় আছে কয়েকটা অফিস। পাশাপাশি তিনজন ট্যাক্স অ্যাকাউন্টেন্ট, আর একজন লইয়ারের অফিস।

এই লইয়ার বহু বছর পোক কাউন্টির প্রসিকিউটর ছিলেন। ব্রুস উইলিয়ামস নাম। ট্রুপার চার্লস নিউম্যানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পেশাগত জীবনে তেইশজন মারাত্মক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে রেকর্ড গড়েছেন। তাদের সবার দণ্ড বৈদ্যুতিক চেয়ারে কার্যকর হয়েছে। এ জন্য তাঁর নামই হয়ে যায় 'ইলেক্ট্রিফাইং ব্রুস'। শিকার করার প্রবল নেশা ছিল তাঁর। সময়-সুযোগ পেলেই চার্লসকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন।

গাড়ি থেকে নামল জন নিউম্যান। ড্যাডির জুতোর বাক্সটা বগলে নিয়ে পা বাড়াল। রানা অনুসরণ করল তাকে।

ওয়ালি'স মেন'স স্টোর ও মিলাডি'স বিউটি সেলুনের মাঝে একটা অন্ধকার সিঁড়ি। সেটা বেয়ে উঠে এল ওরা। সামনে ছোটো একটা হলরুম। দুপাশে দুটো দরজা। একটার ঘোলাটে কাঁচের দরজায় লেখা B UCE WIL IA S Atto ney a L w.

নক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। সামনেরটা অ্যান্টিরুম, কিন্তু সেক্রেটারি নেই। সবকিছুর ওপর ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়ে আছে। মক্কেলদের বসার জন্য রাখা দুটো নড়বড়ে চেয়ারের মাঝখানে একটা টেবিল, তার ওপর '৮৯ সালের জুন মাসের দুটো *টাইম* ম্যাগাজিন পড়ে আছে।

'কে ওখানে?' অন্ধকার ইনার অফিস থেকে একটা হুঙ্কার ভেসে এল।

'আমি জন নিউম্যান, মিস্টার ব্রুস।'

'কে?'

তার পিছন পিছন ইনার রুমে ঢুকল রানা। অন্ধকার। একে আলো অপ্রতুল, তার ওপর তামাকের ধোঁয়ায় কিছুই প্রায় দেখা যায় না। তবু ওর মধ্যেই ধীরে ধীরে একটা কাঠামো আকৃতি নিতে শুরু করল। এক বৃদ্ধে পরিণত হলো সেটা। দাদার আমলের একটা ডেস্কের পিছনে ঝিম্ মেরে বসে আছেন। বয়স নব্বইয়ের কম হবে না মনে হলো।

সরু সরু হাত-পা মানুষটার। সরু গলা। টাইয়ের নট্ বুকের কাছে ঝুলছে। সারা দেহের কোঁচকানো, জরজর চামড়া ঝুল-ঝুল করছে মাধ্যাকর্ষণের টানে। পরনের ঢলঢলে ধূসর সুটটা অনেক পুরনো। টাইয়ের রং কোনওকালে লাল ছিল হয়তো। এখন রঙের বালাই নেই বলতে গেলে।

দাঁত হলুদ হয়ে গেছে বৃদ্ধের। নাকের ডগায় ঝুলছে পুরু কাঁচের চশমা। জীবনভর পাইপে তামাক আর বন্দুকে বুলেট লোড করতে করতে আঙুলগুলোর চেহারা বিশ্রী হয়ে গেছে। তাঁর মাথার ওপরের দেয়ালে ঝুলছে বহু বছরের পুরনো একটা

হরিণের মাথা। বয়সের কারণে ওটাও হলুদ হয়ে গেছে।

পাশে টাঙানো আছে রিবনে বাঁধা একটা স্টার এবং ফ্রেমে বাঁধাই করা কিছু ডিপ্লোমা। ধুলো জমে এমন অবস্থা যে কোনটা কীসের সার্টিফিকেট, বোঝার কোনও উপায় নেই।

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ। 'কারা আপনারা? আমার কাছে কী চাই?'

'আমি জন নিউম্যান, ব্রুস। চার্লস নিউম্যানের ছেলে।'

'চার্লস? না, চার্লস তো নেই। চল্লিশ বছর আগে মরে গেছে। এক হোয়াইট ট্র্যাশ মেরে ফেলেছে।'

'স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে!' রানা বলল ফিসফিস করে।

'কিছুই নষ্ট হয়নি, সানি,' রাগ রাগ কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ। 'সবই তাজা আছে। নাউ গেট আউট! গো অন, গেট আউট।'

তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে গেল জন। 'মিস্টার ব্রুস, আমি চার্লস নিউম্যানের ছেলে, জন নিউম্যান।'

দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলালেন বৃদ্ধ। 'বাই গড! জন নিউম্যান! গড্যাম সান!'

ডেস্ক ঘুরে ব্যস্ত পায়ে এপাশে চলে এলেন তিনি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন জনের মুখের দিকে, তারপর দুহাতে সবলে জাপটে ধরলেন। তাঁর নিষ্প্রভ চেহারা হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল যেন। অকৃত্রিম হাসিতে ঝলমল করছে। বুড়োর দাঁতের রং যা-ই হোক, সবগুলো যথাস্থানেই আছে, লক্ষ করল রানা। সুস্থ এবং সবল আছে।

'জন! সত্যি তুমি?' তাকে দূরে সরিয়ে ভাল করে দেখলেন। 'সুস্থ হয়ে উঠেছ তা হলে?'

লোকটা সম্পর্কে একটু আগের ধারণার জন্য লজ্জিত হলো মাসুদ রানা। হঠাৎ ওর ওপর চোখ পড়তে হাসি শুকিয়ে গেল বৃদ্ধের। কোঁচকানো চেহারা আরও কুঁচকে উঠল। 'এ কে?'

'আমার বন্ধু।'

‘কেমন বন্ধু?’

চট্ করে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। ‘আমি মাসুদ রানা। প্লিজড্ টু মিট ইউ, সার।’

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতটা ধরলেন বৃদ্ধ। তাঁর হাতের চাপ খেয়ে মনে মনে চমকে উঠল ও। যথেষ্ট শক্তি আছে বুড়োর গায়ে!

‘মেরিন?’

‘না, সার। আমি হিস্টরিকাল ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করি,’ দ্রুত বলল ও। এখানে আপাতত এই পরিচয়ে কাজ করবে রানা, ঠিক করেই এসেছে ওরা।

পালা করে ওদের দেখলেন বৃদ্ধ। ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। ‘বোসো। তারপর, জন?’

‘আমি এসেছি ড্যাডির রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরি করা যায় কি না যাচাই করে দেখতে,’ বলল সে। ‘এর পিছনে কী রহস্য ছিল, জানতে হবে আমাকে।’

ভুরু কুঁচকে উঠল আইনজীবীর। ‘ওয়েল, চার্লসের মৃত্যু নিয়ে এ ধরনের প্রশ্ন আজ পর্যন্ত ওঠেনি। তুমিই প্রথম তুলেছ। আমি শুনেছি।’ কিছু ভাবলেন। ‘এ জন্যই সম্ভবত গুলি করা হয়েছে?’

মাথা ঝাঁকাল জন। ‘কথা ওঠেনি, কারণ ওই সময় তা নিয়ে আপনারা কেউ মাথা ঘামাননি। অথবা বলা যায় মাথা ঘামানোর সুযোগ পাননি, পরিস্থিতির কারণে। এতবড় একটা ঘটনার তদন্ত হয়নি, বরং ড্যাডিকে দ্রুত কবর দিয়ে ঝামেলা বিদেয় করা হলো। তাই বোঝা যায়নি ষড়যন্ত্র ছিল এর পিছনে। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, ছিল। অনেক গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। আমি সে-রহস্য উদঘাটন না করে ছাড়ব না বুঝতে পেরেই আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল।’

জনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ। মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। একটু পর কোনওমতে বললেন, ‘গড্যাম! আসলেই

মাথা ঘামানোর সুযোগ পাইনি আমরা।'

'এ ব্যাপারে আমি আপনার সহযোগিতা চাই, ব্রুস।'

পাইপে ঘন ঘন টান দিলেন আইনজীবী। চোখ কুঁচকে আছে। 'ওয়েল! আমার বয়স এখন নব্বইয়ের মত। আমি জীবনে কাউকে পরোয়া করে চলিনি। এখনও চলি না। তুমি চাইলে আমি অবশ্যই সহযোগিতা করব। কিন্তু তার পরিণতি ভাল না-ও হতে পারে। আগেরবার তোমার এক পায়ের ওপর দিয়ে গেছে। এবার হয়তো প্রাণটা নিয়ে টান পড়বে।'

'আমি মৃত্যুর মুখ থেকেই ফিরে এসেছি, ব্রুস। এ সময়মত আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে না দিলে দু-একটা বুলেট অবশ্যই বুকে লাগত,' রানাকে দেখাল।

নতুন দৃষ্টিতে ওকে দেখলেন বৃদ্ধ। চাউনির ধার কিছুটা কমে গেল যেন। 'তাই নাকি?'

নড়েচড়ে বসল রানা। অস্বস্তি বোধ করছে।

'ও যদি সেখানে উপস্থিত না থাকত, সময়মত সাহায্য না করত, কী হত? ওসব নিয়ে আর ভাবি না। যা হওয়ার হয়েছে। কিন্তু একজন অসৎ যুবককে সৎ পথে আনতে গিয়ে কেন আমার ভালোমানুষ ড্যাডিকে নির্মমভাবে মরতে হলো, আমাদের পরিবার কেন ধ্বংস হলো, এসব প্রশ্নের জবাব পেতেই হবে আমাকে।'

কলম নাড়াচাড়া করতে লাগলেন বৃদ্ধ আইনজীবী।

'সুবিচারের আশায় কার কাছে যাইনি আমি? সবার কাছে গিয়েছি। ড্যাডি পুলিশ অফিসার, প্রেসিডেন্ট পদক পাওয়া। আমি মেরিন। তারপরও কেউ আমার আবেদনে কান দেয়নি। ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সহযোগিতা পাইনি। জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতা পাইনি।' স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে চেহারা কালো হয়ে উঠল তার। 'ডেভিড হকিনসের কাছেও গিয়েছিলাম। আশা ছিল স্থানীয় মানুষ বলে তার সহযোগিতা পাব। পাইনি। সবাই

আমার কথা শুনে এমন চোখে তাকিয়েছে, যেন আমি কোনও অপরাধ করে ফেলেছি। ড্যাডির হত্যার বিচার চাইবার কোনও অধিকার আমার নেই। অনেকে টিটকারি মেরে বলেছে: "যুদ্ধে বীরত্বের জন্য মেডাল অভ অনার পেয়েছিল তোমার বাবা? তা হলে তো জাতি তার অবদানের দাম শোধ করেই দিয়েছে।"

'সবাই পাশ কাটিয়ে গেছে। তারপরও আমি আশা ছাড়িনি দেখে টেলিফোনে হুমকির পর হুমকি দেয়া হয়েছে আমাকে। এ নিয়ে খোঁচাখুঁচি বন্ধ না করলে জানে মেরে ফেলা হবে বলে ভয় দেখানো হয়েছে। গুলি খেতে হয়েছে। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে এ-ও গুলি খেয়েছে।' গলা চড়ে গেল তার। 'আমার ড্যাডি ন্যাশনাল হিরো ছিলেন। তাঁকে ডিউটিতে থাকতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমি নিজের চাকরিজীবন জাতির সেবায় ব্যয় করেছি। আমি ড্যাডির হত্যার বিচার পাব না?'

পালা করে দুজনকে দেখলেন আইনজীবী। 'তোমার গুলি খাওয়ার খবর শুনেছি। কিন্তু আমার পক্ষে একা দেখতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বয়স হয়েছে, একা একা চলতে পারি না।'

'ইট'স ওকে, ব্রুস। আমি বুঝি। আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেছে ড্যাডির মৃত্যুর পিছনে সত্যিই ষড়যন্ত্র ছিল। সেটা কী, তা আমার একার পক্ষে জানার চেষ্টা করা এখন আর সম্ভব না। মাসুদ রানা আমাকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে। আমি ওর সাহায্য নিচ্ছি। হয়তো আবারও বাধা আসবে। কিন্তু কাজটা এবার আমরা শেষ করবই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন বৃদ্ধ এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'ওয়েল, আমিও চাই তোমরা সফল হও। সবাই জানুক, কেন মরতে হয়েছিল তোমার বাবাকে। তার সাথে তোমার মা গেছে, মাইক রিচির মত একটা নিরীহ ছেলে গেছে! যাক্‌গে'। এখন বলো, আমি কীভাবে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারি।'

রানা খুক্ করে কাশল। 'ওয়েল, মিস্টার চার্লস নিউম্যানের

ইতিহাস রি-কনস্ট্রাক্ট করতে ’৬৫ সালের ২৩ জুলাই থেকে শুরু করে এ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আমার প্রয়োজন হবে, সার। কিন্তু আপনাদের কোর্ট হাউস শুনলাম ১৯৯৪ সালে আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। সমস্ত রেকর্ডসও পুড়ে শেষ।’

‘ঠিকই শুনেছ। আমার কাছেও কিছু নেই।’

‘আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। সেসব থেকে হয়তো কোনও তথ্য বেরিয়ে আসবে।’

‘গো অ্যাহেড, ইয়াং ফেলা। যদি জানা থাকে আর যদি ঘুমিয়ে না পড়ি, তা হলে প্রশ্নের জবাব পাবে।’

‘ধন্যবাদ,’ বলল ও। ‘সেই সময় খবরের কাগজগুলো কি ঘটনা সম্পর্কে সব খবর ঠিক ঠিক ছেপেছিল?’

‘বেঠিক কিছু লেখার উপায় তেমন ছিল না,’ ঠোঁট ওল্টালেন বৃদ্ধ। ‘এক-আধটা মৃত্যুর ক্ষেত্রে রহস্য থাকলেও বেশিরভাগের বেলায় থাকে না। রহস্য আসলে গল্পে থাকে, বাস্তব জীবনে না। তবে চার্লসের ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল, স্বীকার করতেই হবে। কেমন অসমাপ্ত অসমাপ্ত একটা ভাব ছিল সবকিছুতে।’

পোড়া তামাক ফেলে পাইপে নতুন তামাক ভরলেন বৃদ্ধ। আগুন ধরিয়ে নীরবে টানতে লাগলেন। অতীত মনে করতে গিয়ে আনমনা হয়ে উঠেছেন। দুমিনিট পর চোখ তুললেন তিনি।

‘বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃতদেহ পড়ে থাকার ভঙ্গি, গুলির খোসা, রক্তের ধারা; অথবা যদি ভিকটিমকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়ে থাকে, তা হলে আসামীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট, রক্তের ফিন্‌কি দিয়ে ছোটার প্যাটার্ন, এইসব দেখে কিছু কিছু ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু চার্লসের বেলায় কোনও সূত্রই পাওয়া যায়নি। কিছুই না। তার মানে একশো ভাগ ওপেন-অ্যাণ্ড-শাট কেস ছিল ওটা।’

‘তিনি কেন ওয়ালড্রনের ভুট্টা খেতে গেলেন, জ্যাক আর মাইক এতগুলো রোডব্লক পেরিয়ে কখন, কীভাবে সেখানে পৌঁছল, সে সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি?’

'নো, সার। বলেছি না, তিনটে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাই মুখ্য ছিল তখন। আর কিছু না।' একটু বিরতি। 'করোনার চার্লস নিউম্যানের মৃতদেহের ময়না তদন্ত করার সময় আমি সেখানে স্টেটের পক্ষে হাজির ছিলাম। চার্লসের মৃত্যুকে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার বলে উল্লেখ করা হয় ইনকোয়েস্টে। জ্যাক আর মাইকের মৃত্যুকে হোমিসাইড বলে। জ্যাকেরটা আইন প্রয়োগকারী অফিসারের গুলিতে, মাইকেরটা জ্যাক রিচির গুলিতে।'

জন বলল, 'ইনকোয়েস্টের রেকর্ড সংগ্রহ করা দরকার আছে মনে করেন?'

'তোমাদের যে লক্ষ্য, তাতে মনে হয় না দরকার হবে। তবে আমার বাসায় ওটার একটা কপি আছে। তুমি চাইলে আমি এনে দিতে পারি।'

'কী আছে ওটায়?' বলল রানা।

'মৃতদেহ কোন ভঙ্গিতে পড়েছিল, তার ডায়াগ্রাম। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা এক্সিবিটস্। প্লেনের ওয়্যারলেস মেসেজ পেয়ে যে পুলিশ অফিসার প্রথম সেখানে পৌঁছায়, তার জবানবন্দি।'

'প্লেন কীসের?'

'একটা চার্টারড্ প্লেন। ঘটনার সময় নিচু দিয়ে যাচ্ছিল। ওটার পাইলট রাতেরবেলা অজায়গায় দুটো গাড়ি, আর স্পট লাইটের আলোয় মাটিতে দুজন মানুষ পড়ে আছে দেখে পুলিশে খবর দেয়।' শীর্ণ কাঁধ ঝাঁকালেন ব্রুস। 'নইলে খবরটা আমরা অনেক দেরিতে পেতাম।'

'রেকর্ডটা আমাদের দরকার হতে পারে।'

'ঠিক আছে। আমি কাল নিয়ে আসব।'

'ধন্যবাদ,' রানা বলল। 'ঘটনা যেখানে ঘটেছিল, সেখানেও যেতে চাই আমরা।'

'ঘটনা যেখানে... ?' মাথা নেড়ে হাসির ভঙ্গি করলেন বৃদ্ধ। 'বিখ্যাত হাওয়ার্ড হকিনস পর্কওয়ে সেটাকে টনকে টন

কনক্রিটের নীচে কবর দিয়ে রেখেছে না? তুমি যে অতীতকে খুঁজতে যেতে চাইছ, তার অস্তিত্ব নেই, সানি। বহু আগেই বিলীন হয়ে গেছে।'

কিছু ভাবল রানা। 'ঘটনার আর কোনও প্রত্যক্ষদর্শী, বা জ্যাক বা মাইকের কোনও আত্মীয় বেঁচে নেই?'

'জ্যাকের এক চাচা ছিল ওকলাহোমায়। বছর চারেক আগে খুন হয়েছে। মিস জুডি ক্যামেরন থাকলে হয়তো কিছু জানা যেত। কিন্তু সে-ও নেই। সানড্রা হোয়াইট ক্যান্সারে মারা যাওয়ার পর সব ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে।'

'মিস্টার নিউম্যানের ময়না তদন্তের রিপোর্টের কপি?'

মাথা নাড়লেন আইনজীবী। 'নেই। কোর্টহাউসের সঙ্গে পুড়ে গেছে। সেদিন কেমন যে একটা দিন ছিল,' মাথা নেড়ে আফসোস প্রকাশ করলেন। 'বলে বোঝাতে পারব না তোমাদের। এমন দিন পোক কাউণ্টি আর দেখেনি। চারজনের মৃত্যু, তার সাথে... '

'চারজন কেন?' জন বাধা দিল। 'তিনজন না? ড্যাডি, জ্যাক আর মাইক?'

'আরও একজন ছিল, শেলি গারল্যাণ্ড,' বললেন প্রসিকিউটর।

'সেই নিগ্রো মেয়েটা? কিন্তু সে তো শুনেছি দু-তিনদিন আগে মারা গেছে।'

'তা ঠিক। কিন্তু লাশটা ওইদিনই তোমার ড্যাডি খুঁজে বের করে। তারপর ফোর্ট স্মিথে আরও তিনজন মরল।'

'শেলির কথা একটু একটু মনে আছে আমার। ড্যাডির শেষ কেস। রেপ অ্যাণ্ড মার্ডার।'

মাথা ঝাঁকালেন ব্রুস উইলিয়ামস। 'হ্যাঁ, গালিব নামে এক ইমিগ্র্যান্ট ঘটায় কাজটা। বাঙালি ছেলে। ফয়েজুর রহমান গালিব। পরে ধরা পড়ে সে।'

নামটা কানে যেতে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'এক্সকিউজ মি! বাঙালি ইমিগ্র্যান্টের বিষয়টা কী?'

'ওয়েল!' নিভে যাওয়া পাইপ রেখে হেলান দিয়ে বসলেন প্রসিকিউটর। থেমে থেমে চার দশক আগের সেই ইতিহাস সংক্ষেপে শোনালেন। শেষে বললেন, 'সাতষট্টি সালে ইলেকট্রিক চেয়ারে দণ্ড কার্যকর হয় গালিবের।'

ঝুঁকে ড্রয়ার থেকে টোব্যাকো পাউচ বের করলেন। 'নানলির বড় টিম্বার ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে। পূর্ব পাকিস্তানী ছিল ওরা।'

'নানলি কোথায়?' রানা বলল।

পশ্চিমদিক ইঙ্গিত করলেন আইনজীবী। 'এই তো, কাছেই। পঞ্চম শকে মারা গেল ছেলেটা, আমার চোখের সামনে। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ওর বাপ-মা প্রায় পাগল হয়ে গেল।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

'তারপর?'

পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন তিনি। 'এমনিতে ছেলেটা ভালই ছিল। অন্য কোনও অভিযোগ ছিল না ওর বিরুদ্ধে। কিন্তু... যা হোক। সেদিন, পঁয়ষট্টি সালের তেইশে জুলাই দুপুর পর্যন্ত শেলির ক্রাইম সিনে ছিল চার্লস। তার উদ্ধার করা আলামত অনুযায়ী আমি একাই মামলা সাজাই। খুব সহজ কেস ছিল।'

'কী আলামত?' রানা বলল।

'গালিবের শার্টের পকেট, এফআরজি মনোগ্রাম করা। শেলি ছিঁড়ে নিয়েছিল। ওর মুঠোর মধ্যে পেয়েছিল চার্লস। পরে গালিবের বিছানার নীচ থেকে সেই শার্টও উদ্ধার করা হয়। পকেট ছেঁড়া ছিল। জায়গায় জায়গায় রক্ত শুকিয়ে আছে। প্রমাণ আরও ছিল। ঘটনার দিন নির্দিষ্ট সময়ে সে কোথায় ছিল, তা বলতে পারেনি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! মেয়েটা মরল... ছেলেটাও মরল। দুটো পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল।'

'ছেলেটার পরিবার আছে এখনও?'

'পরিবার আর কী! ওর মা আছে শুধু। বাপ নেই।' আনমনা হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। হাই তুললেন লম্বা করে।

মনের মধ্যে আরও অনেক প্রশ্ন ঘুর ঘুর করছে রানার, কিন্তু মানুষটা ক্লান্ত বুঝতে পেরে আপাতত চেপে গিয়ে বলল, 'আপনাকে কষ্ট দিলাম। আরও হয়তো দিতে হবে। তবে আমরা আপনার সময়ের মূল্য দেব। আপত্তি করবেন না নিশ্চয়ই?'

পাইপে তামাক ভরা শেষ করে হাসলেন ব্রুস উইলিয়ামস। 'না। বয়স হয়ে গেলেও খেতে হয় যে আমাকেও!'

শু বক্সটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল জন। 'এটা আপাতত আপনার অফিসের সেফে রাখতে চাই। পরে ফেরত নেব।'

'ওকে,' ওটা নিলেন বৃদ্ধ।

'আগামীকাল আমরা ঘটনাস্থল দেখতে যেতে পারি। আপনি যাবেন?'

'যাব।'

'এরমধ্যে সেই রেকর্ডটা খুঁজে বের করে রাখবেন দয়া করে?' অনুরোধ করল রানা। 'ইনকোয়েস্টের রেকর্ড?'

'রাখব।'

প্রসিকিউটরের অফিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা। আধো-অন্ধকার রুম থেকে একেবারে কড়া রোদের মধ্যে স্কয়ারে পা রাখতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। প্রথমেই দীর্ঘদেহী এক ডেপুটির ওপর চোখ পড়ল রানার। ওর ভাড়া গাড়ির ক্যাব উইণ্ডো দিয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারছে।

'করছে কী, ব্যাটা?' রানা বলল।

জন জোর পায়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। 'হাউডি দেয়ার!'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। লম্বাটে, ছুঁচোর মত সরু মুখ। চেহারা তিরিক্ষি মার্কা। হ্যাংলা-পাতলা স্বাস্থ্য। গায়ের রং রোদে পুড়ে তামাটে। পিছনটা সমান। পেট সামনে ঠেলে বেরিয়ে আছে।

ঘুমে ঢুলুঢুলু, সরু চোখ। নজর কোনদিকে ঠিকমত বোঝা যায় না। চাউনি মরা মানুষের মত, ফ্যাকাসে। চোখে চোখে তাকালে গা শির শির করে। কোনও ভাবান্তর নেই চেহারায়। জনকে সন্দেহের চোখে দেখল লোকটা। তারপর রানার দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক।

মনের ক্যামেরায় ওর অজস্র ছবি তুলে রাখল লোকটা, টের পেতে সমস্যা হলো না রানার। অত্যন্ত নীচ, জঘন্য স্বভাবের মনে হলো লোকটাকে। টাকার জন্য করতে পারে না, এমন কাজ দুনিয়াতে নেই।

'এটা আপনাদের ট্রাক?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল। নজর লোকটার বুকে ঝোলানো নেম ট্যাগের ওপর। 'কোনও সমস্যা, ডেপুটি?'

শ্রাগ করল সে। 'ওয়েল, সার। না, তেমন কিছু না। এমনিই নাম্বার প্লেট দেখে চেক করছিলাম।'

রানা মৃদু হাসল। 'আচ্ছা!'

'আমাদের শান্ত, নিরিবিলি ছোট্ট টাউনে কোনও ঝামেলা চাই না! তাই সব সময় চোখ-কান খোলা রাখার চেষ্টা করি।'

'আমিও এই শহরের ছেলে,' তার দিকে এক পা এগোল জন। 'আমার জন্ম এখানেই।'

'জন নিউম্যান,' ডেপুটি বলল নিরাসক্ত কণ্ঠে। 'ইয়েস' ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।'

রানার দিকে দেখল ডেপুটি। 'আপনি?'

'আমার বন্ধু,' জন বলল। 'মাসুদ রানা। জন্মস্থানটা দেখাতে নিয়ে এলাম।'

‘কোথায় উঠেছেন?’

‘রামাদা ইনে। ওয়াই সিটি এক্সিটের।’

‘ওয়েল, সার।’ রানার ওপর থেকে অনেক কষ্টে চোখ সরাল লোকটা। ‘যদি কোনও সমস্যা হয় বা সাহায্যের প্রয়োজন হয়, চলে আসবেন আমার কাছে। আমার নাম সিডনি হল।’

‘আমার মনে থাকবে, ডেপুটি হল।’

লোকটার পাশ ঘেঁষে গাড়িতে ওঠার সময় অস্বস্তি লেগে উঠল মাসুদ রানার। যেন জ্যান্ত বিষধর সাপের পাশ দিয়ে হাঁটছে। না তাকিয়েও বুঝল লোকটা ওকে মাপছে। ওজন করছে। ব্যাপারটা একদম পছন্দ হলো না।

‘একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?’ স্টার্ট দিয়ে গিয়ার এনগেজ করল রানা।

‘কী?’

‘তোমার জন্ম এই শহরে শুনেই তোমাকে নাম ধরে ডেকেছে লোকটা।’

ওর দিকে তাকিয়ে থাকল জন। ‘তাই তো! আমার নাম জানল কীভাবে ব্যাটা?’

নিতম্বের কাছে একটা নড়াচড়া অনুভূত হতে আঁতকে উঠেছিল গ্যারি স্যাণ্ডার্স। পরমুহূর্তে বুঝল ওটা তার বিপার’স ভাইব্রেটর। অফিসেরটা নয়, ডেপুটি সিডনি হলকে কদিন আগে দেয়া নতুনটা। ব্লু আইয়ের ৮০০ নাম্বারের।

বিষয়টা কী হতে পারে ভাবতে ভাবতে ডায়াল করল সে। নীরবে শুনতে লাগল।

‘আমি সিডনি হল, সার,’ ডেপুটির গলা কানে এল। জনের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বয়ান করে গেল সে। গ্যারি চুপ করে শুনতে লাগল। ‘সে যাই হোক, আমি ওদের পিছনে লেগেছি। লেগে থাকব শেষ পর্যন্ত। প্রথমে ব্রুস উইলিয়ামসের

সাথে দেখা করেছে ওরা। কোনও সমস্যা হবে, সার? আমাকে কোনও ব্যবস্থা নিতে হবে? আহ্, আরেকটা কথা। জনের সঙ্গে যে এসেছে, তাকে আমার একদম পছন্দ হয়নি। কেউটে সাপের বাচ্চা ওটা। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এই লোক বিপদের কারণ হয়ে উঠবে।'

স্যাণ্ডার্স জুনিয়র নির্বিক'র। হলের রিপোর্টিং শেষ হতে লাইন কেটে দিয়ে কিছু ভাবল সে। তারপর ওয়াশিংটনের এক নাম্বারে ফোন করে দীর্ঘ সময় কথা বলল। বলল আসলে কম, শুনল অনেক বেশি। এক সময় আস্তে করে রিসিভার রাখল সে।

স্থির, অন্যমনস্ক। তাকে দেখলে যে কেউ বুঝবে, এইটুকু সময়ের মধ্যে চেহারার চেকনাই অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে।

আট

পুরনো রুট ৭১ ধরে জায়গামত পৌঁছতে তিন ঘণ্টার মত লেগে গেল ওদের। জায়গা খুঁজে বের করতে দেরি হয়েছে বলে নয়। দুবার ব্রুসের বাথরুমে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ায় গাড়ি থামাতে হয়েছে। তারপর তাঁর খিদে সামাল দিতে ওয়ালড্রন এক্সিটের ডেনি'স-এ থেমে প্যানকেক খাওয়াতে হয়েছে।

শেষবার যাত্রা করার আধ ঘণ্টা পর প্রসিকিউটরের ধ্যান ভঙ্গ হলো। 'এখানে, এখানে! এখানে রাখো।'

'এখানে?' সন্দেহ হলো জনের। সামনে রাখা একটা ম্যাপ দেখল। 'ম্যাপ অনুযায়ী আমরা তো সবে টুয়েণ্টিথ্রি পার হলাম,

ব্রুস। পত্রিকাগুলোর মতে টুয়েন্টিথ্রি-র দক্ষিণে সেই জায়গা। অথচ আমরা এখন উত্তরে... '

'গডড্যামিট, বয়!' খেপে উঠলেন বৃদ্ধ। 'কোথায় আছি তা তোমার কাছে শুনতে হবে না। এই এলাকায় হাজারবার এসেছি আমি। যা বলছি করো।'

অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকাল জন নিউম্যান। রুট ৭১-এর অতীতের সেই চেহারা নেই বলেই সমস্যা হচ্ছে হয়তো। তখন যে সব বাঁক, সুইচব্যাক ছিল, এখনও সেগুলো আছে। কিন্তু সেসবের কোনটা কোথায় ছিল মনে করতে পারছে না জন। বরফের মাঠে লাঠি পুঁতে স্কিয়ারদের চলার পথ যেমন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, হাওয়ার্ড হকিনস পার্কওয়েকে শূন্যে ধরে রাখার জন্য নির্মিত সেইরকম পিলারের জন্য সব এলোমেলো হয়ে গেছে। এগুলো অনেক মোটা মোটা পিলার অবশ্য।

পার্কওয়ের তলা দিয়ে একবার ডানে চলে গেছে পুরনো রুট, একবার বাঁয়ে গেছে। কখনও পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে ওটার মাথার অনেক ওপর দিয়ে চলে গেছে। আবার কখনও চোখের আড়ালে পুরোপুরিই হারিয়ে গেছে—কখনও পাহাড়ের, কখনও বা ঘন বনের পিছনে। চিনতে পারছে না সে। তবে ওটার অস্তিত্ব যে একেবারে হারিয়ে যায়নি, তাতেই কৃতজ্ঞ হলো জন।

জনের ভাণ্ডারের '৬৫ সালের ২৪ জুলাইয়ের *আরক্যানসো গেজেট* আর ব্রুস উইলিয়ামসের স্মৃতির সাহায্যে এক সময় খুঁজে পাওয়া গেল জায়গাটা। বোলস ছাড়িয়ে পাঁচ মাইল যেতে রাস্তার পাশের *বেটি'স ফর্মাল ওয়্যার* নামের এক ট্রেইলারের কাছে। ওখানে পৌঁছতেই ব্রুস চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখানে রাখো, এখানে!'

পিক-আপ দাঁড় করাল রানা। ওদের মাথার ত্রিশ ফুট উঁচুতে দানবীয় একটা বাহুর মত ভেসে আছে পার্কওয়ে। আকাশের অনেকখানি আড়াল করে রেখেছে। ওপর দিয়ে ভারি ভারি

ট্রেইলার ট্রাক ছুটে যাওয়ার শব্দ আসছে। মাটি কাঁপছে।

ডানে-বাঁয়ে তাকাল জন। লম্বা লম্বা ঘাস ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। 'ভুট্টার খেত কোথায়? এখানে না ভুট্টার খেত ছিল?'

'এক সময় ছিল,' ব্রুস বললেন। 'কিন্তু গত দুই দশকে এখানে ওসবের কিছুই চাষ হয়নি। পুরোটাই গবাদি পশুর ঘাসের জন্য অনাবাদী রাখা হয়েছে।'

একটা সাইক্লোন ফেন্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন আইনজীবী। দূরের এক সারি পাইন গাছ দেখালেন হাত তুলে। 'ওগুলোর ওপাশে ছিল ভুট্টা ক্ষেত।'

পাইন গাছগুলো দেখে নতুন করে অস্বস্তিতে পড়ল জন নিউম্যান। এগুলো আগে ছিল না, জানে সে। ছোটোবেলায় এ পথে অজস্রবার আনাগোনা করেছে সে ট্রেইলারে করে, কখনও এই গাছগুলো চোখে পড়েনি। তা হলে? ব্রুসকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ষাটের দশকের শেষদিকে কেউ লাগিয়েছিল এগুলো।

এখন ত্রিশ ফুট লম্বা হয়ে চোখের সামনে একটা পর্দার মত দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর কারণে পুরনো রুট ৭১ থেকে সেই ভুট্টার খেত এখন আর দেখা যায় না। একটা সন্দেহ দেখা দিল জনের মনে। তা হলে কি ভুট্টার খেতের নির্দিষ্ট জায়গাটা আড়াল করতেই গাছের এই দেয়াল সৃষ্টি করা হয়েছে?

গাছগুলোর মধ্য দিয়ে ঘন সবুজ ঘাসমোড়া একটা সমতল মাঠ দেখতে পেল ওরা। ঘাসের মধ্যে কিছু কিছু বুনো লতাপাতা আর ঝোপঝাড় আছে, ঘাসের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার সংগ্রাম করছে। ছোটো ছোটো সাদা ফুল ধরেছে তাতে, মৃদু হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে।

'পঁয়ষট্টি সালে ওখানকার পুরোটায় ঘন ভুট্টার খেত ছিল,' বললেন বৃদ্ধ। 'ভেতরে কিছু দেখা যেত না। তোমার ড্যাডির মারা যাওয়ার খবর পেয়ে আমরা যখন এখানে আসি, তখন

সম্ভবত রাত সাড়ে বারোটা। তারপর এক এক করে আরও অনেক গাড়ি এল। এক কুড়ির কম না।'

চোখ মুদল জন। অন্ধকারে পুলিশ কারের মিছিল, ওগুলোর মাথায় রিভলভিং বাবল্‌সের রঙিন আলো, একাধিক রেডিওর খুট্‌ খাট্‌, ঘ্যাস ঘোঁস আর মেডিকদের জরুরি সাহায্যের নিরর্থক চিৎকার ও ছোটাছুটির সময় জায়গাটা কেমন দেখাতে পারে, কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করল।

ফ্লাস্ক খুলে এক ঢোঁক উইস্কি গিললেন ব্রুস উইলিয়ামস। 'ওটা সম্ভবত ও'ব্রায়ান নামে একজনের সম্পত্তি ছিল। ওই যে, গড্যাম হাইওয়ে যেখান দিয়ে বাঁক নিয়েছে। ওখানে ছোটো ছোটো কাঠের কেবিন বানিয়ে কিছু হোয়াইট ট্র্যাশ পরিবারকে ভাড়া দিয়েছিল লোকটা। আমি আর তোমার ড্যাডি একবার এখানে হরিণ শিকারে এসে জবর বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। ঊনষাট সালে।'

'বিপদ কীসের?' জন বলল।

'কেবিনগুলোর কাছে একটা হরিণ দাঁড়িয়ে আছে দেখে লোভ সামলাতে না পেরে গুলি করেছিলাম আমি। ওফ্‌! আর যায় কোথায়!' আরেক ঢোঁক খেলেন বৃদ্ধ। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে বললেন, 'কী বিপদেই না পড়েছিলাম!'

'কেন?'

'হরিণটা যেখানে ছিল, তার সবচেয়ে কাছের কেবিনটায় থাকত এক বুড়ি। গুলির শব্দে তীরের বেগে ছুটে বেরিয়ে এল সে। বন্দুক হাতে আমাদের দেখে কোমর বেঁধে ঝগড়া শুরু করে দিল! বুড়ির দাঁত ছিল না। কালো মাড়ি বের করে হাউমাউ করে কী সব ঘোড়ার ডিম বলছিল, কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে চার্লসের কাছে শুনি, ঘরের মধ্যে তার নাতীরা খেলা করছিল... তাদের গায়ে গুলি লাগতে পারত। সেইজন্য তড়পাচ্ছিল ডাইনী বুড়ি।'

'ড্যাডির লাশ কোথায় ছিল?'

হাত তুলে একটা জায়গায় আঙুল তাক করলেন আইনজীবী। 'ওখানটায়। ওই যে একটা সরু রাস্তা দেখা যাচ্ছে, ভাঙাচোরা, ভুট্টা খেতের মধ্যে ছিল ওটা। তখন বাইরে থেকে চোখে পড়ত না। ওই রাস্তায় তোমার ড্যাডির ক্রুজার আড়াআড়িভাবে পার্ক করা ছিল। জ্যাকেরটা ছিল আরও বিশ-পঁচিশ গজ ওপাশে।'

'কাছে গিয়ে দেখা দরকার,' জনকে বলল রানা।

'অ্যাঁ?' বৃদ্ধ বললেন।

'আমরা কাছ থেকে দেখতে চাই জায়গাটা।'

'যাও। দেখে এসো। আমি এখানে বিশ্রাম নেব ততক্ষণ। পথ হারালে বা চোরাবালিতে আটকে গেলে ডাক দিয়ো। গিয়ে উদ্ধার করে আনব,' হাসলেন। 'খেয়াল রেখো। পথে সাপ-টাপ পড়তে পারে কিন্তু। আমাদের সামনে পড়েছিল সেদিন। চার্লস মারা যাওয়ার দিন। ইয়া বড় এক র‍্যাটলার। রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। ভয়ে সবার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ম্যাক জিমসন গুলি করে মারে ওটাকে।'

'র‍্যাটলার?' জন বলল।

'হ্যাঁ। গড্যাম টিম্বার র‍্যাটলার। বিশাল। ভুট্টা খেতের ভেতরেই কোথাও লুকিয়েছিল হয়তো। পরে অনেক মানুষ দেখে ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করে।'

রানা আর জন পা বাড়াল। মিনিট পাঁচেক হেঁটে পাইন গাছের বেড়া গলে ওপারে চলে গেল। অযত্নে বেড়ে ওঠা লম্বা লম্বা ঘাস মাড়িয়ে এগোতে লাগল সামনের দিকে। এখন এটা শুধুই ঘাসের মাঠ, হাইওয়ের ছায়ায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। কোনও শস্য-টস্য নেই। রাস্তার আভাস যেদিকে দেখেছিল, সেদিকে এগোল ওরা। এখন আর রাস্তা নেই সেটা। খানিকটা লম্বা, ফাঁকা জায়গা। লতা-পাতা ঠিকমত জন্মাতে পারেনি ওখানে। রাস্তাটা ধরে একশো গজমত এগিয়ে থামল ওরা।

'এখানে?' জন বলল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে।

বৃদ্ধের দিকে ফিরল দু'জনে। ওদের তাকাবার কারণ বুঝতে পেরে মাথা দোলাতে লাগলেন তিনি—ওখানেই।

মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল জন। অদ্ভুত লাগছে। ড্যাডির মৃত্যর পর আরও আট বছর এই শহরে কাটিয়ে গেছে সে, কিন্তু এখানে কখনও আসেনি। আজই প্রথম।

কখনও ফুল দিতে বা ঘটনাস্থলে একবার নজর বোলাতেও না। কেন? কারণটা সঠিক জানে না সে, তবে সীমাহীন কষ্টই হবে হয়তো। তার মা স্বামীকে হারানোর কঠিন বেদনা সহ্য করতে না পেরে দিন-রাত মদ খেয়ে পড়ে থাকত। তারপর সে-ও একদিন ফট্ করে মরে গেল।

পরের কয়েকটা বছর যে কীভাবে কেটেছে, পুরোপুরি মনে নেই জন নিউম্যানের। বাড়িতে তাকে দেখাশোনা করার কেউ নেই, তাই মিস জুডি ক্যামেরন নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। সেখানে থেকে জন পড়াশোনা চালিয়ে গেছে কোনওমতে। ওকে ভীষণ ভালবাসতেন মহিলা। তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন ওর দিকে, যাতে কোনও কষ্ট না হয়।

'৭৪ সালের ১২ জুন হাই স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করে জন নিউম্যান। তার পরদিনই এই রুট দিয়ে তাকে ফোর্ট স্মিথে নিয়ে যান ব্রুস উইলিয়ামস, ইউএস মেরিন কর্পসে ভর্তি করতে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, জনের ব্লু আই থেকে দূরে সরে থাকাই ভাল হবে। সেটা নিশ্চিত করতে ওকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন তিনি।

'এখানে,' রানার কথায় ধ্যান ভাঙল তার। ওর নজর পত্রিকার ডায়াগ্রামের দিকে। 'এখানেই পার্ক করেছিল জ্যাক রিচি।' জনকে পাশ কাটিয়ে কয়েক পা সামনে এগিয়ে গেল। 'এখানে ছিল তোমার বাবার ক্রুজার। আর এখানে পড়ে ছিলেন তোমার বাবা।'

'রক্ত নিঃশেষ হয়ে?'

'অ্যাঁ?'

'বলছি, রক্ত নিঃশেষ হওয়ার কারণেই তো ড্যাডির মৃত্যু হয়েছে, তাই না?' ওর দিকে ঘুরল এক্স মেরিন। 'ব্লাড লস। কোনও মেজর ব্লাড ভেসেলে বুলেট ঢুকে পড়েছিল হয়তো।'

'বুলেট তিনভাবে মানুষকে হত্যা করতে পারে,' বলল রানা। 'প্রথমত, সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ধ্বংস করে দিয়ে। মাথায় গুলি লাগলে তাৎক্ষণিকভাবে এটা হতে পারে। সেরিবেলামের গভীরে, মানে, চোখের দু-ইঞ্চি পিছনে, দুই কানের মাঝখানে যদি লাগে। তেমন হলে যে কেউ ভাঙাচোরা পুতুলে পরিণত হবে চোখের পলকে। সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগের মধ্যে ক্লিনিক্যালি ডেড হয়ে যাবে।

'দ্বিতীয়ত, ধমনী ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে ডিপ্রেশারাইজেশনের মাধ্যমে। হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের কোনও রক্তবাহী ধমনী ছিঁড়ে গেলেও পরিণতি একই হবে। সে ক্ষেত্রে পনেরো থেকে বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ক্লিনিক্যালি মৃত্যু হবে তার। আর যদি কোনও মেজর ব্লাড বিয়ারিং অর্গানে গুলি লাগে, তা হলে পরিস্থিতি ভেদে তিন, চার মিনিট, কখনও বা পনেরো থেকে বিশ মিনিট টিঁকে থাকতে পারে মানুষ। অসহায়ের মত রক্ত পড়া দেখতে দেখতে মরে।' একটু বিরতি দিল রানা। 'এর কোনটা হয়েছিল তাঁর বেলায়?'

'জানি না। ওই ব্যাপারে কোনও পত্রিকা বিস্তারিত লেখেনি। শুধু লিখেছে "ব্লেড টু ডেথ"।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তা হলে শেষেরটাই হয়েছে। অসহায়ের মত রক্ত পড়া দেখতে দেখতে মৃত্যু।'

'আমি জানি না। কীভাবে জানা যায়?'

জবাব দিল না রানা। চারদিকে চোখ বোলাল। এখানকার পতিত জমির ভাষা পড়ার চেষ্টা করল। ঢেউয়ের মত উত্থান-

পতন দেখল মাটির, অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার চেষ্টা করল।

ঠিক এখানেই কেন?

এ মুহূর্তে ও যেখানে আছে, সেদিন চার্লস নিউম্যানও সেখানেই ছিলেন, ভাবল রানা। রুট ৭১ থেকে জায়গাটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কল্পনার লম্বা লম্বা ভুট্টা গাছের জন্য ব্যর্থ হলো। গাড়ি নিয়ে এখানে পৌঁছতে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ড্রাইভ করতে হয়েছে তাঁকে, নইলে নরম মাটির ওপর দিয়ে পিছলে খেতের মধ্যে নেমে যেতে পারত গাড়ি।

'মিস্টার ব্রুসকে জিজ্ঞেস করো তো সেদিন চাঁদ ছিল কি না!' বলল রানা। 'টেম্পারেচার কেমন ছিল, বাতাস ছিল কি না।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জন। 'কেন?'

'আগে শুনে এসো। তারপর বলছি।'

পা টেনে টেনে চলে গেল সে। বাতাস উঠল এক দমক। সূর্য জ্বলজ্বল করছে। একটা-দুটো গাড়ি খানিক পর পর ছুটে যাচ্ছে পার্কওয়ে ধরে। রানার একশো গজ পিছনে রয়েছে ওটা। এক এক করে চারদিকে ঘুরল রানা। দক্ষিণে একটা উৎরাই আছে। চার্লস ওই পথে এসেছিলেন হয়তো।

উত্তরে দেখা যাচ্ছে হইওয়ে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস বিল্ডিংগুলোর উজ্জ্বল রঙের ছাত। আরও আছে একটা মোটেল, গ্যাস স্টেশন ও কয়েকটা রেস্টুরেন্ট।

'৬৫ সালে এসবের কিছুই ছিল না। ছিল কেবল বন-জঙ্গল। ওয়ালড্রন শহর এখনও এগারো মাইল পিছনে। ঢেউয়ের মত আরও কয়েকটা উৎরাই আছে পশ্চিমদিকে। রুট ৭১-এর ওপাশটা ওকলাহোমার প্রেয়ারির দিকে নেমে গেছে ক্রমান্বয়ে। পিছনদিকে ফিরল রানা। পুবদিকে, পার্কওয়ের দিকে। ওর জানা নেই, ওখানে একটা রিজ ছিল অতীতে। ফারগুসন রিজ বা ডিয়ার স্ট্যাণ্ড নামে। কয়েকটা বিল্ডিঙের আড়ালে পড়ে গেছে

এখন সেটা।

'ব্রুস বলছেন চাঁদ ছিল না,' জন বলল ফিরে এসে। 'তারা ছিল, কিন্তু চাঁদ ছিল না। হিউমিডিটিও ছিল না। পঁচাত্তর বা আশি ডিগ্রি ছিল হয়তো। হালকা বাতাসও ছিল।'

বিস্ময়কর! মনে মনে বলল রানা। কত বছর আগের কথা! এখনও এতকিছু মনে আছে বৃদ্ধের? 'আরও দু'য়েকটা প্রশ্নের জবাব চাই।'

'কী প্রশ্ন?'

'জ্যাক আর মাইক এখানে এসেছিল কীভাবে? এত লম্বা রাস্তা আর এতগুলো রোডব্লক পেরিয়ে?'

'সে প্রশ্ন তো আমারও!' জন বলল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এতদিন ভাবতাম ফোর্ট স্মিথ থেকে এখানে পৌঁছানোর একাধিক গ্রাম্য রাস্তা আছে, তার যে কোনও একটা দিয়ে এসেছিল ওরা। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। তখনও একটাই রোড ছিল, রুট সেভেণ্টিওয়ান। আশ্চর্য! সত্তরটা রোড ব্লক বসানো হয়েছিল এই রোডে। তারপরও কীভাবে এত পথ পাড়ি দিতে পারল ওরা?'

জন নিউম্যান চুপ করে থাকল।

'তারপর... এখানেই কেন হত্যা করা হলো তোমার ড্যাডিকে? আর কোথাও নয় কেন?'

মাথা চুলকাল জন। 'আহ্, মনে হয়... এখানে এসে ওদের খপ্পরে পড়ে যায় ড্যাডি। ওদের তাড়া করে আসছিল, ওরা টের পেয়ে রাস্তার পাশে ঘাপ্‌টি মেরে বসে ছিল। তারপর...'

'তুমি জানো, সবাই জানে, উনি আগে আসেন এখানে। এসে জ্যাক আর মাইকের অপেক্ষায় ছিলেন। কাজেই "ওদের খপ্পরে পড়ে যওয়ার" কোনও সুযোগ ছিল না তাঁর।' একটু ভাবল রানা। 'তারপরও ওরা তাঁকে হত্যা করতে পারল কীভাবে?'

'কীভাবে?' ওর প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করল জন।

‘একজনই এ প্রশ্নে জবাব দিতে পারবে।’

‘ব্রুস?’

‘না,’ ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ও। ‘তোমার ড্যাডি।’

পিক-আপ ট্রাকের টেইল গেট খুলে পা ঝুলিয়ে বসে ছিলেন বৃদ্ধ আইনজীবী। মাথার স্লাউচ হ্যাট রোদের দিকে কাত করে বসিয়ে পাইপ টানছেন। ওদেরকে ফিরে আসতে দেখে বললেন, ‘তোমরা পথ হারাওনি দেখে অবাক হয়েছি।’

‘মিস্টার উইলিয়ামস,’ রানা বলল। ‘আমরা যদি নতুন করে জনের ড্যাডির ময়না তদন্ত করাতে চাই, কী ধরনের পেপারওয়ার্ক করতে হবে আপনাকে?’

হ্যাটটা সোজা করলেন বৃদ্ধ। একটা কিশোরের মত ঝুপ্ করে মাটিতে নামলেন। ধূর্ত চোখে একবার রানাকে, একবার জনকে দেখলেন। ‘এত বছর পর এসব আবার কেন?’

‘আসল সত্যটা জানতে চাই, তাই। মিস্টার নিউম্যানের ময়না তদন্তের রিপোর্ট নেই। এই ডায়াগ্রাম, এটা ভুল হতে পারে। খবরের কাগজের কাহিনিও ভুল হতে পারে। আর অফিশিয়াল কাগজপত্র তো সব পুড়েই গেছে। এখন একমাত্র নতুন ময়না তদন্তই আমাদেরকে সত্যি কথাটা বলতে পারবে।’

দুই কোমরে হাত রেখে দাঁড়ালেন আইনজীবী। ‘জন, তোমার মত আছে এসবে? তুমিও তাই চাও? আমি মনে করি না এত বছর পর তাতে বিশেষ কোনও সুবিধে হবে।’

‘তবু আমি চাই, ব্রুস,’ বিনা দ্বিধায় জবাব দিল সে। ‘আপনি চান না?’

কিছুক্ষণ পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। এক পায়ের জুতোর ডগা দিয়ে মাটিতে তবলা বাজালেন। ‘প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো একটা ডেডবডি!’

‘জানি,’ রানা বলল। ‘এ-ও জানি, বেশি কিছু পাওয়া যাবে না পরীক্ষা করে। তবু আমি নিরুপায়। পারফেক্ট ইতিহাস

জানতে হলে কাজটা করতেই হবে, সার।' বিরতি। 'খুব দক্ষ একজন করোনারেরও প্রয়োজন হবে।'

বৃদ্ধের ধ্যান ভাংতে কিছু সময় লাগল। 'ওয়েল দেন!' সরু কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। 'আমি করোনারের অফিস আর কাউণ্টি ক্লার্কের অফিসে এক্সিউমেশনের দরখাস্ত দাখিল করছি। আমার চেনা একজন ভাল ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট আছে। তাকেও খবর দেব। আরেকটা কাজ আছে। ধারেকাছের কোনও মরচুয়ারির সাথে কথা বলে সেখানে তার কাজ করার মত আয়োজন করতে হবে তোমাদেরকে।'

ফেরার সময় পুরো রাস্তা ঘুমিয়েই কাটালেন বৃদ্ধ। সূর্যাস্তের একটু আগে তাঁর বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। মানুষটাকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে ডাকতে ইচ্ছে করল না ওদের। রানা ভেবেছিল গাড়ি থেমে গেছে টের পেলেই জেগে উঠবেন। কিন্তু উঠলেন না।

গোধূলির রক্তিম আলোয় ঝলমল করছে আকাশছোঁয়া রিচ মাউণ্টেনের পিছনের আকাশ। আগুনে রং পেয়েছে ব্লু আই।

'ব্রুস!' মৃদু গলায় ডাকল জন।

একটু নড়লেন বৃদ্ধ। কিন্তু চোখ না মেলে আরও গুটিশুটি মেরে শুলেন। 'ব্রুস!' এবার একটু জোরে ডাকল।

হঠাৎ পূর্ণ চোখে তাকালেন আইনজীবী। ওদেরকে মুখের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন।

'কী! কী হয়েছে! আপনারা...?' ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওঠার জন্য। ভয়ে পেয়ে গেছেন।

'ব্রুস, ব্রুস!' তাঁর কাঁধে এক হাত রাখল জন। 'আমি জন নিউম্যান। চার্লস নিউম্যানের ছেলে। ভয় নেই।'

কিন্তু কাজ হলো না। চোখ কপালে উঠে গেছে বৃদ্ধের, আতঙ্কে বিস্ফারিত। দেহ শক্ত, আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

'কারা আপনারা? ভীত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আমার কাছে

কী চান? প্লিজ, আমাকে মারবেন না!’

‘মিস্টার উইলিয়ামস,’ রানা কথা বলল এবার। ‘আমরা আপনার বন্ধু চার্লসের ক্রাইম সিন দেখতে গিয়েছিলাম, রিমেমবার? চার্লস নিউম্যানের ক্রাইম সিন? সেখান থেকে ফিরলাম এইমাত্র। এই যে আপনার বাড়ি। আপনাকে পৌঁছে দিতে এসেছি। দেখুন!’ হাত দিয়ে বাড়ি দেখাল ও।

দেখলেন বৃদ্ধ আইনজীবী। আবার ওদের দিকে ফিরলেন। এখনও ভয় কাটেনি।

‘ইট’স ওকে, ব্রুস। আমি জন। আপনার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।’

কাঁপা কাঁপা পায়ে ট্রাক থেকে নামলেন বৃদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত বুঝে উঠতে পারলেন না কী করবেন। তারপর ঘুরলেন।

দীর্ঘ জীবনের সঙ্গী, দোতলা বাড়িটার দিকে এগোলেন ধীর পায়ে। পিছন থেকে বৃদ্ধের শীর্ণ, সামনে ঝুঁকে পড়া পিঠের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রানা।

আশ্চর্যরকম অসহায় লাগছে মানুষটাকে! একটু আগে যিনি চল্লিশ বছর আগের এক রাতের প্রতিটা খুঁটিনাটির নির্ভুল বর্ণনা দিলেন, তিনি-ই কি না এক ঘণ্টা আগের স্মৃতি হারিয়ে ফেললেন?

এ লোকের একা একা দিন কাটে কেমন করে?

নয়

জাজ মেয়ার্সের কাছে আজ নির্ঘাত হারতে হবে, ভাবছে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। চিন্তাটা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে তাকে। মেয়ার্স কখনও হারাতে পারেনি তাকে। সে কেন, কেউই পারেনি আজ পর্যন্ত।

পশ্চিম আরক্যানসোয় তো বটেই, সারা রাজ্যেই স্পোর্টিং ক্লে শুটার হিসেবে স্যাণ্ডার্সে জুনিয়র অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সবার সেরা। বছরে যত জাতীয় প্রতিযোগিতা হয়, তার অনেকগুলোতেই ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে থাকে সে। মেরিল্যাণ্ডের বিগ পিগ, সান অ্যান্টনিওর এনএসসিএ বা অরল্যাণ্ডোর সেমিনল কাপ চ্যালেঞ্জ ছাড়া আর যত আছে, সবগুলোতে।

স্পোর্টিং ক্লে শুটিঙের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সে। এ খেলায় টার্গেট নিরিখ করার যে হাত থাকা একান্ত জরুরি, তা তার আছে। হ্যারি স্যাণ্ডার্সের হাতের টিপ বলতে গেলে 'গড গিফটেড'। অঙ্কের বেলায় সে যেমন অতুলনীয়, হাতের টিপের ক্ষেত্রে তারচেয়েও বেশি জিওমেট্রি-ইন্সটিংকটিভ।

তবে যত ভাল শুটারই হোক না কেন, তাদেরও মাঝেমধ্যে খারাপ দিন আসে। সেদিন মনে হয় ট্র্যাপ থেকে পাখিগুলোর যেভাবে বেরিয়ে আসার কথা ছিল, সেভাবে বের হচ্ছে না। হয় বেশি কাছে চলে আসছে, নয়তো বেশি দূরে দেখা দিচ্ছে। অথবা বের হওয়ামাত্র দামাল বাতাসের পাল্লায় পড়ে শূন্যে একের পর এক ডিগবাজি খাচ্ছে।

চোখও মনে হয় বিশ্বাসঘাতকতা করে সেদিন। লক্ষ্য ঠিকমত দেখতে পায় না। মাথা ঠিকমত কাজ করে না। হাজার দক্ষ হাতও স্বাভাবিক সময়ের মত স্বচ্ছন্দে চলতে চায় না। এমনি হাজারও ছোটোখাটো বিষয় সমস্যা সৃষ্টি করে। আজ স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের তেমনি একটি দিন যাচ্ছে। বিক্ষিপ্ত।

যে মেয়ার্স জীবনেও ৪৫ করতে পারেনি, আজ সে তাই করে বসে আছে—শেষ স্টেশনে আছে এখন। অথচ সে করেছে ৪৩। শেষ কিস্তিতে দু'জন যদি ৫ পয়েন্ট করেও পায়, তা হলেও ২ পয়েন্টে হারবে সে। অর্থাৎ আজ হারতেই হবে। উপায় নেই।

'আজকের দিনটা আমার নয়,' বিড়বিড় করে বলল হ্যারি।

কিন্তু জাজ মেয়ার্স কোনও মন্তব্য করল না। নীরবে কেজ-এ ঢুকে গেল সে। স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের স্পোর্টিং ক্লে শুটিং কোর্সটা সত্যি দেখার মত। খেলাটাকে আকর্ষণীয় রাখতে যতটা পারা যায় কঠিন করা হয়েছে। ট্র্যাপটা কোর্সের বাঁ দিকে।

'বুঝলে? আজ নিজেকে খুব ওস্তাদ শুটার মনে হচ্ছে আমার,' বলল জাজ মেয়ার্স। সেবাস্টিয়ান কাউন্টির পার্টি চেয়ারম্যান সে। সিনেটর ডেভিড হকিনসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার নির্বাচনী প্রচারণার তহবিল সংগ্রহকারী। যদি ডেভিড প্রেসিডেন্ট হতে পারে, তা হলে কোনও সন্দেহ নেই তার পরবর্তী ঠিকানা হবে ওয়াশিংটন।

'ওকে, জাজ,' বিরক্তি চেপে রেখে বলল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। 'তুমি চাইলে আমি এখনই চেক লিখে দিতে পারি। আজ আর না। তুমি আসলেই ভাল মেরেছ আজকে।'

'ওহ, হ্যারি, হ্যারি, হ্যারি! তুমি সত্যিই স্যাণ্ডার্স সিনিয়রের ছেলে। কিন্তু আমার বেলায় ওই বিদ্যে না খাটালেই ভাল করবে।'

হাসল সে। ফোর্ট স্মিথে স্যাণ্ডার্সের গেমসম্যানশিপের সুনাম সবার মুখে মুখে ফেরে। পোকার, গলফিং, উইং-শুটিং সার্কেল,

সবখানে। এবং ফোর্ট স্মিথে এসব একটামাত্র সার্কেলকে কেন্দ্র করেই ঘোরে। সেটা হলো রিচ বয়'স ক্লাব।

সুন্দর, স্মার্ট চেহারার পেরাৎযির ওভার-অ্যাণ্ড-আণ্ডারের চেম্বারে দুটো ৮ নম্বর ভরে মৃদু ঝাঁকির সঙ্গে রিসিভারে আটকাল জাজ মেয়ার্স। আওয়াজটা হলো ব্যাংকের ভল্ট বন্ধ হওয়ার মত, ভারী। তারপর কাঁধে বন্দুক তুলে ঢিলেঢালা পজিশন নিল সে।

'ট্র্যাপার রেডি!' বাঁ দিক থেকে চেঁচিয়ে বলল কেউ।

'পুল!' হুঙ্কার ছাড়ল জাজ। অদৃশ্য ট্র্যাপার আকাশে এক জোড়া ডিস্ক ছুঁড়ে দিল। দুটো গোলাপি পিরিচ আবছাভাবে ঝলসে উঠল উপত্যকার আকাশে। বন্ বন্ করে ঘুরছে, উচ্চতা হারাচ্ছে, চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

জাজের পেরাৎযি হুঙ্কার ছাড়ল দু'বার, দ্রুত। দূরে গুলি যেখানটায় লাগল, সেখানে হালকা ধোঁয়ার মত দুটো কমলা রঙের ফুল্‌কি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

খালি খোসা ফেলে ধীরেসুস্থে আরও দুটো কার্তুজ চেম্বারে ভরল জাজ। 'পুল!'

এবারের ক্লে পিজিয়নটা এতই দূরে যে অ্যাসপিরিন সাইজের একটা ট্যাবলেট মনে হলো ওটাকে। পেরাৎযির ব্যারেল পাঁই করে ঘুরে গেল সেদিকে, গুলি করল জাজ। কিন্তু লাগাতে পারল না। 'ড্যাম!' বলল সে, 'এইবার গেছি!'

'আরে, না!' বলল জুনিয়র। 'তুমিই জিতবে আজ।'

আরও কঠিন থ্রো-র জন্য প্রস্তুত হলো জাজ। ব্যারেল ভাঁজ করতেই লাফিয়ে বেরিয়ে গেল খরচ হয়ে যাওয়া খোসাটা। সেই নলে গুলি ভরে নিল সে। এক জোড়া পাখি আকাশে উঠবে এবার। উঠেই দু'দিকে সরে যেতে যেতে রংধনুর মত বাঁক নেবে। দু'টো পাত্রকেই ধরাশায়ী করতে হয়। কিন্তু কাজটা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। আকাশে ওঠামাত্র একটাকে গুলি করেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যটার দিকে মন দিতে হয় খেলোয়াড়কে। ওটা

নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগে কাজ সেরে ফেলতে হয়।

বেশ জটিল। প্রথম পাখিটাকে গুলি করার পর অন্যটাকে ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে, সে ব্যাপারে নিজের ইন্সটিংকটের উপর নির্ভর করতে হয়। ওটাকে কাজে না লাগাতে পারলে খেলা খতম।

নিজেকে স্থির করল জাজ। প্রস্তুত হলো।

'পুল!'

দুর্ভাগ্য। দুটোই মিস। রাগে চিৎকার করে উঠল মেয়ার্স। 'গড্যাম! সান অভ আ বিচ!' বেরিয়ে এল খাঁচা থেকে।

'ওয়েল, ওয়েল! এ কী দেখছি?' হাসল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র।

টিটকিরিটা হজম করল মেয়ার্স। বলল, 'তুমি নিজেও কখনও এই স্টেশনে ভাল করতে পারোনি। আজও পারবে না।'

'বোধহয় ঠিকই বলেছ তুমি, জাজ,' খাঁচার দিকে পা বাড়াল সে। 'তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।'

ভেতরে ঢুকল সে। উদিতব্য টিল দু'টোর কথা ভাবছে একমনে। ওগুলো যাতে তাকে আউটগোয়ার বানাতে না পারে, সে জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভিজুয়ালাইজ, নিজেকে নির্দেশ দিল হ্যারি স্যাণ্ডার্স। মনের মাঝে নিজের চলমান ছবি ফুটিয়ে তুলল —সাবলীল ভঙ্গিতে বন্দুক তুলছে। পাখি দু'টোর লাইন বরাবর ব্যারেল স্থির করছে অত্যন্ত দক্ষ হাতে; বেশি ব্যস্ত না হয়ে, ব্যারেল বেশি না ঝাঁকিয়ে। তারপর চোখের পলকে দুটোকেই...

গান তুলে নিল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। জার্মানির ক্রেইগহফ কে-৮০ ওটা। সেরা বন্দুক নির্মাতার সেরা জিনিস। ১২ হাজার ডলারের ওপর ওটার দাম। চেম্বারে দুটো সাড়ে সাত নম্বর ভরল সে। গান লক করল। তারপর ধীরগতিতে সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল। শান্ত, অনড়। মনোযোগ কেন্দ্রীভুত হচ্ছে একটু একটু করে।

'পুল!'

ট্র্যাপ থেকে ক্লে পিজিয়ন কখন বেরিয়ে আসে, সেই অপেক্ষায় থাকলে কাজ হবে না। চোখের পলকে সাঁ করে বেরিয়ে আসে ওগুলো, সময় দেয় না। টার্গেট দেখে বন্দুক তুলতে গেলে দেরি হয়ে যায়। তাই দীর্ঘদিনের প্র্যাকটিস অনুযায়ী ব্যারেলটা নির্দিষ্ট দিক বরাবর খানিকটা ঘুরিয়ে যেখানে প্রয়োজন, ঠিক সেখানে নিরিখ করে অপেক্ষায় থাকল সে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির জানালায় আচমকা উঁকি দিল কমলা রঙের একজোড়া পিরিচ।

উচ্চতা কমতে শুরু করেছে, এখনই হারিয়ে যাবে। ওগুলোর ঠিক নীচ বরাবর রয়েছে ক্রেইগহফের ব্যারেলের প্রান্ত। অনুসরণ করছে। সময়মত গর্জে উঠল ওটা, পর পর দুবার। ৮০০ পেলেট বার্ড শটের ধাক্কায় সিরামিকের পিরিচ দু'টো কেবল চুরমারই হলো না, স্রেফ হাওয়া হয়ে গেল। ওগুলোর জায়গায় কমলা রঙের হালকা ধোঁয়ার মত দুটো ফুল্‌কি দেখা দিল।

ব্যবহৃত খোসা ফেলে দিয়ে শেলের ব্যাগে হাত ভরে দিল স্যাণ্ডার্স। একটা সাড়ে ৭ নম্বর উইনচেস্টার হেভি ট্র্যাপ লোড নিয়ে ক্রেইগহফের লোয়ার ব্যারেলে ভরল, ইমপ্রুভড্‌ সিলিণ্ডারে। প্রস্তুত হলো আবার। 'পুল!'

পাখি উড়াল দিল, ক্রেইগহফের ব্যারেল তাক করাই ছিল, কিন্তু ট্রিগারে চাপ দেয়ার সুযোগ পেল না সে। তার আগেই আরেকটা কিছু ঘটতে চমকে লাফিয়ে উঠল। হিপ পকেটে রাখা পেজারটা ভাইব্রেট করছে। বন্দুক নামাল জুনিয়র।

'গড্যাম!'

'কী হলো?' অবাক হলো জাজ মেয়ার্স।

'আমাকে একটা এমার্জেন্সি কল করতে হবে, জাজ। উড ইউ মাইণ্ড?'

শ্রাগ করল মেয়ার্স। 'গো অ্যাহেড। কনসেনট্রেশন তোমারই নষ্ট হবে। আমার না।'

রাইফেলটা কেজের গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে বাইরে এসে বেল্টের ফোল্ডার খুলল জুনিয়র। ডেপুটি সিডনি হলের রেকর্ড হওয়া রিপোর্ট শুনতে তার হট লাইনের কি পাঞ্চ করল।

'আহ্, সার। খবর সুবিধের না মনে হয়। গতকাল ওরা ওয়ালড্রনের দিকে গিয়েছিল। রুট সেভেন্টিওয়ান ধরে। ওদেরকে অনুসরণ করতে গিয়ে একবার হারিয়ে ফেলি আমি... জন, কী-নাম-সেই বিদেশী লোকটা, আর বুড়ো ব্রুসকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওয়ালড্রনের কাছের এক মাঠে তাদের দেখা পাই। আমার যদ্দূর মনে পড়ে ওখানে এক সময় ভুট্টার খেত ছিল। এখন পতিত। ঘাস ছাড়া কিছু নেই। ওখানে প্রায় সারা বিকেল ছিল লোকগুলো। আমাকে দেখতে পায়নি কেউ, শিওর।'

থামল লোকটা। মনে হলো সূত্র হারিয়ে ফেলেছে। 'তারপর, সার... আজ সকালে টেম্পোরারি কোর্টে গিয়ে কিছু ডকুমেণ্টস ফাইল করেছে ব্রুস উইলিয়ামস। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সার্জেণ্ট চার্লস নিউম্যানের ডেডবডির অটোপসি করানোর অনুমতির জন্য আবেদন করেছে তার ছেলে।

চার্লস নিউম্যানের অটোপসি! একটা অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে তাল হারানোর দশা হলো স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের। প্রথমেই মাটির নীচে হাত দিয়ে বসেছে? নাহ্, লক্ষণ ভাল নয়! তাড়াতাড়ি এর বিহিত না করলে সমস্যা এড়ানো কঠিন হয়ে উঠবে। মাথার মধ্যে হাজারটা সম্ভাবনা একসঙ্গে কিলবিল করতে লাগল তার।

'আহ্, এখন কী করব, সার?' বিরতি। 'বিদেশী লোকটাই এসব ঝামেলা পাকাচ্ছে, আমি জানি। ব্যাটাকে আমার প্রথমদিন থেকেই সুবিধের মনে হয়নি। আমার ধারণা, সার, দেরি না করে এখনই ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।'

তার বাবা সহিংসতা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন সব সময়, ভাবল হ্যারি স্যাণ্ডার্স। শক্তি খাটিয়ে কাজ আদায় করার বদলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করে চলা ছিল তাঁর নীতি। তবে

যখন তা সম্ভব হত না, সংঘাত এড়ানোর কোনও উপায় থাকত না, তখন তিনি বিদ্যুৎ গতিতে আঘাত হানতেও দ্বিধা করতেন না।

অপ্রত্যাশিতভাবে এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ে এমনই আঘাত হানতেন, সামনে কোনও শত্রু দাঁড়াতে পারত না।

সে ওই ধরনের কিছু করতে চাইছিল না। কারও পিছনে লাগতে গেলে সময় নষ্ট হয়, টাকার শ্রাদ্ধ হয়, নিজের কাজেরও ক্ষতি হয়। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাদের মনে নানান প্রশ্নের জন্ম হয়। তাই অনেক পুরনো এই বিষয়টা নিয়ে বাড়াবাড়ি ধরনের কিছু করার ইচ্ছে ছিল না তার।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অহিংস নীতি অনুসরণ করলে কাজ হবে না। ওদেরকে ঠেকানোর পদক্ষেপ না নিলে বিপদ হবে। বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে ওরা। এখন জন নিউম্যানকে শক্ত করে একটা চড় না লাগানো পর্যন্ত ব্যাটা পথে আসবে না বোঝা যাচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জুনিয়র। বিকল্প উপায় থাকলে এ পথ মাড়াত না সে। কিন্তু দুর্ভাগ্য!

জাজ মেয়ার্স ধৈর্য হারাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি কাজ সারল সে। রেকর্ডার অন করে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে কিছু করতে হবে না। চুপচাপ ওদের কাজ দেখতে থাকো আর আমাকে জানাতে থাকো। যা করার আমি করব। ওকে?'

ক্রেইগহফ তুলে নিয়ে কেজে ফিরে এল সে। খুশি। 'পুল!'

এক জোড়া ক্লে পিজিয়ন ভেসে উঠল শূন্যে, দুটো সরে যাচ্ছে দুদিকে—দু'টোকেই চুরমার করে দিল সে।

জীবনে দু-তিনবার এখানে এসেছে জন। প্রথমবার ড্যাডিকে কবর দেয়ার সময়। যতদূর মনে পড়ে, এ জায়গা তখন আরও

অনেক সবুজ ছিল। সুন্দর ছিল। স্মৃতির ভাণ্ডারে আজও ভাসছে এখানকার সেই গাঢ় সবুজ, ঢেউ খেলানো ঘাসজমি। বড় বড় ওক আর দেবদারু গাছ ছিল প্রচুর। চারদিক ছায়ায় ঢাকা ছিল।

এখন ঘাস তেমন নেই বলতে গেলে। গাছের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। চারদিকে শুধু কবর আর কবর। আমেরিকান ওয়ার ভেটেরানদের কবর। প্রতিটার সাদা পাথরের সমাধিফলক এমন সুশৃঙ্খলভাবে সারি সারি বসানো যে দূর থেকে মনে হয় প্যারেড করছে খাটো খাটো সৈন্যরা।

আগে এটা শুধুই ওয়ার ভেটদের কবরস্থান ছিল, এখন সাধারণ মানুষদেরও কবর দেয়া হয়। তবে ভেটদের অংশ ফেন্স দিয়ে আলাদা করা আছে, এই যা সান্ত্বনা।

'আগে কবার এসেছ এখানে?'

'একবার-দুবার,' বলল জন। অন্যমনস্ক। 'অনেক ছোটো থাকতে। বাবার শোকে মা স্থায়ীভাবে মাতাল হয়ে যাওয়ার আগে। এখানে এলে মা সারাক্ষণ শিশুর মত কাঁদত।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে।

'আমার ছোটো খালা মা-কে আনা-নেয়া করত। আমিও সঙ্গে থাকতাম। যেদিন মেরিন কর্পসে ভর্তি হতে যাব, তার আগের দিন শেষবার আসি এখানে।' শ্রাগ করল। 'আর আসা হয়নি।'

মাথা দোলাল রানা।

'এখানে বড় বড় অনেক গাছ ছিল যদ্দূর মনে পড়ে। অবশ্য ছোটো বেলার দেখা তো, হয়তো ঝোপই ছিল। কে জানে!'

'এটাই সেই কবর তো, মিস্টার রানা?' প্রশ্ন করল পেশাদার এক কবরখোদক। এই কাজের জন্য ভাড়া করে আনা হয়েছে তাদের কয়েকজনকে।

রানা জবাবের আশায় ঘুরে তাকাতে মাথা ঝাঁকাল জন নিউম্যান। 'লেট'স হোপ সো।'

সাধারণ লাইমস্টোনের স্তম্ভটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। আমেরিকান সিভিল ওয়ার থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত পশ্চিম আরক্যানযানদের আরও যে শত শত স্তম্ভ আছে এখানে, সেগুলোর সাথে কোনও পার্থক্য নেই এটার। স্তম্ভের লেখাগুলো পড়ল রানা

চার্লস নিউম্যান
ইউ.এস.এম.সি
আরক্যানসো স্টেট পুলিশ
১৯২০—১৯৬৫

তার নীচে লেখা:

স্বামী, পিতা, মেরিন, পুলিশ অফিসার
অসাধারণ বীর

দলের প্রধানের দিকে ফিরল খোদক লোকটা। ষাটের মত বয়স তাঁর। 'ইয়েস, সার, মিস্টার কগিনস। এটাই সেই কবর।'

'শুরু করে দেয়া যাক তা হলে,' বললেন কগিনস।

মোট তিনজন ক্রু। দুজন যুবক, তাগড়া স্বাস্থ্যের। অন্যজন প্রবীণ মিস্টার কগিনস। সবাই নিগ্রো। ভারী বেলচা নিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু করে দিল তারা। কিন্তু এখানকার মাটি বেজায় শক্ত বলে বেশ কষ্ট হতে লাগল। কবরের পাশে তারপুলিন বিছিয়ে তার ওপর খোঁড়া মাটি স্তূপ করা হচ্ছে।

'অনেক মাটি কবরটায়,' বলল এক যুবক ক্রু।

লোকগুলোর পেশিবহুল, চকচকে হাতের ওঠানামার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে রানা। অস্বস্তি লাগছে। সেমিট্রি কর্তৃপক্ষের অফিসে কাগজপত্র জমা দিতে গিয়ে পুরনো রেকর্ড কিছুই খুঁজে

পায়নি ওরা। অফিসের লোকজন কোনও সাহায্য করতে পারেনি। কারণ '৬৫ সালের পর থেকে নাকি অনেকবার বদল হয়েছে কর্তৃপক্ষ। কখন কাদের হাত দিয়ে যে সেসব খোয়া গেছে, কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না!

প্রায় সারা সকালই মাটি খুঁড়ল দুই যুবক। তারা গর্ত থেকে মাটি তুলে দিচ্ছে, মিস্টার কগিনস ওপরে স্তূপ করছেন। মেশিনের মত একনাগাড়ে চলছে সবার হাত। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গর্ত ক্রমে বড় আর গভীর হচ্ছে

'রানা, ডেপুটির কথা মনে পড়ল,' জন বলল এক সময়

'কেন?'

'তুমি বলছিলে না, লোকটাকে সুবিধের মনে হয়নি?'

মাথা দোলাল ও।

'নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছিল?'

'একাধিক কারণ ছিল! প্রথম কারণ পুলিশের চোখ এক নির্দিষ্ট প্যাটার্নে কাজ করে। আগন্তুককে দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে পুলিশ, তার মন বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু এই লোকের চাউনি ছিল বিকারগ্রস্তের মত। তা ছাড়া তোমার চেয়ে আমার ওপরেই বেশি নজর ছিল ওর। ঘুরেফিরে আমাকে মেপেছে। মনে হচ্ছিল, আমাকে সমস্যা বলে ধরেই নিয়েছে।'

জন চুপ করে থাকল।

'সেদিনকার মত এখনও আমাকেই দেখছে ব্যাটা পুলিশের আচরণ এরকম হয় না।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল জন। 'এখনও দেখছে মানে?'

'গাছের আড়াল থেকে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের ওপর নজর রাখছে লোকটা,' বলল রানা। 'ওই আসছে।'

'জিযাস,' রুদ্ধশ্বাসে বলল জন।

'গতকাল আমরা ওয়ালড্রনে থাকতে তিনবার আমাদের পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে।'

'গড!'

অলস পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল ডেপুটি। দুই বুড়ো আঙুল বেল্টে গোঁজা। হ্যাট চোখ পর্যন্ত নামানো বলে ছায়ায় রয়েছে ওই অংশ। চোখে উজ্জ্বল, রিফ্লেকটিভ গগলস্। আলো ঠিক্‌রাচ্ছে। ব্যাটা বুঝে ফেলেছে রানার চোখে ধরা পড়ে গেছে, তাই বেরিয়ে এসেছে। মুখে মিটিমিটি হাসি।

'হাউডি দেয়ার!'

'হ্যালো, ডেপুটি,' জন বলল।

পায়ে পায়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'ওয়েল, দূর থেকে আপনাদের কাজ দেখছিলাম। কিন্তু... বুঝতে পারছি না, একজন মৃতকে কষ্ট দেয়া কেন?'

'মৃতের কাছ থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করছি,' রানা জবাব দিল। 'নতুন কিছু।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল সে। 'আসলে কী করতে চাইছেন আপনারা?'

জন বলল, 'আমার ড্যাডির মৃত্যুর আসল কারণ কী ছিল জানার চেষ্টা করছি।'

'তা হলে মনে হয় আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনি চাইলে! শেরিফ'স ডিপার্টমেন্টের পুরনো স্টক ঘেঁটে পুরনো ফাইলপত্র বের করে দিতে পারি। আপনার বাবার মৃত্যুর ঘটনার কোনও সাক্ষী পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখতে পারি। সেই আমলের কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মিস্টার ব্রুসকেও সাহায্য করতে পারি। শত হলেও বয়স হয়েছে তাঁর। কারও সাহায্য পেলে সুবিধে হবে। কী বলেন?'

'ওয়েল, ডেপুটি হল।' চেহারায় অনিশ্চয়তা ফুটল জনের। 'কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব! কিন্তু হয়েছে কী, এখনও আসলে পা রাখার মত মাটি খুঁজে পাইনি আমরা এখানে। কিছু পাওয়া যাবে কি না জানি না। পাওয়া গেলে

কোথায় পাওয়া যাবে, তা-ও নিশ্চিত বলতে পারি না। দিনে দিনে সবকিছুই বদলে যায়, মানুষের স্মৃতি হারিয়ে যায়, ইউ নো। তাই ভাবছি এসবে যদি কাজ না হয়,' কবরটা ইঙ্গিত করল সে। 'তা হলে হয়তো আগ্রহ হারিয়ে দু-একদিন পর ফিরেই যাব।'

মনে মনে জনের প্রশংসা না করে পারল না রানা। বেশ গুছিয়ে বলেছে কথাগুলো।

'ওয়েল, আমি এইভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি জানিয়ে রাখলাম,' ডেপুটি বলল। 'প্রয়োজন মনে করলে খবর দেবেন। তবে এরমধ্যে আমি চেষ্টা করে দেখি, পুরনো ফাইলপত্র কিছু খুঁজে পাই কি না।'

'তা হলে খুব ভাল হয়, মিস্টার...

'সিডনি বলবেন। সবাই বলে।'

'ওয়েল, সিডনি... '

'এক্সকিউজ মি!'

আলাপ থামিয়ে ঘুরে তাকাল সবাই। দাড়িওয়ালা, খাটোমত এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। পঞ্চাশের মত হবে বয়স। পরনে স্ল্যাকস আর ওপেন-কলার শার্ট। হাতে একটা ভারী চামড়ার ব্যাগ। ডাক্তারের ব্যাগ সম্ভবত।

'এখানে মিস্টার ম্যাসুড রেনা নামে কেউ আছেন?'

'আমি ম্যাসুড রেনা।'

'হাই। আমি ডক্টর ফিলিপস। ফায়েটেভিল মেডিক্যাল স্কুলে ফরেনসিক প্যাথলজি পড়াই। পেশাদার ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট। মিস্টার উইলিয়ামস পাঠিয়েছেন আমাকে।'

'ইয়েস, ডক্টর। আসুন।'

কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। কবর খোঁড়ায় ব্যস্ত লোকদের দেখিয়ে বলল, 'ডেডবডিটা এই কবরে?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে,' বলল ডক্টর ফিলিপস। 'উইনস্লোর মরচুয়ারিতে পরীক্ষা করে দেখা হবে ওটা, আমি কথা পাকা করে এসেছি। ফি দিতে হবে অবশ্য

'নিশ্চয়ই!'

'সমস্ত কাউণ্টি পেপারওয়ার্ক কমপ্লিট আছে তো? মিস্টার উইলিয়ামস বলেছিলেন ওসব তিনি নিজে দেখবেন।'

'ইয়েস, সার। আপনি দেখতে চান?'

'হ্যাঁ, চাই কবর থেকে পুরনো মৃতদেহ তোলার প্রয়োজন হলে তা নিয়ে কি কি করা যাবে এবং কি কি করা যাবে না, সে ব্যাপারে স্টেটের পরিষ্কার নির্দেশনা আছে। যেমন, দেহ কোথাও নিতে হলে শবযানে করে নিতে হবে। জানেন তো?'

মাথা দোলাল রানা মিস্টার ব্রুস বলেছেন। শবযানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটু পরই এসে পড়বে।'

জন নিউম্যান একটা ফাইল এগিয়ে দিল ডক্টরের দিকে। নিয়ে ওটার ভেতরের কাগজপত্রে চোখ বোলাল লোকটা। চেহারা দেখে বোঝা গেল সন্তুষ্ট।

'অল রাইট কাগজপত্র সব ঠিকই আছে দেখা যাচ্ছে। আমার সাথে মরচুয়ারিতে যেতে চাইবেন নিশ্চয়ই?'

'চাইব, মাথা ঝাঁকাল রানা। 'উনি এর বাবা ছিলেন।'

'আর আপনি?' রানাকে প্রশ্ন করল সে।

'আমি এর বন্ধু,' বলে আড়চোখে ডেপুটিকে লক্ষ করল সেই বিকারগ্রস্তের দৃষ্টিতে ওকে দেখছিল লোকটা। এখন হতে চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

' খোলাখুলি আলাপ করে নেয়াই ভাল,' জনকে বলল আমি শুনেছি আপনি মেরিনে চাকরি করতেন। যুদ্ধও করেছেন কোথাও কোথাও।'

বেশি না

'আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন বিস্ফোরক বা গুলি একটা দেহের

কী অবস্থা করতে পারে?'

'ইয়েস, সার।'

'ওয়েল। চল্লিশ বছর পর আপনার বাবার কবর থেকে যা বের হবে, তা চেনার উপায় থাকবে না জানা কথা। কাজেই আপনারা আমার সঙ্গে মরচুয়ারিতে যেতে পারবেন, কিন্তু আসল কাজ করার সময় কাছে থাকতে পারবেন না। আমি যখন কাজ করব, তখন একা কাজ করার সুবিধে থাকতে হবে আমার। কাজে ভুল হলে তার মাশুল দিতে হবে আমাকে। কাজেই এ ব্যাপারে আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। ওকে?'

'অবশ্যই, ডক! অবশ্যই!'

'মিস্টার রানা!' মিস্টার কগিনস ডাকলেন।

ঘুরে তাকাল ওরা।

'আমরা রেডি,' রানার চোখে চোখ রেখে বললেন তিনি। গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঘামে চকচকে মুখটা মুছলেন লাল রঙের ব্যানড্যানা দিয়ে। 'কিন্তু বডিটা বেশ গভীরে রয়েছে। অন্তত পাঁচ ফুট নীচে।'

কাছে গিয়ে গর্তের মধ্যে উঁকি দিল ওরা। চমৎকার হয়েছে কাজ। প্রায় মসৃণভাবে কাটা হয়েছে কবরের দেয়াল। ভেতরে মাটি কঠিন আর কালো। মাটি সরিয়ে ফেলায় কাঠের কফিন পুরোপুরি দেখা যায় এখন। ওটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ডক্টর ফিলিপস। তারপর ওদের দিকে ফিরল। চিন্তিত।

'পাইন কাঠের কফিন!' বিড়বিড় করে বলল সে। 'অবাক কাণ্ড। আপনারা সরে যান। একটা পরীক্ষা করতে হবে। আমাকে গর্তে নামতে সাহায্য করুন, প্লিজ।'

দুই ঘর্মাক্ত যুবক সাবধানে গর্তে নামিয়ে দিল ডাক্তারকে। কফিনের মাথার কাছে কোনওমতে দাঁড়িয়ে সার্জিক্যাল মাস্ক বের করে পরল লোকটা। হাতের ইশারায় যুবকদের সরে যেতে বলল। জনকে নিয়ে রানাও একটু পিছনে সরে এল। ভেতরে

কফিন খোলার শব্দ হলো।

একটু পর ডক্টরের চড়া গলা শোনা গেল, 'এক্সকিউজ মি!'

'বলুন।'

'আপনাদের জন্য একটা খারাপ খবর আছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। 'কী?' জন বলল।

'এই মানুষটাও গুলি খেয়েই মরেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সেটা ১৯৬৫ সালে নয়, ১৮৬৫ সালের কাছাকাছি কোনও এক সময়ে হবে।'

'ড্যাম!' ডেপুটি সিডনি হল বলে উঠল বিড়বিড় করে। 'এ আবার কোন্ ভেলকি?'

দুঘণ্টা পরের কথা। ডেস্কের ওপর আনমনে তবলা বাজাচ্ছে স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। কপালে চিন্তার গভীর ভাঁজ। একটু আগে চার্লস নিউম্যানের কবর খোঁড়ার ফলাফল তাকে জানিয়েছে একান্ত অনুগত ডেপুটি। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে রীতিমত দুঃস্বপ্নের মত লাগছে তার।

তাই আর সময় নষ্ট করার সাহস হলো না। বাবার প্রথম নীতি ভুলে দ্বিতীয়টাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করল সে। একটা নাম্বারে ডায়াল করে রিসিভার কানে লাগাল।

'বিলি, স্যাণ্ডার্স জুনিয়র বলছি।'

'হেই! কী ব্যাপার? অনেকদিন পর!'

'শোনো। আমার জন্যে টিম রেডি করো। বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।'

একটু বিরতি। 'কী ধরনের টিম? কয়জনের?'

'এক্সিকিউশনার,' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই বলল সে। 'কম করেও দশজনের।'

একটু চুপ করে থাকল বিলি। 'বলেন কী! এত বড়... টিম দিয়ে কী করবেন?'

'কী করব ঠিক করিনি। ওদেরকে কাজে লাগানো হবে, ব্যাপারটা সেরকমও নয়। তবু আমি একটা গ্রুপ রেডি রাখতে চাই। ভেরি টাফ গাই হতে হবে সবাইকে। প্রচুর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং একশো ভাগ প্রফেশনাল। নিজের লোকদের এ কাজে ব্যবহার করতে চাই না। বুঝতে পেরেছ?'

'ব্যাপার... '

'শাট্ আপ, বিলি, অ্যাণ্ড লেট মি ফিনিশ। ওয়েল ডিসিপ্লিনড্ টিম চাই আমার। সদস্যদের দাগী, মার্কামারা হতে হবে। ভাল শুটার হতে হবে। মাদক চোরাচালানী হলে ভাল হয়। সুপার্ব আর্মস চাই। প্রয়োজনে ডালাস থেকে জোগাড় করো মানুষ, নিউ অর্লিয়ন্স থেকে জোগাড় করো, মায়ামি থেকে নিয়ে এসো। মোট কথা বাইরের হতে হবে তাদের। কারণ কাউণ্টিতে বাই চান্স লাশ পড়া শুরু হয়ে গেলে খবরের কাগজগুলো যাতে ড্রাগ ওয়ার ছাড়া ওটাকে আর কিছু ভাবতে না পারে।'

'খরচের লিমিট?'

'যত প্রয়োজন হয় খরচ করব,' ধমকের সুরে বলল সে। 'আমি সেরা সার্ভিস চাই, বিলি। সেরা দামে। উপযুক্ত লোক জড়ো করো। যত দ্রুত সম্ভব।'

'মনে করুন কাজ শুরু হয়ে গেছে।'

'দ্যাট'স গুড।'

দশ

প্রচণ্ড রাগে দিশেহারা বোধ করছেন ব্রুস উইলিয়ামস। মগজ ফুটছে টগবগ করে। জিনিসটা খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না। আজ সকালে অফিসের সবকিছু ওলট-পালট করেছেন ওটার খোঁজে, এখন করছেন বাসা।

বাস্টার্ডগুলো তার সঙ্গে আবার আগের মত আচরণ শুরু করে দিয়েছে। দরকারী জিনিসপত্র গায়েব করে দিচ্ছে! তিনি ঘুমিয়ে পড়লে গভীর রাতে চুপি চুপি আসে শয়তানের দল। গুরুত্বপূর্ণ এটা-সেটা লুকিয়ে রাখে, নিয়ে যায়। নয়তো এমন কোথাও সরিয়ে রাখে যাতে সহজে পাওয়া না যায়। যত দিন যাচ্ছে, ভাবছেন বৃদ্ধ, ততই বাড়ছে ওদের উপদ্রব।

ড্রয়ারের জিনিসপত্র সব এলোমেলো, উল্টোপাল্টা করে রাখে। এই কারণেই আজকাল প্রায়ই নানান বিরক্তিকর ব্যাপার-স্যাপার ঘটছে। একদিন মোজা তৃতীয় ড্রয়ারে পাওয়া যায় তো পরদিন ওপরের ড্রয়ারে। একদিন হেয়ারব্রাশ আর রেজর সিঙ্কের ডানদিকে থাকে তো পরদিন থাকে বাঁ দিকে।

অসহ্য ক্রোধ গরম ধোঁয়ার মত প্রতিটা রগে রগে ঢুকে পড়েছে ব্রুস উইলিয়ামসের। সে জন্যই তাঁর দুই ভুরুর মাঝখানে একটা নীল 'ওয়াই' স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে। কপালের দুপাশের রগ লাফাচ্ছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে।

আগেরদিন ওরা তাঁর পাইপটা সরিয়ে ফেলেছে। তাঁর

পাইপ! জার্মান *মিরস্কাউম* পাইপ। পুরো পঞ্চাশ বছর যেটা দিয়ে ধূমপান করেছেন তিনি, সেটা নিয়ে গেছে ওরা! উধাও করে দিয়েছে। ওরা তাঁর নাতি-নাতনিদের নাম ওলট-পালট করে দিয়েছে! এমনকী তাঁর দুই মেয়ের নামও!

তিনি স্টোরের সামনে পার্ক করে কেনাকাটা করতে ঢুকলে শয়তানের দল তাঁর গাড়ি দূরে কোথাও সরিয়ে রেখে আসে। ইন্টারসেকশনে তাঁকে গতি বাড়াতে দেখলে প্রায়ই ওরা সিগন্যাল বদলে 'স্টপ!' করে দেয়। অথবা কানের কাছে বিকট শব্দে হর্ন বাজায়। নয়তো চিৎকার করে আজেবাজে মন্তব্য করে। ওদের উল্টোপাল্টা আচরণে একেকসময় তিনি বুঝে উঠতে পারেন না, [illegible]র ঠিক পাশ দিয়েই গাড়ি চালাচ্ছেন কি না।

একজন সিধেসাদা, নিরীহ মানুষকে খেপিয়ে তোলার জন্য এসব করাই যথেষ্ট। কিন্তু আজকের বিষয়টা তাঁর এতদিনের সমস্ত বিরক্তি, সমস্ত যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে গেছে।

একশোভাগ সময়ানুবর্তী ও নিয়মনিষ্ঠ জীবন যাপন করে অভ্যস্ত তিনি। এখনও তাই আছেন। আমেরিকানদের মধ্যে যারা ল অ্যাণ্ড অর্ডারে নয়, শৃঙ্খলাই আইন—এই মতবাদে বিশ্বাসী, তিনি তাদের একজন। তাই জীবনভর নিজের সবকিছু সতর্কতার সঙ্গে ক্যাটালগভুক্ত বা রেকর্ডভুক্ত করে রেখেছেন ব্রুস। শুধু রেকর্ড নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ রেকর্ড।

তবে একটা কাজ তিনি কখনও করেননি। এক প্রশ্ন দুবার করা। আজ পর্যন্ত কোর্টে আর্গুমেণ্টে কেউ তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠেনি। রেকর্ড আছে। কিন্তু নতুন এই যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর থেকে নিজেকে অহরহ একই প্রশ্ন বারবার করতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। ওটা কোথায় গেল? সেটা কোথায় রাখলাম?

অবশ্য ব্রুস জানেন, ওরা জয়ী হতে পারবে না এ যুদ্ধে। আর যদি শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েই যায় কোনওমতে; যদি কোর্টে মুভ করতে হয় তাঁকে, তা হলে বাই গড! লড়াই কাকে বলে, তা

ওদেরকে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়বেন তিনি।

খ্যাপাটে চোখে ওলট-পালট হয়ে থাকা বেজমেণ্ট রুমটার ওপর নজর বোলালেন বৃদ্ধ। কার্ডবোর্ডের বাক্সে সজিয়ে রাখা তাঁর সমস্ত ফাইল কে যেন সারা ফ্লোরে বিছিয়ে রেখেছে। কে করল এমন একটা কাজ?

মনে পড়ল—তিনিই করেছেন। মিনিট পাঁচেক আগে।

কী খুঁজছিলাম যেন?

হ্যাঁ, চার্লস নিউম্যান হত্যাকাণ্ডের কারোনার'স রিপোর্টের কপি। ১৯৬৫ সালের ঘটনা। তিনি ভাল করেই জানেন রিপোর্টটা এখানে ছিল। এখনও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কোথায়?

১৯৬৫ লেখা বক্সটা খালি। নেই সেটা। অথচ থাকার কথা ছিল। রিটায়ার করার পর ফাইলপত্র অফিস থেকে বাসায় আনার সময় তিনি নিজে, অথবা তাঁর কোনও সেক্রেটারি ভুলে অন্য কোনও ফাইলে ঢুকিয়ে দিয়েছে হয়তো! হতে পারে না? আপনমনে মাথা দোলালেন আইনজীবী। খুব পারে। একটু জিরিয়ে নিয়ে '৬৩ থেকে '৬৭ পর্যন্ত প্রতিটা বক্স খালি করে ওটা খুঁজলেন তিনি।

নেই।

ব্যাপারটা কী? এমন নয় যে তিনি মনটাকে কেন্দ্রীভূত করতে পারছেন না, বা তাঁর স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আসলে মনের মধ্যে একটা ধোঁয়াটে পর্দা কাজ করছে তাঁর। স্মৃতির ভাণ্ডারকে আড়াল করার অপচেষ্টায় আছে সেটা। তার ওপর চোখের জন্যও লেখা পড়তে আজকাল একটু একটু সমস্যা হচ্ছে, এই যা।

ঝুঁকে দাঁড়াতে গিয়ে পারলেন না বৃদ্ধ। বয়সের কারণে মেরুদণ্ড শক্ত হয়ে গেছে, ভাঁজ হতে চায় না। কাজেই হাঁটু গেড়ে বসলেন। প্রতিটা ফাইল কভার উল্টে ভেতরে চোখ বোলাতে লাগলেন। কয়েকটা ফাইল চেক করার পর একটা নাম চট্ করে

উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনের বেহালার তারে ছড়ের একটা বেদনাদায়ক টান পড়ল।

মৃদু, বহু দূরাগত। অথচ পরিচিত।

কী ছিল ওটা? ভাবলেন ব্রুস। কী অর্থ হতে পারে...

কিছু না। জিনিস একটা দেখা দিয়েছিল, তাঁর স্মরণশক্তি সেটাকে শনাক্ত করার প্রাথমিক কাজ শুরু করেছিল, অমনি নেই হয়ে গেছে সেটা।

হারামজাদারা আবার শয়তানি শুরু করেছে!

কয়েকটা ফাইল জড় করলেন বৃদ্ধ। সব কটাই ১৯৬৫ সালের বিভিন্ন মামলার। ধৈর্যের সঙ্গে আরেকবার সেগুলোয় চোখ বোলালেন। কিন্তু বৃথা। কোনওটাতেই চার্লস নিউম্যানের নামটা পর্যন্ত নেই। কোথায় যে...

গারল্যাণ্ড!

হাত থেমে গেল বৃদ্ধের। বেদনাদায়ক টোকা পড়েছিল যেটা দেখে, সেই ফাইল টেনে নিয়ে মলাটে ভাল করে চোখ বোলালেন আরেকবার। শেলি গারল্যাণ্ডের ফাইল ছিল ওটা। আরেকটা ওপেন-অ্যাণ্ড-শাট মামলা। খুব পাতলা ফাইল। ওটা দেখে আন্দাজও করা যাবে না কী ভয়াবহ নৃশংসতার সঙ্গে মেয়েটাকে হত্যা করা হয়েছিল। চার্লসের শেষ কেস—শেলি গারল্যাণ্ড কেস।

তারিখ: ২৩ জুলাই, ১৯৬৫।

মলাটটা তুলতে একটা হাসিমুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। কালো মেয়ে, কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী। চেহারা আর হাসি, দুটোই ভারি মিষ্টি। বৃদ্ধ ভোলেননি, এই সাদা-কালো ছবিটা শেলির এইটথ-গ্রেড গ্র্যাজুয়েশনের পর তোলা। মার্ডার কেসের বিচার শুরু হওয়ার আগে পুলিশ তাঁকে দিয়েছিল ছবিটা।

আরেকবার ভাল করে দেখলেন ব্রুস। কী সুন্দর, বড় বড় চোখ ছিল মেয়েটার! হাসি থেকে যেন মুক্তো ঝরছে। সুন্দর

ভবিষ্যতের আশায় ঝলমল করছে ওর গোটা মুখ। বেঁচে থাকলে আজ নিশ্চয়ই বাচ্চা-কাচ্চার মা হত মেয়েটা। ওরাও নিশ্চয়ই মায়ের মত আকর্ষণীয় হত। '৬৫ সালে শেলিরা যেমন সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে দিন কাটাত, ওদের বেলায় তা হত না। সাদাদের মত সমান অধিকার ভোগ করতে পারত ওরা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন আইনজীবী। এমন একটা মেয়েকে মেরে ফেলা হলো, অথচ সে ব্যাপারে কোনও তথ্য-প্রমাণ তাঁর হাতে ছিল না। চার্লস বেঁচে থাকলে হয়তো পাওয়া যেত কিন্তু... অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে, এইটুকু ছাড়া মেয়েটার ব্যাপারে তেমন কিছুই জানার সুযোগ হয়নি তাঁর।

তবে প্রসিকিউটরদের কাছে সেটুকুই আসল। বিষয় ভাল হোক, মন্দ হোক, কিছু যায়-আসে না। খুন হয়ে থাকলে খুনীকে ধরো, বিচারকের সামনে হাজির করে তার শাস্তি নিশ্চিত করো।

পরের ছবিটা আরও পরিচিত লাগল বৃদ্ধ আইনজীবীর। ওটায় লেখা: POLK COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT PROPERTY, JULY 24, 1965—EVIDENCE.

শেলি গারল্যাণ্ডের ক্রাইম সিনের ছবি ওটা। এদিকে মুখ করে কাত হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা। পরনে গোলাপি গাউন। দলা হয়ে আছে কোমরের কাছে। নিম্নাঙ্গ উন্মুক্ত, প্যাণ্টি নেই। ব্লাউজও নেই। ওর সুন্দর দুটি চোখ বিস্ফারিত, দ্যুতিহীন। গায়ের চামড়ার চকচকে ভাবটা নেই, ধূসর হয়ে গেছে। মুখের বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। চামড়ার অস্তিত্বই নেই অনেকখানি জায়গার রক্ত জমাট বেঁধে কালচে হয়ে আছে।

ছবিটা কভার দিয়ে ঢেকে দিলেন ব্রুস উইলিয়ামস। বিড়বিড় করে বললেন, 'চার্লস মরে গেছে তো কী হয়েছে, মাই চাইল্ড! আমি শয়তানটাকে ঠিকই ধরেছি! তোমাদের দুজনের হয়ে ধরেছি। ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে ছেড়েছি। হ্যাঁ!'

ঢিলের আঘাতে নিস্তরঙ্গ পানিতে যেমন ঢেউ ওঠে, তাঁর স্মৃতির পর্দা সেই রকম দুলে উঠল। পানি থির হতে প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো সেই স্মৃতি ভেসে উঠল মনের পর্দায়।

শেলির মৃতদেহ আবিষ্কারের পরদিন, ২৪ জুলাই শেলির ক্রাইম সিনে যাওয়ার সুযোগ হয় প্রসিকিউটরের। তা-ও বেশ দেরিতে। বন্ধু চার্লসের মৃত্যুর খবর শুনে ওয়ালড্রনে ছুটে যাওয়া, প্রায় সারারাত ধরে সেখানকার ক্রাইম সিনে চোখ বোলানো ইত্যাদি করতে গিয়ে দেরি হয়ে গিয়েছিল।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারানোর শোকে, দুঃখে আর অসহায় রাগে মাথার ঠিক ছিল না তাঁর। তবু তার দাফন ইত্যাদি সেরে বিকেল চারটের দিকে সেখানে পৌঁছান তিনি।

গিয়ে দেখেন ক্রাইম সিন বরবাদ হয়ে গেছে এক ডেপুটির আলসেমির কারণে। সাধারণ দর্শক লাশটার চারদিকে হাঁটাহাঁটি করে পায়ের ছাপে ভরে ফেলেছে জায়গাটা। অথচ আহাম্মকটা কিছুই বলেনি। বসে বসে তামাশা দেখেছে। বিভিন্ন সাইজের হাজারো পায়ের ছাপে বরবাদ হয়ে গেছে সিন। সঙ্গে আছে ক্যান্ডি বার র‍্যাপার ও পপ বোতলের ছড়াছড়ি।

কিছু করার নেই দেখে অনেক কষ্টে রাগ সামলাতে হয় ব্রুসকে। গাছের ছায়ায় লোকটাকে সিগারেট টানতে দেখে এগিয়ে গেলেন। 'স্টেট পুলিশ ফরেনসিক টিম এসেছিল?'

'না, সার। আমি শুনেছি ওরা আসবে না। মিস্টার নিউম্যানের কেস নিয়ে ব্যস্ত আছে।'

মাথা দোলালেন তিনি। আর এসে লাভও নেই। যা অবস্থা হয়েছে, কিছুই উদ্ধার করা যাবে না এখান থেকে। 'এখানকার এই দশা হলো কীভাবে?' কড়া গলায় বললেন তিনি।

'একটা নিগার মেয়ে খুন হয়েছে শুনে চারদিক থেকে লোক এসে ভরে গিয়েছিল, সার। আমি বাধা দেয়ার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু, সার... ' শ্রাগ করল ডেপুটি।

কড়া কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিলেন প্রসিকিউটর। এই গাধাকে কড়া কথা বলে লাভ নেই। পায়ে পায়ে দেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ধূসর হয়ে গেছে শেলি। ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেছে ওর কালো চামড়া। গ্যাসে অসম্ভব ফুলে উঠেছে দেহ, মানুষের আদল পুরোপুরিই বিদায় নিয়েছে বলতে গেলে।

'আপনি পকেটের ব্যাপারে কিছু শুনেছেন, সার?'

'কীসের পকেট?'

'কাল ওর মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন সার্জ চার্লস, মৃতদেহ দেখাল ডেপুটি। 'ডেপুটি টিমকে দিয়ে গেছেন স্টেট পুলিশকে দেয়ার জন্য। কিন্তু ওরা না আসায় টিম সেটা শেরিফের অফিসে জমা করে দিয়েছে।'

'কিন্তু পকেটটা কীসের?'

'আমি শুনেছি শার্টের পকেট। যে একে রেপ করেছে, তার শার্টের। ছিঁড়ে নিয়েছিল মেয়েটা। FRG মনোগ্রাম করা।'

আজব কথা! ভাবলেন ব্রুস। এ ধরনের তদন্ত ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনার সঙ্গে অন্তত পঁচিশ বছর ধরে জড়িত তিনি। কিন্তু এমন আজব কথা কখনও শোনেননি যে অপরাধী এত সহজ প্রমাণ রেখে যায়। তবে এটাও ঠিক যে এসব কোনও যুক্তি মেনে চলে না। এসব হয়ে যায় বা ঘটে যায়।

'আমি করোনারকে খবর দিতে যাচ্ছি,' ডেপুটিকে বললেন তিনি। 'মন দিয়ে শুনুন। আর যদি কেউ এখানে বিনে পয়সার সিনেমা দেখতে আসে, আপনি তাকে ধাওয়া করে সাত ঘাটের পানি খাওয়াবেন, গট দ্যাট?'

'একটা নিগার মেয়ের... ?' অবাক হলো লোকটা। তবে কথাটা শেষ করার সাহস হলো না।

পকেটের মালিককে শনাক্ত করতে সমান্যতম কষ্টও হয়নি প্রসিকিউটরের। কাউন্টি ক্লার্কের ট্যাক্স রেকর্ড ঘাঁটতেই পাওয়া

গেল নামটা। তবে ব্রুস উইলিয়ামস যেমন প্রায় নিশ্চিত ছিলেন অপরাধী নিগ্রোই হবে, তা হয়নি।

FRG ইনিশিয়ালের একজনকেই পাওয়া গেল। সে ফয়েজুর রহমান গালিব। বাঙালি। বয়স বাইশ-তেইশ।

নানলির ধনী টিম্বার ব্যবসায়ী, রিয়াজুর রহমানের একমাত্র ছেলে। পূর্ব পাকিস্তানী। অনেক বছর নানলীতে আছে পরিবারটি। গালিব ছেলেটা সৌখিন, সবাই জানে। সব সময় ফিটফাট থাকতে ভালবাসে। নিজের ইনিশিয়াল মনোগ্রাম করা শার্ট পরে। তাজ্জব হয়ে নামটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন প্রসিকিউটর।

চার্লসের মুখে এই পরিবারটির অনেক প্রশংসা শুনেছেন তিনি। সময় পেলে মিস্টার রিয়াজুর রহমানের বাসায় যেত সে গল্প করতে। স্ত্রীকে নিয়েও যেত। অতিথি পেলে মিসেস রহমান ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, তার মুখে অনেকবার শুনেছেন তিনি। হরেক পদের দেশি ডিশ রান্না করে খাওয়াতেন।

নিরহঙ্কার, অমায়িক, বন্ধুবৎসল একটি পরিবার। ভিন্ দেশের, ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ হয়েও তারা কীভাবে যে চার্লস নিউম্যানের মত পুলিশ অফিসারের অন্তর জয় করতে পেরেছিল, ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হতেন ব্রুস। সেই পরিবারের ছেলে?

আফসোস ছাড়া আর কী করার ছিল? প্রমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জাজ হ্যারিসনকে ফোন করেন তিনি, আঠারো মাইল গাড়ি চালিয়ে গিয়ে তাঁর ফার্মহাউসে হাজির হন সার্চ ওয়ারেন্ট ও প্রোব্যাব্ল-কজ ওয়ারেন্টে সাইন করাতে।

রেইডিং পার্টিতেও কায়দা করে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন ব্রুস। কারণ জানতেন, তিনি সঙ্গে থাকলে পরিস্থিতি বেশি উত্তপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকবে না। নইলে ওই সময়ে সাদাদের চোখে কালোরা যেমন ছিল, বাঙালিসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুরাও ঠিক তেমনই ছিল। মাঝরাতে তাদের দরজায় লাথি মারার স্বাধীনতা

পেলে ডেপুটিরা কী করে বসবে কোনও ঠিক ছিল না।

কিন্তু নিজের কাউন্টিতে ওসব হতে দিতে রাজি নন ব্রুস উইলিয়ামস। সাদা, কালো বা বাদামি, সে তো শুধু বাইরের রংটাই, মানুষ তো সবাই এক। অনুভূতি এক, রক্তের রং এক, চোখের পানিও সমান লবণাক্ত। কাজেই সবার অধিকার সমানই হওয়া উচিত।

ডেপুটিদের দূরে অপেক্ষা করতে বলে তিনি আর শেরিফ গিয়ে নক করলেন ওয়েস্ট ব্লু আইয়ের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সুন্দর বাড়িটার ধপধপে সাদা রং করা দরজায়। ভোর চারটে বাজে তখন। তারপিনের কড়া গন্ধ নাকে ঝাপ্টা মারল ব্রুসের। নতুন রং করা হয়েছে বাড়িতে? আরও কয়েকবার নক করার পর ভেতরে পায়ের শব্দ উঠল। দরজা খুলে গেল।

শটগান হাতে মিস্টার রিয়াজকে দেখা গেল ওখানে। চোখে ঘুম। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন ব্রুস। ভাগ্য ভাল তিনি এসেছিলেন। নইলে হাতে শটগান দেখামাত্র ডেপুটিরা হয়তো গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিত লোকটার বুক।

'আপনারা?' পুলিশ দেখে থতমত খেয়ে যান তিনি।

'আমি ব্রুস উইলিয়ামস, মিস্টার রেমান, পোক কাউন্টি প্রসিকিউটর। আর এঁকে তো চিনতেই পারছেন।'

'কী হয়েছে?' কঠোর চেহারার শেরিফ এবং পিছনে শটগান হাতে ডেপুটিদের যুদ্ধংদেহি চেহারা দেখে মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল মানুষটার চেহারা।

'আমরা আপনার ছেলে ফয়েজুর রেমান গালিবকে কিছু প্রশ্ন করতে এসেছি, সার,' নরম গলায় বললেন তিনি। মানুষটার চেহারায় বর্ণবাদের তীব্র আতঙ্ক ফুটতে দেখে মরমে মরে গেলেন। 'আর একটা সার্চ ওয়ারেন্ট রিসিভ করাতে এসেছি। আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই, সার, আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। ওকে ডাকুন, প্লিজ।'

'ব্যাপারটা কী...

'মিস্টার রেমান,' শেরিফ বলল। 'আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, গতকাল সার্জেন্ট চার্লস নিহত হওয়ার আগে শহরের বাইরে এক নিগ্রো মেয়ের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিলেন? সেই ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি আমরা।'

'কিন্তু আমার ছেলেকে কেন?'

ব্রুস এক পা এগোলেন। 'দেখুন, সবাই জানে আমি ফেয়ার মানুষ। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এখানে বেআইনী কিছু ঘটবে না। আমি ঘটতে দেব না। এখন আমাদের ডিউটি পালন করতে দিন, প্লিজ। আমরা আপনার ছেলের সাথে কথা বলব, এই ফাঁকে ডেপুটিরা আপনার বাড়ি সার্চ করবে। আমার কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। ডেপুটিরা যদি কোনও কিছুর ক্ষতি করে, নিজের পকেট থেকে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে যাবে।'

অসহায়ের মত কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকালেন কাঠ ব্যবসায়ী। স্ত্রীকে শঙ্কিত চেহারায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঢোক গিললেন। 'দেখুন... মানে, আমার ছেলের শরীর ভাল না। দু'দিন থেকে জ্বর। একটু আগেই ঘুমিয়েছে।'

'সরি;' শেরিফ বলল। 'কিন্তু ওর সাথে কথা বলতেই হবে আমাদের। ডাকুন, প্লিজ। দু'মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'বলছি তো ওর জ্বর!' বিরক্ত হলেন ওর মা।

'আমি বুঝতে পারছি না কেন শুধু শুধু... ' শেরিফের চাউনি দেখে লোকটা ধৈর্য হারাচ্ছে বুঝতে পেরে থেমে গেলেন রিয়াজুর রহমান। ব্রুসও তাকিয়ে আছেন একভাবে।

অবশেষে শ্রাগ করে পিছিয়ে গেলেন। 'আসুন।'

কাঁচা ঘুম থেকে তুলে প্রসিকিউটরের সামনে নিয়ে আসা হলো গালিবকে। ইচ্ছে করলে তাকে হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারতেন তিনি, কিন্তু পরিবারটির প্রতি চার্লসের গভীর ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং যুবকের

শরীর ভাল না শুনে সেখানেই শুরু করলেন। ডেপুটিরা বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

'গালিব, পাঁচ রাত আগে, ১৯ তারিখ রাতের বেলা কোথায় ছিলে তুমি?'

'বাসাতেই ছিল,' জবাবটা গালিবের মা দিলেন।

'আপনার ছেলের মুখ থেকে জবাব শুনতে চাই, ম্যা'ম,' শেরিফ বলল কড়া গলায়। 'দয়া করে বাধা দেবেন না। তা হলে ওকে হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যাব আমরা।'

ছেলেটা দীর্ঘদেহী। ভারী সুন্দর, মিষ্টি চেহারা। স্মার্ট। চওড়া কপাল, খাড়া নাক। মাথা ভর্তি ঘন, কোঁকড়া চুল। প্রজাপতি প্রিন্টের পাজামা পরে আছে। অসময়ে বাড়িতে এত পুলিশ দেখে একটু ঘাবড়ে গেছে বোঝা গেল। ব্রুসের দিকে তাকিয়ে হাসির ভঙ্গি করল যুবক। চোখ পিট্ পিট্ করল। বোঝা গেল কোথায় ছিল মনে করার চেষ্টা করছে।

ব্রুস খেয়াল করলেন, যতটা না ভয় পেয়েছে যুবক, তারচেয়ে বেশি হয়েছে বিভ্রান্ত। এর হাত দিয়ে ওরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে বিশ্বাস হতে চাইল না তাঁর। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী যায়-আসে?

'ঠিক কোথায় ছিলাম মনে করতে পারছি না, সার,' আমতা আমতা করে বলল গালিব। 'সন্ধের পর সুযোগ থাকলে বন্ধুদের সাথে গল্প করি। কিছু কেনাকাটা থাকলে মার্কেটে যাই। কিন্তু... পাঁচ রাত আগে... ' থেমে গেল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো। কোথায় ছিলে?'

আবার কিছুক্ষণ ভাবল সে। কপাল চুলকাল। 'মনে পড়ছে না, সার। হয়তো বাসাতেই ছিলাম।'

'না কোনও বন্ধুর বাসায় গিয়েছিলে?' ব্রুস বললেন।

একটু ভাবল গালিব। মাথা নাড়ল। 'মনে পড়ছে না, সার।'

'ওই রাতে চার্চের দিকে গিয়েছিলে তুমি?'

সুন্দর ভুরু কুঁচকে উঠল গালিবের। 'চার্চ? কোন্ চার্চ?'

'আই মিন, ব্যাপ্টিস্ট চার্চ। কালারড্ টাউনের।'

'না, সার। চার্চে যাব কেন? আমি তো মুসলিম।'

'শোনো, গালিব। এটা লুকোছাপার সময় নয়। সে রাতে তুমি হয়তো এমন কোথাও ছিলে যেখানকার কথা মা-বাবাকে জানতে দিতে চাও না। হয়তো ড্রিঙ্ক করছিলে, অথবা কোনও মেয়ের সাথে...' শেরিফের বাধা পেয়ে থেমে গেলেন প্রসিকিউটর।

'শার্টটা পাওয়া গেছে,' যেন যুদ্ধজয়ের কথা ঘোষণা করছে, এমন ভঙ্গিত বলল লোকটা। 'ওর বেডরুমে।'

ব্যস্ত পায়ে ওর বেডরুমে চলে এলেন ব্রুস। ডেপুটিদের একজন ইশারায় তার বেডের পুরু ম্যাট্রেসের তলা দিয়ে বেরিয়ে থাকা একটা নীল কটন শার্টের অংশ দেখাল। পকেট ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে ওটার। কয়েক জায়গায় জং ধরে গেছে মনে হলো। রক্ত শুকোলে অমন হয়, জানেন তিনি।

শেলিকে এই যুবকই হত্যা করেছে বুঝতে পেরে রীতিমত দুঃখ পেলেন প্রসিকিউটর। কেন জানেন না, ছেলেটাকে দেখামাত্র একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল ওর প্রতি। মন বলছিল, এ ছেলেকে দিয়ে অমন কাজ হতে পারে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিস্তেজ গলায় শেরিফকে বললেন, 'ঠিক আছে। সাবধানে ব্যাগে ভরুন ওটা।'

লিভিং রুমে ফিরে এসে ফয়েজুর রহমান গালিবকে অ্যারেস্ট করলেন ব্রুস উইলিয়ামস।

তিন মাস পর মামলা ওঠে কোর্টে। রিয়াজুর রহমান ছেলের প্রাণ বাঁচাতে লিটল রকের এক নামকরা লইয়ার নিয়োগ করতে চাইলেন। কিন্তু ব্রুস বুদ্ধি দিলেন, গালিবের জন্য সবচেয়ে ভাল হবে অপরাধ স্বীকার করে নিজেকে কোর্টের মার্সির ওপর ছেড়ে

দেয়া। ফোর্ট স্মিথের এক লইয়ারও একই পরামর্শ দিলেন।

শার্টটা গালিবের প্রমাণ হলো। ছেঁড়া পকেটের প্রান্তগুলো পুরোপুরি মিলে গেল। শেলির রক্তের গ্রুপও মিলে গেল—AB পজিটিভ। ১৯ জুলাই রাতে সে কোথায় ছিল, নিশ্চিত করে বলতে পারল না গালিব। সবকিছু বিবেচনা করে জাজ ইলেকট্রিক চেয়ারে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করলেন ওর।

আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে বাধা দেননি ব্রুস। ইচ্ছে করলে দিতে পারতেন। গালিব অল্পবয়সী। অপরাধটার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বদলে আর কোনও সাজার ব্যবস্থা অনায়াসেই করতে পারতেন তিনি। আইনে বিধান ছিল। কিন্তু তিনি করেননি। কারণ তাঁর মতে অপরাধটার জন্য তার মৃত্যুই ছিল একমাত্র প্রতিকার। চোখের বদলে চোখ। সব ব্যবস্থার সেরা ব্যবস্থা।

এ জন্য অনেকে তাঁকে ভুল বুঝেছে। নিষ্ঠুর আখ্যা দিয়েছে। তিনি কারও কাছে সে জন্য কৈফিয়ত দেননি। ব্রুস বিষয়টাকে দেখেছেন এভাবে: শেলি গারল্যাণ্ডকে চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হত্যার মাধ্যমে মহাজাগতিক রীতি যেভাবে ভাঙা হয়েছে, একই উপায়ে সেটাকে জোড়া লাগতে দিলে প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রাণস্পন্দন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। তাই গালিবের ভাল-মন্দ নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাননি তিনি।

শেলির হত্যাকারীর ন্যায়বিচার দাবি করে সমাপনী বক্তব্য রাখতে উঠে কোর্টে সেদিন জীবনের সেরা ভাষণটা দিয়েছিলেন প্রসিকিউটর ব্রুস। কারণ চার্লসের শেষ কেস ছিল শেলি। ওই কেসে কি হেলাফেলা করতে পারেন তিনি?

কিন্তু সে জন্য গালিবের পরিবারকে যে চরম মূল্য দিতে হয়েছে, সে কথা ভাবলেও তাঁর কষ্ট লাগে। লাভ হবে না বুঝে টাকা পানিতে না ফেলার ব্যাপারে তিনি বারবার সতর্ক করার পরও দামি লইয়ার নিয়োগ করেন মিস্টার রিয়াজ। গালিবের

প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে আপিলও করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাভ হয়নি। তাদের সমস্ত চেষ্টা বিফলে যায়।

ততদিনে টাকার অভাবে বড় বাড়ি বিক্রি করে ছোটো একটায় উঠে গেছে রহমান পরিবার। জমজমাট কাঠের ব্যবসা এক সাদা মানুষের কাছে বিক্রি করে তিনি সেখানে চাকরি নিয়েছেন। প্রায়ই ব্রুসকে চিঠি লিখতেন ভদ্রলোক। অনুরোধ করতেন, আরেকবার গোটা বিষয়টা পর্যালোচনা করে দেখতে।

'আমার ছেলে অমন কাজ করতেই পারে না। আপনি একজন ফেয়ার ম্যান, সার। আপনি ওকে বাঁচান।'

'মিস্টার রেমান, সমস্ত তথ্য-প্রমাণ বলছে গালিব ছাড়া এ কাজ আর কেউ করেনি।'

'গালিব আমার একমাত্র সন্তান, সার। ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না দয়া করে।'

'আমি কেড়ে নিচ্ছি না, মিস্টার রেমান। আইন তার নিজের পথে চলছে। ও ফেয়ার ট্রায়াল পেয়েছে। আপনিও ভাল লইয়ার নিয়োগ করেছেন। আমি জানি আপনার ফ্যামিলি এ কষ্ট সইতে পারছে না। শেলির ফ্যামিলি কি পেরেছে? ওই ফ্যামিলির দুঃখের কথাও ভাবুন। তা হলে কষ্ট কম হবে। আর গালিব মারা গেলে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা হবে।'

'সার, তা হলে ওদেরকে বলুন এ কাজ আমি করেছি,' শেষ চেষ্টা করলেন রিয়াজুর রহমান। 'আমি কোর্টে দাঁড়িয়ে অপরাধ স্বীকার করে নেব। কোর্টে নিয়ে চলুন আমাকে, প্লিজ! তবু আমার ছেলেকে বাঁচান আপনি।'

অসহায় মানুষটার দিকে অনেক সময় ধরে তাকিয়ে ছিলেন প্রসিকিউটর। খুব খারাপ লেগেছে, কিন্তু কিছু করার ছিল না।

'ছেলের জন্য আপনার অন্তরে অনেক ভালবাসা। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গালিব এসবের যোগ্য নয়, মিস্টার রেমান। ও একটা নিষ্পাপ মেয়েকে হত্যা করেছে। খুনি।'

গালিবের প্রাণ ভিক্ষার শেষ আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলো। আরক্যানসো স্টেট পেনিটেনশারিতে স্থানান্তর করা হলো তাকে। ব্লু আই থেকে একশো মাইল দূরে টাকার-এ।

১৯৬৭ সালের ৬ অক্টোবর রাতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে ঠিক হলো। সেদিন দুপুরের পর বাসা থেকে বেরিয়েছিলেন ব্রুস। একটানা গাড়ি চালিয়ে রাত এগারোটার একটু আগে টাকার-এর পেনিটেনশারিতে পৌঁছান তিনি। গার্ডরা সবাই চেনে, তাই ভেতরে ঢুকতে কোনও সমস্যা হয়নি।

কয়েকটা চেক পয়েণ্ট অতিক্রম করে একটা কাঁচঘেরা ছোটো রুমে ঢুকলেন তিনি। আরও জনাবিশেক আছে সেখানে। তাদের মধ্যে লিটল রকের কয়েকজন সাংবাদিক, কিছু সরকারী অফিসার এবং সহকারী ওয়ার্ডেন ছিল। ওটা উইটনেস চেম্বার। ওই রুম থেকে কাঁচের মধ্য দিয়ে ডেথ চেম্বার এবং সেখানে কী হচ্ছে, সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়।

জটলার অনেকে পরিচিত হলেও তাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকলেন ব্রুস। নইলে কুশল বিনিময় করতে হবে, গল্প-গুজবও হয়তো করতে হবে। এটা সে সময় নয়। কাঁচ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিক চেয়ারটাকে ভাল করে দেখলেন তিনি।

ওটা নতুন নয় তাঁর কাছে। আগে বহুবার দেখেছেন। সেদিন পর্যন্ত যে কয়জনকে ওই চেয়ারে বসাতে সফল হয়েছেন তিনি, গালিব ছিল তাদের দ্বাদশতম।

চেয়ারটার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে গায়ের মধ্যে কেমন যেন শিরশির করে উঠল তাঁর। ওটার পিছনে একটা পুরু কাপড়ের কালো পর্দা। তার আড়ালে বসে এক্সিকিউশনার কাজ সারবে। পর্দাটার নীচ দিয়ে অনেকগুলো ভারি কেইব্‌ল্‌ এসে প্রথমে চেয়ারটার এক পায়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তারপর সেখান থেকে শাখা-প্রশাখার মত বাকি তিন পায়া ও হাতলসহ নানান

দিকে ছড়িয়ে গেছে। দুই হাতল ও পায়ার সঙ্গে অনেকগুলো চামড়ার স্ট্র্যাপ ও চারটে ব্রেসলেট জোড়া আছে, যেগুলো দিয়ে আসামীর চার হাত-পা মজবুত করে আটকে দেয়া হয়।

একটু পর ফোন বেজে উঠল মৃদু শব্দে। ওয়ার্ডেন রিসিভার তুলে বক্তব্য শুনল। তারপর ওটা রেখে মাউথপিসের সাহায্যে ঘোষণা করল: 'জেন্টলমেন, প্লিজ টেক ইওর সিটস্। দে আর ব্রিঙিং দ্য কনডেমড্ ম্যান আপ ফ্রম ডেথ রো।'

ঘড়িতে চোখ বোলালেন ব্রুস। ১২:০২। দেরি করে ফেলেছে ওরা। বসলেন তিনি। সিলিঙের আলো নিভু নিভু হয়ে এল। নীরব হয়ে গেল কাঁচের রুম। একটা দরজা খুলে গেল। দুই গার্ড গালিবকে ধরে নিয়ে এল ডেথ চেম্বারের ভিতর। পিছনে রয়েছে ওয়ার্ডেন। তাদের পিছনে খুদে কোরআন শরিফ হাতে টাকার-এর সবচেয়ে কাছের মসজিদের পেশ ইমাম।

চেম্বারে পা রাখল গালিব। সেই সুন্দর, মিষ্টি চেহারা কোথায় হারিয়ে গেছে যেন। স্মার্টনেসও। চমৎকার কোঁকড়া চুলগুলো কামিয়ে ফেলা হয়েছে। সম্পূর্ণ ন্যাড়া। চোখ ভেজা ভেজা। নাক দিয়েও মিউকাস ঝরছে একটু একটু। আলো লেগে চিকচিক করছে। ওর পা পড়ছে এলোমেলো, খেয়াল করলেন ব্রুস। অনবরত ঠোঁট নড়ছে। দোয়া-দরুদ পড়ছে হয়তো। গার্ডরা ওকে তাড়াতাড়ি চেয়ারটায় বসিয়ে দিল।

একজন ব্যস্ত হাতে পিচ্ছিল স্যালাইন সলিউশন মাখিয়ে দিল গালিবের কবজি, গোড়ালি আর কপালের দুপাশে। ইলেকট্রোড সেট করা হবে ওই জায়গাগুলোতে। গালিবের দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং চামড়া পুড়ে যাওয়া প্রতিরোধ, দুটোই করবে ওই জিনিস। অবশ্য অভিজ্ঞতা থেকে ব্রুসের জানা আছে, পরেরটার ক্ষেত্রে সব সময় সফল হয় না ওই সলিউশন।

এরপর অভ্যস্ত হাতে গালিবের হাত-পা ব্রেসলেটের সঙ্গে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে মজবুত করে বেঁধে দিল লোকগুলো।

ওদিকে ঈমাম সাহেব তার কানের কাছে অনবরত বিড়বিড় করছেন। কিন্তু ছেলেটার মন নেই সেদিকে। চোখের মণি স্থির নয় তার, ঘুরছে। ঘনঘন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। অস্থির।

সবশেষে তার ন্যাড়া মাথার ওপরে বসিয়ে দেয়া হলো ইলেকট্রোড লাগানো একটা গোল চামড়ার ক্যাপ।

পর্দার পিছন থেকে একজন ছোটোখাটো মানুষ বেরিয়ে এল। ইলেকট্রোডগুলো ঠিকমত সেট করা হয়েছে কি না, স্ট্র্যাপ যথেষ্ট মজবুত করে বাঁধা হয়েছে কি না, ভাল করে টেনেটুনে দেখল। এক জায়গায় সমস্যা দেখে গার্ডদের ইঙ্গিত করল সে, এক গার্ড সমস্যার সমাধান করে দিল। আবার চেক শেষে মাথা ঝাঁকিয়ে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে ফিরে গেল লোকটা।

ঘড়ি দেখলেন প্রসিকিউটর। ১২:০৮। আট মিনিট দেরি করে ফেলেছে ওরা। ওয়ার্ডেন মাথা ঝাঁকাতে ইমামসহ গার্ডরা বেরিয়ে গেল রুম থেকে। সে আর গালিব রইল কেবল। অদৃশ্য কারও উদ্দেশে আবার নড করল গার্ড। একটা মাইক্রোফোনের সুইচ অন হলো কোথাও। গার্ডের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর উইটনেস চেম্বারের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে গমগম করে উঠল।

'ফয়েজুর রেমান গালিব, দ্য স্টেট অভ আরক্যানসো, ইন ফুল অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ল'জ দেয়ারঅফ, ফাইণ্ডস ইউ গিলটি অভ মার্ডার ইন দ্য ফার্স্ট ডিগ্রি অ্যাণ্ড সেন্টেনসেস ইউ টু ডেথ দিস সিক্সথ, আহ্... সেভেনথ ডে অভ অক্টোবর, নাইনটিন সিক্সটি সেভেন। তোমার কোনও শেষ ইচ্ছা?'

আগে থেকেই পিন পতন নীরবতা বিরাজ করছিল উইটনেস চেম্বারে। গার্ডের কথা শেষ হতে সেটা যেন আরও ভারি হলো, আরও জমাট বাঁধল। কেবল গালিবের কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু পর গভীর করে দম নিল সে। উইটনেস বক্সের দিকে তাকাল। চোখে চিকচিক করছে পানি।

'মিস্টার ব্রুস, আমার মৃত্যুদণ্ডের জন্য আমি আপনাকে দায়ী

করি না। আমি জানি, সার... আপনি যা করেছেন, ন্যায় বিচারের স্বার্থেই করেছেন। আমি ভেবে পাই না—কার অপরাধের বলি হলাম আমি। মিস্টার চার্লস নিউম্যান বেঁচে থাকলে... এমন হতে পারত না, আমি জানি। তা হলে আজ... শেলির আসল হত্যাকারীকেই এই চেয়ারে বসতে হত।'

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসলেন প্রসিকিউটর। অন্ধকার হলেও বুঝতে অসুবিধে হলো না রুমের সবগুলো মুখ তাঁর দিকে ঘুরে গেছে। তাকিয়ে আছে। কোনও কারণ নেই, তবু কেন যেন নিজেকে অপরাধী মনে হলো তাঁর।

'মা-বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল আমাকে নিয়ে... কিছুই পূরণ করতে পারিনি। বরং তাদেরকে পথের ফকির বানিয়ে... চলে যেতে হচ্ছে।' গাল বেয়ে দরদর করে পানি গড়াচ্ছে গালিবের। 'শেষ সময়ে তাদেরকে দেখে যেতে পারলাম না...' নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে কান্না থামাল। 'খুব... কষ্ট হচ্ছে, সার।'

কবজি ঘোরানোর চেষ্টা করল যুবক। চামড়ার স্ট্র্যাপের শক্ত বাঁধনের কারণে অস্বস্তি লাগছে।

'আমি বুঝি, আমার ভাগ্যের চাকা একটা নির্দিষ্ট দিকে ঘুরে গেছে। আমার নিয়তি কেউ বদলাতে পারবে না। তবু শেষবারের মত বলছি, আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যে। আমি শেলিকে খুন করিনি। ওর মৃত্যুতে আমিও কম কষ্ট পাইনি। ওকে আমি ছোটো বোনের মত স্নেহ করতাম,' গলা রুদ্ধ হয়ে এল।

দীর্ঘ নীরবতা। অস্বস্তি বাড়ছে ব্রুস উইলিয়ামসের।

'আর কিছু বলার আছে?' গার্ড বলল।

'বাবা-মাকে বলবেন, তাঁদেরকে চিরদিনের জন্য কষ্টে ফেলে আমার চলে যাওয়ার অপরাধ তাঁরা যেন ক্ষমা করেন।'

নীরবতা। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস পড়ছে গালিবের।

'আর ইউ ডান, ফয়েজুর রেমান গালিব?'

'ইয়েস, সার।'

ওয়ার্ডেন লোকটা তার ওপর ঝুঁকল। চামড়ার টুপির চূড়ার একটা গোল অংশ খুলে দিল। তারপর একটা ভাঁজ করা কালো মাস্ক ঝাড়া দিয়ে খুলে চেহারা ঢেকে দিল গালিবের। বেরিয়ে গেল চেম্বার থেকে। দর্শকদের প্রতিটা পেশি টান্ টান্ হয়ে উঠল। রুদ্ধশ্বাসে চূড়ান্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে। সেকেণ্ড দশেকের মত কিছুই ঘটল না। তারপর...

দুই হাজার ভোল্টের প্রথম বিদ্যুৎ প্রবাহ ভয়ঙ্কর বেগে আঘাত করল গালিবকে।

সিনেমার দৃশ্য হলে এরকম মুহূর্তে চেম্বারের আলো নিভু নিভু হয়ে আসত, বক্সে বসা দর্শকরা অজানা শঙ্কায় চোখমুখ বিকৃত করে নিজেদের অজান্তেই কুঁকড়ে যেত, অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে প্রসিকিউটরের। কিন্তু তাঁর চেহারা বিকৃত হলো না বা কুঁকড়েও গেলেন না তিনি। পূর্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সেটাই তাঁর কর্তব্য। এখানে শেলি গারল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করছেন ব্রুস উইলিয়ামস।

ওদিকে বিদ্যুৎ প্রবাহের ধাক্কায় প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল গালিব। লোহার মুঠোয় পরিণত হলো তার হাত। শক্ত হয়ে উঠল প্রতিটা পেশি। টানের চোটে ব্রেসলেট, চামড়ার স্ট্র্যাপ, সবকিছু ছিঁড়ে যাওয়ার জোগাড়। ঘাড়ের একটা মোটা রগ ফুলে উঠল তার আড়ষ্ট, থরথর করে কাঁপতে থাকা মুঠোর দিকে তাকিয়ে ব্রুসের ভয় হলো যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে ও দুটো। অদৃশ্য শক্তিটার বিরুদ্ধে একটা তেজি বুনো ষাঁড়ের মত লড়ছে যুবক। চেয়ার থেকে প্রায় উঠে দাঁড়ানোর অবস্থা।

তার খুলি থেকে একটু একটু ধোঁয়া উড়তে দেখল সবাই। এক কবজি থেকেও উড়ছে। এক সময় ঢিল পড়ল যুবকের প্রতিটা পেশিতে। মাথাটা একদিকে ঢলে পড়ল। একটু পর

আবার ঝট্‌কা মেরে সিধে হলো গালিব। কেশে উঠল। বমির মত তরল কিছু বেরিয়ে এসে বুক ভিজিয়ে দিল তার। দরদর করে ঘামছে।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর থেমে গেল প্রথম প্রবাহ।

'আরেকবার,' ফোনে বলল ওয়ার্ডেন।

দ্বিতীয়বারও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল গালিবের মধ্যে। তবে এবারের লড়াই বেশিক্ষণ চলল না। দশ সেকেণ্ড পরই হার মানল যুবক। নেতিয়ে পড়ল। তারপরও বিশ সেকেণ্ডের মত প্রবাহ চালিয়ে গেল এক্সিকিউশনার। ততক্ষণে স্থির হয়ে গেছে সে। শুধু আঙুল তির তির করে কাঁপছে। একটু পর তা-ও থেমে গেল, স্থির হয়ে গেল সমস্ত নড়াচড়া।

ওয়ার্ডেন, দুই গার্ড ও ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখতে চেম্বারে ঢুকল। নাকে কেমন একটা গন্ধ পেলেন প্রসিকিউটর। বেশ চেনা। আশপাশে রক্ত-মাংসের কিছু তড়িতাহত হলে পাওয়া যায়। পোড়া মাংস বা পোড়া চুলের নয়। ব্যাখ্যার অতীত এক ধরনের ধাতব গন্ধ। ভারি আর তীব্র।

ডাক্তার স্টেথোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করল তেনার মত এলিয়ে থাকা গালিবকে। মাথা নাড়ল—মরেনি। সবাই দ্রুত বেরিয়ে গেল চেম্বার ছেড়ে। এক্সিকিউশনার আবার সুইচ অন করল। পাঁচবার বিদ্যুৎ প্রবাহের পর সম্পূর্ণ থেমে গেল গালিবের হৃদযন্ত্র। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন প্রসিকিউটর।

'ছেলেটা মরতে চাইছিল না।'

অন্ধকারের মধ্যে কেবল গলাটাই শুনতে পেলেন তিনি। কে বলল বোঝা গেল না।

ফাইলটার শেষ ডকুমেণ্ট গালিবের ডেথ সার্টিফিকেট। ওটার বক্তব্য: জাস্টিস ডেলিভার্ড। ক্লোজ দ্য ফাইল আউট।

ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন বৃদ্ধ। একজন মানুষ কেন

অন্য একজনকে হত্যা করে, মানব হৃদয়ের এক আশ্চর্য রহস্যময় অধ্যায় সেটা। মনোবিজ্ঞানীদের মতে কখনও টাকার জন্য, কখনও দৈহিক চাহিদা পূরণের সময় বাধা পেয়ে অথবা শুধুই মানসিক বিকার থেকে; কখনও রাগ, কখনও বা স্রেফ হীনম্মন্যতা থেকে এই অপকর্মটি করে থাকে মানুষ।

গালিব-শেলি মামলায় বিষয়টা একদম সোজা ছিল মনে করেন তিনি। ছেলেটা সম্ভবত মেয়েটাকে লিফট দেয়ার কথা বলে গাড়িতে তুলেছিল। হয়তো তখন সে কমবেশি পান করা অবস্থায় ছিল, মেয়েটা বুঝতে পারেনি। ড্রাইভ করতে করতে ছেলেটা ওকে কুপ্রস্তাব দেয়, হয়তো। তারপর মেয়েটা প্রত্যাখ্যান করতে রেগে গিয়ে জোরে গাড়ি ছুটিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

মেয়েটা যত বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, গালিব ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। উন্মাদনা কাটতে তার ভয় হয়, শেলি পুলিশকে জানিয়ে দেবে। ও যে এক ফাঁকে তার পকেট ছিঁড়ে নিয়েছে, উত্তেজনার বশে খেয়ালই করেনি। কাজেই বিপদ থেকে বাঁচতে ছেলেটা যা করার, তাই করে।

তবে এখানে একটা প্রশ্ন আছে, যেটা মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবিয়েছে ব্রুস উইলিয়ামসকে। শুধু ভাবিয়েছে বললে ভুল বলা হবে, ভুগিয়েছেও বেশ।

প্রশ্নটা বেশ জটিল। গালিব বনাম স্টেট মামলার সেলফ এক্সপ্লেনেটরি বা স্বব্যাখ্যাত ঘটনাই যেখানে প্রমাণ করে সে জোর-জবরদস্তি করেই তার জৈবিক খিদে মিটিয়েছে। সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে ওরকম কঠিন চড়াই পার হয়ে শেলির মত সবল একটা মেয়েকে ওপরে নিয়ে যাওয়া কী করে সম্ভব হলো?

যেখানে একা ওঠাই প্রায় অসম্ভব একটা কাজ? তারপরও যদি ধরে নেয়া হয় সম্ভব, তা হলে সেটা কীভাবে?

সেয়ানা একটা মেয়েকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে? আবার যদি ধরে নেয়া হয় মেয়েটা স্বেচ্ছায় গিয়েছিল

তার সঙ্গে, তা হলে ওকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে কেন?

মরুকগে!

ফাইলে আর আছে কিছু চিঠি। গালিবের মা, মিসেস রেমানের লেখা। পাগল মহিলা। সপ্তাহে তিন-চারটাও চিঠি লিখত তাঁকে। সবগুলোতে একই আবেদন থাকত—গালিবকে কোনওমতে মুক্ত করতে সাহায্য করার। প্রথম প্রথম কয়েকটা পড়েছেন ব্রুস, তারপর আর ছুঁয়েও দেখেননি। পরেরদিকে খামই খুলতেন না। ফেলে রাখতেন। বোকা মেয়েছেলে!

তবে ব্রুস উইলিয়ামস যে সত্যিই নিরপেক্ষ প্রসিকিউটর, তাতে সন্দেহ নেই। নিরপেক্ষ বলেই গালিবের মৃত্যুর কিছুদিন পর শয়তান ফিলিক্স কেলার যখন ছেলেটার নিরীহ বাবাকে বিনা অপরাধে অনেক লোকের চোখের সামনে সদর রাস্তায় পিটিয়ে হত্যা করল, তখন কোমর বেঁধে সেই শয়তানটার পিছনেও লাগেন তিনি।

মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেন তাকেও ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাতে। কিন্তু পারেননি। কারণ কোনও সংখ্যালঘুকে হত্যার অপরাধে সাদা চামড়ার কাউকে ওই চেয়ারে বসানোর মানসিকতায় তখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি আমেরিকা। তাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় লোকটার। আজও জেলের ঘানি টানছে হারামজাদা, সেই টাকার পেনিটেনশারিতে।

চিঠিগুলো দেখে পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় আনমনা হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বহু বছর পর আজ আবার নতুন করে চিঠিগুলোর দিকে নজর দিলেন। কেমন অদ্ভুত লাগছে না ওগুলো? কেন? এটা আবার কার ফাইল?

শেলি গারল্যাণ্ড! সে কে? ওহ্, সেই শেলি! কার্লের শেষ কেস। গালিবের মা চিঠি লিখত গোলাপি খামে। তার মধ্যে এই নীল খামটা এল কোত্থেকে? অ্যাঁ? ওটা বের করলেন ব্রুস। আবিষ্কার করলেন, হাতের লেখাটা অন্যরকম লাগছে। সেই

পাগল মহিলার লেখার মত নয়।

এ চিঠি আগে কখনও দেখেছেন বলে মনে হলো না। খামের ওপর পোস্ট অফিসের গোল সিলটা দেখলেন। ১৯৬৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ছাড়া হয়েছে এটা। গালিবের দণ্ড কার্যকর হওয়ার ঠিক এক মাস আগে!

লিখেছে কোনও এক লেসলি গারল্যাণ্ড। চট্ করে চিনে ফেললেন তিনি—বিশাল বপুর সেই মহিলা, শেলির মা!

লেসলি গারল্যাণ্ড তাকে চিঠি লিখেছিল! অথচ সেটা না খোলা অবস্থায় পড়ে আছে? কী অদ্ভুত কথা!

ধীরে ধীরে খামটা খুললেন ব্রুস।

ক্যালেণ্ডারের হিসেবে পঁয়ত্রিশটি বছর ঝরে গেছে ততদিনে।

এগারো

'কে সরিয়ে থাকতে পারে ড্যাডির স্কেলিটন?' অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে আপনমনে প্রশ্ন করল জন নিউম্যান।

ব্লু আই থেকে সাত মাইল দূরে, ব্ল্যাক ফর্ক মাউণ্টেনের গা ঘেঁষে যাওয়া ইউ.এস. রুট ২৭০-এ রয়েছে ওরা, ওয়ার সেমিট্রির কাছে। পুরনো এক ট্রেইলারে। জনদের ট্রেইলার। এটায় চড়েই ছোটোবেলায় এ অঞ্চল চষে বেড়াত সে।

গতকাল কবরস্থান থেকে ফেরার পথে এটাকে এই জায়গায় আবিষ্কার করেছে জন। বড় বড় ঝোপের আড়ালে ছিল। সুভেনিয়র শিকারীরা এত বছরে কিছু রাখেনি ট্রেইলারটার।

টায়ার-টিউবসহ যা কিছু খুলে নেয়া সম্ভব, সব নিয়ে গেছে। কাঠামোটা কেবল খাড়া আছে। তবে পিছনের মূল অংশের প্যাডলক খোলার চেষ্টা কেউ করেনি। তাই ভেতরের সবকিছু ঠিকই ছিল।

ওটাকে ঘষামাজা করে বাসযোগ্য করে তুলেছে দুজনে। ফিল্ড আবাস বানিয়ে নিয়েছে। আপাতত দিনকয়েক এটায় থাকার ইচ্ছে রানার। গত কদিন মোটেলে কাটিয়েছে ওরা। সেই তুলনায় সমস্ত সুযোগ-সুবিধে বিবর্জিত, ইলেকট্রিসিটিবিহীন পুরনো ট্রেইলারে থাকতে একটু সমস্যা হবে। কিন্তু রানার ধারণা, এর ফলে বিশেষ কিছু সুবিধেও পাওয়া যাবে।

সামনের ঝোপঝাড় অনেকখানি পরিষ্কার করে ফেলেছে জন। ওয়ালড্রন এক্সিট থেকে কোলম্যান ল্যান্টার্ন, পানি গরম করার স্টোভ, এয়ার ফ্রেশনার প্রভৃতিও কিনে এনেছে।

জায়গাটা এমনিতেই বেশ নিরিবিলি, তার ওপর সূর্য ডুবে যেতে একদম নীরব হয়ে গেছে।

ট্রেইলারের দুপাশের বাল্কহেড ঘেঁষে দুটো সিঙ্গেল বেড। তার একটায় বসে আছে রানা।

'নাকি সময়ের সাথে মাটি সরে গেছে বলে আরেকজনের ডেডবডি...' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল সে।

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'ত্রিশ-চল্লিশ বছরে এত সরে যেতে পারে না মাটি।'

'অথবা কেউ হয়তো রাতের বেলা গোপনে এক কবরের লাশ আরেক কবরে সরিয়ে রেখেছে? তারপর...' থেমে গেল জন। নিজের ব্যাখ্যা নিজেরই মনঃপূত হচ্ছে না।

'তুমি দেখেছ ওখানকার মাটি কত শক্ত,' রানা বলল চিন্তিত কণ্ঠে। 'একটা কফিন বের করতে তিনজন সবল পুরুষের এক বেলার বেশি লেগেছে। অথচ আমরা ওটাকে এক কবর থেকে অন্য কবরে নেইনি। তা করতে গেলে আরও একটা কফিন

তুলতে হত। তারপর দুটো স্কেলিটন পাল্টাপাল্টি করে মাটি চাপা দিয়ে আগের মত সেট করা,' মাথা নাড়ল। 'সারাদিন লেগে যেত তা হলে। এক রাতে এতকিছু সম্ভব নয়।'

মাথা দোলাল জন নিউম্যান। 'ঠিক। আমারও তাই মনে হয়। তা হলে, কীভাবে সম্ভব হলো? নাকি আমরা যা ভাবছি...'

জানালা দিয়ে হেডলাইটের জোরাল আলো দেখে উঠে গিয়ে দরজা খুলল জন। একটা গাড়ি এসে থামল ট্রেইলারের সামনে।

'হাউডি, ডেপুটি!'

'আপনারা এখানে? আমি রামাদা ইনে খুঁজতে গিয়েছিলাম।'

'আমরা এখানে জানলেন কীভাবে?'

'বাইরে পিক-আপ দেখে। এটা আপনাদের?'

'হ্যাঁ। ব্যাপার কী? আসুন।' লোকটাকে নিজেদের ঠিকানা হিসেবে রামাদা ইনের কথাই বলতে বলেছিল রানা। হলিডে ইনের কথা এ জানে না।

ধীর পায়ে ভেতরে চলে এল ডেপুটি। সানগ্লাস ছাড়া লোকটার চোখ দুটো বেশি ছোট লাগল রানার। কোলম্যান ল্যাণ্টার্নের অপর্যাপ্ত আলোয় ছুঁচোর মত সরু মুখমণ্ডল আর ঢুলুঢুলু চোখের লোকটাকে অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির মনে হচ্ছে। চারদিকে ভাল করে নজর বুলিয়ে নিল লোকটা।

'মনে হচ্ছে এখানেই থাকবেন ঠিক করেছেন! হোটেল ছেড়ে দিয়েছেন?'

'না। তারপর বলুন, কী মনে করে?'

'আপনাকে বলেছিলাম না, আমি শেরিফের রেকর্ডপত্র ঘেঁটে দেখব আপনাকে সাহায্য করার মত কিছু পাই কি না?' রানার ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

'পেয়েছেন কিছু?' বলল জন। 'কফি চলবে ডেপুটি?'

'না, না। এখন কফি খাওয়ার সময় নেই,' রুমটার ওপর চোখ বোলাল সে। 'ডিউটিতে আছি, পেট্রোলে নামতে হবে।

যাকগে, একটা খবর আছে আপনার জন্য।'

'কী খবর?'

'শেরিফের ডিপার্টমেন্টের রেকর্ডস আর মিউনিসিপ্যাল রেকর্ডস, সব আমাদের পুরনো কোর্ট হাউসের বেজমেন্টে থাকত। 'চুরানব্বই সালে ভীষণ আগুন লেগেছিল কোর্ট হাউসে। তখন সমস্ত রেকর্ড পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

হতাশ দেখাল জনকে। 'আমি ভাবলাম শেরিফের রেকর্ডস আলাদা থাকে! মুশকিল হয়ে গেল।'

'আমি দুঃখিত।'

'ঠিক আছে, দুঃখ করে আর কী হবে! এ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কবরে আসল মৃতদেহ নেই, সেমিট্রির অফিসে রেকর্ডস নেই, কিছুই নেই। তবু আমি এখনই হাল ছাড়তে রাজি নই। দেখি চেষ্টা করে আর কিছু করতে পারি কি না!'

'আশা করি সফল হবেন। প্রয়োজন মনে করলে আমাকে জানাতে দ্বিধা করবেন না।'

'অবশ্যই। ধন্যবাদ।'

বেরিয়ে যাওয়ার আগে এক চিলতে আন্তরিক হাসি দিল লোকটা। কিন্তু রানার চোখে ওটাকে শেয়ালের হাসি মনে হলো।

ডেপুটির গাড়ির শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জন নিউম্যান। তারপর বলল, 'আর কীভাবে এমন কাজ সম্ভব, আমার তো মাথায় আসছে না।'

'ঠিকমত মাথা খাটাও।'

'তুমি সমাধান পেয়ে গেছ মনে হয়?'

'মনে হয়,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল রানা।

'কী?'

'সম্ভবত সমাধিফলক অদল-বদল করে কাজটা করা হয়েছে।'

'হোলি গড!' উত্তেজিত হয়ে উঠল জন। তর্জনী খাড়া করে

শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, 'সমাধিফলক! ঠিক তাই। সমাধিফলক পাল্টাপাল্টি করেই ধোঁকাবাজিটা করেছে ব্যাটারা। ওই কাজ এক রাতের মধ্যে শেষ করা অসম্ভব না। দুজন মানুষই পারবে।'

মাথা দোলাল রানা। 'আমারও তাই মনে হয়। ১৮৬৫ সালে নিহত পঁচিশ বছর বয়সী এক যোদ্ধার সমাধিফলকের সাথে তোমার ড্যাডিরটা পাল্টাপাল্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমার ড্যাডির কবরে তার সমাধিফলক লাগানো হয়েছে। এই লোকটার পরিচয় জানতে পারলেই... '

'বুঝতে পেরেছি!' আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল জন। 'দাঁড়াও! যেভাবেই হোক, রেকর্ডস খুঁজে বের করতেই হবে আমাকে। কোর্ট হাউসে, ধ্যাত্তেরি! না, না! সিভিল ওয়ারে পোক কাউন্টির নিহতদের নামের লিস্ট হিস্টরিক্যাল সোসাইটিতে পাওয়া যাবে। ওখান থেকে...' হঠাৎ কী ভেবে থেমে গেল সে। 'সেই খামটা দাও তো। ড্যাডির শু বক্স থেকে যেটা নিয়েছিলে!'

রানা একটা ম্যানিলা খাম বের করে দিতে ওটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জন। নিউজ পেপার ক্লিপিংসের মোটাসোটা এক ফোল্ডার বের করল খাম থেকে। ১৯৬৫ সালের ২৬ জুলাই সংখ্যা *সাউথওয়েস্ট টাইমস রেকর্ড* পত্রিকার ক্লিপিংস। ওটার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে লেখা HERO TROOPER BURIED.

বড় বড় গাছ আর ঘাসে ভর্তি ঢেউ খেলানো তেপান্তরের মাঠ। তার মাঝে বিশাল ছাতার মত এক দেবদারু গাছের নীচে শোকার্ত শবযাত্রীরা দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে। গম্ভীর চেহারার কয়েকজন লোক একটা ভারী কফিন গর্তে নামাচ্ছে। অনেকক্ষণ ছবিটা দেখল জন।

ওটা দেখলে অনেক কথা মনে পড়ে যায় তার। প্রচণ্ড গরম পড়েছিল সেদিন। মায়ের কান্না কিছুতেই থামছিল না। শেষ পর্যন্ত মিস জুডি ক্যামেরন নামের এক মহিলাকে হাল ধরতে

হয়। মাদার কারেজ হয়ে গোটা অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন তিনি। অসাধারণ এক মহিলা ছিলেন তিনি। যেমন সুন্দরী, তেমনি বিপদে হাল ধরতেও সক্ষম ছিলেন।

তাঁর গায়ের গন্ধটাও খুব মিষ্টি ছিল, আজও মনে আছে জন নিউম্যানের। কিন্তু ছবিতে তিনি নেই।

'বুঝতে পারছি না...' ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল জন। 'এখন তো গাছ বলতে গেলে নেই। প্রায় সবই কেটে ফেলা হয়েছে। এই ছবি দেখে কীভাবে বোঝা সম্ভব কোথায় ছিল ড্যাডির কবর?'

'মাঠ তো সেটাই আছে,' বলল রানা। 'মাটির ঢেউয়ের দিকে নজর রাখতে হবে। ছবির মানুষগুলোর ওপর কোন্ অ্যাঙ্গেল থেকে সূর্যের আলো পড়েছে বুঝতে হবে, কবরস্থান থেকে দূরের ঝাপসা পাহাড়গুলোর দূরত্ব, ইত্যাদি মিলিয়ে দেখতে হবে। তা হলেই বের করা যাবে।'

ট্রেইলারের মাইলখানেক দূরে গিয়ে গাড়ি থামাল ডেপুটি সিডনি হল। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে খুদে সেলুলার ফোল্ডার বের করে বাটন টিপে রিপোর্টিং শুরু করল।

'সার, জন নিউম্যান মনে হয় আটকে গেছে। কীভাবে সামনে এগোবে বুঝে উঠতে পারছে না। আমি এইমাত্র ওর সঙ্গে দেখা করে এলাম। মনে হলো অগাধ পানিতে পড়েছে ব্যাটারা। হয়তো সব বাদ দিয়ে ফিরে যাবে। আহ্... জনদের একটা ট্রেইলার ছিল, সার। মনে হয় ওটাতেই থাকবে ওরা আপাতত।'

একটু বিরতি দিল।

'বুড়ো ব্রুসের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। নক করে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও লোকটা দরজা খুলছে না দেখে বাড়ির পিছনদিকে গিয়ে দেখি, বেজমেন্টে বসে পুরনো ফাইলপত্র ঘাঁটছে সে। কীসের ফাইল বলতে পারি না। তার সামনে

মেঝেতে একটা ছবিও ছিল। এক নিগার মেয়ের। এতবার নক করলাম দরজায়, চেঁচিয়ে ডাকলাম, কিন্তু বুড়ো ছাগলটা শুনলই না। কোথায় চরে বেড়াচ্ছিল কে জানে! তবে দুনিয়াতে ছিল না, আমি শিওর, সার। নইলে মাত্র দশ ফুট দূর থেকে আমার চিৎকার শুনতে না পাওয়ার কোনও কারণে নেই।'

দশ মিনিট পর পাল্টা ফোন এল। 'সিডনি!'

'ইয়েস, সার।'

'ব্রুস উইলিয়ামসের ওপর কড়া নজর রাখো। লোকটা বুড়ো হতে পারে, কিন্তু ছাগল নয়। তার মাথা এখনও তোমার-আমার চেয়ে অনেক শার্প আছে।'

'ইয়েস, সার।'

'তোমাকে তার বেজমেণ্টে ঢুকতে হতে পারে। কোন ফাইলে চোখ বোলাচ্ছিল জানা দরকার।'

'ওকে, সার। নো প্রবলেম।'

কড়া রোদ মাথায় নিয়ে ওয়ার সেমিট্রিতে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। চার্লস নিউম্যানের আসল কবর খুঁজে বের করার দ্বিতীয় দিনের অভিযানে এসেছে। চারদিকে শুধু সমাধিফলক আর সমাধিফলক। সমান দূরত্বে পরিপাটি করে সাজানো। ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে, সোজাসুজি, আড়াআড়ি বা কোনাকুনি, সবদিক থেকেই সমান দূরত্বে আছে ওগুলো। একই সাইজের।

অনেকটা মশলা পেষার পাটার মত। তবে আকারে দ্বিগুণেরও বড়। চুনাপাথরের। সাদা।

অসংখ্য আমেরিকান যুদ্ধের অজস্র মৃতের কবর। জাদুঘর।

পুরনো পত্রিকার ছবিটায় চোখ বোলাল রানা। ওটা এনলার্জ করাতে এক কমার্শিয়াল ফোটোগ্রাফারের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু কাজ হয়নি। কারণ ছবিটা জার্মান হট-মেটাল রোটোগ্র্যাভিউর টেকনোলজিতে তোলা। পুরনো এই পদ্ধতিতে ছবি হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ফোঁটা বা ডটের সমন্বয়ে। সে ছবি যত এনলার্জ করা হয়, ডটগুলোও তত বড় হয় এবং একটার সঙ্গে অন্যটার দূরত্ব বাড়ে। ফলে স্পষ্ট হওয়ার বদলে ছবি অস্পষ্ট হয়ে যায় আরও। অরিজিন্যাল নেগেটিভ থাকলে অবশ্য এক কথা ছিল।

ওকলাহোমা সিটিতে জনের পরিচিত একজন আছে, *ডেইলি ওকলাহোমান* পত্রিকার লাইফস্টাইলস এডিটর। ছবিটা ফেডএক্স-করে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। তা হলে কমপিউটারে এনলার্জ করে দিতে পারবে সে। কিন্তু মাসুদ রানা রাজি হয়নি। কারণ, ও জানে, ওদের পিছনে লোক লেগে রয়েছে; ছবিটা ফেরত না-ও আসতে পারে।

আগে পুরো এক বেলা এই সেমিট্রিতে ব্যয় করেছে ওরা। লাভ হয়নি। পরে ব্লু আইয়ের হিস্টরিকাল সোসাইটিতে গিয়েছিল মৃতদের নামের তালিকা এবং কাকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে, তার লে-আউট জোগাড় করতে। তাতেও কাজ হয়নি। কারণ ওসব ঠিকঠাকভাবে সংরক্ষিত আছে কি না, কর্তৃপক্ষেরই সন্দেহ আছে। কারণ সেই একই। বারবার কর্তৃপক্ষ পরিবর্তন। তবু জনকে আজ যেতে বলা হয়েছে। ওরা খুঁজে পেলে দেবে।

সকালে জন গেছে তালিকার আশায়। এই ফাঁকে রানা চলে এসেছে এখানে, সমাধিফলক পাল্টাপাল্টির আইডিয়াটা সত্যি হতে পারে কি না, যাচাই করে দেখতে। কিন্তু শত শত কবরের ভিড়ে দাঁড়িয়ে এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওর, লে-আউট না হলে কোনও আইডিয়াই এখানে কাজে লাগবে না।

পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, চারটে কম্পাস ডিরেকশনে ঘুরল রানা। সতর্ক চোখ বোলাল চার দিগন্তে। ধারণা ছিল ছবির পটভূমিতে যে পাহাড়শ্রেণী আছে, সেটা চোখে পড়বে। কিন্তু ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো না। কারণ পাহাড় সারির একটা অংশ মাত্র দেখা যাচ্ছে, তা ছাড়া সেগুলো যে আসলেই পাহাড়, ফোটোগ্রাফিক প্রসেসের খুঁত নয়, নিশ্চিত হওয়া গেল না। জোর

খাটিয়ে ছবির মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করল না রানা।

কারণ খেয়াল করেছে, কড়া দৃষ্টিতে তাকাতে গেলেই ডটের আড়ালে মিলিয়ে যায় ডিটেইলস। যেন ম্যাজিক ফোটো এটা। চোখ বুলিয়ে গেলে কিছু কিছু দেখা যায়। কড়া পর্যবেক্ষণ করতে গেলে সবকিছু মিলিয়ে যায়।

সবচেয়ে বড় কথা, জন নিজেও নিশ্চিত হয়ে বলতে পারেনি যে পটভূমিতে পাহাড়শ্রেণীই ছিল। অনেক আগের কথা, মনে নেই তার। এক সময় রানার সন্দেহ হলো, ওটা হয়তো যা ভাবা হচ্ছে আদৌ তা নয়। ফোটোগ্রাফিক পদ্ধতির কোনও খুঁতের কারণে পাহাড়শ্রেণীর মত লাগছে হয়তো ব্যাকগ্রাউণ্ড।

সমাধিফলকের দিকে মন দিল ও।

আব্রামোউইকজ। বেনইয়ামিন। লুফৎম্যান। বার্গম্যান।

মৃতদের নাম। কারও না কারও বুকের ধন ছিল এরা। এতসব মৃত্যুর প্রতিফল কী? কেন এত মৃত্যু? এদিক-ওদিক তাকাল রানা। কবর আর কবর! সেমিট্রি নয়, যেন তারায় পরিপূর্ণ আকাশ, মনে হলো ওর। মৃত তারা, জমাট বাঁধা তারা। একদিন সচল ছিল, আলো ছড়াত, এখন অচল। নিষ্প্রভ।

ক্লুসেওস্কি। ওবেরমেয়ার। গানিং। ডিমস্। বেনসেন।

জায়গা ছেড়ে কয়েক পা সরল রানা। চুনাপাথরের ফলকগুলোও একটু নড়ল যেন ওর সঙ্গে, প্যারেডের মত অনেকটা। রানা নড়লে ওগুলো নড়ে, থামলে ওগুলোও থামে।

প্রাচীন রোমান আর্মির কথা মনে পড়ল ওর। তাদের পদাতিক বাহিনীর লাইন বা সারিকে ফ্যালাঙ্কস বলা হত। শত্রু যত পরাক্রমশালীই হোক, আস্থায় অবিচল, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর

রোমানদের সেই ফ্যালাঙ্কস নির্ভয়ে, অপ্রতিরোধ্য গতিতে ঢুকে পড়ত তাদের বাহিনীর মধ্যে। কোম্পানি ফর্মেশনে।

ফোর্বস। ভার কুট। ট্রুলি।

এখানকার সমাধিফলকের বিষয়টাও সেরকমই মনে হলো অনেকটা। মৃতদের ফ্যালাঙ্কসের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছে রানা। মৃতরা যেন নীরবে প্রশ্ন করছে : তুমি আমাদের মত মাটির বিছানায় নেই কেন? তুমি দুপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?

মার্টিন। ফিমস্টার। ও'ব্রায়ান। লটস্কি। কুমলার।

ধীর পায়ে সামনে এগোল ও। হঠাৎ কী মনে হতে দাঁড়িয়ে পড়ল। পায়ের দিকে তাকাল। দেখা গেল একটা রিজের ওপর উঠে এসেছে কখন যেন। এটা যে রিজ, এতক্ষণ বোঝাই যায়নি। আগের চেয়ে একটু উঁচুতে আছে রানা এ মুহূর্তে। ভাঁজ করা ছবিটা খুলে ওখানকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখল।

ছবি অনুযায়ী ছাতার মত মেলে থাকা যে বিশাল দেবদারু গাছটার নীচে জন নিউম্যানকে কবর দেয়া হয়েছে, এরকমই এক রিজের ওপরে ছিল সেটা। রিজ জায়গা ছেড়ে নড়েনি। কিন্তু গাছগুলো নেই হয়ে গেছে বলেই যত সমস্যা। জনের ধারণা অনুযায়ী, দেবদারু গাছটার সম্ভবত একশো গজ পিছনে আরও একটা গাছ ছিল। এখন সেটাও নেই।

ছবিটার পিছনদিকের এক জায়গায় কিছু ডটের সমষ্টি আছে। ভার্টিক্যাল। জনের মতে ওটা আরেকটা গাছ ছিল। অর্থাৎ তার মতে এখানে তিনটে গাছ ছিল, এক সারিতে। সারির শুরু কোনদিকে, শেষ কোনদিকে?

বোঝার উপায় নেই।

বর্তমানে গাছ যে একেবারেই নেই, তা-ও নয়। কিছু এখনও আছে, তবে সেগুলো দূরে। ট্রুপার চার্লসের কবর যেখানে ছিল বলে জন বলছে বা ছবিতে মনে হচ্ছে, সেখানটা ফাঁকা।

এটার পরে আর কোনও রিজ আছে? খুঁজতে গিয়ে হতাশ হতে হলো রানাকে। নিশ্চিত হতে পারছে না। ঝাপ্সা ডটের কারণে কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

ব্যর্থতা মেনে নিয়ে আপাতত হাল ছেড়ে দেবে কি না, গুরুত্বের সঙ্গে ভাবল রানা। কোনও সূত্র নেই, কীভাবে এগোবে? ভরসা করারও তো একটা সীমা আছে। চিন্তিত মনে আরও কয়েক পা যেতে আরেকটা রিজ দেখতে পেল। একই মুহূর্তে চোখের কোণে একটা ব্যতিক্রম ধরা পড়ল ওর।

ব্যাপারটা কী বোঝার জন্য ঘুরল রানা। কিছু চোখে পড়ল না। ভুল দেখেছিল হয়তো। ঘুরে আগের পথে যেতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে আবার থেমে পড়ল। ভেতর থেকে কে যেন খোঁচাচ্ছে। চারদিকে আরও ভাল করে তাকাতে বলছে। খোঁচাটা এত স্পষ্ট যে রীতিমত কুসংস্কারে পেয়ে বসল ওকে।

মৃতরা কোনও অদ্ভুত উপায়ে কথা বলছে না তো!

চিন্তিত মনে চারদিকে ঘন ঘন চোখ বোলাতে লাগল রানা। অনেক দূরে কোথাও ঘাস কাটার পাওয়ার মোয়ার একটানা গুঞ্জন করছে। একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে অনেক উঁচু দিয়ে। ওটার চকচকে অ্যালুমিনিয়াম বডি কড়া রোদের আলোয় ঝিলিক মারছে। পিছনে মোটা ধোঁয়ার লেজ রেখে যাচ্ছে ওটা।

দূরে একটা সাদা কার দেখা গেল। চলছে না, দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই সিডনি হলের। কার হয়ে কাজ করছ তুমি, ডেপুটি? আপনমনে বলল ও। দু-চারদিনের মধ্যে তোমার সঙ্গে কথা বলব আমি। প্রস্তুত থেকো, ভায়া।

আবার ঘুরল রানা। সঙ্গে সঙ্গে একটা অসামঞ্জস্য ধরা পড়ল চোখে। কী হতে পারে? নিজেকে প্রশ্ন করল বিরক্ত হয়ে। এ

পর্যন্ত যতবার মুখ ঘুরিয়েছে ও, ততবারই চোখে পড়েছে ব্যাপারটা। তা-ও সরাসরি নয়। চোখের কোণে। কিন্তু ভাল করে দেখতে গেলেই নেই হয়ে যায় সেটা।

আসলেই অসামঞ্জস্য, নাকি ওর অনুভূতি?

এবার যাতে দৃশ্যটা মিস না হয়, সে জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে পা বাড়াল ও। দুপা গিয়ে ঘুরল। কিছুই ধরা পড়ল না। একই কাজ আবার করল ও—একই ফল হলো। চরম বিরক্তি লাগল। নিজেকে আস্ত একটা আহাম্মক মনে হলো ওর। জানে লাভ হবে না, তবু শেষবারের মত আরেকবার কাজটা করল। তখনই চোখে পড়ল ব্যাপারটা।

অসামঞ্জস্য!

ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে, সোজাসুজি, আড়াআড়ি এবং কোনাকুনি, সবদিকে সমান দূরত্বে পরিপাটি করে সাজানো সমাধিফলকগুলোর মধ্যে একটা বিচ্যুতি।

একটা ফাঁক!

ঠিক ফাঁক নয়। অনিয়ম। একটা ফলক সারির বাইরে পড়ে গেছে কীভাবে যেন। কারণটা কী?

রানার দেড়শো গজ দূরে রয়েছে সারিচ্যুত ফলকটা। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল ও।

ফলকটার সামনে থেমে নামটা পড়ল—ম্যাসন।

তোমার সমস্যা কী, ম্যাসন? মনে মনে বলল। প্যারেডের সময় লাইনের বাইরে কেন তুমি? তুমি আইন অমান্য করছ কেন? কেন শিডলভস্কি আর ডোনোহিউর এক ফুট ডানে তোমার বিছানা পাতা হয়েছে? মারফির জায়গায়? আরেকজনের প্রাইভেসি কেন নষ্ট করছ? ব্যাপারটা কী ভুল, না কি...

গাছ!

এখন নেই গাছটা। কিন্তু ম্যাসনকে যখন এখানকার মাটির বিছানায় চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেয়া হয়, তখন হয়তো ছিল। ভাবল

রানা। গাছের জন্যই তার কবর বাধ্য হয়ে সারির কিছুটা বাইরে খুঁড়তে হয়েছিল। পরে সেই গাছ মরে গেলেও ম্যাসন আগের জায়গাতেই রয়ে গেছে। হতে পারে না? হুঁম!

আবার ছবিটায় চোখ বোলাল। নিজেকে জোর করে বিশ্বাস করাতে চাইল, ও যেখানে আছে, সেটা যদি সত্যিই সেই গাছের স্পট হয়ে থাকে; এবং যেহেতু এটা সেমিট্রির বাউণ্ডারির খুব কাছে, সেহেতু এটা সম্ভবত লাইনের তৃতীয় গাছটা হবে।

তা ছাড়া জন জোর দিয়ে বলেছে, তার ড্যাডিকে কবর দেয়া হয়েছিল সকাল আর দুপুরের মাঝামাঝি সময়ে। ছবি দেখেও সেরকমই লাগছে। ফোটোগ্রাফার যখন এই ছবি তোলে, বুঝতে অসুবিধে হয় না সূর্য তখন জনদের পিছনে ছিল। বেশ নিচুতে। এবং সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে তোলা হয় ছবিটা। সেই অনুযায়ী এটা যদি সারির শেষ গাছ হয়ে থাকে, তা হলে বাকি দুটো হয়তো আরও পুবে, অর্থাৎ ওর পিছনে ছিল।

পুবদিকে ফিরল রানা। সমাধিফলক এবং ক্রস ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। কী মনে হতে মাটিতে শুয়ে থাকা কিছু বুনো লতাপাতা টেনে টেনে ছিঁড়ল ও। ম্যাসনের সমাধিফলকের মাথার দিকটায় পট্টির মত পেঁচিয়ে বাঁধল ওগুলো। বিড়বিড় করে বলল, 'মাইণ্ড কোরো না, ভায়া!'

পুবদিকে হাঁটতে লাগল রানা। পঞ্চাশ গজ দূরে দ্বিতীয় গ্যাপ চোখে পড়তে দ্রুত এগিয়ে গেল সেদিকে। কিন্তু ফোটোর রিডিং অনুযায়ী প্রথম গাছটা যেখানে থাকার কথা, সেখানে একটা সাইডওয়াক ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। একটা ছোটো পার্কের দিকে গেছে সাইডওয়াকটা। পার্কটাকে চারদিক থেকে ঘিরে কিছু ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে। সমাধিগুলো চমৎকার সারিবদ্ধ সেখানকার। কোথাও কোনও খুঁত নেই।

বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল ও। বুঝতে পারছে না। জনের কথামত যদি অতীতে বিশাল একটা দেবদারু গাছ ওখানটায়

ছিল ধরে নেয়া হয়, তা হলে এই কবরগুলোর সারি এমন পরিপাটি থাকে কী করে? গলদটা কোথায়?

আবার ছবিতে চোখ বোলাল। এই সাইডওয়াক কোনদিকে গেছে? ওটা ধরে পায়ে পায়ে ছোটো পার্কটায় চলে এল রানা। এখানে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মৃতদের কবর দেয়া হয়েছে। তাদের স্মরণে কাউণ্টি একটা মেমেণ্টো মরি বসিয়েছে। বিপজ্জনক বোঝাতে বিশ্বের সবখানে মাথার খুলি ও হাড়ের ক্রসওয়ালা যে প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এখানে বোঝাচ্ছে: মানুষ মরণশীল।

তার নীচে খোদাই করা আছে: অনার, ডিউটি, স্যাক্রিফাইস।

একটু পর হতাশ হয়ে পার্ক থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল রানা, তখনই চট্ করে বুঝে ফেলল।

দেবদারু গাছটা মরে গেছে নাকি ওটাকে ইচ্ছে করে কেটে ফেলা হয়েছে, এখন আর তা জানার উপায় নেই। তবে রানার বিশ্বাস, ওটা পথ আগলে ছিল বলে কবর খোদকরা ওটার দিকে আর না এগিয়ে চার্লস নিউম্যানের কবরের পরই সেমিট্রির সীমানা বেঁধে দিয়ে এই পার্ক তৈরি করেছে।

তার এপাশে, ঠিক যেখানে গাছটা ছিল: সেখানে সাইডওয়াক তৈরি করেছে। অর্থাৎ, সন্দেহাতীতভাবে ধরে নেয়া যেতে পারে সার্জেণ্ট চার্লস নিউম্যানের নিখোঁজ কবরটা এই সাইডওয়াকের ধার ঘেঁষেই আছে। সম্ভবত ডানদিকে। এরকম চিন্তা রানার মাথায় আসার উপযুক্ত কারণও আছে।

সমাধিফলকগুলোর যে সাইজ, তাতে একেকটার ওজন দুই থেকে তিনশো পাউণ্ডের কম হবে না। এ জিনিস সবার অগোচরে, অল্প সময়ের মধ্যে এক কবর থেকে খুলে অন্য কবরে পাল্টাপাল্টি করে স্থাপন করার বুদ্ধি যদি কারও মাথায় আসে, তা হলে তার মাথায় হাতলওয়ালা কার্ট ব্যবহারের আইডিয়াও আসতে পারে। এবং সেটা চালানোর সুবিধের জন্য সাইডওয়াক

তৈরি করে নেয়ার আইডিয়া আসাটাও খুবই স্বাভাবিক।

সেই সুবিধে পাওয়ার জন্যই কী গাছ কেটে তড়িঘড়ি করে সাইডওয়াক তৈরি করা হয়েছে? ভাবল ও। কত বছর আগে?

চার্লস নিউম্যানের কবর লুকিয়ে ফেলার এই অভিনব আয়োজন নিয়ে ভাবতে গিয়ে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা।

মৃত একজন ল অফিসারকেও এত ভয়?

সাইডওয়াকে উঠে পড়ল ও। পুবদিকে হাঁটতে শুরু করল এক পা-দুপা করে। ওটার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে পশ্চিমদিকে ফিরে দাঁড়াল। এটাও রিজের ওপর। প্রথমবার কিছুই চোখে পড়ল না। কয়েক পা আগুপিছু করে দাঁড়িয়ে আবার পশ্চিমে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফাঁক চোখে পড়ল।

একটা নয়, দুটো গ্যাপ আছে ওর সামনের পশ্চিমমুখো সারিতে। রানা যেটার সঙ্গে লতা পেঁচিয়ে রেখে এসেছে, সেটার এপাশের সাইডওয়াক ঘেঁষে। বুক ফুলিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। ডানদিকে তাকাল।

'হেই, রানা!'

জন নিউম্যানের গলা শুনে তাকাল।

'তুমি না গিয়ে ভালই করেছ,' বলল সে। 'ওদের রেকর্ড সংরক্ষণের যে ছিরি! অনেক কষ্টে মাত্র কয়েকটা নাম জোগাড় করে নিয়ে এলাম।'

আবার ডানদিকে তাকাল রানা। 'ওর মধ্যে জ্যাকব ফিনলে নামে কেউ আছে কি না দেখো তো!'

পকেট থেকে তিনটে ভাঁজ করা শিট বের করল জন। খুলে পড়ল নামগুলো। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল, 'আছে। এই তো, জ্যাকব ফিনলে। ফিফথ আরক্যানসো লাইট ইনফ্যান্ট্রি। মৃত্যু: ১৮৬৯ সাল।'

ডানদিকে সামান্য কাত হয়ে আছে জ্যাকব ফিনলের ফলক। উন্মুক্ত প্রান্তরের বাতাসের অবিরাম পরশ আর কালের করাল

থাবায় খাওয়া খাওয়া। হালকা শ্যাওলা পড়েছে গোড়ার দিকে।

'তা হলে এটা...' ফলকটায় হাত রেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল রানা। 'তোমার ড্যাডির।'

'অ্যাঁ!' নামটা পড়ল জন নিউম্যান। 'ড্যাডির?'

'হ্যাঁ।' মাথা ওপর-নীচ করল রানা।

কিছুক্ষণ বোকার মত ফলকটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর পা টেনে টেনে এগিয়ে এল। হাঁটু গেড়ে বসে এক হাত রাখল কবরের ওপর। 'তুমি শিওর?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'হ্যালো, ড্যাডি!' বাষ্পরুদ্ধ হয়ে উঠল তার কণ্ঠ।

কারোনারের অফিসে জ্যাকব ফিনলের লাশ তোলার আবেদন জানাল জন। এবার ব্রুসকে প্রয়োজন হলো না। জন একাই সেরে ফেলল কাজ। কারণ কেউ তেমন পাত্তাই দিল না বিষয়টাকে। অনেক আগে হারিয়ে যাওয়া জনের এক কাজিন জ্যাকব ফিনলে, এটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট ছিল অনুমতির জন্য।

এবারের কাজটা অনেক সহজ হলো মিস্টার কগিনসের জন্য। ব্যাকহো মেশিনের সাহায্যে এক ঘণ্টার মধ্যেই কফিন উদ্ধার করলেন তিনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর ফিলিপসও হাজির। ট্যাকলের সাহায্যে গর্ত থেকে তোলা হলো কাসকেট।

'মেটাল কাসকেট!' জনের দিকে ফিরল ডক্টর ফিলিপস। 'ফিউনেরাল হোম কোন্‌টা ছিল বলতে পারেন?'

প্রথমে মাথা নাড়ল জন। পরক্ষণে বলল, 'দাঁড়ান! মনে পড়েছে। ডেভলিন'স।'

'ইয়েপ্‌!' মাথা ঝাঁকাল ডক্টর। 'এবং আপনার বাবার নাম চার্লস নিউম্যান।'

'ইয়েস, সার।'

'কাসকেটেও তাই লেখা আছে। দ্যাট'স হিম। ওকে, বয়েজ!

গাড়িতে তোলো এটাকে।'

পরীক্ষাগারে বেশি সময় লাগল না। দেড় ঘণ্টার মধ্যে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ডক্টর ফিলিপস। সূর্য হেলে পড়তে শুরু করেছে তখন। মরচুয়ারির পিছনে একটা ছোটোখাটো পার্কমত আছে, ওদেরকে সেখানে নিয়ে এল ডক্টর।

'পুরো রিপোর্ট যদি লিখিত চান, তা হলে কাল পর্যন্ত সময় দিতে হবে আমাকে।

'লিখিত দরকার নেই,' রানা বলল। 'আপনি বলে যান, আমি নোট নিচ্ছি।'

'ফাইন। প্রথমে ফিজিকাল রিমেইনস, বা বডির কথা বলি। ভিকটিমের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। বডি পাওয়া গেছে অ্যাডভান্সড্ ডিকম্পোজিশন অবস্থায়। অর্থাৎ টিস্যু সামান্যই অবশিষ্ট আছে। ওগুলো দিয়ে কোনও প্যাথলজিকাল পরীক্ষা চালানো বা তা থেকে নিশ্চিতভাবে কিছু বোঝা সম্ভব নয়। যেমন বুলেট ট্র্যাক। বুলেট কোনদিক থেকে দেহে ঢুকেছে এবং অর্গ্যান, সেণ্ট্রাল নার্ভাস বা রেসপিরেটরি সিস্টেমের মত সফট-টিস্যুর কী ধরনের ক্ষতি করেছে, বলা যাবে না।'

জন বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

'তবে স্কেলিটাল রিমেইনস বা কঙ্কালটা প্রায় অক্ষতই আছে এবং বুলেট প্রবেশের জায়গাগুলো রেকর্ড করা গেছে।'

'তারপর?' বলল রানা।

'প্রথমেই দুটো বুলেটের ক্ষত চোখে পড়েছে আমার,' বলল ডক্টর। 'একটা লেগেছে বাঁ কনুইয়ের ইঞ্চিখানেক অথবা তারও কম নীচের পুরু হাড়টায়। কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত দুটো অস্থি থাকে, তার মধ্যে ভেতরেরটায়। হাড়টাকে ওলেক্র্যানন বলা হয়। ওই হাড়ে একটা গভীর খাঁজ আছে। নো ডাউট, বুলেটের সৃষ্টি। খুব কাছ থেকে ছোড়া হাই-ভেলোসিটি সলিড-পয়েণ্ট বুলেটের আঘাতের ক্যারেক্টারিস্টিক এটা।'

‘কোল্ট থার্টি-এইট সুপারের,’ জন মন্তব্য করল।

মাথা দোলাল ডক্টর। ‘জ্যাকেটেড পয়েন্টথ্রিএইট সুপারের বুলেটে এরকম হতে পারে। ভেতরে প্রচুর হাড়ের কণা ছড়িয়েছিল বলে পরীক্ষা করতে সময় বেশি লেগেছে। ওগুলোকে ঠিকমত সাজাতে পারলে মনে হয় ক্যালিবার রিডিং নেয়া যেত।’

‘ওটা তত জরুরি নয়,’ রানা বলল।

‘দ্বিতীয় ক্ষত প্রথমটার মতই। সেই চুরমার হওয়া হাড়, সেই হাড়ের কণার উপস্থিতি। গভীর খাঁজ। এটাও স্মলার-ক্যালিবারের, তবে হাই-স্পিড বুলেট। বুকের খাঁচার বাঁ দিকের তৃতীয় রিবের ফ্রন্টাল কার্ভ ঘেঁষে ভেতরে ঢুকেছে।’

‘ওরকম আঘাতের পর মানুষ নড়াচড়া করতে পারে?’ জন জিজ্ঞেস করল একটু পর।

‘চেষ্টা করলে পারে।’

‘সময়মত চিকিৎসা করানো গেলে বাঁচানো সম্ভব হত?’

‘হয়তো। সে যাই হোক, তৃতীয় আরেকটা বুলেটের ক্ষতও ছিল। প্রথমে মিস করে গিয়েছিলাম।’

ভুরু কোঁচকাল রানা। কেন যেন মনে হলো, এটার কোনও বিশেষত্ব আছে। ‘কোথায় লেগেছে এটা?’

‘বুকের ফ্রন্টাল প্লেট যাকে বলে, হার্টের শিল্ড হিসেবে পরিচিত স্টারনামে। ‘একটা নিখুঁত, প্রায় গোল ফুটো পাওয়া গেছে ওখানটায়। গুলিটা যে অ্যাঙ্গেল থেকে ভেতরে ঢুকেছে, তাতে বোঝা যায় হাই টু লো শুটিং ট্র্যাজেক্টরি থেকে ছোড়া হয়েছে ওটা। ওই অ্যাঙ্গেল থেকে ছোড়া গুলি হয় সলিড হার্ট শট। সোজা হার্টে বেঁধে, রাইট ভেন্ট্রিকেলে। পালমোনারি আর্টারি যেখান থেকে ডিঅক্সিজেনেটেড রক্ত টেনে নিয়ে হার্টে সাপ্লাই করে। সেই গুলি ভিকটিমের আর্টারি আর ভেন্ট্রিকেল তাৎক্ষণিকভাবে বরবাদ করে দিয়েছে। তারপর বড়জোর দশ সেকণ্ড বেঁচে ছিলেন, ওর মধ্যেই ব্রেনের মৃত্যু ঘটেছে তাঁর।’

‘ওই ছিদ্রের ডায়া?’ বলল রানা। ভাবছে, জ্যাক রিচি গুলি করেছিল সামনাসামনি। হাই টু লো হয় কী করে? ওপর থেকে কে গুলি করতে যাবে তাঁকে? সমতল জায়গায় তা কীভাবে সম্ভব?

‘পয়েন্টথ্রিওয়ানওয়ানফাইভ।’

‘পয়েন্টথ্রিওয়ানওয়ানফাইভ?’ ডক্টরের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। ‘পয়েন্টথ্রিজিরোএইট না?’

ডক্টর মাথা নাড়ল। ‘না।’

‘ওজন কত সেটার?’

‘ওজন নিতে পারিনি।’

গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল রানা। কিছু বোঝার চেষ্টা করছে।

ওদিকে জন একবার ডক্টরের দিকে, একবার রানার দিকে তাকাতে লাগল বোকার মত। ‘বুঝলাম না। এর অর্থ?’

হাতের নখ পরীক্ষায় মন দিল ফিলিপস। ‘কোল্ট থার্টি-এইট সুপারের গুলিতে মৃত্যু হয়নি আপনার ড্যাডির।’

ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে গেল জন। একবার ওপরের ঠোঁট চাটল, একবার নীচের। ‘তা হলে?’

খুক করে কাশল ডক্টর। ‘শেষের এই বুলেটে মারা গেছেন তিনি। এক ইঞ্চির পয়েন্টথ্রিওয়ানওয়ানফাইভ ডায়ার বুলেটে।’

‘এটা এল কোত্থেকে? ওদের কাছে তো কোল্ট থার্টি-এইট আর স্মিথ পয়েন্টফোরফোর ছাড়া আর কোনও গান ছিল না।’

রানা বলল, ‘ডক্টর, কাল সকালে লিখিত রিপোর্ট দিতে পারবেন ডিটেইলস্?’

‘পারব।’

‘তা হলে দয়া করে রেডি রাখবেন। আমি আসব নিতে।’ জনের দিকে ফিরল। ‘চলো।’

‘কিন্তু সবটা তো জানা হলো না।’

‘কাল লিখিত রিপোর্ট পড়লে জানতে পারবে।’

উঠে পড়ল রানা। ওর সন্দেহ, সেই রাতে তৃতীয় কেউ ছিল সেখানে। তার গুলিতে মারা গেছেন চার্লস নিউম্যান। কিন্তু...

কোনও স্নাইপার!

ওর জানা মতে পয়েন্টথ্রিওয়ানওয়ানফাইভ ডায়ার বুলেট হয় এম্-ওয়ান কারবাইনের।'

বিকেলের বাকি সময় রামাদা ইনে কাটাল রানা। কয়েকটা লং ডিসট্যান্স কল করল। তার মধ্যে দু'টো আনলিস্টেড নাম্বারে। রিসিভারদের সঙ্গে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কথা বলে 'জরুরি কাজে' বেরিয়ে গেল জনকে নিয়ে।

বারো

স্যাণ্ডার্স লাইন ট্রাকিঙের এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং চলছিল, এমন সময় কল করল ডেপুটি সিডনি হল। কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্টের দিকে ঝুঁকল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। ফিসফিস করে বলল, 'একটা জরুরি কল সেরে আসছি।'

চেয়ার থেকে পিছলে নেমে এল সে। ব্যস্ত পায়ে কর্নার অফিস থেকে বেরিয়ে ওপাশের বিলাসবহুল এক্সিকিউটিভ ওয়াশরুমে ঢুকল। ফোল্ডারের নাম্বার পাঞ্চ করল দ্রুত।

'আহ্, সার। এর অর্থ কী বুঝতে পারছি না,' ডেপুটি ভোঁতা কণ্ঠের রিপোর্ট করল। 'আজ জন নিউম্যান আবার একটা মোশন অভ এক্সিউমেশন দাখিল করেছে। ক'দিন আগে একটা বডি ডেভিলিন মরচুয়ারিতে পরীক্ষা করিয়েছে ওরা, বলেছি

আপনাকে। সেটার ফলাফল কী হয়েছে জানি না। আজ আবার নতুন আবেদন করল। আমি লোকটার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি। এখন প্রসিকিউটরের বাড়িতে যাচ্ছি। গিয়ে দেখি ওখানে কী চলছে। পরে আপনাকে জানাব।'

নীরবে শুনে গেল স্যাণ্ডার্স। মনের মধ্যে যা-ই চলুক, চেহারায় তার কোনও ছাপ পড়ল না। তবে এবার যে অত্যন্ত কঠিন বিপদে পড়েছে সে, তাতেও কোনও সন্দেহ থাকল না। তবে সমস্যা নেই। সে-ও হিসেবি মানুষ। বিপদ দেখা দিতে পারে ভেবে আগেই মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। এবার সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। দ্রুত।

কলব্যাক করল সে ডেপুটিকে। 'ইয়েস, সার?'

'তুমি কোথায়?'

'টাউনের দিকে ফিরে চলেছি।'

'অল রাইট। শোনো, তুমি মাসুদ রানা আর জনের কাছ থেকে দূরে সরে থাকো। ওদের ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, আপাতত। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, সার।'

'ওদেরকে অন্য কেউ সামাল দেবে। তুমি শুধু বুড়োর ওপর নজর রাখো। আমি জানতে চাই কী করছে লোকটা।'

'ওকে, সার,' বলল ডেপুটি।

লাইন কেটে দিয়ে আরেক নাম্বারে ডায়াল করল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। জবাব এল, 'ইয়েহ্?'

'আমি কে বুঝতে পারছ?'

'ইয়েস, সার।' স্প্যানিশ টানে বলল রিসিভার। লোকটা সম্ভবত কিউবান।

'টিম রেডি?'

'পুরোপুরি।'

'বাকি সবাই কেমন?'

‘এক কথায় অতুলনীয়, সার। স্টেডি গাইয, সলিড, টাফ। কী করতে হবে জানে ভালো। ওরা...

‘অত ডিটেইলস দরকার নেই। সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করো। আমি তোমাকে ইন্টেলিজেন্স সাপ্লাই করব। যা যা জানার দরকার, এই নাম্বারে কল করে জেনে নিতে পারবে। মুভ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আমাকে জানাও।’

‘ওকে।’

‘নো স্লিপ আপস্, রিমেমবার। তোমাদের সার্ভিস কিনতে এক জাহাজ টাকা খরচ করতে হচ্ছে আমাকে।’

‘স্লিপ আপের প্রশ্নই আসে না, সার। গ্যারান্টিড।’

সেবাস্টিয়ান কাউন্টি। গ্রিনউডের বাইরের এক ফার্মহাউস। লাইন কেটে গেছে টের পেয়ে অন্য প্রান্তের লোকটা হালকা গোলাপি রঙের একটা কার্ডে চোখ বোলাল। তারপর একের পর এক পেজার নাম্বারে ডায়াল করতে শুরু করল।

নয়টা পেজারে রিং করল সে। দুটো ফোর্ট স্মিথে। গ্রিফিন পার্ক রোডের ব্লাড, সুয়েট অ্যাণ্ড টিয়ার্স জিমনেশিয়ামে। ল্যাম্প পোস্টের মত মোটা গর্দানওয়ালা প্রকাণ্ডদেহী দুই পালোয়ান ভারোত্তোলন করছে সেখানে। মানুষ না বলে তাদেরকে গরিলা বলাই সঠিক হবে। দুজনেরই চামড়া হালকা জলপাই রঙের। চকচকে কালো চুল। সতর্ক চাউনি। তাদের কলাগাছের কাণ্ডের মত মোটা বাহুতে একই রকম টাট্টু করা।

একজনের গলার এক পাশের অর্ধেকটা জুড়ে আধখানা চাঁদের মত টকটকে লাল একটা গভীর, পুরু ক্ষতচিহ্ন আছে। শুকিয়ে গেছে অনেক আগেই। ফুলে আছে। জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না ভেবে কেউ কখনও জানতে চায়নি ওটা কীসের ক্ষত। তাদের পেশিবহুল দেহ দেখার মত। তেল চকচকে দেহের সর্বত্র কিলবিল করছে পেশি। মিস্টার ওয়ার্ল্ড বডি বিল্ডিং

প্রতিযোগিতায়ও পেশির এরকম বাহুল্য চোখে পড়ে না।

তৃতীয় কলটা করল সেকুইয়াহ কাউণ্টি, ওকলাহোমায়। এক ক্রিবের ব্যাকরুমে। সুঠামদেহী, তাল গাছের মত লম্বা এক কালারড্ লোকের কাছে। সোনালি চুলের সঙ্গিনীকে নিয়ে স্বর্গদর্শনের পরম ক্ষণটির ঠিক আগমুহূর্তে তার পেজার বেজে উঠতে অসহায় রাগে ফুঁসে উঠল সে। কিন্তু কিছু করার ছিল না। অনেক টাকার কণ্ট্র্যাক্ট। রাগ করলে নিজেরই লস।

অনটার্গেট ইনডোর ফায়ারআর্মস-এর মালিকের কাছে গেল চতুর্থটা, ভ্যান বুরেনে। সে তখন পঁচিশ গজ দূরে পুলিতে ঝোলানো বি-২৭ এর সিলুয়েটে কাস্টমাইজড্ প্যারা-অর্ডন্যান্স পি-১৬ ইন .৪০ এসঅ্যাণ্ডডাব্লিউ নিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত। একবারে ছয়টা টিন-রাউণ্ড-ক্লিপ শেষ করে থামল লোকটা। টার্গেট কাছে টেনে নিয়ে দেখে হাসি ফুটল বিকট মুখে।

কিউবানের বাকি কলগুলোর একটা গেল ২৭১ সাউথ-এর বন অ্যাণ্ড জ্যাকি'স হার্লি-ডেভিডসন শপে। রক সিঙ্গারদের মত কালো লেদার ড্রেস পরা এবং প্রকাণ্ডদেহী একজনের কাছে। লম্বা চুল তার পনিটেইল করা।

আরেকটা গেল রজার্স অ্যাভিনিউর সেণ্ট্রাল মল ট্রায়ো থিয়েটার্সের ধাপুর-ধুপুর মারপিটে ভরা মুভি দেখায় ব্যস্ত দুই লোকের কাছে। পরেরটা ব্লু আইয়ের রুট ৭১-এর নিক'স চিকেন শ্যাক অন রুট-এ। দ্বিতীয় প্লেট এক্সট্রা-স্পাইসি ব্রেস্ট খাওয়ায় ব্যস্ত এক কালো মানুষের কাছে। মুখটা বিশাল তার। গলায় অসংখ্য নেকলেস। আট আঙুলে কম করেও বারোটা আংটি।

সবার শেষেরটা করা হলো ফোর্ট স্মিথে। রজার্স অ্যাভিনিউর আরেক মাথার ভিয়েতনাম মার্কেটে। রিসিভার ভিয়েতনামী। কিন্তু তার বয়স আন্দাজ করা কঠিন। ত্রিশ থেকে ষাটের মধ্যে যে কোনও একটা হবে। সাপের মত সরু স্বাস্থ্য। চাউনিও অবিকল তেমনি, যে কারণে এলাকার সমস্ত রেস্টুরেণ্ট মালিক

তাকে যমের মত ভয় করে। এরও চুল পনিটেইল করা। প্রতিদিনকার মেনু, নির্দিষ্ট তিন রঙের ভেজিটেবল সালাদের সঙ্গে আজ ডাইসড্ মাশরুম আর ড্রাইড অ্যাসপারাগাস যোগ করবে কি না, লোকটা তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল তখন। সাপটা নিরামিষভোজী।

ফোনগুলো যে করল, সে এদের টিম লিডার। নাম আরমান্দো সোকারাস। মারিসল কিউবান সে। মাতৃভূমিতে এক দশকের খুন-খারাবীর জমকালো রেকর্ড রেখে বর্তমানে মায়ামির কাঁধে সওয়ার হয়েছে। অত্যন্ত হ্যাণ্ডসাম মানুষটা। গলায় মোটা সোনার চেইন পরে। পোশাকও তেমনি দামি দামি।

নির্দিষ্ট সময়ে একটা বিশেষ জায়গায় জড়ো হলো তারা সবাই। টিম মেটদের উদ্দেশে স্প্যানিশ অ্যাকসেণ্টেড ইংরেজিতে ভাষণ দিতে শুরু করল কিউবান। কী করতে হবে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল সে। তারপর শুরু করল, কীভাবে করতে হবে।

'গাড়িতে বসেই অপারেশন চালাব। তবে ড্রাইভ-বাই অবস্থায় নয়। এই লোকের ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে যা শুনলাম, তাতে অমন শর্টকাট উপায়ে কিছু করার কথা ভাবাই যায় না। হাইওয়েতে অ্যামবুশ করব আমরা। সেট-আপ অ্যাসল্ট। কো-অর্ডিনেটেড অ্যাণ্ড ওয়েল কোরিওগ্রাফড্। উইথ গুড কমাণ্ড অ্যাণ্ড কণ্ট্রোল। তিনটা কার থাকবে আমাদের, একজন ড্রাইভার এবং দু'জন করে শুটার। গুলি চালাতে হবে অন্তত এক ট্রাক। নাইন মিলিমিটার।'

অপেক্ষা করল আরমান্দো। কোনও প্রতিক্রিয়া আসে কি না শোনার অপেক্ষায় আছে। এল না। সবাই নীরবে যে-যার অস্ত্র অ্যাসেম্বলিঙে ব্যস্ত। সেসবের মধ্যে আছে সাব-মেশিনগান, এম-১৬, এমপি-৫; একটা সাইলেন্সারসহ, অন্যটা লেজার সাইটিং ডিভাইসসহ, আর আছে এক ফুট লম্বা সাইলেন্সারসহ অপর এক স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন এম-৭৬। আর আছে ড্রাগ ওয়ারের ক্ষেত্রে

বিশ্বের সবখানে যা ব্যবহার হয়, সেই উক্তি।

'তোমরা সবাই প্রচুর টাকা পেয়েছ,' আরমান্দো বলল। 'যথেষ্টর চাইতেও বেশি। যদি মরে যাও, ওই টাকা তোমাদের পরিবার পাবে। নয়তো গার্লফ্রেণ্ড বা আর কেউ পাবে। যদি ধরা পড়ে যাও, ভাল লইয়ারের সহায়তা পাবে। ডাক না আসা পর্যন্ত এখানে যতদিন থাকতে হবে, ততদিন আনন্দে থাকার জন্য সব ধরনের আয়োজন করা হবে। মেয়ে, মদ—যা চাও।

'তোমাদেরকে এত খতির করার কারণ হলো তোমরা বেস্ট। আমাদের বেস্ট কেন চাই? কারণ ওই ফা... বাস্টার্ডও বেস্ট।'

সবার হাতে একটা করে পোস্ট কার্ড সাইজের ছবি দিল আরমান্দো। 'এই হচ্ছে সেই লোক, ফা... এশিয়ান। বাংলাদেশী। দেখে নাও ভাল করে। মনের মধ্যে গেঁথে নাও।'

লোকগুলোকে ছবি দেখার সময় দিয়ে আবার মুখ খুলল মারিসল কিউবান।

'এর পিছনে লাগার কোনও প্রয়োজন ছিল না, যদি সে আমাদের হোস্টের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে না উঠত। যদি সে তার বিপদের কারণ হয়ে না উঠত। তবে যথেষ্ট সাবধানে পা ফেলতে হবে এর ব্যাপারে। কারণ এর হাতে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার অনেক দেশের অনেক "বেস্ট" বেঘোরে মারা পড়েছে।'

সঙ্গীদের ওপর দিয়ে ঘুরে এল তার দৃষ্টি। 'কখন কোথায় অপারেশন চালাতে হবে, সময়মত জানানো হবে আমাকে। খবর এলেই আমরা মুভ করব। তোমরা নয়জন তিনটে কারে থাকবে। একেকটায় তিনজন করে। আমি থাকব একটা পিক-আপে। হোস্টের এলাকার আশপাশে কাজটা ঘটাব না আমরা। রাস্তায় ঘটাব, দূরে কোথাও।

'কোনও কাণ্ট্রি রোডে তাকে ধরব আমরা,' ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল কিউবান। 'তারপর তাকে এবং তার হোস্টকে হাতে-কলমে শেখাব শুটিং কাকে বলে। রাইট?'

তেরো

একদিন পরের কথা। গভীর রাত। হাওয়ার্ড হকিনস মেমোরিয়াল পার্কওয়ে ধরে ব্লু আই শহরের দিকে প্রায় নিঃশব্দে, মসৃণ গতিতে ছুটে চলেছে একটা কালো, লম্বা ক্যাডিলাক। ফোর্ট স্মিথ থেকে আসছে। শববাহী যান। ড্রাইভারের পিছনে দামি কাঠের সুন্দর কারুকাজ করা একটা কফিন। ওপরে সুন্দর করে ফুল বিছিয়ে রাখা আছে। দেখলে যে কেউ বুঝবে ভিতরে লাশ আছে।

সামনে দু'জন আরোহী। কালো পোশাক পরা। শোকের মুখোশ পরে আছে যেন তারা। দু'জনই এ দেশি।

দু'টো চল্লিশে পার্কওয়ের ওয়াই সিটি এক্সিট দিয়ে পুরনো রুট ৭১-এ নেমে এল গাড়িটা, আবার হাঁ-হাঁ করে ছুটল। তবে এবার আগের মত মসৃণ হলো না চলা। ঝাঁকি আর দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলল ক্যাডিলাক।

ঠিক তিনটায় জনের ওয়াগনের পাশে থামল ওটা। সময়ের একটুও হেরফের হয়নি। আগে থেকেই রাস্তার পাশে অপেক্ষা করছিল মাসুদ রানা। আরোহীদের সঙ্গে দু' মিনিট কথা হলো ওর। তারপর কফিন থেকে একটা ভারী বাক্স বের করে ঝটপট ওয়াগনে তুলে দিল তারা।

শুধু ভারী নয়, অসম্ভব ভারী বাক্সটা। ঢাকনা বন্ধ করে আবার আগের মত ফুল দিয়ে সাজানো হলো কফিন। পাঁচ মিনিট পর ঘুরে আবার ওয়াই সিটি এক্সিটের দিকে ছুটল ক্যাডিলাক।

দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। কিছুক্ষণ টিম টিম করে জ্বলল ওটার টেইল লাইট, এক সময় তা-ও নিভে গেল।

চাপা খুটখাট শব্দে ঘুম ভাঙল জনের। চোখ মেলতেই রানার ওপর দৃষ্টি পড়ল। পাশে পেন্সিল টর্চ জ্বেলে রেখে ফ্লোরে বসে কিছু একটা করছে। খুট্ খাট্ ধাতব শব্দ হচ্ছে। শব্দটা অন্যরকম, সেই সঙ্গে আলোও একেবারে কম দেখে কিছু সন্দেহ হলো তার। চট্ করে উঠে বসল। ঘুমের রেশ উধাও হয়ে গেছে। বুঝল, ট্রেইলারে আছে ওরা।

পরক্ষণে হাঁ হয়ে গেল রানার সামনে দুনিয়ার গোলাগুলির স্তূপ দেখে। হলপ করে বলতে পারে জন, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রায় নিরস্ত্র ছিল মানুষটা। অথচ এই মুহূর্তে তার সামনে অস্ত্রের বিরাট এক ভাণ্ডার! একমনে ওগুলো যাচাই-বাছাই করে চলেছে সে, কোনওদিকে খেয়াল নেই। বাইরে অন্ধকার। নিশি পোকার টানা ঐকতান চলছে বন্ধ দরজার ওপাশে।

এসব রানা কোথায় পেল; কেউ দিয়ে গেল, না আকাশ থেকে পড়ল, ভেবে দিশা হারানোর অবস্থা হলো জনের।

ওর সামনে শুয়ে থাকা একটা মিনি রুগার ১৪-এর দিকে তাকাল সে হাবার মত। নাজুক চেহারার অস্ত্র। হালকা এবং সহজে বহনযোগ্য। কারবাইন-স্টাইলের সেমিঅটো। ওটার বোল্ট পরীক্ষা করল রানা। ট্রিগার টানল। শূন্য চেম্বারে বাড়ি খেয়ে ফাঁপা আওয়াজ করল ফায়ারিং পিন।

হার্ডবল ৫.৫৬এমএম ও এম-১০৬ ট্রেসার বুলেট হচ্ছে এটার খোরাক। যার সামনে মানুষ বা ইস্পাত, সব সমান। দুই বাক্স হার্ডবল ৫.৫৬এমএম এবং দুই বাক্স এম-১০৬ ট্রেসারও রাখা আছে সামনে। আর আছে মিনি ১৪-র পাঁচটা ফুল লোডেড ম্যাগাজিন। তার একটা আবার ওভারসাইজ চল্লিশ রাউণ্ডের।

এ ছাড়া আছে কুচকুচে কালো একটা কোল্ট কমাণ্ডার .৪৫।

কমাণ্ডারের গ্যালকো হোলস্টার এবং চার বাক্স .৪৫ হাইড্রাশকস্ বুলেট। পেতলের।

রুদ্ধশ্বাসে রানার কাজ দেখতে লাগল সে। নিজেও সৈনিক ছিল। ট্রেনিঙের সময় প্রায় সব ধরনের অস্ত্রের সঙ্গে হাতে-কলমে পরিচয় হয়েছে তার। নানান মিশনে দেশ-বিদেশ ঘুরতে গিয়ে সরাসরি যুদ্ধ না করলেও বৈরুত, বসনিয়াসহ অনেক জায়গায় সন্ত্রাস দমন মিশনে অংশ নিতে হয়েছে। কাজেই সমরাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান তার কম নয়। তাছাড়া সব ধরনের অস্ত্রে সিদ্ধহস্ত মানুষও জীবনে কম দেখেনি সে।

কিন্তু মাসুদ রানার সঙ্গে তাদের কারও তুলনা খুঁজে পেল না জন। এই লোকের অস্ত্র-জ্ঞান অসাধারণ।

'উঠেছ?' মুখ না তুলেই বলল রানা।

'এসব... এ-এসব কোথায় পেলে তুমি?' বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে বলল জন।

'সেটা জানা কি জরুরি?'

জন নিরুত্তর।

'একটা নিগ্রো মেয়ের রেপ অ্যাণ্ড মার্ডারকে কেন্দ্র করে এত মাথা খাটিয়ে অনেক পাখি মারার যে আয়োজন করা হয়েছিল, তার পরিকল্পনাকারীরা সবাই উঁচুদরের প্রফেশনাল ছিল। পাজলের একেকটা অংশের দায়িত্ব পালন করেছে তারা। কাজ শেষ হতে সমস্ত প্রমাণ, সমস্ত আলামত একটা কালো কম্বল দিয়ে মুড়ে সবার নাগালের বাইরে কোথাও তুলে রাখা হয়েছে। সেই কম্বলটা খুঁজে বের করতে হবে এখন। মহাযজ্ঞের মূল নায়ককে শনাক্ত করতে হবে। সে-জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি থাকা চাই। তাই না?'

'ড্যাডি স্নাইপারের গুলিতে মরেছে বুঝলে কীভাবে?'

'সেদিন বুলেটের ডায়া শুনে সন্দেহ হয়েছিল। কাল ডক্টর ফিলিপসের রিপোর্টে বুলেটের ওজন দেখে বুঝলাম সন্দেহটা

ঠিকই ছিল। তাঁর শরীরে প্রবেশ করা তিনটে বুলেটের দুইটা ছিল একশো ত্রিশ গ্রেইন ওজনের। বাকি একটা ছিল একশো দশ গ্রেইনের। প্রথম দুটো জ্যাকের পয়েন্টথ্রিএইট সুপারের গুলি, কিন্তু একশো দশ গ্রেইনেরটা? এই ওজনের বুলেট কীসের হয় জানো?'

'কীসের?'

'কারবাইনের। এম-ওয়ান কারবাইনের।'

'তাতে কী?'

'পরে বলছি। এরপর গ্রোসারি শপে ডাকাতি। ভুলে যাও কেন ঘটেছিল। শুধু প্ল্যানিঙের দিকে তাকাও। অসম্ভব চতুর এক প্ল্যান। একেবারে নিরাপদ দোকান, উপযুক্ত সময়ে হানা দেয়া, ভেরি প্রফেশনাল জব, তাই না? কিন্তু জ্যাক সম্পর্কে যা শুনেছি, তাতে ওকে একটা থার্ড ক্লাস চোরের চেয়ে উন্নত কিছু ভাবতে রাজি নই আমি। তার মাথা থেকে এত নিখুঁত প্ল্যান বের হয় কী করে?'

জন নিরুত্তর।

'ফোর্ট স্মিথ থেকে ওদের পিঠটান দেয়ার ব্যাপারটা চিন্তা করো। এতগুলো রোড ব্লক পেরিয়ে ওয়ালড্রনে পৌঁছল কী করে জ্যাক? তুমি বলতে পারো, ভাগ্যের জোরে পেরেছে। কিন্তু খেয়াল করো, সেদিন সকালে জেল থেকে বের হওয়ার পর আরও কয়েকবার ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছে ওরা। একদিনে এতবার ভাগ্যের সহায়তা পাওয়া একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না?'

এবারও কিছু বলল না ও।

'পয়েন্টথ্রিএইট সুপার। ক্রিমিনালদের পছন্দের কিলার গান। মব হিটারদের পছন্দের গান। ওটা বিশ্বের সেরা ম্যান শুটার। এমন একটা অস্ত্র তিন মাস জেল খেটে বের হতে না হতেই জ্যাকের হাতে এসে পড়ল কী করে, অস্বাভাবিক না?'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল জন।

'এবার চোখ বুজে শুটিং সাইটের কথা কল্পনা করো। ওখানে ভুট্টা গাছের কারণে লেভেল শট ব্যর্থ হওয়ার চান্স ছিল শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। আমাকে যদি ওরকম লোকেশনে কাউকে হত্যা করার দায়িত্ব দেয়া হত, অবশ্যই উঁচু কোথাও থাকতাম আমি। যে কোনও প্রফেশনালই তাই করত। সম্ভব হলে বিল্ডিঙের ছাতে অথবা বড় গাছের ডালে বসে কাজটা করত। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। তৃতীয় কেউ ছিল সেখানে।

'হয়তো একশ গজ দূরে। কোনও বিশেষ অবস্থানে। তার দায়িত্ব ছিল জ্যাকের কাজের ওপর নজর রাখা। সেট আপটা সম্ভবত এরকম ছিল: জ্যাকের প্রাথমিক কাজ হয়ে গেলে টার্গেটের মৃত্যু নিশ্চিত করতে অদৃশ্য আততায়ী দূর থকে ফাইনাল টাচ্ দেবে। একটু উঁচু জায়গা থেকে টার্গেটকে হিট করবে। ওই জায়গা সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি, তাতে আমার ধারণা, একটু দূরের ফারগুসন রিজ বা ডিয়ার স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে কাজটা সেরেছে আততায়ী। জ্যাককে আমি থার্ড ক্লাস চোর ছাড়া উন্নত কিছু ভাবতে রাজি নই, বলেছি না? এ কাজে যে তাকে নিয়োগ করেছিল, সে-ও তাকে এরচেয়ে উন্নত কিছু ভাবত না। তার সাফল্যের ব্যাপারে তার বা তাদের আস্থা ছিল কম। তাই তৃতীয় "আরেকজনের" প্রয়োজন পড়েছিল।'

'রাত ছিল তখন,' জন আমতা আমতা করতে লাগল।

'কোনও সমস্যা নয়,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'সেই জন্যই ব্যালিস্টিক্যালি বেটার অস্ত্রের পরিবর্তে কারবাইন ব্যবহার করা হয়েছিল। মিস্টার ব্রুস সেদিন একটা র‍্যাটেলস্নেকের কথা বলেছিলেন মনে আছে?'

মাথা দোলাল সে, আছে।

'সাপ কোল্ড-ব্লাডেড নাইট হান্টার। কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে ওদের। যেমন উত্তাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় সাপ। তাই রাতে অনায়াসে শিকার করতে পারে।'

'তার সাথে এর কী সম্পর্ক?'

মাথা দোলাল রানা। 'আছে। এর আরেক অর্থ হলো, ইনফ্রারেড রেডিয়েশনের প্রতিও আকৃষ্ট হয় সাপ।'

'বুঝলাম না।'

'ইনফ্রারেডের আরেক নাম ব্ল্যাক লাইট!'

ঢোঁক গিলল জন। 'ব্ল্যাক লাইট?'

'ইনফ্রা হচ্ছে এক ধরনের অদৃশ্য আলো। অন্ধকারের মধ্যে যেকোনও জিনিসকে দৃশ্যমান করে তোলার কাজে সাহায়তাকারী বর্ণচ্ছটা। নিজের লাইট অভ হিট বা উত্তাপের আলোয় শিকারের আকৃতি ফুটিয়ে তোলে ওটা। ইনফ্রারেড ব্যবহারের ফলে তাপের যেমন বিকিরণ ঘটে, তেমনি একই ওয়েভলেংথে আলোরও বিকিরণ ঘটে। একটা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ইনফ্রা আর ওয়েভলেংথকে একত্রিত করে অ্যাম্প্লিফাই করে। যাতে অন্ধকারেও টার্গেট শিকারীর চোখে পড়ে। এরকম ডিভাইস আমেরিকাসহ ইওরোপের অনেক দেশ তৈরি করেছে। এটা এক ধরনের স্কোপ। কারবাইনের ব্যারেলে ইনফ্রারেড স্পটলাইট বসানোর ব্যবস্থা আছে। পরিষ্কার, অন্ধকার রাতে খুব ভাল কাজ করে ওগুলো। আমার মনে হয়, তোমার ড্যাডি টেরই পাননি যে জ্যাকের দুটো ছাড়া আরও একটা গুলি খেয়েছিলেন তিনি।

'সাপটা ইনফ্রারেডের উপস্থিতি ধরতে পেরেছিল, কারণ ওদের চামড়ায় পিট অর্গ্যান বা হিট রিসেপটরস্ থাকে। সেখানে ব্ল্যাক লাইট এসে পড়ামাত্র সতর্ক হয়ে ওঠে র‍্যাটলার। রাস্তা পার হয়ে ইনফ্রারেডের সোর্সের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। ওটা চাইছিল, যে লোকটা তাপ উৎপন্ন করছে, সেই স্নাইপারকে শিকার করতে।'

'এত নিশ্চিত হয়ে বলছ কীভাবে?' জন বলল। 'এসব থিওরি প্রমাণ করতে পারবে?'

'না-পারার কিছু নেই। মিস্টার নিউম্যানের বুকের তৃতীয় ছিদ্রটা ছিল এক ইঞ্চির পয়েন্টথ্রিওয়ানওয়ান ডায়ার। ওই ইমপ্যাক্ট এম ওয়ান কারবাইনের গুলিতেই সম্ভব। জ্যাকের থার্টি-এইটের গুলির ডায়া হতো পয়েন্টথ্রিফাইভসেভেনের একটু বেশি। আর মাইকের ফোরফোর থেকে তো কোনও গুলি ছোড়াই হয়নি। অর্থাৎ? কারবাইনের বুলেটেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। সোজা হার্টে বিঁধেছিল ওটা। রাইট ভেণ্ট্রিকেলে।'

একভাবে তাকিয়ে থাকল জন নিউম্যান। 'সাধারণ একজন স্টেট পুলিশ অফিসারকে হত্যা করতে এত আয়োজন...'

'তাতেও নিশ্চিত হতে পারেনি আয়োজনকারীরা। সেমিট্রিতে সাইডওয়াক বানিয়ে তাঁর কবর সম্পর্কে সবাইকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও করেছে।'

'মাই গড!'

'এত কষ্ট কেন করেছে ওরা, আমি বোধহয় জানি। এখন।'

'কী?'

'তোমার বাবা নিশ্চয়ই এমন কিছু জেনে ফেলেছিলেন, বিশেষ একটা মহল যা প্রচার হতে দিতে চায়নি।'

মৃদু শ্রাগ করল সে। 'ড্যাডির শেষ দিনগুলোয় অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে কি না আমার সন্দেহ আছে।'

'কিন্তু পুরো ঘটনা যেভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে মনে হয় ঘটেছে। ব্যাপারটাকে এভাবে চিন্তা করে দেখো: প্রভাবশালী একটা মহল হয়তো তোমার বাবার কোনও দুর্বলতার কথা জানতে পেরেছিল। অথবা উল্টোটাও হতে পারে। তিনিই হয়তো তাদের কোনও গোপন খবর জেনে ফেলেছিলেন। যেটাই হোক, বিশেষ মহলটি চায়নি ব্যাপারটা সবাই জেনে যাক। সাদা ট্র্যাশ বলে পরিচিত জ্যাক রিচির প্রতি তোমার ড্যাডির দুর্বলতার কথা সবার জানা ছিল। জ্যাককে ব্যবহার করার আশায় প্রভাবশালী পক্ষটি তার সাথে জেলখানায় যোগাযোগ করে। লোভনীয় প্রস্তাব

দিয়ে তার মাথা ঘুরিয়ে দেয়। বিবেক বিক্রি করে দেয় লোভী জ্যাক রিচি। এরপর বিশেষ মহলটি জ্যাকের ডাকাতি এবং তোমার ড্যাডির কাছে সারেণ্ডার করা নিয়ে কথা বলাসহ তার নিরাপদে ওয়ালড্রনে পৌঁছানোর সুযোগও করে দেয়।

'স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট হার্ডওয়্যার জোগাড় করা তাদের পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। তেমনি মিলিটারি শুটার জোগাড় করাও। নিখুঁত, একশো ভাগ পেশাদারী, অত্যন্ত সুচিন্তিত একটা প্ল্যান ছিল এটা। কোনও ফাঁক-ফোকর রাখা হয়নি।'

ওরা ট্রেইলার ছেড়ে মোটেলে চলে যাওয়ার চল্লিশ মিনিট পর আরমান্দোর হিটার বাহিনী এসে থামল ওটার কাছে। ট্রেইলারের দরজা লক করা এবং পিক-আপ ট্রাকটা আশপাশে নেই দেখে যা বোঝার বুঝে নিল।

ট্রেইলারের কয়েকশো গজ দূরে কিছু বড় বড় পাইন গাছ আছে দেখে দলের একজনকে গার্ড হিসেবে বাছাই করল আরমান্দো। একজোড়া বিনকিউলার এবং একটা সেলুলার ফোন দিয়ে গাছের আড়ালে পঠিয়ে দিল তাকে। ট্রেইলারের ওপর নজর রাখবে সে। ওরা ফিরলে তাকে খবর দেবে।

দলের অন্যরা চলে গেল নীল ডজের খোঁজে। ব্লু আই এবং বৃহত্তর পোক কাউণ্টির বিভিন্ন রুটে ওটাকে খুঁজবে তারা। দেখা পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আরমান্দোকে জানাবে। তখন পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কথা বলবে সে হোস্টের সঙ্গে।

এমনিতে প্ল্যান মোটামুটি ঠিক করাই আছে। ওদের গন্তব্য আগেভাগে বুঝে নিয়ে অ্যামবুশ করবে আরমান্দো বাহিনী, সম্ভবত কোনও হাইওয়েতে বা কাণ্ট্রি রোডে। তারপর উপযুক্ত সময় হলে সদলবলে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর। টনখানেক তপ্ত সিসার নীচে কবর দেবে দু'জনকে।

ওদিকে হলিডে ইন থেকে পেন্টাগনে ফোন করল মাসুদ

রানা, আর্মি ডিপার্টমেন্টের আর্কাইভস ডিভিশন-ইন-চার্জ, জেনারেল নর্ম্যান জোনসকে। আরমান্দো বাহিনীর সাম্প্রতিক তৎপরতা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই ওর।

দ্বিতীয় রিঙে সাড়া এল, 'জোনস হিয়ার।'

'রাস করম্যান।'

পরেরবার মুখ খুলতে এক মুহূর্ত সময় লাগল রিসিভারের। 'হ্যালো! কেমন আছেন?'

রাস করম্যান অনেক 'পুরনো বন্ধু' জেনারেলের, অথচ তাকে চেনেন না জোনস। দেখেননি কখনও। এমনকী মানুষটা কোন দেশের, তা-ও জানা নেই। তাঁদের 'বন্ধুত্ব' হয় তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে। রাস করম্যান ছয় মাস-নয় মাসে একবার ফোন করে তাঁকে। কিছু তথ্য জানতে চায়, তারপর লম্বা সময়ের জন্য নেই হয়ে যায়। কিন্তু মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী মাসের শেষে একটা হ্যাণ্ডসাম অংক জেনারেল ঠিকই পেয়ে আসছেন রাস করম্যানের কাছ থেকে। নিয়মিতভাবে।

করম্যান যা জানতে চায়, তার সবই সাধারণ। ক্লাসিফায়েড তথ্য সে জানতে চায় না কখনও। প্রয়োজন পড়লে অতীতের কোনও একটা ঘটনার সত্যি-মিথ্যে বা বিস্তারিত জানতে চায়, নয়তো কিছু টেকনিক্যাল তথ্য। যা প্রকাশ পেলে দেশের ক্ষতি হয় না। এমন কিছু জানতে চায় না যার জবাব দেয়া দেশদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে যায়।

জেনারেলের ধারণা, গত তিন বছরে এই নিয়ে সম্ভবত পঞ্চম বা ষষ্ঠবারের মত যোগাযোগ করল লোকটা।

'ভাল আছি। থ্যাঙ্কিউ। আপনার সাহায্য দরকার।'

'জাস্ট শুট ইট। আমাকে দিয়ে সম্ভব হলে অবশ্যই করব, ইউ নো দ্যাট।'

'ওকে। অতীতে আপনাদের একটা নাইট অপারেশন গ্যাজেট ছিল, সেট নাম্বার ওয়ান/এমথ্রি নামে। মনে পড়ে?'

একটু বিরতি। 'ওই পুরনো পিস অভ শিট? কোরিয়া যুদ্ধের সময়কার। আমাদের বলা হয়েছিল, জিনিসটা নাকি ফাঙ্গাস প্রুফ। হা, হা, হা! যে গাধা কথাটা বলেছিল, কোরিয়ার ফাঙ্গাস সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই ছিল না।'

'হ্যাঁ, ওটাই।'

'জিনিসটা আসলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভিনটেজ। কোনও এক জার্মান জিনিয়াসের তৈরি, যদ্দূর জানি। এক ওএসএস টিম যুদ্ধের পর নিয়ে আসে আমাদের দেশে।'

'এনিওয়ে,' রানা বলল। 'আমি ১৯৬৫ সালের দিকে জিনিসটা কোথায় কোথায় ব্যবহার হত, সে সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।'

'যেমন?'

'ওগুলোর সাধারণ মানুষের হাতে পড়ার প্রশ্ন আসে না, এমনটা ধরে নিতে পারি?'

'চোখ বুজে ধরে নিতে পারেন,' জবাবটা এল দ্রুত। 'একশোবার নয়, হাজারবার পারেন।'

'গুড,' বলল ও। 'মনে করুন, ওই সময় পশ্চিম আরক্যানসোয় পোস্টেড ছিল, এমন কোনও আর্মি বা মেরিন ইউনিটের যদি নাইট-ভিশন সেট আপের জরুরি প্রয়োজন দেখা দিত, তা হলে তাদের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে জিনিসটা সংগ্রহ করা কী সম্ভব ছিল? যদি ধরে নিই ছিল, তা হলে কোত্থেকে?'

একটু ভাবলেন জেনারেল নর্ম্যান জোনস। 'আমার যদ্দূর মনে পড়ে, ওই সময় ক্যাম্পবেলের হাণ্ড্রেডঅ্যাণ্ডওয়ান এয়ারবোর্ন, ফোর্ট ব্র্যাগের এইটিসেকেণ্ড, রোড আইল্যাণ্ডের ব্যালিস্টিকস ডেভেলপমেণ্ট ল্যাব, এইসব জায়গায় অ্যাভেইলেবেল ছিল ওটা। তবু একটু শিওর হয়ে বলতে হবে।'

'প্লিজ, হেলপ করুন। আরেকটা কথা, এ বিষয়ে ওই অঞ্চলের এক্সপার্ট কে ছিল তখন? নাইট-ভিশন সেট আপ চালনা

ট্রেইনিং দিত কে, বা এইসব আর কী! আফটার অল ট্রেইনিং ছাড়া কেউ এক্সপার্ট হতে পারে না। তাই না?'

'অভকোর্স,' বললেন জেনারেল। 'বিনা ট্রেইনিঙে বা অল্প ট্রেইনিঙে ওই অস্ত্র দিয়ে গুলি করার প্রশ্নই আসে না। সে যাক, জবাবটা কখন পেলে চলবে?'

'যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভাল।'

'ওকে। আমি দেখছি। ফোন নাম্বার?'

রানা নম্বর দিল।

'অপেক্ষা করুন। জানাচ্ছি।'

রানাকে রিসিভার রাখতে দেখে জন বলল, 'এবার কী?'

পকেট থেকে একশো ডলারের পাঁচটা বিল বের করল ও। 'ট্রাক নিয়ে এখনই রওনা হও। পার্কওয়ের কোনও এক এক্সিটে একটা ক্যাম্পিং গুডসের দোকান দেখেছিলাম। সেখান থেকে দুটো স্লিপিং ব্যাগ, একটা কোলম্যান ল্যাণ্টার্ন, কিছু কোলম্যান ফিউয়েল ইত্যাদি কিনবে। আমাদের জন্য দু-তিন জোড়া আণ্ডারওয়্যার, টুথব্রাশ-পেস্ট, শেভিং কিটস্ও কিনতে হবে। ফিউয়েলের কথা ভুলো না। ওটা সবচেয়ে জরুরি।'

ওর টাকা ধরা হাত ঠেলে সরিয়ে দিল জন। 'দরকার নেই। আমার কাছে আছে।'

'তবু রেখে দাও। কাজে লাগবে।' ওর বুক পকেটে নোটগুলো গুঁজে দিল রানা।

'কিন্তু স্লিপিং ব্যাগ, শেভিং কিটস্... এসব কেন?'

'কিছুদিন আর কোথাও গিয়ে থাকার সময় হয়েছে,' চিন্তিত মনে বলল রানা। 'আসলে কিছুদিন পর পর বেজ অভ অপারেশন বদলানো ভাল।'

'কিন্তু আমার স্লিপিং ব্যাগ তো আছে। আণ্ডারওয়্যার, শেভিং কিটস্, সবই আছে।'

'ওসব যেখানে আছে সেখানেই থাকবে আপাতত। মিস্টার

সিডনি হল বা আর কেউ যদি উঁকি মারতে আসে, দেখবে আমাদের সবকিছুই আছে। তার মানে যে কোনও মুহূর্তে ফিরে আসব আমরা। গট ইট?'

সাড়ে তিনটায় ফোন বাজল। 'হ্যালো!'

'মিস্টার করম্যান?'

'ইয়েস।'

'আপনার প্রশ্নের জবাব: ওই সময় এবং তার আগে-পরে হাতে গোনা কয়েক জায়গায় নাইট-ভিশন ইউনিট, এমথ্রি ছিল। সব মিলিয়ে দুই হাজার ইউনিট ছিল আমাদের এবং সবগুলোই ছিল আর্মির নিয়ন্ত্রণে। অনেক দামি আর নাজুক জিনিস, অপারেট করা কঠিন ছিল। এলিট ইউনিট ছাড়া কোনও ট্রুপস্, আই মিন, কোম্পানি বা প্লাটুন লেভেলে কখনও ডিস্ট্রিবিউট করা হত না ওটা। ইওরোপের স্পেশাল ফোর্সের কিছু ইউনিট, এস-টু লেভেলের ব্রিগেড বা রেজিমেণ্টাল এয়ারবোর্ন ডিভিশন, ওয়াশিংটন স্টেটের ফোর্থ আর্মি এবং আলাস্কার থার্ড মাউণ্টেন ডিভিশন, এদের হাতে থাকত মূলত। তবে সবচেয়ে বেশি ছিল কোরিয়ার থার্টিএইটথ প্যারালেলের ডিমিলিটারাইজড় জোনের নাইনথ ও টুয়েণ্টিথার্ড ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের হাতে। আর অল্প কয়েকটা ছিল পানামার জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার স্কুলে।'

যাহ্! ভাবল রানা। মাঠে মারা গেল ওর ধারণা? 'আই সি! ওকে, জেনারেল। থ্যাঙ্কস... '

'আমার বলা শেষ হয়নি,' একঘেয়ে কণ্ঠে বললেন আর্কাইভস ডিভিশন-ইন-চার্জ। 'রেকর্ড অনুযায়ী পানামা জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার স্কুল থেকে তিনটে এমথ্রি ইউনিট ট্রান্সশিপ্ করা হয়েছিল আরেক জায়গায়।'

দম আটকে এল ওর। 'কোন্ জায়গায়?'

'আরক্যানসো-র ক্যাম্প শ্যাফিতে। ১৯৬৪ সালের জুনের শেষদিকে।'

ধড়াশ্ ধড়াশ্ করে লাফাতে শুরু করল রানার হৃৎপিণ্ড। 'কেন বলুন তো?'

'এক ব্রিলিয়াণ্ট ফার্স্ট লেফটেন্যাণ্টের জন্য মেইনলি। নাইট-ভিশন ট্যাকটিকাল ডকট্রিনের ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ লিখে *ইনফ্যাণ্ট্রি জার্নাল*-এ পাঠিয়েছিল সে। লেখাটা ছাপা হওয়ার পর তার কদর অনেক বেড়ে যায়। ক্যাম্প শ্যাফির টিডিওয়াইতে বদলি করে সেখানকার এক্সপেরিমেণ্টাল সাইট ট্যাকটিকাল ডেভেলপমেণ্ট বা কোড নেম 'ব্ল্যাক লাইট'-এর প্রোগ্রাম ইন-চার্জ করে দেয়া হয় তাকে। তারপর তার নেতৃত্বে প্রচুর নাইট-ফায়ার অপারেশন চালানো হয় সেখানে। উদ্দেশ্য ছিল এমণ্ট্রি ব্যবহারের সর্বোত্তম পন্থা আবিষ্কার করা।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। 'কী নাম সেই ফার্স্ট লেফটেন্যাণ্টের?'

এবার জেনারেল নর্ম্যান জোনসের চুপ থাকার পালা। 'এসব আপনি আমার মুখ থেকে শোনেননি, মিস্টার রাস করম্যান অর হু এভার ইউ আর,' একটু পর বললেন তিনি। 'এই জন্যই আর্লিংটনের এক পে ফোন থেকে কল করছি আমি। ইউ গট দ্যাট, সার?'

'ইয়া।'

'তার নাম বিল হ্যামিলটন!'

'বিল হ্যামিলটন?'

'রাইট। সেই সময়কার ফার্স্ট লেফটেন্যাণ্ট, পরবর্তীকালের মেজর এবং আরও পরের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বিল হ্যামিলটন। বর্তমানে রিটায়ার্ড। ওকলাহোমা সিটির জেবিএইচ টেকনোলজি ইনকরপোরেটেড নামের এক আউটফিটের সিইও এবং ডিরেক্টর অভ রিসার্চ এখন।'

'জেবিএইচ টেকনোলজি কী তৈরি করে? নিশ্চয়ই নাইট-ভিশন ইকুইপমেণ্ট ধরনের গ্যাজেট?'

'শুধু গ্যাজেটই নয়। তার সঙ্গে সাউণ্ড সাপ্রেসরসহ হাবিজাবি আরও অনেক কিছু। সব ডার্টি বিজনেস। তবে জেনারেল টার্গেটে হিট্ করার ক্ষেত্রে জিনিয়াস ছিলেন। মার্কসম্যানশিপের পুরস্কার যে কত পেয়েছেন, তার হিসেব নেই। কয়েক ডজন হাই-পাওয়ার রাইফেল চ্যাম্পিয়নশিপেও জিতেছেন।'

জেনারেলের প্রায় পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত এবং তাঁর পেশাগত জীবনের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পর্কে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলে গেলেন তিনি। তারপর জেবিএইচ-এর ফোন নাম্বার দিলেন রানাকে।

'বাই দ্য ওয়ে, মিস্টার করম্যান, এরপর হয়তো আমাদের আর যোগাযোগ হবে না। আমি এক মাসের মধ্যে... '

'আমি জানি,' তাকে বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আগামী মাসে রিটায়ার করছেন আপনি। ওয়েল, পৃথিবীটা গোল যখন, দেখা হয়ে যেতেও তো পারে কখনও। আজকের সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আর হ্যাঁ, এ মাসের পারিশ্রমিক যথাসময়েই পেয়ে যাবেন। গুড বাই।'

লাইন কেটে দিল রানা। ডায়াল টোন কানে আসতে জেবিএইচ টেকনোলজির নাম্বারে রিং করল।

এই সময় জন ঢুকতে মুখে আঙুল রেখে কথা বলতে বারণ করল ও। তিনবার রিং হতে এক মেয়ে সাড়া দিল।

'জেবিএইচ টেকনোলজি।'

'আমি জেনারেল বিল হ্যামিলটনকে চাইছি।'

'কে বলছেন জানতে পারি?'

'আমার নাম মাসুদ রানা। জেনারেলের সাথে কথা বলব।'

'কোন্ বিষয়ে, প্লিজ!'

'সেটা তাঁকেই বলব। বিজনেস সিক্রেট, ইউ নো।'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নীরব হয়ে গেল লাইন, তারপরই একটা মোটা গলা বলল, 'ক্যান আই হেলপ?'

‘ওয়েল, জেনারেল। আমি পেশায় একজন মেশিনারি পার্টস সেলার, কিন্তু বর্তমানে...

‘সরি। আমি মেশিনারি পার্টসের ব্যবসা করি না,’ বেশ ভারিক্কি চালে বলল লোকটা।

‘আমি জানি। আমার পরিচয় এখনও পুরোটা বলা হয়নি, জেনারেল। ওটা আমার পেশা ছিল। আর নেশা হলো বিভিন্ন পুরনো ঘটনা বা ইতিহাসকে রিকন্সট্রাক্ট করা।’

‘দেখুন, ওসবে আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমি...

‘এক মিনিট সময় দিন, জেনারেল,’ মৃদু গলায় বাধা দিল ও। ‘সবটা শুনলে আপনি আগ্রহী না হয়ে পারবেন না। কারণ আমি যদ্দূর জানতে পেরেছি, তাতে আপনি আমার বর্তমান গবেষণার ফিল্ডের একজন ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনভেন্টর ছিলেন।’

একটু বিরতি। ‘তাই নাকি? কোনটার বলুন তো!’

‘ব্ল্যাক লাইট।’

জন নীরবে তাকিয়ে থাকল রানার মুখের দিকে। ওর চেহারা দেখে রিসিভারের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছে।

‘আমি জানতে পেরেছি আপনি ষাটের দশকে নাইট-ভিশন ট্যাকটিকাল ডকট্রিনের ওপর *ইনফ্যান্ট্রি জার্নালে* গুরুত্বপূর্ণ এক আর্টিকেল লিখে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন,’ বলে চলল রানা। ‘পরে আপনাকে ক্যাম্প শ্যাফিতে বদলি করে ‘ব্ল্যাক লাইট’-এর প্রোগ্রাম ইন-চার্জ করা হয়। তাই ভাবলাম আপনার সাথে কথা বললে এ বিষয়ে হয়তো অনেক কিছু জানতে পারব।’

এবার লম্বা বিরতির পর মুখ খুললেন জেনারেল। ‘ও-য়ে-ল! ব্ল্যাক লাইট প্রজেক্টের কথা আপনি কীভাবে জেনেছেন?’

‘পানামার জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার স্কুলের এক এক্স অফিসারের কাছে, জেনারেল।’

‘এই গবেষণা আপনার কী কাজে আসবে জানতে পারি?’

‘সার, প্রথমত, মনের খিদে মিটবে যেহেতু এটা আমার

হবি। দ্বিতীয়ত, যথেষ্ট তথ্যবহুল গবেষণা হলে বিবিসি, ডিসকভারি বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি লুফে নেবে প্রোগ্রামটা।'

'উঁমম!'

'আমি ষাটের দশকের আমেরিকান স্নাইপার প্রোগ্রাম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জোগাড় করছি একটা ডকুমেণ্টারি তৈরি করব বলে। মেরিন স্নাইপার প্রোগ্রাম সম্পর্কে তথ্য যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করে ফেলেছি। এখন শুধু আর্মিরটা বাকি।'

'আপনি কে বলছিলেন যেন?'

'মাসুদ রানা, জেনারেল।'

'কোত্থেকে?'

'ফোর্ট স্মিথ থেকে।'

'ওকে... আহ্! আপনি একা?'

'একজন সহকারী আছেন আমার। ভদ্রলোক এক্স মেরিন। আমি নন-টেকনিকাল মানুষ। এক্সপার্টের সহযোগিতা না পেলে একা এ কাজ করা সম্ভব নয় বলে তাকে সঙ্গে নিয়েছি।'

কিছু সময়ের নীরবতা। লোকটার মাথার মধ্যে কী চলছে বোঝার চেষ্টা করল ও। 'কিন্তু... সেসবের অনেক কিছুই এখন পর্যন্ত ক্লাসিফায়েড,' একটু দ্বিধার সঙ্গে, থেমে থেমে বলল লোকটা। 'ওসব নিয়ে কথা বলা...

'আপনি অনুমতি দিলে আমরা অভ দ্য রেকর্ড কথা বলতে পারি, সার। সামনাসামনি।'

'ঠি-ক আছে,' টেনে টেনে বললেন তিনি। বেশ বোঝা যায় চিন্তিত। 'এ নিয়ে সামনাসামনি কথা বলাই ভাল।'

'যদি বলেন আমি কালই চলে আসতে পারি আপনার ওখানে। সকালে বা দুপুরের দিকে।'

একটু বিরতি। 'ঠিক আছে। দুপুরে না। দুপুরে একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সকালেই চলে আসুন তা হলে। আমার অফিসে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, জেনারেল! সি ইউ টুমরো।'

অফিসের ঠিকানা দিয়ে লাইন কেটে দিলেন জেনারেল।

গভীর রাত। ক্লিফ ড্রাইভের বিশাল বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে শুধু স্যাণ্ডার্স সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি, হ্যারি স্যাণ্ডার্স। গ্লাসে খানিকটা জিম বিম ঢেলে নিয়ে পায়ে পায়ে প্যাটিওতে চলে এল সে। দূরে, অনেক নীচে এয়ারফিল্ডের রানওয়ে লাইট দেখতে পেল। টিপ্‌টিপ্‌ করছে।

এক চুমুক উইস্কি গিলল সে। কপালে দুশ্চিন্তার গভীর ভাঁজ। তার সুবিশাল সাম্রাজ্যের সবকিছু আগের মত আর মসৃণ নেই, জানে সে। দিগন্তে বিপদ উঁকিঝুঁকি মারছে। এ যেমন-তেমন বিপদ নয়। এমন এক বিপদ এটা, যার অস্তিত্ব প্রায় ভুলতেই বসেছিল স্যাণ্ডার্স। অথচ এখন মনে হচ্ছে এর হাত থেকে তার মুক্তি পাওয়ার আশা করা দুরাশা।

আজ নতুন করে দীর্ঘ সময় কথা হয়েছে ওয়াশিংটন ডি.সি-র সঙ্গে। তার প্রতি সহনুভূতিশীল মহলের মাথাটির সঙ্গে। কিন্তু তাতে স্যাণ্ডার্সের মনের মধ্যে জমতে থাকা বরফ গলেনি, বরং আরও খানিকটা কঠিন হয়েছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেছে সে। মাত্র ক'দিন আগেও তার দুর্গটা একশো ভাগ নিরাপদ ছিল, এখন সেটার দেয়ালে বড়সড় একটা ফাটল দেখা দিয়েছে।

যদি সে ফাটল মেরামত করা সম্ভব না হয়, কী হবে? তার এতবড় সাম্রাজ্য, এতসব শান-শওকত, যদি মরীচিকার মত হারিয়ে যায়? কী নিয়ে বাঁচবে সে? তার বউ, ছেলেমেয়েদের কী হবে? মুহূর্তের জন্য নিজেকে পাগল পাগল লাগল স্যাণ্ডার্স জুনিয়রের। জানে ঠিক নেই, তবু মুহূর্তের জন্য ভাবল, আগের মতই আছে সবকিছু। সবই চলছে ঠিকঠাক।

মাসুদ রানাকে পথ থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে না পারা পর্যন্ত শান্তি নেই তার। তার হিতাকাঙ্ক্ষী মহলটিরও মাথাব্যথার

কারণ হয়ে উঠেছে এই লোক। যত তাড়াতাড়ি...

বাথরোবের পকেটে রাখা বিপারটা কেঁপে উঠতে ধ্যান ভাঙল তার। নাম্বার চেক করতে গিয়ে দেখল ডেপুটি সিডনি হল নয়। আরমান্দো কল করেছে।

'কী খবর?'

'কোনও খবর হয়নি, সার,' বলল কিউবান। 'সারাদিন অপেক্ষা করেও ওদের দেখা পাইনি। আমার মনে হয়, সার, ওরা বিপদ টের পেয়ে পালিয়ে গেছে।'

'ট্রেইলারটা কোথায়?'

'ট্রেইলার আগের জায়গাতেই আছে, সার। একজনকে ওটা গার্ড দিতে বসিয়ে রেখে সারাদিন এদিক-সেদিক লোক দুটোকে খুঁজেছি আমরা। পাইনি। গার্ড বলল, ওরা নাকি ট্রেইলারের ধারেকাছেও আসেনি।'

কিছু ভাবল সে। 'আর গাড়িটা? নীল পিক-আপ?'

'ওটাও কারও চোখে পড়েনি, সার।'

একটা সন্দেহ দেখা দিল স্যাণ্ডার্সের মনে।

'এখন কি আমরা কোনও মোটেলে গিয়ে উঠব, সার?' আরমান্দো প্রশ্ন করল।

'না! তিন-চারটে গাড়িতে করে দশজন মানুষ গিয়ে হোটেল-মোটেলে ওঠা ঠিক হবে না। অস্বাভাবিক দেখাবে। তারচেয়ে ফিরে এসো তোমরা। ফার্মহাউসে রাত কাটাও।'

'ইয়েস, সার। কাল আবার শিকারে নামতে হবে?'

'অপেক্ষা করে দেখা যাক। তোমার সঙ্গীদের টানা ঘুম দরকার। অনর্থক ঘোরাঘুরি না করে ঘুম দাও গিয়ে। কাল যখন তোমাদেরকে প্রয়োজন হবে, তখন যেন সবাইকে তরতাজা অবস্থায় পাই। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, সার।'

পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল স্যাণ্ডার্স। তারপর ডেপুটিকে কল

করল।

'হ্যালো, কে...

'কে হতে পারে ভাবছ তুমি?'

'ওহ্, ইয়েস, সার!'

'কোথায় তুমি?'

'বুড়োর বাড়ির বাইরে আছি, সার,' বলল ডেপুটি। 'আজ সারাদিন পাগলের মত আচরণ করেছে লোকটা। আমি হলপ করে বলতে পারি, সার, বুড়ো ছাগলটার মাথা এতদিনে পুরোপুরিই বিগড়ে গেছে।'

'আমি লাইন কেটে দেয়ার পর এ বিষয়ে ফুল রিপোর্ট করবে তুমি। এখন মন দিয়ে শোনো। কাল সকালে তোমার প্রথম কাজ হবে ইউনিফর্ম পরে প্রতিটা হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, গ্যাস স্টেশন, ব্লু আইয়ের আশপাশে যতগুলো ক্যাম্প স্টোর আছে, এক এক করে সবগুলোয় যাওয়া। সবাইকে জিজ্ঞেস করবে তারা কেউ জন নিউম্যান বা মাসুদ রানাকে দেখেছে কি না।

'কারণ কী, সার?'

'লোক দুটো অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'ইয়েস, সার। কিন্তু... হলিডে ইনে খোঁজ নেয়া হয়েছে?'

'না। তুমি খোঁজ নেবে। কারণ তোমার ডেপুটির ব্যাজ আছে। গট ইট?'

'ইয়েস, সার। বুড়োর ব্যাপারে কী করব?'

'আপাতত তার ওপর নজর রাখার দরকার নেই,' বলল সে। 'আমি যা বললাম, তাই করো আগে। তারপর আমাকে ফোনে জানাও কী হলো না হলো। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, সার।'

ফোন রেখে বুরবোঁ শেষ করল সে। তারপর খাট্টা মেজাজে ঘরে ফিরে বিছানায় উঠল।

চোদ্দ

বুকের ভিতর ফেনিয়ে উঠতে থাকা প্রচণ্ড রাগ নিয়ে ঘুম ভাঙলেও রাগটা কীসের ওপর, মনে করতে পারলেন না ব্রুস উইলিয়ামস। বাঁধনহীন ক্রোধ একটা কালো পর্দার মত ভেসে বেড়াচ্ছে মনের মধ্যে, একটা লক্ষ্য খুঁজছে।

'ম্যাবেল!' চেঁচিয়ে ডাকলেন তিনি। 'আমার কফি কী হলো!'

পরক্ষণে মনে পড়ল এই নামের একটি মেয়ে সাত মাসের জন্য তাঁর সেক্রেটারি ছিল বটে, তবে সেটা '৭৭ সালে। তারপর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয় মেয়েটার। আশির দশকের কোনও এক সময়ে মৃত্যু হয়। তার মানে কফির আশা বাদ।

কাজেই বিছানা থেকে নামতে হলো তাঁকে। চশমা জোড়া খুঁজে বের করতে পেরে খুশি। যাক, এটার নাগাল পায়নি শয়তানের দল! কিচেন খুঁজে বের করে কোনওমতে কফির পানি চড়ালেন তিনি। এসব কঠিন কিছু কাজ নয়। একবার শিখলে ভোলে না মানুষ। নিজের রুমে ফিরে শাওয়ার-শেভ সেরে পোশাক পরলেন ব্রুস। দুই পায়ে মোজা পরলেন দুই রঙের। একটা সাদা, একটা নীল। কাজ সেরে কিচেনের দিকে চললেন।

ভাগ্য ভাল মেইল এসে হাজির এই সময়ে। কিন্তু এ কী! '৬৭ সালের চিঠি এল কোত্থেকে? দুইয়ে দুইয়ে চার করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ। তারপর ভাবতে বসলেন, কেন এ-চিঠি তাঁর ডাইনিং টেবিলে এত বছর ধরে পড়ে আছে! নীল একটা

খামের ওপর গোটা গোটা মেয়েলী হাতে লেখা আছে তাঁর নাম-ঠিকানা। প্রেরক লেসলি গারল্যাণ্ড। সে কে?

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গড্যাম উওম্যান! খামটা ছিঁড়তে একটা চিঠি বের হলো। দ্রুত সেটা পড়ে ফেললেন তিনি। মেজাজ আরও খাট্টা হয়ে গেল। গড্যামড্ উওম্যান!

থাবা মেরে ভেস্টিবিউলের ওপর থেকে গাড়ির চাবি তুলে নিলেন বৃদ্ধ, যেখানে তাঁর *মিরস্কাউম* পাইপ, সানগ্লাস...

মিরস্কাউম কী জিনিস?

গ্যারাজে এসে ক্যাডিলাক স্টার্ট দিলেন তিনি। ব্যাক করে বেরিয়ে এলেন। দেখেছ ব্যাটাদের কাণ্ড! বিরক্ত হয়ে ভাবলেন বৃদ্ধ। প্রতিবেশীরা সবাই যেন নবাব বনে গেছে। কষ্ট করে ট্র্যাশ ক্যান পর্যন্ত যেতে চায় না কেউ। নিজেদের সব উচ্ছিষ্ট, ময়লা-আবর্জনা গারবেজ ব্যাগে ভরে তাঁর ড্রাইভওয়ের ওপর ফেলে রেখে যায়। আজও তাই করেছে ব্যাটারা। রিয়ার ভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছেন ব্রুস, গাড়ি ব্যাক করায় ব্যাগগুলো ছিঁড়ে-ফেটে গেছে। দুনিয়ার আবর্জনায় ভরে গেছে তাঁর ড্রাইভওয়ে। গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ছে।

প্রতিবেশীরা সবাই এমন আচরণ কেন করছে তাঁর সঙ্গে?

নিগারটাউনের দিকে গাড়ি ছোটালেন বৃদ্ধ। এখন অবশ্য নাম বদলে গেছে জায়গাটার। ওয়েস্ট ব্লু আই হয়েছে। এখন আর কেউ নিগারটাউন বলতে পারবে না ওটাকে। কালোদের নিগার বা নিগ্রা, কিছুই বলতে পারবে না। আইনত নিষিদ্ধ।

রাস্তায় প্রচুর মানুষ। সবাই মনে হলো তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। কেন, বুঝতে পারছেন না তিনি। অনেকগুলো হর্ন বাজছে, বাচ্চারা চিৎকার করছে। এসব হচ্ছেটা কী?

আচমকা একটা পেট্রল কার ছুটে এল পিছন থেকে। সাইরেন বাজছে চড়া পর্দায়, ফ্ল্যাশার ঘুরছে সাঁই সাঁই করে। তাঁর পাশ দিয়ে দ্রুত সামনের দিকে চলে গেল কারটা। নিশ্চয়ই

কোনও দুষ্কৃতকারীকে ধরতে... না! তাঁকেই সাইডে গাড়ি দাঁড় করাতে বাধ্য করল ওটা।

লম্বা, ঢুলুঢুলু চোখের হালকা-পাতলা এক অফিসার বের হলো গাড়িটা থেকে। রাস্তায় এক দলা থুতু ফেলে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। 'বিষয়টা কী, মিস্টার উইলিয়ামস?'

'হু দা হেল ইউ আর?' ধমকের সুরে বললেন বৃদ্ধ। লোকটার বুকে লাগানো প্লেক দেখলেন।

'আমি ডেপুটি সিডনি হল, সার। আপনি আমাকে চেনেন।'

'তো কী? আমার কাছে কী চান আপনি?'

'সার, আপনি ট্রাফিক লাইট অমান্য করেছেন এইমাত্র। দুটো কার অল্পের জন্য বেঁচে গেছে অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে। স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে লোকজনকে প্রাণভয়ে ছোটাছুটি করতে হয়েছে। নিশ্চয়ই ষাটের ওপরে ড্রাইভ করছিলেন আপনি?'

'হতে পারে। আমার একটু তাড়া আছে। কেন, আপনি টিকেট দিতে চান?'

'না, তার দরকার হবে না। আমি আপনার ও পথচারীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলুন, আমি আপনার পিছন পিছন যাব যাতে কোনও সমস্যা দেখলে সামাল দেয়া যায়। নইলে আমার গাড়িতে চলুন।'

লোকটার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধ। 'আপনি জানেন আমি কে? সরে যান।'

'আপনাকে কে না চেনে, সার? ঠিক আছে, আপনি যান। আমি ফলো করব আপনাকে। কিন্তু ট্রাফিক লাইটগুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন দয়া করে।'

গাড়ি ছাড়লেন বৃদ্ধ। তবে এবার যথেষ্ট সাবধানে চালাতে লাগলেন, যাতে আর কোনও সমস্যার সৃষ্টি না হয়। আর কোনও ড্রাইভার হর্ন না বাজায় তাঁর উদ্দেশে। এক সময় ওয়েস্ট ব্লু আই পৌঁছলেন তিনি। আশপাশে তাকিয়ে ভাবলেন, এরা এখনও

বাণ্টুদের চেয়ে উন্নত হতে পারল না। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করে না কেন ব্যাটারা? ঘাস ছাঁটে না কেন?

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। এরা পূর্ণ নাগরিক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্বভাব বদলায়নি।

ব্যাপ্টিস্ট গির্জা পার হয়ে নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন তিনি। এটা বেশ ছিমছাম আছে। সামনে কিছু ফুলের গাছও আছে। গাড়ি থেকে নামতেই বড় বড় চোখওয়ালা দুই নিগ্রো শিশু ছুটে এল। মাটিতে পা রেখে ধমক লাগালেন বৃদ্ধ। 'হুশশ! হেই, ভাগো!'

পোর্চের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন। বন্ধ দরজায় জোরে জোরে টোকা দিতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এক মহিলা বেরিয়ে এল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল তাঁর।

'চিঠিটা আপনি লিখেছেন?' রাগ রাগ গলায় বললেন বৃদ্ধ।

ওটা উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে ভারি অবাক হলো মহিলা। মাথা নাড়ল। 'না। এটা যখন লেখা হয়, তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ। মিসেস গারল্যাণ্ড লিখেছিলেন।'

'তাকে ডাকুন। আমি কথা বলব।'

'উনি তো এখানে থাকেন না। আপনি কে?'

'আপনি চেনেন না আমাকে?' তাজ্জব হলেন বৃদ্ধ। 'আমি পোক কাউণ্টির প্রসিকিউটর, ব্রুস উইলিয়ামস। এ শহরের সবাই চেনে আমাকে। সে যাক। কোথায় আছেন তিনি?'

'কে?'

'মিসেস গারল্যাণ্ড।'

'সার, আপনি কী মনে করেন একজন কালো মানুষ শহরের সমস্ত কালো মানুষের খবর রাখে?'

'তা আমি জানব কী করে!' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'আমি মহিলাকে সাহায্য করতে চাই, তাই এসেছি। তিনি আমার কাছে সাহায্য চেয়েছেন,' চিঠিটা উঁচু করে দেখালেন। 'দেখতে পাচ্ছেন

না? আমি কাউকে অ্যারেস্ট করতে আসিনি। বিষয়টা শেলিকে নিয়ে। তার মেয়ে... '

'ওহ্!' চেহারা দ্রুত বদলে গেল মহিলার। 'বুঝতে পেরেছি, সার। বুঝতে পেরেছি। মিসেস গারল্যাণ্ড এখন তাঁর আরেক মেয়ের কাছে থাকেন। ক্যামেরন মিডৌজ-এ।'

বলে কি! ভাবলেন বৃদ্ধ। নিগ্রোরা আজকাল ইস্ট ব্লু আইয়ের ক্যামেরন মিডৌজের মত অভিজাত আবাসিক এলাকাতেও বাড়ি কিনতে শুরু করেছে নাকি? যেখানে জুডি ক্যামেরন থাকত, বল্টিমোরের সেই চোখ ধাঁধানো রূপসী? যার কারণে এ তল্লাটের অনেক পুরুষের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল?

'তার ঠিকানা দিতে পারেন?'

দিল মহিলা।

'দুঃখিত,' ব্রুস বললেন। 'আপনার সঙ্গে চোটপাট দেখিয়েছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমি আসলে...'

'আমি কিছু মনে করিনি। আপনাকে চিনতে সময় বেশি লাগল বলে আমিই বরং দুঃখিত।'

'আমাকে চেনেন না বলছিলেন!'

'এখন চিনেছি, সার। আপনার কথা অনেক শুনেছি। সিভিল রাইট আন্দোলনের সময় মিস্টার রেমানকে পিটিয়ে মেরে ফেলার জন্য আপনি ট্র্যাশি ফিলিক্স কেলারের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই করেছেন, সে জন্য কমিউনিটির সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে। সার, একজন সংখ্যালঘুকে হত্যা করার দায়ে কোনও সাদা মানুষ কখনও আরেকজন সাদা মানুষের বিরুদ্ধে কোর্টে দাঁড়ায়নি। আরক্যানসোর ইতিহাসে এ কাজ আপনিই প্রথম করেছেন।'

'শয়তানটাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানো গেলে আমি খুশি হতাম,' বললেন বৃদ্ধ।

'কিন্তু '৭২ সালে কাজটা অসম্ভব ছিল, আমরা শুনেছি। এক সংখ্যালঘুকে হত্যার দায়ে কোনও সাদা চামড়াকে ওই দণ্ড দিতে

প্রস্তুত ছিল না আরক্যানসো। তার মৃত্যুদণ্ড দাবি করে আপনিও যথেষ্ট ভুগেছেন। তবু ভাল যে কোর্ট তাকে যাবজ্জীবন দিয়েছিল। আজও জেলে পচছে পাজি লোকটা। সব কৃতিত্ব আপনার, সার। আপনি সত্যি একজন মহান মানুষ, সার। প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন আপনার ভাল করেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু ঈশ্বরের অত সময় নেই বোধহয়!' বিড়বিড় করতে করতে নেমে এলেন বৃদ্ধ। ভাবলেন, তাঁর সময় আর বিবেচনাবোধ থাকলে কী আর শয়তানটার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অপরাধে ইলেকশনে পরাজিত হতেন তিনি? নাকি বারো বছরের জন্য চাকরিটা খোয়াতে হত?

আরক্যানসো ৮৮ ধরে অভিজাত ইস্ট ব্লু আইয়ের দিকে গাড়ি ছোটালেন তিনি। হতচ্ছাড়া ডেপুটি ব্যাটা আঠার মত পিছনে লেগে আছে দেখে সতর্ক থাকলেন ড্রাইভিঙের ব্যাপারে। রাস্তার সঠিক সাইডে থাকার চেষ্টা করলেন। তারপরও আহাম্মক হর্ন বাজাতে শুরু করেছে দেখে রিয়ার ভিউ মিররে তাকালেন।

আরে! গাধাটা রং সাইডে গেল কী মনে করে? পরক্ষণে ঠিক নাক বরাবর সামনে থেকে একটা ট্রাক আসছে দেখে ভাবলেন, ওটাই বা এদিকে কেন? হঠাৎ খেয়াল হলো ও দুটো নয়, তিনি নিজেই রং সাইডে চলে এসেছেন। আশ্চর্য! তাড়াতাড়ি সঠিক সাইডে সরে এলেন বৃদ্ধ। ইদানীং রাস্তার আপ-ডাউন সাইড বদল করেছে নাকি ওরা?

ট্রাকের ড্রাইভার আঙুল দেখাচ্ছে তাকে! শাসাচ্ছে মনে হয়? ব্রুস উইলিয়ামসকে? কত্তবড় সাহস দেখেছ!

ক্রমে পিছনে পড়ে গেল টাউন। খোলামেলা গ্রাম্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে ক্যাডিলাক। খানিক পর বাঁ দিকের একজোড়া সাইক্লোন ফেন্স অতিক্রম করে এলেন তিনি। ওটা ব্লু আইয়ের এক সময়কার রত্ন, হাওয়ার্ড হকিনসের শানদার সামার হোম, মাউণ্টেনটপ-এ যাওয়ার রাস্তা। কাছের পাহাড়টার

চূড়ায় সেটা। আজকাল কেউ থাকে না ওখানে।

তার একমাত্র ছেলে, দু'টার্মের সিনেটর, ডেভিড হকিনস এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ছে। এদিকে তেমন একটা আসে না সে। এলে ফোর্ট স্মিথে থাকে। এ শহরে যদিও বা আসে, বন্ধু হ্যারি স্যাণ্ডার্সের সঙ্গে দিন কাটিয়ে রাতে ফিরে যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধ। আগে এদিকে মাঝেমধ্যেই আসা হত। সুন্দরী জুডির টানে। তারপর অনেক বছর হয়ে গেছে আসা হয়নি। তাঁর মনে আছে, এক সময় বুড়ো ক্যামেরন থাকতেন এখানে। একদিন তাঁর ছেলে, ডেভিড ক্যামেরন দেশ-বিদেশ ঘুরতে গিয়ে অসাধারণ সুন্দরী জুডিকে বিয়ে করে আনে। সে ১৯৪২ সালের কথা।

তারপর বুড়ো ক্যামেরন মারা গেলেন। জুডি ছেলের মা হলেন... স্বামী ডেভিড মারা গেলেন... ছেলে স্টিফেন বিয়ে করল... গর্ভবতী বউসহ দুর্ঘটনায় সে-ও মারা পড়ল। তারপর দুঃসাহসী, সুপুরুষ চার্লস নিউম্যান। আহা, বেচারা! মানুষের ভাল করতে গিয়ে বেঘোরে মরল। তারপর সানড্রা হোয়াইট।

জুডির মন ভেঙে গেল। ধারণা হলো, তিনি আরক্যানসোকে যতই ভালবাসেন না কেন, তাঁকে আরক্যানসোর সহ্য হচ্ছে না হয়তো। যতদিন তিনি এখানে থাকবেন, ততদিন তাঁর প্রিয় মানুষেরা এভাবে একের পর এক মরতে থাকবে। কাজেই সব ছেড়ে একদিন চলেই গেলেন মহিলা।

কোথায় যেন? ভাবলেন ব্রুস। বল্টিমোরে? হবে হয়তো। যদিও মহিলা বলে যাননি কিছু।

শেষ বিদায়ের দিন তাঁকে গাড়িতে করে বাস স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছেন ব্রুস উইলিয়ামস। যেতে যেতে অনেকবার চোখ মুছতে দেখেছেন তাঁকে। 'কত সুন্দর তোমাদের এই দেশ,' বলেছিলেন জুডি। 'পুবে এত সুন্দর জায়গা পাব কি না জানি না।'

'তা হলে যাচ্ছ কেন? থেকে যাও।' অসাধারণ সুন্দরী

জুডিকে অনেকদিন থেকেই মনে মনে ভালবাসতেন তিনি। কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করতে পারেননি। তিন ছেলেমেয়ে আর গর্ভবতী স্ত্রী নিয়ে সুখের সংসার তাঁর। বলেনই বা কী করে অমন কথা?

'না, ব্রুস। প্রিয় মানুষদের অনেককে হারিয়েছি আমি। আর কেউ হারিয়ে যাওয়ার আগেই এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাই। আর কোনও আঘাত সহ্য করতে পারব না। সানড্রার বাচ্চাটা বেঁচে থাকলে যেতাম না। সত্যি।'

'লাভ কী হত? হারামির বাচ্চা হারামিই হত।'

কথাটা শুনে জুডি কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলেন তাঁর দিকে। দৃষ্টিতে কেমন অদ্ভুত এক ছায়া নাচছিল যেন। কারণটা যা-ই হোক, ব্যাখ্যা করেননি মহিলা। বাস স্টপেজে পৌঁছলেন তাঁরা। জুডি যথেষ্ট ধনী ছিলেন। তাঁর বাসে ওঠার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবু বাসে করেই পোক কাউন্টি ছাড়লেন।

বিদায়ের সময় ব্রুসের উদ্দেশে কেমন এক ভাঙাচোরা হাসি দিলেন, আজও মনে আছে তাঁর। জানালার পাশের একটা সিট নিয়ে বসলেন। ড্রাইভার তাঁর লট-বহর কম্পার্টমেন্টে তুলল। বাস ছাড়ার মুহূর্তে শেষবারের মত চোখাচোখি হলো তাঁদের। দু'জনেই হাসির ভঙ্গি করে হাত নাড়লেন, তারপর চিরদিনের জন্য মিলিয়ে গেলেন একে অন্যের জীবন থেকে।

যেখানে মিস জুডির বিশাল মেইনহাউস ছিল, এখন সেখানে পঞ্চাশটা বাড়ি হয়েছে। সবগুলো ধপধপে সাদা রঙের বাড়ি। অনেকখানি জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে তাঁর মেইল বক্স ছিল, সেখানে এখন একটা সাইন ঝুলছে। তাতে লেখা আছে: ক্যামেরন মিডৌজ, স্যাণ্ডার্স গ্রুপের সম্পত্তি।

নির্দিষ্ট বাড়ির ড্রাইভওয়েতে পৌঁছে একটু জিরিয়ে নিলেন বৃদ্ধ। মনের মধ্যে এখন আর কোনও ধোঁয়াটে ভাব নেই। একদম জাগ্রত, সপ্রতিভ তিনি। সারা জীবনের প্রতিটা স্মৃতি

তরতাজা। যেন নব্বই নয়, ছত্রিশ বছর বয়স তাঁর। এখানে কেন এসেছেন, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই মনে। নক করতে এক কালো মহিলা দরজা খুলল।

'ইয়েস?'

'আমি লেসলি গারল্যাণ্ডের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'আপনি মিস্টার ব্রুস উইলিয়ামস তা হলে। আমরা খবর পেয়েছি আপনি আসবেন এদিকে। আমার সাথে আসুন, সার। মামা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

দামি দামি আসবাবপত্রে চমৎকার করে সাজানো ঘরের মধ্য দিয়ে তাঁকে পিছনের বাগানে নিয়ে এল মহিলা। নিগ্রোদের বাসা এত সুন্দর হয়? চলতে চলতে অবাক হয়ে ভাবলেন বৃদ্ধ। এদের এত উন্নতি কবে হলো?

পিছনের এক চিলতে বাগানের একটা ছোটো গাছের ছায়ায় লন চেয়ারে বসে আছেন বিশালবপু লেসলি গারল্যাণ্ড। তাঁর ভারে চেয়ার ভেঙে পড়ে পড়ে অবস্থা। দামি কাপড়ের চমৎকার ড্রেস পরে আছেন মহিলা। সম্ভবত আইনজীবীর আসার খবর পেয়ে পরেছেন। শান্ত, সমাহিত চেহারায় বসে আছেন। বসার ভঙ্গিটা রাজসিক লাগল বৃদ্ধের।

'মিসেস গারল্যাণ্ড, আমি ব্রুস উইলিয়ামস।'

মাথা দোলালেন মহিলা। 'আমি আপনাকে চিনি, সার। ট্রায়াল চলার সময় কোর্টে দেখেছি।'

'আমিও আপনাকে দেখেছি, ম্যা'ম।'

'না, সার,' হেসে মাথা নাড়লেন তিনি। 'দেখেননি। আপনি কখনও আমাদের দিকে ঘুরে তাকাননি, আমাদের কথা বিবেচনা করেননি। কোনও প্রশ্ন করেননি। শুধু আপনি কেন, দুর্দিনে কেউ আমাদের দেখতে আসেনি। শুধু করোনারের অফিস থেকে একটা ফোন এসেছিল—শেলির লাশ তুলে আনা হয়েছে, এই খবরটা জানাতে। এইটুকুই।'

'ম্যা'ম, আমি মিথ্যে কথা বলি না। সেদিন কালো ড্রেস পরে এসেছিলেন আপনি। মাথায় সাদা হ্যাট। একটা সাদা ক্যামেলিয়া গোঁজা ছিল হ্যাটে। আপনার স্বামী পরে ছিলেন গাঢ় রঙের সুট। হর্ন রিমের চশমা ছিল চোখে। খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন ভদ্রলোক। যাকগে', আমি এটার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।' চিঠিটা এগিয়ে দিলেন তিনি।

'এই চিঠি আমি আগে কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। মনে হয় কোনও সেক্রেটারি ফাইলে তুলে রেখেছিল।'

'হয়তো এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বলে।'

'কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়, ম্যা'ম। এটায় আপনার বক্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রমাণ তো নেই।'

'একজন মানুষই সত্যি কথা বলেছেন আমাকে, তিনি ছিলেন চার্লস নিউম্যান,' বললেন মহিলা। 'একজন ফেয়ার মানুষ ছিলেন তিনি। যেদিন ওরা তাঁকে মেরে ফেলল, সেদিনটি ছিল কাউণ্টির সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের দিন। চার্লস কথা দিয়েছিলেন, আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্য কে দায়ী, আমাকে জানাবেন। তিনি বেঁচে থাকলে ন্যায়বিচার পেতাম, আমি জানি।'

নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ আইনজীবী। 'কিন্তু ন্যায়বিচার তো আপনি পেয়েছেন, ম্যা'ম! আপনার মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী গালিবকে তো ইলেকট্রিক...

'নো, সার,' জোর দিয়ে বললেন মহিলা। 'সে আমার মেয়েকে হত্যা করেনি। কথাটা '৬৭ সালে লেখা ওই চিঠিতেই আপনাকে জানিয়েছি আমি।' চিঠিটা ইঙ্গিত করলেন। 'ছেলেটার মৃত্যুদণ্ডের এক মাস আগে।'

চিঠিটার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকলেন আইনজীবী। তারপর মহিলার দিকে তাকালেন। 'কিন্তু, মিসেস গারল্যাণ্ড, সমস্ত প্রমাণ সায়েণ্টিফিক্যালি ম্যাচ...

'তা হলে বিজ্ঞান মিথ্যে বলেছে,' আবারও বাধা দিলেন শেলির মা। 'কারণ শেলির নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর শুনে পরদিন গালিব আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। ছেলেটা যতক্ষণ ছিল, আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলেছে।' বিষণ্ন হাসি ফুটল লেসলি গারল্যাণ্ডের মুখে। 'সার, বিজ্ঞানই বলে, অপরাধী কখনও চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না।'

'মিসেস গারল্যাণ্ড, আমি সারাজীবন খুনীদের নিয়েই কাজ করে গেলাম। আমি খুব ভাল জানি, সাদা, কালো বা বাদামি যা-ই হোক, ওরা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। ওরা আপনার চোখে চোখে তাকিয়ে বলবে আপনাকে ভালবাসে এবং আপনি তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন। তারপর আপনি পিছন ফিরলেই পিঠে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে অথবা মাথায় বাড়ি মারবে।'

'হয়তো ঠিকই বলেছেন আপনি। কিন্তু গালিব অন্যরকম ছিল, সার। ঘটনার দিন নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল ছেলেটা। পরদিন খবর পেয়েই ছুটে আসে সত্যি-মিথ্যে জানতে।'

'ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট, ম্যা'ম,' বললেন ব্রুস। কিন্তু আশ্চর্য, গলার তেজ হারিয়ে গেছে।

'মিস্টার নিউম্যান বলে গেলেন ডিটেকটিভরা আসবে কথা বলতে। আমরা অপেক্ষা করে ছিলাম। কেউ এল না। কোনও তদন্ত হলো না। আপনারা শার্ট পেলেন, নিরীহ একটা ছেলেকে ধরলেন, তারপর ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। এই হলো আপনাদের ফ্যাক্ট, আর এই হলো আপনাদের ন্যায়বিচার।'

'কাজটা ওই ছেলেই করেছে। নইলে আপনিই বলুন, কে যাবে ওকে ফাঁসানোর জন্য এত কষ্ট করতে? আর ওকেই কেন? আর কাউকে নয় কেন?'

'যে আমার বাচ্চাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে, সে আজও এই সমাজে বুক ফুলিয়ে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে, মিস্টার ব্রুস। হাসছে আপনাদের ন্যায়বিচার দেখে।'

'ম্যা'ম, আপনি কী বলছেন ভেবে দেখুন। প্রথমে "অপরাধী" গালিবকে ফাঁসাতে তার বাড়ি থেকে একটা শার্ট চুরি করে আনে। তারপর যেখানে শেলিকে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছিল, সেখানে নিয়ে ওর রক্ত মাখায় সেটায়। পকেট ছিঁড়ে নিয়ে মরা শেলির মুঠোয় গুঁজে দেয়, তারপর আবার গলিবের বাড়িতে এসে তার বেডরুমের ম্যাট্রেসের নীচে ভরে রেখে যায় রক্তমাখা চোরাই শার্টটা। এমন পাগলামি কে করতে যাবে, আপনিই বলুন। ছেলেটা যদি অপরাধী না হত, তা হলে আমরা শেলির মৃতদেহটাই শুধু পেতাম। কোনও প্রমাণ পেতাম না, যা একমাত্র তাকেই নির্দেশ করে! ছেঁড়া পকেট আর রক্তাক্ত শার্ট ছাড়া তো কোনও প্রমাণই ছিল না আমার হাতে, ম্যা'ম। কেবল মৃত শেলিই থাকত তা হলে। মামলা দাঁড় করানোই সম্ভব হত না।'

মহিলা পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকলেন তাঁর দিকে। 'সবই আমি জানি। কিন্তু... খুনী প্রচুর সময় পেয়েছিল, সেটাও বুঝতে হবে আপনাকে, সার। এমন নয় যে এক রাতের নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যেই কাজটা শেষ করতে হয়েছে তাকে। মিস্টার নিউম্যান আমার শেলিকে খুঁজে পাওয়ার আগে খুনী দু-তিনদিন সময় পেয়েছে এতসব আয়োজন সম্পন্ন করার। কাজেই আপনি এসব যুক্তি উড়িয়ে দিতে পারেন না, ইউ সি!'

মহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ। ভাবছেন, মেয়ের মৃত্যু নিয়ে একা একা ভালই একটা কাহিনি তৈরি করে বসে আছেন মিসেস্ গারল্যাণ্ড! এসব বেশি বেশি টিভি দেখার ফল! সহজ-সরল সত্যটা কেউ দেখতে পায় না।

'এসব আপনার কল্পনা। সত্যি নয়।'

'আপনার চোখ দেখেই আমি বলে দিতে পারি আপনি কী ভাবছেন, মিস্টার উইলিয়ামস। আপনি ভাবছেন, পাগল মহিলা হয়তো সাদা চামড়ার কাউকে সন্দেহ করছে। এসব সাদাদেরই

কাজ ভাবছে সে। সব অপরাধ সাদা চামড়াওয়ালাদের। তাই ভাবছেন আপনি, ঠিক বলিনি?'

'সিস্টার, আমি... '

'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। ঠিক কি না?'

লম্বা করে দম নিলেন আইনজীবী। 'হ্যাঁ, ঠিক। কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো চাইলেই এড়াতে পারি না আমি। কিছু সন্দেহ থেকেই যায়।'

'তা হলে বাকিটাও শুনুন। এ কাজ কোনও সাদা চামড়া করেছে আমি এমনটা ভাবছি না। কখনও ভাবিনি। আমার ধারণা কালারড্ মানুষই করেছে কাজটা।'

ধাক্কাটা বেসামাল করে দিল বৃদ্ধকে। 'এত নিশ্চিত হলেন কীভাবে, সিস্টার?'

'ওই যুগে আমাদের মেয়েদেরকে একটা জিনিস উঠতে-বসতে সব সময় শেখাতাম আমরা—ওরা যেন ভুলেও কোনও সাদা ছেলের সাথে গাড়িতে না ওঠে। আমার শেলিকেও শিখিয়েছি। হাজারবার বলেছি। ছেলেটাকে যত অন্তরঙ্গ বন্ধুই মনে হোক, সে যতই স্মার্ট হোক, তবু না। কখনও গাড়িতে উঠবে না ওদের সাথে। কারণ ওরা মেয়েদের কাছে সব সময় একটা জিনিসই চায়, যা তুমি দিতে পারবে না। যদি দিয়েছ, তুমি শেষ হয়ে যাবে। কারণ কালো ছেলেরা একদিন জানবে সে কথা। তারাও চাইবে সেই জিনিস। না পেলে রেগে যাবে। আমাদের মেয়েরা সেই সতর্কবাণী কঠোরভাবে মেনে চলত, সার। তাই আমি জানি, শেলি কোনা সাদা ছেলের গাড়িতে ওঠেনি। নিশ্চয়ই কোনও কালো ছেলের গাড়িতে উঠেছিল।'

বৃদ্ধের চোখ পিট্‌পিট্ করে উঠল। স্মার্ট বুড়ি! ডিটেকটিভ সার্জেন্টদের মধ্যে তাঁর চেনা অনেকেই আছে, কিন্তু তাদের কেউ বুদ্ধিতে এর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না। অন্তর্দৃষ্টি অসাধারণ মহিলার। সমস্যার ঠিক কেন্দ্রেই নজর পড়েছে।

একটু নরম হলেন বৃদ্ধা। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মিস্টার ব্রুস, আপনি কাউন্টির সবচেয়ে স্মার্ট মানুষ। স্যাণ্ডার্স সিনিয়র, হাওয়ার্ড হকিনস, এমনকী চার্লস নিউম্যানের চাইতেও অনেক স্মার্ট আপনি। আপনার-আমার বয়স হয়েছে। আর অল্পদিনের মধ্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে আমাদের। তার আগে এই মামলাটার দিকে শেষবারের মত আরেকবার দৃষ্টি দিতে পারেন না আপনি, যাতে সময় হলে পৃথিবীর কোনও দায়িত্বই আপনি অবহেলা করেননি, আধা সমাপ্ত বা অসমাপ্ত রেখে যাননি, এমন একটা তৃপ্তি নিয়ে চোখ বুজতে পারেন?'

গড্যাম নিগ্রা উওম্যান! অর্থহীন রাগ হলো তাঁর। কোনও মামলা নতুন করে উত্থাপন করার আবেদন জানাতে ঘৃণা করেন তিনি। দীর্ঘ প্রসিকিউশনের জীবনে কখনও করেননি। অথচ মহিলা তাঁকে সেই কাজেই প্রভাবিত করতে চাইছে!

কিন্তু... খুনী প্রচুর সময় পেয়েছিল, উড়িয়ে দেয়া যায় না এ সম্ভাবনা। ভাবলেন তিনি। এবং টেকনিক্যালি অসম্ভবও নয়।

কেউ কেন করতে যাবে এমন কাজ, সে আলাদা তর্ক। কিন্তু ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। টেকনিক্যাল সেন্সে বা ফিজিক্যাল বিধানে, সবদিক থেকেই সম্ভব। তা ছাড়া এর সঙ্গে কালো মানুষের জড়িত থাকার সম্ভাবনার বিষয়ে যে থিয়োরি প্রকাশ করল বৃদ্ধা, সেটাও কম কৌতূহলের বিষয় নয়।

অতীতের নিখাদ এক রহস্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা হিসেবে চ্যালেঞ্জটা আকর্ষণ করতে লাগল তাঁকে। কিন্তু নিজের বয়সজনিত অসহায়ত্বের ব্যাপারটাকেও অগ্রাহ্য করতে পারলেন না তিনি।

'কিন্তু, সিস্টার, আমি এখন আর আগের সেই "ইলেক্ট্রিফাইং ব্রুস" নেই। অনেক কিছুই ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। রাগ হলে মাথা ধোঁয়াটে হয়ে যায়। নিজের মোজা খুঁজে পাই না আমি। মনে হয় কেউ শত্রুতা করে লুকিয়ে রাখে। আজ আমার মাথাটা খুব

পরিষ্কার আছে। মরার আগে এরকম আর একটা দিনও যদি পাই, আমি শেলির কেস রেকর্ডে অবশ্যই চোখ বোলাব। আমি চোখ বোলাব, কিন্তু আপনাকে কোনও ভরসা দিতে পারব না। আমার কাছ থেকে আপনি কিছু আশা করবেন না।'

চোখে পানি দেখা দিল লেসলি গারল্যাণ্ডের। 'গড ব্লেস ইউ, সার। আমি শুধু ওইটুকুই চাই।'

পনেরো

সিটের পিছনে রাখা একটা কার্টনের মধ্যে মিনি-১৪ গলিয়ে দিল মাসুদ রানা। পাশের একটা পুরু কাগজের ব্যাগে রাখল ফুল লোডেড তিনটে বিশ রাউণ্ডের ম্যাগাজিন, একটা চল্লিশ রাউণ্ডার এবং টিনের তৈরি কলার মত বাঁকানো, চ্যাপ্টা কিছু একটা। বাড়তি ম্যাগাজিনসহ .৪৫ কমাণ্ডারটাও হোলস্টারে ভরে সিটের পিছনে রেখে দিল।

প্রস্তুতি শেষ করে খুব ভোরে ট্রাকে উঠল ওরা। জন উঠল ড্রাইভিং সিটে। হলিডে ইনের পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এল ওরা। গন্তব্য জেবিএইচ টেকনোলজি, ওকলাহোমা সিটি। জেনারেল বিল হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে ওরা। জন নীরবে ড্রাইভ করছে।

একটু পর রানাকে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু শেষ সময়ে থেমে গেল ওকে চিন্তিত দেখে।

'বলে ফেলো।'

পাশে তাকিয়ে হাসল জন। 'তোমার সোর্স জেনারেল সম্পর্কে কী জানাল তোমাকে?'

'তিনি একজন যোগ্য অফিসার,' জেনারেল নর্ম্যান জোনসের কাছে শোনা বুলি মুখস্থ বলে যেতে লাগল রানা। 'কোরিয়াতে সুপিরিয়র প্রোগ্রাম চালাতেন। ভিয়েতনামেও। তার অধীনস্থরা শত শত, হাজার হাজার কোরিয়ান আর ভিয়েতনামিকে হত্যা করেছে। অনেক আমেরিকান সৈন্যের প্রাণ বাঁচিয়েছে। ভাল মানুষ। দেশপ্রেমিক, বীর, রিপাবলিকান। সব মিলিয়ে গ্রেট।'

'তুমি লোকটাকে ঘৃণা করো।' বেশ কিছু সময় পর মন্তব্য করল জন। 'কেন?'

'কে বলল ঘৃণা করি?' ঘুরে তাকাল রানা।

'আমি জানি। বুঝতে পারি।'

রানা অন্য প্রসঙ্গ তুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার এল প্রশ্নটা। 'বললে না?'

'ঠিক আছে, শোনো তা হলে। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু আসে মূলত তিনভাবে। এক. গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবৃষ্টি আর বিমান থেকে ফেলা বোমার আঘাতে। তোমাদের দেশ যা দিয়ে দেদারসে মানুষ মেরেছে কোরিয়ায় আর ভিয়েতনামে। তুমি আমার ব্যাখ্যা পছন্দ করো আর না-ই করো, এগুলো হচ্ছে যুদ্ধের মাঠের রাজা।'

জনের কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না। 'আর?'

'সামনাসামনি যুদ্ধে গুলি করে পাখির মত মানুষ মারা। একই ব্যাপার তোমার বেলায়ও ঘটতে পারে। এইমাত্র চোখের সামনে দেখা গেল কিছু আকৃতি নড়ছে, পরক্ষণে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ার বা ট্রেসার বুলেটের মাঝখান থেকে কাটা পড়ে গেল কলাগাছের মত। হয় তুমি মারবে, নয় মরবে। ব্যাপারটা তোমার পছন্দ না-ও হতে পারে, তবু কাজটা করতে হবে। না করলে

বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

মাথা দোলাল জন নিউম্যান।

'তৃতীয়টা হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথার হত্যা। কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। জেনারেল বিল হ্যামিলটন ছিলেন সেই কাজের বিশেষজ্ঞ। স্নাইপিং। স্কোপে চোখ রেখে দূর থেকে কাউকে নিরিখ করা, তারপর সময় বুঝে তাকে হত্যা করা। এটা স্রেফ খুন। এ ধরনের হত্যায় কোনও কৃতিত্ব বা বীরত্বের কিছু নেই। এসব কেউ পছন্দও করে না। মানুষ স্নাইপারদের সৈন্য বলে না। বলে খুনি। অসুস্থ। মানসিক বিকারগ্রস্ত। আর কী কী সব বলে কে জানে! তবে তার মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে।

'মহিলা আর শিশুদের হত্যা না করাকে একটা ব্যতিক্রম ধরা যেতে পারে। শুনেছি স্নাইপারদের মধ্যে এটা শ্রেণী ছিল হান্টার। তোমাদের সেনাবাহিনীতে ছিল, ভিয়েতনামে। তাদের কাজকে বলা হত "ফেয়ার চেজ"। জঙ্গলে গিয়ে অথবা ধানের খেতে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় পজিশন নেয়া, তারপর শত্রু খুঁজে বের করে হত্যা করা। এসব কতদূর সত্যি বলতে পারি না।

'কিন্তু এ ধরনের হত্যা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ। জেনারেল বিল হ্যামিলটনের এই প্রজেক্ট "ব্ল্যাক লাইট", সেভেনথ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন স্নাইপার স্কুলে এর জন্ম হয়। সাপ্রেসর আর স্টারলাইট স্কোপ নামের এক নাইট-ভিশন ডিভাইস এম-ফোরটিন ন্যাটো রাইফেলের মাথায় জুড়ে জঙ্গলে গিয়ে মহড়া দিত স্নাইপাররা। আসল সময়ে আসল কাজ করত।

'সেই স্টারলাইট স্কোপে চোখ রেখে তাকালে মনে হয় সবুজ পানির মধ্যে সাঁতার কাটছে সবকিছু। আটশো গজ দূরের টার্গেটকে অনায়াসে হজম করে ফেলতে পারে এম-ফোরটিন রাইফেল। শিকার টেরও পায় না কীসের আঘাতে মরল। ভিয়েতনামে শেষেরদিকে এ জিনিস ব্যবহার করেছিল তোমাদের

বাহিনী। আমার মতে এটা যুদ্ধ নয়, এক্সিকিউশন ওয়ার্ক।'

'কিন্তু জেনারেল আমাদের দেখা করার উদ্দেশ্য বিশ্বাস করবেন না মনে হয়,' জন মন্তব্য করল।

'অবশ্যই করবেন না। করেননি।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল এক্স মেরিন। 'তুমি জানো?'

'অবশ্যই!'

'তারপরও যাচ্ছ? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'না।' মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'বিষয়টা হচ্ছে চেনা নেই, জানা নেই, এত বছর পর কোথাকার কে একজন ইতিহাস রিকন্সট্রাকশনের নামে ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরনো, ভুলে যাওয়া "ব্ল্যাক লাইট প্রজেক্ট" কবর খুঁড়ে বের করল, জেনারেল বাজিয়ে দেখতে চান তাকে। তবে এ নিয়ে আমাদের ভয়ের কিছু নেই। অন্য কিছু করার সাহস হবে না তাঁর।'

'তুমি যা-ই বলো, আমার কিন্তু সুবিধের মনে হচ্ছে না,' জন বলল একটু পর। 'তিনি বুঝবেন তোমার উদ্দেশ্য ভুয়া।'

'বুঝবেন কী! বুঝে ফেলেছেন অলরেডি। বিল হ্যামিলটন একজন জেনারেল ছিলেন। তাই না?'

'ওই যে,' বললেন জেনারেল। 'দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি,' মাথা ঝাঁকাল জন। তার চোখ রয়েছে ম্যাগনাভক্স থার্মাল স্নাইপারস্কোপে। ডিভাইসটার টিউব থেকে বের হওয়া ইনক্যানডিসেণ্ট ফসফরাসের সৃষ্ট সবুজাভ আঁধারের পর্দার গায়ে কয়েকটা ভৌতিক অবয়ব একটু একটু করে ফুটে উঠতে দেখল সে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে।

এ ফিল্ডের লেটেস্ট জিনিস এই স্নাইপারস্কোপ। গাঢ় আঁধারের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারে এটার লেন্স। প্রাণ আছে, এমন কিছু রাতের বেলা এটার দৃষ্টি এড়াতে পারবে না কিছুতেই। অবয়বগুলো নাচতে শুরু করেছে। দল থেকে সরে

আসতে শুরু করেছে একটা, একটু একটু করে ফোকাল প্লেনের রেটিকেলের লাল ফোঁটার ওপর এসে পড়ল।

'গো অ্যাহেড,' বললেন জেনারেল। 'পেড়ে ফেলুন।'

একেবারে ডাল-ভাত ব্যাপার, মনে হলো এক্স মেরিনের। এম-১৬ ধরনের অস্ত্র এটা, তবে বৃহৎ সংস্করণ। কাঁধে স্টক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, মূর্তির মত। লক্ষ্য সামনের লম্বা শুটিং টানেলটার মধ্যে স্থির। জেনারেল পাশ থেকে তাকিয়ে আছেন জনের পাথরের মত অনড় ভঙ্গির দিকে।

ট্রিগার টানল সে। শব্দটা হলো খুক্ করে চাপা কাশি এবং নাক টানা—এর মাঝামাঝি এক ধরনের। অথবা হেঁচকির মতও বলা চলে। গুলি করার পর যেটা স্বাভাবিক, বিপরীত ঝাঁকি বা রিকয়েল; সেরকম কিছু ঘটল না। যদিও অ্যাকশন সাইকেল ঠিকই হলো এবং খালি খোসা জেটিসন হলো বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খালাস হলো। একই সঙ্গে প্রথম টার্গেটও ধরাশায়ী হলো। বাকি টার্গেটগুলোকেও ধরাশায়ী করল জন।

'এণ্ড অভ মিশন!' ঘোষণা করলেন জেনারেল। 'দেখা যাক, কেমন ফলাফল করেছেন আপনি।'

কমপিউটার টার্মিন্যালের দিকে ফিরে কমাণ্ড পাঞ্চ করলেন হ্যামিলটন। জবাব ভেসে উঠল তৎক্ষণাৎ। 'সুপার্ব শুটিং! ঠিক এরকমটাই আশা করেছিলাম। প্রথম দুই টার্গেটের একেবারে বুল'স্ আইতে হিট করেছেন আপনি। তৃতীয়টায় একটা লাইন ভেঙেছে কিন্তু চতুর্থটা আবারও বুল'স্ আই। ফোর কিল, ইল্যাপসড্ টাইম থ্রিপয়েন্টটু সেকেণ্ডস। রেকর্ডেড নয়েজ... আহ্, একশো ডেসিবলের নীচে।'

একটা সুইচ টিপলেন জেনারেল। থার্মাল স্কোপের সবুজ আলো নিভে গেল। রাইফেল রেখে দিল জন। 'এটায় কোনও ইনফ্রারেড-লাইট সোর্স নেই,' মন্তব্য করল ও।

'নো, সার,' জেনারেল বললেন। 'আমরা ইনফ্রারেড-লাইটের

দিন পেরিয়ে এসেছি। এমনকী অ্যামবিয়েন্ট লাইট, স্টারলাইট স্কোপের দিনও শেষ। আপনি যে আলোয় কাজ করলেন, সেটা হচ্ছে প্যাসিভ লাইট বা অপ্রতিরোধ্য আলো। ইনফ্রারেড বিম নয়। এবং এই আলোকে উদ্ভাসিত করার প্রয়োজনও হয় না। তবে অ্যামবিয়েন্ট-লাইট পিসের একটা সমস্যা হলো, সম্পূর্ণ অন্ধকারে কাজ করে না জিনিসটা। ধোঁয়া, কুয়াশা বা বৃষ্টির মধ্যে কাজ করে না। এমনকী দিনের আলোতেও করে না।

'কিন্তু ম্যাগনাভক্স থার্মাল স্নাইপারস্কোপ সম্পূর্ণ অন্যরকম। সিঙ্গেল-এলিমেন্ট সিলিকন অ্যাসফেরিক লেন্সের মাধ্যমে টার্গেটের ইনফ্রারেড এনার্জি সংগ্রহ করে ওটা। সেই এনার্জি থেকে যে কনভার্জেন্ট বা সমকেন্দ্রী ছটা বের হয়, তাকে পেণ্ডুলামের মত দোলায়মান একটা আয়নার সাহায্যে হরাইজন্টালি স্ক্যান করা হয়। তারপর সেই স্ক্যানড্ এনার্জিকে কেন্দ্রীভূত করা হয় ভার্টিক্যাল রেখায় সজ্জিত চৌষট্টিটি লেড সোলেনাইড ডিটেক্টরের সাহায্যে, পরে সেটা ইনফ্রারেড এনার্জিকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিণত করে।

'প্রতিটা ডিটেক্টরের সংগ্রহ করা আউটপুট একটা হাই-গ্রেইন প্রি-অ্যাম্পলিফায়ারে ফিড করা হয়। নিজেদের ধারণ করা সংকেতকে সেগুলো সিঙ্গেল কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যালে পরিণত করে। সেই সিগন্যালকে পরে অ্যাম্পলিফাই করে মিনিয়েচার ক্যাথোড-রে টিউবে ভরে মনোকিউলার আইপিস দিয়ে দেখা হয়। ওটা হলো স্নাইপারদের এমটিভি।'

বক্সটার দিকে তাকাল ওরা। অনেকটা টেলিভিশন সেটের মতই লাগে দেখতে। একটা চারকোনা ছয়-বাই-ছয় টিউবের মাথায় স্ক্রিন হিসেবে আছে একটা বড়সড় গোল চোখ।

জনের দিকে মন দিলেন জেনারেল বিল হ্যামিলটন। 'তবে থার্মাল স্নাইপারস্কোপ নাইট-ভিশন ইলেকট্রনিকসের হাইয়েস্ট রিফাইনমেন্ট নয়।' আড়চোখে মাসুদ রানাকে দেখলেন। তাঁর

বক্তব্য একটা মিনি টেপ রেকর্ডারে টেপ করছে ও। 'গবেষণার মাল-মশলা' জোগাড় করছে।

'আমরা বিক্রি করি পুরো সিস্টেম। আমরা ম্যাগনাভক্সেরও হোলসেলার। জিনিসটা রাইফেলে সেট করি, নিজেরাই সাপ্রেসর তৈরি করি, সবকিছু একটা কিটে প্যাক করি। এ ছাড়া প্রশিক্ষক সরবরাহ করি, সার্বক্ষণিক টেকনিকাল হট-লাইন সার্ভিস দিয়ে থাকি। এম সিক্সটিন নয় এটা।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জন। 'তারচেয়েও ভারি।'

'এটা হচ্ছে নাইট-স্টোনার এসআর-টুফাইভ ইন পয়েণ্টথার্টি এইট। সঙ্গে আছে আমাদের জেবিএইচ এমএডাব্লিউ-সেভেন সাপ্রেসর। অবিশ্বাস্যরকম নিঃশব্দে কাজ সারে নাইট-স্টোনার। লক্ষ্যে নির্ভুল, এবং প্রাণঘাতী। ব্যারেল থেকে বুলেট বেরিয়ে যাওয়ামাত্র আচমকা হাই প্রেশার গ্যাস নির্গত হওয়ার ফলে মাজল ব্লাস্ট ঘটে। প্রেশার এভাবে কমে যায় বলেই শব্দ কম করে এটা। আমরা গ্যাসের প্রসারণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে এবং টেম্পারেচার, ট্র্যাপিং ও টার্বুলেন্স ইত্যাদির সাহায্যে গ্যাস নির্গত হওয়া বিলম্বিত করে চাপটা আরও কমিয়ে দিই। আমার জানামতে, সব মিলিয়ে ইট'স আ গুড ইউনিট।'

'হ্যাঁ,' বলল জন। 'কোনও সন্দেহ নেই।'

'এবার আমার অফিসে চলুন,' বললেন জেনারেল। 'ওখানে বসে কথা হবে।'

জেনারেল বিল হ্যামিলটন গাট্টাগোট্টা মানুষ, আগেই লক্ষ করেছে রানা। উচ্চতা মাঝারি। বয়স সত্তর-পঁচাত্তর। খাটো ঘাড়। বেশ হ্যাণ্ডসাম। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। লোকটার মধ্যে যেন আত্মবিশ্বাস আর সম্মোহনী শক্তির কারখানা আছে। সারাক্ষণ ক্ষমতা দুটো উৎপন্ন করেন তিনি। রোদে পুড়ে চামড়া তামাটে রং ধারণ করেছে। ক্যাপ পরানো দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা।

ওদের নিয়ে ফায়ারিং রেঞ্জ থেকে ওয়ার্কশপে চলে এলেন জেনারেল। রফতানীর জন্য নাইট রাইফেল, নাইট-ভিশন ডিভাইস, সাউণ্ড সাপ্রেসর প্রভৃতির সিস্টেম প্রস্তুত করা হচ্ছে এখানে। ডেলটা, এফবিআই ও সোয়াটসহ বড় বড় শহরের এলিট মার্কসম্যানশিপ ইউনিটে পাঠানা হবে।

ওদেরকে নিজের অফিসে নিয়ে এলেন তিনি। বেশি বড় না অফিসটা, তবে সুন্দর সাজানো-গোছানো। চারদিকে তাকিয়ে জেনারেল নর্ম্যান জোনসের কথা মনে পড়ল রানার। অসংখ্য মার্কসম্যানশিপ ট্রফি ও হাই-পাওয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি সাজানো আছে তাঁর রুমে। অনেক ছবিও আছে।

বিভিন্ন জনের ট্রফি হাতে বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় তোলা ছবি। এরা নিশ্চয়ই অতীতে জেনারেল হ্যামিলটনের সহকর্মী ছিল। তাঁর পিছনের দেয়ালেও একটা বড় ছবি আছে। একদল সিভিলিয়ান আর সৈন্য বসে বা দাঁড়িয়ে পোজ দিয়েছে। জেনারেলও আছেন, সামনের সারিতে হাঁটু গেড়ে বসা।

বিরাট একটা অপটিকাল ডিভাইস সেট করা কারবাইন হাতে বসে আছেন তিনি। পরনে নীল আর্মি ফেটিগ। তাঁর আশপাশে যারা আছে, সবাইকে নিতান্তই সাধারণ মনে হলো রানার। কারও চেহারায় কোনও আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই। নাসার ফ্লাইট কণ্ট্রোলারদের মত ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি।

জন ছবিটার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে দেখে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন জেনারেল। 'এদের অনেকের নাম ভুলে গেছি। মনে নেই। তবে কয়েকজনের কথা ভুলিনি। যেমন এই লোক। এর নাম বেন ফেরেল। এ বব ইডিংস।'

'এটা কে?' জন বলল। ছবির এক কোনায় হাঁটু গেড়ে বসা এক যুবককে দেখাল আঙুল দিয়ে। চেহারা দেখে ঝগড়াটে টাইপের মনে হয় তাকে। মুখটা চৌকো। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে যেন। দেখলেই বোঝা যায় লোকটার পোশাকের নীচে

পেশিবহুল দেহের অস্তিত্ব আছে।

'ওই লোক?' ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। 'এর কথা মনে আছে। কিন্তু... নাম বলতে পারব না। এ এসেছিল মটরোলা থেকে। দুই সপ্তাহের জন্য আমাদের প্রজেক্টে যোগ দিয়েছিল।'

'এখানে সবাই শুটার?' জানতে চাইল রানা।

'না। একজন, দু'জন। বসুন।' স্পষ্ট বোঝা গেল কিছু একটা চেপে গেলেন জেনারেল।

একটা তামার প্লেটে খোদাই করে লেখা জেনারেলের শুটিং ইতিহাসে চোখ বোলাল রানা। ইন্টারজোনাল ইউ.এস. আর্মি চ্যাম্পিয়ন, ১৯৮৭; পানামা গেমস, স্ট্যাণ্ডিং রাইফেল, ১৯৮৯; এনআরএ হাই মস্টার; আলাবামা হাই পাওয়ার, সিটিং চ্যাম্পিয়ন, ১৯৮৮; এরকম আরও অনেক।

ওদেরকে বিস্মিত হতে দেখে গর্বের হাসি ফুটল জেনারেল হ্যামিলটনের মুখে। 'এসব আমার কাস্টমারদের জন্য এখানে রাখি। তারা দেখে খুব প্রভাবিত হয়। যাক্, এবার আপনার গবেষণার কথা বলুন, মিস্টার মাসুদ রানা।' একটা চুরুট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

'আপনাকে আগেই আমার দেখা করার উদ্দেশ্য জানিয়েছি, জেনারেল। ভিয়েতনামে আপনাদের যে স্নাইপার প্রোগ্রাম ছিল, সে সম্পর্কে জানতে আগ্রহী আমি। আর্মির স্নাইপিং সম্পর্কে তেমন ডেটা পাইনি। শুনেছি ও দেশে মেরিন স্নাইপারদের তুলনায় আর্মি স্নাইপারদের কিলিং রেট অনেক বেশি ছিল। বিশেষ করে আপনার নেতৃত্বাধীন টাইগারক্যাটদের।'

'আর্মির গ্রাউণ্ড কমব্যাট টেকনোলজি একেবারে কাটিং এজের ছিল বলে এটা সম্ভব হয়েছিল। এ জন্য আমি আর্লি সিক্সটিজ থেকে কাজ শুরু করি। একটা টেকনোলজি আবিষ্কারের জন্য উঠেপড়ে লাগি যাতে ভিয়েতনামের রাতগুলো হয় আমাদের স্নাইপারদের।' শ্রাগ করলেন। 'ইউ নো, হোয়াট আই মিন।'

'এ জন্যই এমথ্রি স্নাইপারস্কোপ...

'রাবিশ!' হাত নেড়ে জনকে বাধা দিলেন জেনারেল। রানার উদ্দেশে বললেন, 'একটা বেঢপ, জবরজং, বেমানান জিনিস এমথ্রি স্নাইপারস্কোপ। ওটা দিয়ে শত্রু যত না দেখা যেত, তারচেয়ে বেশি দেখা যেত ঘাস-পাতা। তা ছাড়া অনেক ভারীও ছিল জিনিসটা।'

'আই সি!' বলল ও।

'আর্মি আর মেরিন স্নাইপার প্রোগ্রামের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ছিল জানেন?' জনের ওপর থেকে ঘুরে এল জেনারেলের দৃষ্টি। 'মেরিনদের ওপর শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আমাদের হাতে অনেক বেশি ভিয়েতনামী মরেছে। কেন জানেন?'

'না, সার।'

'টেকনোলজি। মেরিনরা আধুনিক টেকনোলজির জগতে পা রাখতে রাজি ছিল না। ওরা দাদার আমলের টেকনোলজি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। এখানেই আমার টাইগারক্যাটের কৃতিত্ব। মেরিনরা ওয়ান-অন-ওয়ান যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল, কাউবয় গান স্লিঙ্গারদের মত। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতাম টিম স্পিরিটে। বডি কাউন্ট আর সফিস্টিকেটেড টেকনোলজিতে। এই কারণেই আমাদের বডি কাউন্ট ছিল অনেক হাইয়ার। শত্রুর সঙ্গে ডুয়েল লড়া নয়, তাদেরকে খতম করাই ছিল আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এরপর আমার মাথায় আসে নাইট-ব্যাটলের উন্নতি ঘটানোর বিষয়টা। এ নিয়ে *ইনফ্যান্ট্রি জার্নাল*-ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল লিখি। কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়। আমাকে আমার ডকট্রিন অনুযায়ী প্র্যাকটিস চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। ক্যাম্প শ্যাফিতে। সেই প্রজেক্টের নাম ছিল ব্ল্যাক লাইট।'

'ব্ল্যাক লাইট সম্পর্কে বলুন।'

এবার দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকলেন জেনারেল। চুরুটে ঘন ঘন টান দিয়ে চললেন। রানার সন্দেহ হলো, পিছনে ফেলে

আসা গোটা প্রজেক্টের ছবি আঁকছেন তিনি মনে মনে। একটু পর প্রমাণ হলো ওর ধারণাই ঠিক। লোকটাকে দিয়ে কথা বলানো সমস্যা নয়, সমস্যা হলো তার বকবকানি থামানো।

নাটকীয় ভঙ্গিতে একটু পর পর মুখ দিয়ে স্টিম ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়ছেন আর বক বক করে চলেছেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যে ওয়ান-ম্যান শো-তে পরিণত হলো ব্যাপারটা। যদিও বেশিরভাগেরই হাতা-মাথা পাওয়া গেল না। যেমন প্রশিক্ষণার্থীর সঠিক সংখ্যা মনে করতে পারলেন না তিনি। শেষে এল নাইট কমাণ্ড ভোকাবুলারি টেস্টিং, নাইট ম্যাপ ও নাইট নেভিগেশন রিডিং, রেডিও টেকনিকস প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

'১৯৬৫ সালের দিকে আমরা শুটিং প্র্যাকটিস করার মত পর্যায়ে পৌঁছাই।'

'তারপর? টার্গেট হিসেবে কী ব্যবহার করতেন? জার্মানরা তো মানুষ ব্যবহার করত।'

'অন দ্য রেকর্ড? অন দ্য রেকর্ড, হিট জেনারেটিং টার্গেট বাধ্যতামূলক ছিল না। কারণ আমরা তখন কেবল অ্যামবিয়েন্ট লাইটের প্রিন্সিপল বুঝতে শুরু করেছিলাম। প্যাসিভ নাইট ভিশন। এমথ্রি-র অ্যাকটিভ ইনফ্রারেড বা ইনফ্রারেড সার্চলাইট ব্যবহার করতাম। ইচ্ছেমত যে কোনও কিছুকে গুলি করতে পারতাম। তবে একটা ব্যালিস্টিক কমপোনেন্ট ছিল সেই প্রজেক্টের, যাতে জীবিত অর্গানিজমের ওপর লোড টেস্টিঙের বাধ্যবাধকতা ছিল। আর অভ দ্য রেকর্ড, ভেড়া, ছাগল, এইসব বেশি মারা হত কারণ এগুলোর রেসপিরেটরি সিস্টেম অনেকটাই মানুষের মত।'

'আপনাদের ইউনিট কারা নিয়ন্ত্রণ করত, সার?' জন প্রশ্ন করল। 'আসল এমথ্রি ইউনিটগুলো?'

'টেকনিক্যালি আমি। তবে সত্যিকারের প্রশাসন আমার ফার্স্ট সার্জেন্টের ওপর ন্যস্ত ছিল। তার নাম ছিল বেন ফেরেল।

'৭৪ সালে আততায়ীর গুলিতে মারা যায় লোকটা।'

'আর্মস রুমের চাবি কার কাছে থাকত?' জন জানতে চাইল।

'ওয়েল... তা জেনে কী করবেন আপনারা?'

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ভর করল রুমের ওপর।

'জেনারেল,' রানা তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'আমার মনে হয় এসব নিয়ে একটা মুভিও করা যেতে পারে। আমি যে জন্য আপনার সাথে নাইট-ভিশন নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছি, সেটা হলো মুভি তৈরির একটা আইডিয়া অলরেডি এসেছে আমার মাথায়। তরুণ সোলজাররা অস্ত্রাগার ভেঙে ভেতরে ঢুকে কিছু নাইট-ভিশন লুট করে নিয়ে গেছে। ওদের সাথে কিছু সেক্সি মেয়েও জুটেছে। মুভিতে মানুষ আজকাল যে সমস্ত ধুম-ধাড়াক্কা মার্কা গল্প পছন্দ করে। এইসব নিয়ে আরকী!'

'তা হলে আর আমার সাহায্যের দরকার কী ছিল? মুভি একটা বানিয়ে ফেললেই তো পারতেন!'

'না... মানে, আমরা চাইছিলাম ছবির কাহিনী যেন একেবারে আষাঢ়ে হয়ে না যায়। বাস্তবতা কিছুটা যাতে থাকে।'

মুখ বিকৃত করে বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গি করলেন হ্যামিলটন। 'হলিউড! আমাদের আর্মস রুমের চাবি ছিল দুটো। একটা থাকত আমার কাছে, আরেকটা বেন ফেরেলের কাছে। প্রুশিয়ান ছিল লোকটা। ডিসিপ্লিন ডিপার্টমেন্টের।'

'তার মানে কি আপনাদের অনুমতি ছাড়া, বা আপনাদেরকে না জানিয়ে কারও পক্ষে এমথ্রি ইউনিট নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব ছিল না?'

'অভকোর্স! আমাদের অনুমতি ছাড়া বা অজান্তে কারও ওই অস্ত্র ব্যবহারের উপায় ছিল না।'

'আপনাদের ক্যাম্প শ্যাফির শুটার টিমে কতজন মেম্বার ছিলেন, জেনারেল?'

'কোনও টিম ছিল না,' মাথা নাড়লেন তিনি। ড্রাগনের

নিঃশ্বাস ছাড়ার মত করে দীর্ঘ সময় ধোঁয়া ছাড়লেন মুখ সরু করে। 'আমিই একমাত্র শুটার ছিলাম।'

ওরা দু'জন পালা করে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগল জেনারেলকে, তিনিও ধৈর্যের সঙ্গে প্রতিটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে লাগলেন। ওদিকে মাসুদ রানার নোট নেয়া ও টেপ চলতে লাগল সমান তালে।

মাসুদ রানা আর জন নিউম্যানকে বিদায় জানিয়ে অফিসে ফিরে স্থির বসে থাকলেন জেনারেল। অ্যাশট্রেতে চুরুট পুড়তে লাগল, খেয়াল নেই। দুনিয়ার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে। কিন্তু কোনওটারই তল পাচ্ছেন না।

যোগসূত্রটা কোথায়? ভাবছেন তিনি। কেন এত বছর পর এসব প্রশ্ন উঠল? সার্জেন্ট চার্লস নিউম্যানের ছেলে আরেকজনকে নিয়ে... এই লোকটা কে? কোন দেশি? মেরিনের সঙ্গে জুটল কীভাবে? নাকি মেরিনই তাকে জুটিয়ে নিয়েছে?

এক সময় উঠলেন তিনি। ডেস্কের পিছনের ক্যাবিনেট খুলে এক বোতল ওয়াইল্ড টার্কি বের করলেন। লক্ষ করলেন, হাত কাঁপছে একটু একটু। চেষ্টা করেও ঠেকানো যাচ্ছে না।

ষোলো

আগের দিন সারাক্ষণই বুড়ো হাবড়া, ক্ষ্যাপা আইনজীবীর লেজে লেজে দৌড়ে বেড়াতে হয়েছে ডেপুটি সিডনি হলকে। সেই সঙ্গে

কিছু রেগুলার পুলিশ কলও অ্যাটেণ্ড করতে হয়েছে। এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না ওগুলো। তাই রাতের দিকে বিরক্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল মেজাজ।

কিন্তু রাতে ঘুমটা ভাল হওয়ায় সে কথা ভুলেই গিয়েছিল। সকালে বিছানা ছেড়েছে ফুরফুরে মনে। রেডি হয়ে ডিউটিতে বের হওয়া পর্যন্ত গুন গুন করে গানও গেয়েছে। ভালই ছিল মন। কিন্তু অফিসে আসতেই ফের ত্যাড়া হয়ে গেছে। মেইল চেক করে স্যাণ্ডার্সের হুকুম পালন করতে ছুটতে হবে, তাই হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে হোটেল ডিরেক্টরি পেজে ক্লিক করে বসেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলের হোটেল-মোটেলের রেজিস্টারের এণ্ট্রি পেজ ফুটে উঠল। বিরক্ত হয়ে আবার ক্লিক করতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু থেমে গেল শেষ সময়ে। ওটা কী? ঝুঁকে বসল সে। ঢুলুঢুলু চোখের পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

ওয়াই সিটি এক্সিটের রামাদা ইন আর পার্কওয়ে এক্সিট সেভেনের হলিডে ইন মোটেলে দু'টো সুইট সাতদিনের জন্য ভাড়া নিয়েছে দু'জন। একই দিনে, আধা ঘণ্টার ব্যবধানে একজন মাসুদ রানা, অন্যজন ডেভিড ব্রেনার। প্রথমজন ভাড়া নিয়েছে রামাদা ইন। দ্বিতীয়জন হলিডে ইন।

কিন্তু মোটেল দুটোর রেজিস্টারে এই দু'জনের যে বর্ণনা আছে, তা সন্দেহজনক। ব্যক্তিগত তথ্যাবলী প্রায় এক। বিষয়টা এমনিতে চোখে পড়ত না। কিন্তু বোর্ডারদের যাবতীয় তথ্য কর্তৃপক্ষকে তারিখ অনুযায়ী, শেরিফ'স ডিপার্টমেণ্ট পেজের নির্দিষ্ট ছকে এণ্ট্রি করতে হয় বলে পড়ে গেছে।

শহরে যত হোটেল-মোটেল আছে, সবগুলোকেই এটা করতে হয়। পুলিশ নিয়মিত সেগুলো যাচাই করে। প্রয়োজনমত আপডেট করা হয় ডিরেক্টরি। কাছাকাছি বলে এই দুই মোটেলের এণ্ট্রির মাঝে গ্যাপ ছিল না। তাই পেজ অন করামাত্র ব্যাপারটা

চোখে পড়েছে ডেপুটির। সন্দেহ যাচাই করতে উঠল সে।

আধ ঘণ্টা পর হলিডে ইনের ইনডিয়ান ডে ক্লার্ক মেয়েটার সামনে দেখা গেল তিরিক্ষি সিডনি হলকে। তার সন্দেহ সত্যি প্রমাণ হয়েছে। গত দু'দিনের বেশিরভাগ সময় হলিডে ইনেই কাটিয়েছে লোক দুটো। তাদের মধ্যে কম বয়সী লোকটা এখান থেকে বেশ কিছু টেলিফোন করেছে। বেশ কয়েকটা কল ছিল লং ডিসট্যান্স। বয়স্ক লোকটা মাঝেমধ্যে বাইরে গেছে। এটা-সেটা কেনাকাটা করতে।

এখন কোথায় তারা? সকাল ছয়টার দিকে কোথায় যেন গেছে পিক-আপ ট্রাক বোঝাই স্লিপিং ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে। দু'জনই অমায়িক মানুষ। তাদের আচরণ অত্যন্ত চমৎকার। সামান্য কাজেও বয়দের প্রচুর টিপস্ দেয়।

কখন ফিরবে? তা বলে যায়নি। তবে সুইট ছাড়েনি তারা। ওটা এখন পর্যন্ত তাদের দখলেই আছে।

ঠক্ খাওয়া বেকুবের মত চেহারা হলো ডেপুটির। এর মানে কী? নিজেকে প্রশ্ন করল সে।

কোন কোন নাম্বারে ফোন করা হয়েছে, রেকর্ড দেখতে চাইল ডেপুটি। মেয়েটা দেখাল। নাম্বারগুলো নিজের নোটবুকে লিখে নিল সে। কাজ শেষ করে মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানাল। এক কাপ ফ্রি কফি গিলে বেরিয়ে এল। হাইওয়ের নির্জন এক জায়গায় গড়ি থামিয়ে সেলুলার বের করল।

স্যাণ্ডার্সের আনসারিং মেশিনের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট করল টেলিফোন নাম্বারগুলোসহ। তারপর বসে থাকল চুপ করে।

একটু পর ফোন বেজে উঠল। 'তুমি কোথায়?'

'ওয়েল, সার... আহ্, হাইওয়েতে।'

'বুড়োর ওপর নজর রাখতে হবে। তার বাড়ির আশপাশে থাকো। একটু পর পর আমাকে জানাবে কী করছে সে।'

এই হলো বড়লোকদের নিয়ে সমস্যা, লাইন কেটে যেতে

চেহারা বিকৃত করে ভাবল ডেপুটি। গাল চুলকাল। নাইস গোয়িং, নাইসলি ডুয়িং অথবা গুড জব, কিচ্ছু না। শুধু আবার কাজে লাগো! গডড্যাম!

জুনিয়রের বিশেষজ্ঞ আছে সবখানে, সব ক্ষেত্রে। ডেপুটির ফোন পেয়ে এরকম একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করল সে। লোকটা সাবেক কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট। অতীতে চাকরি করত সাউথ ওয়েস্টার্ন বেল কোম্পানিতে।

মাসুদ রানা দুই মোটেল থেকে যে সমস্ত নাম্বারে ফোন করেছে, অল্পক্ষণের মধ্যে তার কয়েকটাকে ট্রেস করে ফেলল লোকটা। বাকিগুলো আনলিস্টেড।

দেখা গেল বেশ কয়েকটা নাম্বারেই ফোনে কথা বলেছে রানা। একেকটায় দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, এমনকী আধ ঘণ্টাও একটানা কথা বলেছে। বিষয়টা জবর এক ধাক্কা হয়ে দেখা দিল স্যাণ্ডার্সের জন্য। কারণ একে সে এসবে অভ্যস্ত নয়, তার ওপর এসবের অজানা কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে।

এ লোক যে সাধারণ নয়, তা সে অনেক আগেই জেনেছে। কাজেই তার এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব না দিয়ে পারল না সে। নইলে কঠিন বিপদে পড়তে হতে পারে, বোঝে সে।

যে ক'টা নাম্বার ট্রেস করা গেল, তার একটা করা হয়েছে পেন্টাগনের অফিস অভ আর্মি হিস্টরিকাল আর্কাইভসে। একটা ওকলাহোমা সিটিতে; কোন্ এক জেবিএইচ টেকনোলজিতে। তার পরেরটা নিউ ইয়র্কের এক নাম্বারে। একটা করা হয়েছে ঢাকায়। এ ছাড়া আরও চার-পাঁচটা নাম্বারে করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলো আনলিস্টেড। আনট্রেসেবল।

নিচু স্বরে শিস বাজাতে লাগল সে। মাথা দোলাচ্ছে থেকে থেকে। মাসুদ রানা স্মার্ট, কোনও সন্দেহ নেই। কাজ শুরু করতে না করতেই সমস্যার গোড়ায় হাত দিয়ে বসেছে। ত্রিশ

বছরেরও বেশি আগে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যে সত্যকে জনমের মত কবর দিয়ে ফেলা হয়েছিল, মাটি খুঁড়ে সেটাকেই আবিষ্কার করতে যাচ্ছে লোকটা। বেশি সময় লাগবে না সফল হতে।

মাথা চুলকাল জুনিয়র। ট্রেইলারে থাকছে, এমন একটা ভান করে দু-তিন রাত মোটেলে কাটিয়ে ডেপুটিকে বোকা বানিয়েছে। এটাও কৌশল হিসেবে মন্দ হয়নি! ভালই ঘোল খাইয়েছে। আরমান্দোর কথায় তার সন্দেহ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু একটু দেরিতে। আরও আগে চিন্তাটা মাথায় এলে ভাল হত।

অনেকদিন এমন ধুরন্ধর প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হয়নি তাকে, ভাবল সে। মাথা দোলাল ঘন ঘন। এবার খেলা ক্রমে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে বোঝা যাচ্ছে।

সময় নষ্ট না করে ওকলাহোমা সিটির এক পরিচিত লইয়ারকে ফোন করল সে। কাজের লোক। তার নির্দেশ পেয়ে খুব দ্রুত লাইসেন্সওয়ালা এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভাড়া করল সে। দেখতে না দেখতে সেই লোক স্থানীয় জেবিএইচ টেকনোলজির ওপর নজরদারী করার জন্য আরেক লোক নিয়োগ করল। জানতে পারল, একটা নীল ডজ পিক-আপ ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে অফিসটার সামনে।

লইয়ার খবরটা তাকে জানাতে নীরবে দাঁতে দাঁত চাপল হ্যারি। এইবার পেয়েছি তোমাকে, বাছাধন!

বিষয়টা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল সে। নানান সম্ভাবনা, আশঙ্কা ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাল। তারপর চূড়ান্ত নির্দেশ দিল কলারকে। অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, বিশেষ নির্দেশ।

'যতদূর সম্ভব দূর থেকে ওই গাড়িটার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ওটা জেবিএইচ-এর পার্কিং লট থেকে বের হওয়ামাত্র আমাকে জানাতে হবে। আমি চাই না কেউ ভুলেও

গাড়িটার পিছু নিক। রিপিট, আমি চাই না কেউ ভুলেও গাড়িটার পিছু নিক বা আর কোনও ভাবে ওটার ওপর নজরদারি করুক। ওস্তাদি দেখাতে কেউ যেন ওটাকে ফলো করতে না যায়। কারণ ওটার দুই আরোহীর একজন অসম্ভব ধূর্ত লোক। আমি জানি না আপনাদের সিটিতে এ কাজের উপযুক্ত কেউ আছে কি না। তবে... '

'আছে, সার। অনেক ভাল লোক আছে।'

'ওয়েল, থাকলেই ভাল। তবে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ওই লোকের মত চতুর কেউ নেই তাদের মধ্যে। দিস ইয়াংম্যান ইজ ভেরি ভেরি স্মার্ট। তার ইনসটিংক্ট কত শার্প, আপনি অনুমানও করতে পারবেন না। যদি তার পিছু নেয়ার কোনওরকম চেষ্টা করা হয়, বিলিভ মি, ও টের পাবে। সমস্ত প্ল্যান বরবাদ হয়ে যাবে। এত কথা বললাম আপনাকে ভয় দেখাতে না, সতর্ক করতে। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন?'

'বুঝেছি, সার,' লইয়ার বলল।

'সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজ শুরু করে দিন। আরও যদি কোনও সাহায্য দরকার হয় আমি যোগাযোগ করব।'

'আমাকে সব সময় রেডি পাবেন, সার।'

নাকে হাসল জুনিয়র। 'তা হলে বুঝব ওকলাহোমা সিটির মাটি আসলেই কাজের মানুষ উৎপন্ন করে থাকে।'

ন্যান্সি'স-এ ফোন রাখল সে। এক ঢোঁক তেতো বার কফি গলায় ঢালল। খুব সুখি সুখি মনে হচ্ছে নিজেকে। বহু দিন হয়ে গেছে এরকম সুখ অনুভব করেনি স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। লেখাপড়া বা খেলাধুলায় সন্তানদের সাফল্য আর কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ছাড়া আর কিছুতেই এমন সুখ অনুভব করে না।

বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসল সে। তার পরিকল্পনা সফল হওয়া না হওয়া নির্ভর করছে রানা আর জন ঠিক কখন

জেবিএইচ থেকে বের হয় তার ওপর। যদি তাড়াতাড়ি বের হয়, তা হলে অন্ধকার হওয়ার আগেই ব্লু আইতে ফিরে আসতে পারবে ওরা। সে ক্ষেত্রে তাকে একটু সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

কারণ ওদেরকে মোকাবলা করার যে প্রস্তুতি সে নিয়েছে, এত অল্প সময়ে তার সেট-আপ রেডি করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু না হলেও চলবে না। হতেই হবে। কারণ এক সুযোগ বারবার আসে না। দ্বিতীয়ত, নিজেদের স্বার্থেই মাসুদ রানাকে আর সময় দেয়া ঠিক হবে না।

ওরা যদি জেবিএইচ থেকে দেরিতে বের হয়, তা হলে বুঝতে হবে ব্লু আই পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। তা হলে মুশকিল! রাতে কিছু করা যাবে না। এ ধরনের মিশন রাতে চালানো একেবারেই অপছন্দ তার। তা-ও শহরের ভেতরে হলে একটা কথা ছিল। হাইওয়েতে রাতের বেলা... মাথা নাড়ল সে। সম্ভব নয়। ভাড়াটে লোকজন কোন্‌টা করতে গিয়ে কোন্‌টা ঘটিয়ে বসে, তার ঠিক কী? যদি একবার কেঁচে যায়, তা হলে আবার কবে এ ব্যর্থতা শোধরানো সম্ভব হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

ওরা যদি ওকি সিটিতে রাতটা কাটিয়ে সকালে যাত্রা করত, তা হলে দারুণ হত। সকাল দশটা-এগারোটার দিকে সে যেখানে চাইছে, সেখানে ওদের মোকাবেলা করা যেত।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে: কোন রুট ধরে ফিরবে ওরা? মনের মধ্যে প্যাঁচঘোঁচ নেই, এরকম যে-কারও জন্য স্বাভাবিক হবে ইউ.এস. ৪০ ধরে প্রথমে ফোর্ট স্মিথ যাওয়া, তারপর দক্ষিণের পার্কওয়ে ধরে ব্লু আইয়ের দিকে নাক ঘুরিয়ে নেয়া। সেটাই স্বাভাবিক আর যৌক্তিক।

লোকে তাই করে সাধারণত। তবে ওরা কী করবে বলা কঠিন। আবেগের তাড়নায় জন হয়তো পুরনো রুট ৭১ ধরেই

যেতে চাইবে। যদিও তা মানতে রাজি নয় স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। ওই ধীরগতির আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে এত পথ পাড়ি দেবে না সে। ওই রাস্তায় অনেক রকম ঝুঁকির মুখে পড়তে হতে পারে, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তার নিশ্চয়ই আছে।

ম্যাপের ওপর ঝুঁকল সে। দেখল আরও দুটো রুট আছে এদিকে আসার। দুটোই কম-বেশি পুব থেকে সরাসরি পশ্চিমমুখী এবং ফোর্ট স্মিথ-ব্লু আই পার্কওয়ের চাইতে কিছুটা সরু। দুটোই হাই রোড, ইউ.এস. ৪০ থেকে নীচে নেমে ম্যাকঅ্যালিস্টার পৌঁছেছে। সেখান থেকে দুই লেনের লো রোড হয়ে টালিহিনা পর্যন্ত গেছে।

টালিহিনার একটু পরই দুটো হয়ে গেছে সে রাস্তা। একটা হয়েছে ওকলাহোমা ১—টালিহিনা থেকে ওয়াচিটা পর্বতমালার কাঁধ বরাবর উঠে সাতান্ন মাইল দূরের আরক্যানসো পৌঁছেছে। ওটা হাই রোড। সমতলের কয়েক হাজার ফুট ওপর দিয়ে গেছে। সবদিক থেকে ওটা দেখা যায়। ওটা থেকেও চারদিকের সবকিছু দেখা যায়। এক মাথায় টালিহিনা আর অন্য মাথায় ব্লু আই শহর বলে টালিব্লু ট্রেইল নাম রাখা হয়েছে ওটার। স্টেট কর্তৃপক্ষ যত্নের সঙ্গে, অত্যন্ত সুন্দর করে নির্মাণ করেছে টালিব্লু ট্রেইল। একবার নিজের দামি পরশ্ নিয়ে ওই ট্রেইল দেখতে গিয়েছিল সে। যেমন সুন্দর, গাড়ি চালিয়েও তেমনি মজা ওই রাস্তায়।

পরের রাস্তাটা, ওকলাহোমা ৫৯ প্রথমটাকে মাঝামাঝি জায়গায় ছেদ করে পশ্চিমে, অর্থাৎ ব্লু আইয়ের দিকে গেছে। ওই ক্রসরোডের এপাশের অংশের নাম রুট ২৭০। পুরনো রুট ৭১-এর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে ওটা। জন নিউম্যানের ট্রেইলারটা ওখানে আশপাশেই কোথাও আছে।

মনে হয় ওই রাস্তা ধরেই আসবে ওরা। যুক্তি তাই বলে। মন দিয়ে ম্যাপ দেখতে লাগল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। ভাবল, হাই

রোড, না লো রোড? দুই দিক সামাল দেয়ার মত পর্যাপ্ত লোক নেই তার হাতে। হাই, না লো? জবাবটা পেতে দেরি হলো না। অবশ্যই হাই রোড ধরে আসবে ওরা।

মাসুদ রানা একজন সৈনিক, জনও সৈনিক। চোখে দেখে নিশ্চিত হয়ে কাজ করার ট্রেনিং পেয়েছে ওরা। তার ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নেয়। তা ছাড়া এরকম পরিস্থিতি এলে দূর থেকে দেখে-বুঝে পথ চলাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সতর্কতার কথা মাথায় রেখে ওরা যদি দিনের বেলা আসে, তা হলে ওই পথেই আসবে। কোনও সন্দেহ নেই তাতে।

হাই রোড।

মাথার মধ্যে আক্রমণের প্ল্যান অঙ্কুরিত হতে লাগল তার। দশজন ঠাণ্ডা মাথার খুনীর বাহন তিনটে কার আর একটা ট্রাক, ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিভিন্ন দিক থেকে এসে ঘিরে ধরবে ডজ ট্রাকটাকে। রাস্তার বাইরে চলে যেতে বাধ্য করবে। তারপর ব্রাশ ফায়ার করতে থাকবে যতক্ষণ না বুলেটের পাহাড়ের নীচে কবর হয় জন নিউম্যান আর মাসুদ রানার।

ফোন বেজে উঠল। 'হ্যালো!'

'সার?'

ওকলাহোমা সিটির সেই লইয়ার, চিনল সে। 'ইয়েস?'

'ওরা এইমাত্র রওয়ানা হয়েছে।'

কী বলে! ভাবল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। ঘড়ি দেখে খুশি হয়ে উঠল, বিকেল পাঁচটা বাজে! এত দেরিতে নিশ্চয়ই ব্লু আইয়ের উদ্দেশে যাত্রা করেনি ওরা! অর্থাৎ একটু আগের প্ল্যানটা কাজে লাগানোর সময় পাচ্ছে সে। 'গুড ওয়ার্ক।'

'সার, আমরা জানতে পেরেছি ওরা এখানে এয়ারপোর্টের কাছের হোটেল হলিডে ইনে উঠেছিল।'

রেগে উঠল সে। 'আপনাকে না বলেছি...

'খুব গোপনে খোঁজ নিয়েছি, সার। কাউকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করিনি। আমরা হলিডে ইনের চেইন হোটেল কমপিউটার ডিরেক্টরিতে ঢুকে চেক করেছি।'

'আই সি।'

'ওরা দু' রাতের জন্য উঠেছে, সার। কাল সকাল দশটা চেক আউট টাইম।'

'ভেরি গুড,' বলল জুনিয়র। বিরতি। 'চাকরি করবেন?'

'আমি এখানে খুব ভালো আছি, সার।'

'আপনার চেক এখনই মেইল হয়ে যাবে।'

'আমি জানি আপনার মুখের কথার দাম আছে।'

'শুধু এখানে না। আমেরিকার প্রতিটা শহরেই আছে।'

লাইন কেটে দিয়ে তখনই আরমান্দো সোকারাসকে ফোন করল সে। 'টিম রেডি?'

'ইয়েস, সার। সবাই এক পায়ে খাড়া। সবকিছু প্রস্তুত।'

'মন দিয়ে শোনো কীভাবে কাজ সারতে হবে। আগামীকাল দুপুরের পরপরই ওকলাহোমা ওয়ানে, টুফিফটিনাইন ক্রসরোডের দশ মাইলের মত পুবে কাজটা সারতে হবে তোমাদেরকে। ওই রাস্তার নাম টালিব্লু ট্রেইল। মসৃণ হাই মাউণ্টেন রোড। গাড়িঘোড়া খুব বেশি চলাচল করে না। তোমাদের কাজের জন্য আদর্শ হবে। তোমরা নিজেদের গাড়িগুলোকে একটু দূরে দূরে রেখে অপেক্ষায় থাকবে। ওদের নীল ডজ দেখা দিলে সবাই মিলে ঘিরে ফেলবে ওটাকে যাতে পালাতে না পারে। ঠেলে রাস্তার বাইরে নামিয়ে নিয়েই ব্রাশ ফায়ার শুরু করবে। বুলেটের তলায় কবর দিয়ে ফেলবে লোক দু'টোকে। সারপ্রাইজ আর ফায়ার পাওয়ার, দু'দিক থেকেই অ্যাডভাণ্টেজ পাচ্ছ তোমরা।'

'শুনে খুব খুশি লাগছে, সার। ব্যাটাদের পেড়ে ফেলায় কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু ওরা যে আসছে,

আমরা তা জানব কী করে?’

‘আমি সময়মত রেডিওতে জানিয়ে দেব তোমাদেরকে। ওদের ওপর নজর থাকবে আমার।’

অবাক হলো কিউবান। ‘সার, আপনি এই খুনোখুনির মধ্যে নিজেকে জড়াবেন?’

‘না। কিন্তু সময় হলে আমাকে দেখতে পাবে তোমরা।’

‘কীভাবে?’

‘আমি তোমাদের মাথার ওপরে থাকব। প্লেনে।’

সতেরো

চোখ ধাঁধানো সূর্য মাথায় করে ব্লু আইয়ের উদ্দেশে ছুটছে নীল পিক-আপ ট্রাক। ড্রাইভ করছে রানা। গম্ভীর, চিন্তিত। ওর সামনে ড্যাশবোর্ডের ওপর এ অঞ্চলের একটা ডিটেইলড ম্যাপ রাখা। সবুজ প্রান্তর ছুঁয়ে আসা আগুনের হলকার মত গরম বাতাসে একটু একটু উড়ছে ওটার প্রান্ত।

জন জানালার কিনারায় হাত রেখে মাথা ধরে ঝিম্ মেরে বসে আছে। পশ্চিমে যতদূর চোখ যায় সবুজ কার্পেটে ঢাকা ধরণী আর দূরে পাহাড়সারি। চূড়া পরিষ্কার দেখা যায় না ওগুলোর। ধোঁয়া ধোঁয়া। তার এপাশে, কয়েক হাজার ফুট নীচে ঢেউয়ের মত উঁচু-নিচু, বিস্তৃত ওকলাহোমার গ্রাম্য অঞ্চল। ওপর থেকে ঢেউ তেমন একটা বোঝা যায় না অবশ্য।

‘কী ভাবছ?’ জন বলল।

ঘুরে তাকাল রানা। 'ভাবছি, লুকোচুরি খেলা শেষ। এবার চলমান ইতিহাসের আক্রমণ ঠেকানোর সময় এসেছে।'

সামনে তাকিয়ে মাথা দোলাল জন। 'আক্রমণের চেহারাটা কেমন হবে বুঝতে পারলে ভাল হত।'

একটা ছোটো, হলুদ পাহাড়ের ছায়ায় ট্রাক থামাল রানা। বাঁ দিকে সাদা দেয়ালঘেরা একটা খুদে শহর, যেন রূপকথার রাজ্য থেকে নেমে এসেছে। অনেকগুলো টাওয়ার, সাব-বিল্ডিং ইত্যাদি আছে ওখানে। ম্যাকঅ্যালিস্টার স্টেট পেনিটেনশারি বা মারাত্মক অপরাধীদের কারাগার।

'বাকি পথ তুমি ড্রাইভ করবে,' সঙ্গীর চোখে প্রশ্ন দেখে বলল রানা। 'আমি বিশ্রাম করব।' সিট বদল হলো।

আগের রাতেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে ওরা। টালিব্লু ট্রেইল হয়ে ফিরবে। কারণ ওটা হাই রোড। প্রশস্ত। আশপাশের অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। পথে যদি আক্রমণ আসে, সেটার স্বরূপ চাক্ষুষ করার মত সুযোগ পাওয়া যাবে। আচমকা ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার সুযোগ পাবে না কেউ।

পিক-আপ চলতে শুরু করল। তপ্ত ব্ল্যাকটপ হাইওয়েতে টায়ারের দাগ রেখে ঘূর্ণিবায়ুর মত ধুলো উড়িয়ে ছুটছে সামনে।

ওকলাহোমা সিটির ২৪০ ডিগ্রি দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে ওড়াউড়ির জন্য দুপুরে ফ্লাইট প্ল্যান দাখিল করল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। সেসনায় ফিউয়েল ভরতে আধঘণ্টা লাগল। আরও দশ মিনিটের মত লাগল আমেরিকান ঈগল'স এর ১২:৪৫ আওয়ারের ডালাস-ফোর্ট স্মিথ ফ্লাইট ল্যাণ্ডিঙের কারণে টেক অফ করার ক্লিয়ারেন্স পেতে। অবশেষে আকাশে উড়ল সে।

আণ্ডারক্যারিজ মাটি ছাড়ার পরই স্টিক পিছনে টানল সে, একটু একটু করে। আওয়াজ বদলে গেল সেসনার। নাক খাড়া

করে দ্রুতগতিতে উঠে যেতে লাগল। সাত হাজার ফুটে পৌঁছে সিধে হয়ে বাতাসে গা ভাসিয়ে দিল পাশসাঁতার কাটার ভঙ্গিতে। দক্ষিণপশ্চিম দিকে এগোতে লাগল মাঝারি গতিতে, গাঢ় সবুজ দিগন্ত যেখানে ঢেউয়ের পর ঢেউ হয়ে বহু দূরের ওয়াচিটা পর্বতমালার দিকে চলে গেছে।

আকাশ ভ্রমণের ফার্স্ট লেগ, প্রথম বিশ মিনিটের মত ছিল ইজি ফ্লাইট টাইম। নীচের মাটিকে মাটি মনে হলো না, মনে হলো নীল কুয়াশা। ঢেউগুলো আবছা। ডিটেইলস্ বোঝার উপায় নেই।

স্যাণ্ডার্স জুনিয়র উড়ে বেড়াতে ভালবাসে। পাইলট হিসেবেও মন্দ নয় সে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে যে বিস্ময়কর যন্ত্র একটানা অনেকক্ষণ আকাশে ভেসে থাকতে পারে, সেটার প্রতি অন্যরকম শ্রদ্ধা আছে তার। এটাও বোঝে, খাঁটি যান্ত্রিক বলে ওটা যে-কোনও মুহূর্তে যে কারও ভাগ্য নিয়ন্তাও হয়ে উঠতে পারে।

তবে এ জিনিস কেবল ধনীরাই ব্যবহার করতে সক্ষম, এই বিষয়টা তাকে আলাদা এক ধরনের তৃপ্তিও দেয়।

ব্লু আইয়ের দশ মাইল উত্তরে এসে উচ্চতা চার হাজার ফুট কমিয়ে আনল সে। নীচের ডিটেইলস্ অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল। পশ্চিমমুখো সমান্তরাল দুই হাইওয়ে, রুট ২৭০ বা ৮৮ কে চিনতে সমস্যা হলো না। ব্লু আইয়ের সমতল থেকে ওগুলোর উচ্চতা কিছুটা বেশি। ব্লু আইকে লাগছে ছাড়া ছাড়া। আরও কিছুটা পশ্চিমে যেতে শহরটা অদৃশ্য হয়ে গেল। রইল কেবল পাহাড় ও উপত্যকা কেটে এগিয়ে যাওয়া রাস্তা। কোনওটাতেই ট্রাফিক তেমন চোখে পড়ল না।

রেডিও কনসোলের দিকে ঝুঁকে বসল জুনিয়র। ডিজিটাল এনক্রিপশন সিস্টেম অন করে নির্দিষ্ট চ্যানেলে রেইডার গ্রুপের প্রধান, আরমান্দোর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। তারটাও

একই কোডে সেট করা আছে। নিরাপদ ফ্রিকোয়েন্সিতে। ইন্টারসেপ্ট হওয়ার কোনও ভয় নেই।

মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে সেণ্ড বাটন পাঞ্চ করল সে। 'দিস ইজ এয়ার। কাম ইন, প্লিজ।'

কিছুক্ষণ ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ, ক্যাট্ ক্যাটের পর রেডিওতে মারিসল কিউবানের হিসপানিক টানের ইংরেজি শোনা গেল। 'ইয়েস, সার, আই হ্যাভ ইউ লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার।'

'আমিও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। তোমাদের এক্সটেণ্ডার চমৎকার সেট হয়েছে। বসাতে সমস্যা হয়নি?'

'না, সার। আমাদের একজন এক্স আর্মি। কমিউনিকেশনস্ এক্সপার্ট ছিল সার্ভিসে।'

'গুড। পজিশন জানাও, প্লিজ।'

'আহ্, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, সার। আপনি আমার দিকেই আসছেন। আমি এখনও ওকলাহোমার মধ্যে আছি। আমার ট্রাকের সাথে এক সেডানে তিনজন আছে। অন্য দুই ইউনিট রয়েছে পঁচিশ মাইল সামনে। ওকলাহোমা টুফিফটিনাইন যেখানে ওয়ানে মিশেছে।'

'কোন্ কোন্ ইউনিট সেগুলো?'

'আলফা আর বেকার, সার। আমার সাথের কারের নাম চার্লি। আর আমি মাইক।'

'আলফা আর বেকার, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'ইয়েস, সার।'

'দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। বেশ দূরে আছেন আপনি।'

'ওকে। আমি এখন টালিহিনার দিকে যাওয়া-আসা করব ওদিকেই থাকব। ওদের পিছন পিছন ফিরব। আমাকে আসতে দেখলে বুঝবে ওরাও আসছে।'

'ইয়েস, সার,' আলফা ও বেকার একযোগে জবাব দিল।

সেসনার উচ্চতা আরও এক হাজার ফুট কমিয়ে আনল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। এখন পাহাড়ি রাস্তায় চলাচলকারী গাড়িগুলোর ধরন ও রং বুঝতে পারছে। কিন্তু ওগুলোর মধ্যে নীল রঙের কোনও পিক-আপ ট্রাক চোখে পড়ল না তার।

একটু পর মনে হলো, দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। যদি এমন হয়, অন্য একটা নীল পিক-আপকে মাসুদ রানারটা ভেবে হামলা চালাতে নির্দেশ দিল সে, অথচ পরে দেখা গেল ওটা ছিল কোনও মেক্সিকান বিন হারভেস্ট পার্টির। অথবা কলেজের মেয়েদের পিকনিক পার্টির গাড়ি। তখন কেমন হবে?

ভাগ্য ভাল যে তার এক সেট যেইস টেন-ইনটু-ফিফটি বিনকিউলার আছে এবং সেটা সব সময় প্লেনেই থাকে। ওটা দিয়ে তিন হাজার ফুট নীচের সবকিছু একদম স্পষ্টই দেখা গেল। কাজেই ভুল হওয়ার আর কোনও আশঙ্কা থাকল না।

পাখির মত ডানা মেলে উড়ে বেড়ানোর স্বাধীনতা মন দিয়ে উপভোগ করতে লাগল সে। সেই সঙ্গে সত্যিকারের বুদ্ধিমান একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাস্তা থেকে চিরতরে হটিয়ে দেয়ার শুভ ক্ষণটির অস্থির প্রতীক্ষা। বাঁ দিকে, অনেক দূরে একটা কিছু চিকচিক করে উঠতে সেদিকে তাকাল। সম্ভবত লিয়ার ওটা, তার চাইতে এক হাজার ফুট উঁচু দিয়ে ডালাসের দিকে যাচ্ছে। আর কোনও এয়ার ট্রাফিক চোখে পড়ল না।

নীচের রাস্তা আগের মতই আছে। ট্রাফিক বলতে গেলে নেই। একটু পর স্টেশন ওয়াগন চোখে পড়ল একটা। ছবির মত সুন্দর প্রকৃতির বুক চিরে গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে। রাস্তার পাশে থেমে থাকা কয়েকটা প্রাইভেট অটোমোবাইল ও সাদা-কালো ওকলাহোমা স্মোকি চোখ পড়ল।

স্পিড লিমিট ভঙ্গকারী চালকদের ধরার অপেক্ষায় আছে। ওকলাহোমা হাইওয়ে পেট্রোলের ফ্রিকোয়েন্সি নিজের সিকিওরড্ চ্যানেলে অন করে কিছু সময় শুনল সে। গুরুত্বপূর্ণ

কিছু নেই।

২৫৯ ক্রসরোড অতিক্রম করে এল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। নীল পিক-আপ ট্রাকটা যে-কোনও মুহূর্তে দেখা দেবে আশা করে উচ্চতা আড়াই হাজার ফুটে নামিয়ে আনল। নাহ্, বেশি নীচে চলে এসেছে। তার লাইসেন্সের ব্যাপারে এফএএ কোনও অভিযোগ তুলুক, তা সে চায় না। তবে ধারেকাছে আর কোনও এয়ার ট্রাফিক নেই বলে সে আশঙ্কা আপাতত নেই।

নীচের রাস্তাটা অপরাহ্নের কড়া রোদে চমৎকার একটা কালো রিবনের মত বিছিয়ে আছে। ওটার সমান্তরালে একেবারে টালিহিনা পর্যন্ত চলে এল সে। কিছুই চোখে পড়ল না। ঘুরে ফিরতি পথ ধরল। ক্রমে চার হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে কিলিং জোনের দিকে ছুটল। নতুন করে রাস্তা মনিটর করল। একই ফল হলো। কোনও নীল পিক-আপ ট্রাক নেই।

'ওকে,' রেঞ্জের মধ্যে পৌঁছে বলল সে। 'আমার চোখে পড়েনি কিছু। তোমাদের কী অবস্থা?'

'আমরা ঠিক আছি,' আরমান্দো বলল।

'পুলিশ কোনও সমস্যা করছে না তো?'

'সারাদিনে একজন পুলিশও সামনে পড়েনি, সার।'

দামি রোলেক্সে চোখ বোলাল স্যাণ্ডার্স জুনিয়র। ঠিক সাড়ে তিনটে বাজে। কোন্ জাহান্নামে গেল ব্যাটারা? অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বড় ধরনের ভুল ছিল তার হিসেবে। এ পথে আসছে না লোকগুলো? লেফট রাডার ব্যবহার করে দুই হাজার ফুটে নেমে এল সে, যেইস বিনকিউলার দিয়ে সতর্ক নজর বোলাল। ট্রাফিক যা-ও বা ছিল, এখন আরও কমে এসেছে। আর ভরসা করা যায়... নীল গাড়ি!

আরেকটু নীচে নামল সে।

নীল পিক-আপ ট্রাক!!!

ওটার ওপর দিয়ে উড়ে এল সে। রেডিও অন করল। 'মনে

হয় পেয়েছি! মনে হয় পেয়েছি!'

'কপি ইউ, সার।'

'ওকে। নিশ্চিত হয়ে নিই।'

বাঁ দিকে পুরোপুরি কাত হয়ে গেল সেসনা। স্যাণ্ডার্সের চোখের সামনে দুনিয়াটা কাত হয়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন করতে লাগল যেন। রাস্তার আধ মাইলের মধ্যে পৌঁছে আবার ওটাকে সোজা করল সে। সেসনার আগে আগে ছুটছে পিক-আপ ট্রাক।

থ্রটল পিছনে টেনে গতি কমাল, নইলে ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জন শুনে ফেলবে ওরা। সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু শত্রুকে সতর্ক হতে দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই তার।

একটু একটু করে পিক-আপের সঙ্গে নিজের ব্যবধান কমিয়ে আনতে লাগল সে। কোনওরকম ব্যস্ততা যাতে প্রকাশ না পায়, সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। খানিক পর ওটার প্রায় সমান্তরালে পৌঁছে গেল, প্লেন অটোপাইলটের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিনকিউলার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

নীল পিক-আপ! ডজ!

পেয়েছি তোমাকে। উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল সে। রাইট রাডারে মন্থর গতিতে ডানদিকে সরল খানিকটা। তারপর একশো আশি ডিগ্রি বাঁক নিয়ে দক্ষিণমুখো হলো। এক মিনিট ওই কোর্সেই থাকল সে, ভাল মানুষের মত আশি নট গতিতে এগোল। তারপর পিক-আপের সঙ্গে নিজের ব্যবধান বাড়াল।

দুই মিনিট। আঙুল দিয়ে উরুতে ড্রাম বাজাতে লাগল অস্থির চিত্তে। দুই মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ড... পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড। আর পারল না নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে। দ্রুত ট্রিম ট্যাব রিসেট করে থ্রটল সামনে ঠেলে দিল। মুহূর্তে ইঞ্জিনের আওয়াজ বহুগুণ বেড়ে গেল। শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চতা বাড়ানোর সংগ্রাম করতে লাগল সে। ঘামছে দরদর করে।

‘এয়ার টু মাইক, এয়ার টু মাইক! ইউ দেয়ার?’

‘ইয়েস, সার,’ আরমান্দো সোকারাসের জবাবটা যেন তার কানে বরফ ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিল।

‘আই হ্যাভ দেম কনফার্মড। নীল পিক-আপ ট্রাক। ডজ। এ মুহূর্তে টুফিফটিনাইন কাট-অফের পঁচিশ মাইল পশ্চিমে আছে। তোমাদের দিকে যাচ্ছে।’

দুই লেনের ব্ল্যাকটপ টালিব্লু ট্রেইল ধরে স্বাভাবিক গতিতে ছুটে চলেছে রানার নীল পিক-আপ ট্রাক। সামনে একদম ফাঁকা রাস্তা। গাড়িঘোড়া কিছুই নেই। রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ কোনও ব্যবস্থা না থাকায় প্রচুর ধুলো আর ইট-পাথর জমে আছে রাস্তায়। গাড়ির পিছনে ঘূর্ণি সৃষ্টি করছে প্রতি মুহূর্তে।

রাস্তার দু'দিকে খাদ। খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা। নীচের উপত্যকাগুলো গভীর এবং গাঢ় সবুজ। ডানদিকে দেখা যাচ্ছে ওয়াচিটা পর্বতমালার লেসার রেঞ্জগুলো—জ্যাক ফর্কস, কিয়ামিচি, ওয়াইণ্ডিং স্টেয়ারস প্রভৃতি।

ওর অজান্তে কী যেন একটা ঘটছে, মনে হচ্ছে মাসুদ রানার। কেমন এক ধরনের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় বিষয়টাকে ঠিকমত শনাক্ত করতে পারছে না বলে অস্বস্তি বোধ করছে। উসখুস করছে মন।

জন ঘুরে তাকাল ওর দিকে। ‘একটা কথা মনে পড়ে গেল।’

‘বলো।’

‘কালকের গ্রুপ ছবির সেই ছোটোখাটো লোকটার কথা মনে আছে, জেনারেল যার নাম মনে করতে পারছিলেন না?’

‘আছে। কেন?’

‘মিথ্যে বলছিল ব্যাটা।’

‘বুঝলে কীভাবে?’

'লোকটার সাথে যার একবার পরিচয় হয়েছে, সে জীবনেও তার কথা ভোলে না। ওর নাম রিচার্ড মিলার। সিআইএ। আমার সাথে ওর পরিচয় বৈরুতে, আশির দশকের শুরুতে। ওখানে এসওজি বা স্টাডিজ অ্যাণ্ড অবজার্ভেশন গ্রুপস্ নামের এক আউটফিট পরিচালনা করত। শেয়ালের মত ধূর্ত লোকটা। তার প্রতিটা প্ল্যান হত অসাধারণ। প্ল্যান করতেও বেশি সময় নিত না সে। ঝট্পট্ করে ফেলত। কাল জেনারেল তাকে চেনেন না বলাতে একটা সন্দেহ হয়েছে আমার।'

'যেমন?' বলল রানা। কান খাড়া। কিছু শোনার চেষ্টা করছে।

'নিজেকে বহুবার প্রশ্ন করেছি আমি, জ্যাক রিচি জেল থেকে বেরিয়েই ডাকাতি করল, তিনজনকে হত্যা করল, ড্যাডিকে ডেকে নিয়ে হত্যা করল, অথচ এত কিছুর পিছনের উদ্দেশ্য কী ছিল এত বছরেও কেউ জানল না, তা হয় কী করে? কেউ না কেউ তো নিশ্চয়ই জানে! আজ আমি শিওর, যারা সেই ঘটনার ভেতরের কথা জানে, তাদের মধ্যে রিচার্ড মিলার একজন। কোনও সন্দেহ নেই। প্ল্যানটাও সম্ভবত এই লোকেরই ছিল। কারণ আমি যদ্দূর জানি, এরকম কুইক প্ল্যান করাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য।' বিরতি। 'শুধু এটুকুই না। আরও আছে।'

'বলে যাও।'

'ওই লোকের পছন্দের গান কোল্ট অটোম্যাটিক। পয়েন্ট থার্টি-এইট সুপার। বৈরুতে আমি নিজের চোখে তার ট্যাঙ্কার'স শোল্ডার হোলস্টারে কোল্ট অটোম্যাটিক দেখেছি। লোকটা বলত, ওই গান তার সবচেয়ে পছন্দের। পয়েন্টফোরফাইভের মত কিলিং পাওয়ার, অথচ রিকয়েল অনেক কম। তাই ওটাকে সে বলত অভিজ্ঞদের অস্ত্র। তুমি...'

'চুপ্!' হঠাৎ চাপা গলায় বলে উঠল রানা।

একটা প্লেন! হ্যাঁ, তাই। ভাবল ও। ওটা তা হলে প্লেনের

ইঞ্জিনের আওয়াজ ছিল!

'কী?' জন বলল।

'এদিক-ওদিক তাকাতে যেয়ো না,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'স্পিড বাড়াবে না, কমাবে না। যেমন চালাচ্ছিলে, তেমনি স্বাভাবিক গতিতে চালিয়ে যেতে থাকো।'

প্রথমে খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়লেও সামলে নিল জন নিউম্যান। ড্রাইভ করে যেতে লাগল। রানা কোনওদিকে তাকাল না। ধ্যানমগ্নের মত কান পেতে শোনার চেষ্টা করল শব্দটা। হ্যাঁ, প্লেনেরই শব্দ। সন্দেহ নেই। একটু পর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাইরে তাকাল ও, হাই তুলল সময় নিয়ে।

ওদের ডানদিকে, মাইলখানেক দূরে একটা টুইন ইঞ্জিন প্লেন দেখা গেল। সেসনা। ওটার অস্বাভাবিক গভীর শব্দ শুনে মনে হয় পুবদিক থেকে প্রচণ্ড বাতাস বইছে বলে ঠিকমত এগোতে পারছে না। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটছে না। বাতাস নেই।

তা হলে? ট্রাকের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে স্টল স্পিডে রাখা হয়েছে সেসনাকে।

'তবে যার জন্যই হোক, তোমার ড্যাডিকে সিআই-এর জন্য হত্যা করেনি রিচার্ড মিলার,' রানা বলল। চিন্তা-ভাবনা সঠিক ট্র্যাকে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে ও।

'তা হলে?'

'আর কারও জন্য। গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি আমি। সম্ভবত অত্যন্ত প্রভাবশালী আর কারও জন্য।'

মিনিট খানেক নীরবে ড্রাইভ করল জন নিউম্যান। এরমধ্যে কয়েকবারই রানার দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে। তার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে প্লেনটা। কপাল কুঁচকে আছে।

'কী ব্যাপার?' বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না তার

পক্ষে। 'ওই প্লেনটা... এক জায়গায় ঝুলে আছে মনে হচ্ছে না?'

'অনেকটা তাই,' বলল রানা। 'আমরা ওদের অ্যামবুশের দিকেই যাচ্ছি কি না নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছে।'

'অ্যামবুশ... মানে!'

'চলতে থাকো। নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা আ হোসেন।

মঈনুল ইসলাম পারভেজ, মোবা: ০১৮১৭২৪৬৯৪৭
ভূঁইয়া বাড়ি, সাদেক নগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

গত বছর এই সময় থেকে মাসুদ রানার সাথে আমার সম্পর্ক। আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা, লেখাপড়া গ্রামে হওয়ায় মাসুদ রানার সাথে আমার পরিচয় হয়নি। ছোট ভাই-বোনের লেখাপড়ার জন্য চট্টগ্রাম শহরে আসা। আর তখন মাসুদ রানার সাথে আমার পরিচয়। এই এক বছরে আমার সাধ্য অনুযায়ী মাসুদ রানা সংগ্রহ করেছি। আমার পড়ার টেবিলের চার ভাগের তিন ভাগ জুড়ে মাসুদ রানা। মাসুদ রানার প্রতিটি বই আমার ভাল লেগেছে (যেগুলো আমি পড়েছি)। আজকে 'ড্রাগ লর্ড' বইটি পড়েছি, খুব ভাল লাগল। আপনার কাছে আমার অনুরোধ আমার মত যারা মাসুদ রানার নতুন পাঠক আছে তাদের জন্য মাসুদ রানার প্রথম দিকের বইগুলো রিপ্রিণ্ট করলে পুরানো সংখ্যাগুলো সংগ্রহ করতে সুবিধা হতো। ইতোমধ্যে অবশ্য আপনি কিছু পুরানো সংখ্যা রিপ্রিণ্ট করেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মাসুদ রানার ভক্তদের সাথে ফ্রেণ্ডশিপ করতে চাই।

❋রিপ্রিণ্টের কাজ চলছে। আশাকরি বন্ধু পেয়ে যাবেন। নিজের বয়স, ছাত্র হলে কোন্ ক্লাস, পছন্দ-অপছন্দ এসব জানালে বন্ধু পেতে সুবিধে হয়।

এস.এম মাহবুব আলম
দরগারবন্দ, দুলালপুর, শিবপুর, নরসিংদী। মোবা: ০১৮২৪৬৬৬৫৭২

মাসুদ রানার দেশপ্রেমকে নিজের জীবনের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম। মাসুদ রানার মত নিজেও চেয়েছিলাম বীরের মত মৃত্যু, তাই **নিজেকে প্রস্তুতও করেছিলাম সে ভাবে**। আমার স্বপ্ন ছিল মাসুদ রানার মত দেশের সেবা করব। তাই ভর্তি হতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে।

আমার স্বপ্ন ছিল ডিফেন্সে ভর্তি হওয়া। কিন্তু কাজীদা, যা চাই তা পাই না। যা পাই তা ভুল করে পাই। সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। বিশ্বাস করুন কাজীদা, যখন মাসুদ রানাকে কল্পনা করি যে সে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল, আর আমি! ব্যথায় নীল হয়ে যাই। অবর্ণনীয় কষ্টে নীল হয়ে যাই, যন্ত্রণায় ছটফট করি। দুঃখে কষ্টে বুকটা ভেঙে যায়। চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তপ্ত অশ্রু। কষ্টের রং নীল জানতাম। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙার কষ্ট যে এত গাঢ় নীল তা জানতাম না। এখন স্বপ্ন দেখতে ভয় পাই আমি। অথচ আমার স্বপ্নালু দুচোখে এক সময় স্বপ্নের জোয়ার নামত। কাজীদা যার স্বপ্ন ভেঙে যায় সে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াবে? বিশ্বাস করুন কাজীদা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পোশাক পরা যখন কাউকে দেখি অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করি আমি। বুক চিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস।

আচ্ছা কাজীদা, আপনিও কি কখনও স্বপ্ন ভাঙার ব্যথায় নীল হয়েছেন?

❊হয়েছি। অনেক কাঁটার পথ পার হয়ে আসতে হয় সবাইকেই। কষ্ট হয়, তার পরও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়; এক পথে না হলে অন্য পথে। আপনি কতটা মর্মাহত হয়েছেন অনুভব করতে পারছি। আমার সহানুভূতি রইল। তবে এই অবস্থায় রানা কিন্তু পরাজয় মানত না কিছুতেই, **প্রস্তুতিতে কোথায় গলদ ছিল** সেটা খুঁজে বের করে শুধরে নিয়ে আবার চেষ্টা করত।

মোঃ আসিফুর রহমান, মোবা: ০১৯১৩০০৬১১১

ইণ্টার (২য় বর্ষ) জয়পাড়া ডিগ্রি কলেজ, দোহার ঢাকা।

কাজীদা, কত যে ভাল লাগছে, তা বোঝাতে পারব না। প্রশ্ন আসতে পারে কীসের জন্য ভাল লাগছে। ভাল লাগছে সেবার লেখকরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন দেখে। একের পর এক নতুন বই প্রকাশ হচ্ছে। মনে হয় আবার 'সেবা'র সুদিন ফিরে আসছে। মনে হয় অনেক দিন পর একই মাসে চার চারটি নতুন বই বের হচ্ছে। এমন অনেক মাস গেছে যে মাসে মাত্র দুটি নতুন বই বের হয়েছে বা টানা দুমাস মাসুদ রানা বেরই হয়নি। অথচ ওটা সেবার অন্যতম জনপ্রিয় সিরিজ। ঘোষণা এসেছে নতুন সিরিজ 'বিভীষিকা' চালুর। আরও অনেকদিন পর মুখ দেখাল অনীশ দাস অপুর 'ওয়্যারউলফ'। এই জুলাই মাসে যে সেবা-পাঠকদের পোয়াবারো মাস তা বোঝাই যাচ্ছে। আরেকটা কথা কাজীদা, 'অন্তর্ধান' ২য় খণ্ড জম্পেস শুরু হয়েছিল, কিন্তু শেষের দিকে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। আশা করছি পরবর্তী বই ড্রাগ লর্ডে এমন হবে না।

সেবার পাঠক ও বন্ধুদের জন্য রইল প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

❊আপনার শুভেচ্ছা পৌঁছে গেল পাঠকবন্ধুদের কাছে। আলোচনার জন্য ধন্যবাদ।

আবদুল্লাহ আল হারুন

প্রযত্নে উদয়ন লাইব্রেরি, সদর রোড, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।

প্রথমেই সালাম ও শুভেচ্ছা নেবেন। 'মাসুদ রানা'র ৩৯৬তম বই

'দ্বীপান্তর' দারুণ লেগেছে। সাগরের কাহিনি বরাবরই আমার পছন্দ। প্রচ্ছদ দেখেই বুঝেছিলাম দারুণ কাহিনি। কাজীদা, সেবা'র সকল বইয়ে চৌদ্দ নম্বর পরিচ্ছেদকে চোদ্দ লেখা হয় কেন?

❋ওটাও শুদ্ধ বলে।

মোঃ শাহিন আক্তার হাবীব

৬৪/এ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা।

প্রথমেই সালাম ও শ্রদ্ধা নেবেন। 'দ্বীপান্তর' খুব ভাল লেগেছে। এক বসাতেই শেষ করেছি। বই কিনতে গিয়ে অবাক হয়েছি এর আকার দেখে একটা স্পাই থ্রিলার এত পাতলা হয় কীভাবে? বিক্রেতাও কেনার সময় বলেছে যে 'বইডা আমারও ফসন্দ হয় নাই, অনেক ফাতলা'। যাইহোক, চট করে শেষ করার মত একটা সুন্দর বই দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। এখন একট অনুরোধ, মাসুদ রানার নতুন বইয়ের প্রচ্ছদ ইসমাইল ভাইকে দিয়ে করাবেন। কারণ তিনি খুব সুন্দর প্রচ্ছদ করেন। দ্বীপান্তর-এ প্রচ্ছদ খুব সুন্দর ও মানানসই হয়েছে। ইসমাইল ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিবেন প্রচ্ছদ চকচকে পেয়েছি কিন্তু কাটিং এখনও বাঁকা-তেড়া রয়ে গেছে। সেবা'র সকলকে ধন্যবাদ।

❋চিঠির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু) মোবা: ০১৭১৭৯৮২০২৩

প্রযত্নে জসিম মীর, বোয়ালমারী রেল কলোনি, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি—কথাটা বাস্তব। প্রবাদটার প্রমাণ পেয়েছি আচমকা। ২২ আগস্ট মিরপুর ১ নম্বরে গিয়েছিলাম দ্বীপান্তর বইটি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। বুকস্টলের সামনে সাক্ষাৎ হলো রানার প্রিয় একজন পাঠক শিবপুর নরসিংদীর এস.এম মাহবুব আলম ভাইয়ের সাথে। চমৎকার এক যুবক। খুব প্রাণবন্ত। কী বলেন কাজীদা, এটা কি প্রবাদের বাস্তব চমক না?

প্রথম রানাদের মাঝে গরিলাদের আবির্ভাব হয় গহীন অরণ্য বইটিতে, বন্ধুরূপে। দ্বীপান্তরের মাঝে দেখলাম ঠিক উল্টোটা। তাও আবার এদের জন্য কৃত্রিম উপায়ে। পরিচালিত হয় ডিজিটাল সিস্টেমে। গরিলা সেনাদের বিপক্ষে রানাদের কমাণ্ডো বাহিনীর নিপুণ দক্ষতা; তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত; দুর্ধর্ষ রণকৌশল দেখে আমি সত্যি বিস্মিত। নরপিশাচ মেজর কার্ল সেগানের মৃত্যু দেখে খুশিতে বগল বাজাতে ইচ্ছে করছে। তৃপ্ত হয়েছি আমাদের মাসুদ রানা আমেরিকানদের নতুন কিছু শিখিয়ে দিয়ে আসতে পেরেছে বলে।

ধন্যবাদ, প্রিয় কাজীদা, টানটান উত্তেজনা আর অ্যাকশনে ভরপুর ভিন্ন মাত্রার বই দ্বীপান্তর উপহার দেবার জন্য। গুপ্ত আততায়ীর আশায় পথ চেয়ে রইলাম। সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য ইসমাইল আরমান ভাইকে রমজান ঈদের মোবারকবাদ রইল।

❋প্রচ্ছদ ভাল লেগেছে জেনে আমরা সবাই খুব খুশি। ইসমাইল

আরমান ভাইকে মোবারকবাদ পৌঁছে দিলাম।

মাহবুবা
থানা: পবা, জেলা: রাজশাহী।

মার্চের র.প. থেকে দেখে আসছি রাজশাহীর ঘোড়ামারার গণক পাড়ায় 'বইবীথি' নামে সেবা ও প্রজাপতির প্রকাশনের বইয়ের দোকান আছে। গণক পাড়া যেয়ে দেখলাম সে নামের কোন বইয়ের দোকান নেই। সারা গণক পাড়া খুঁজেও আমরা পাইনি। আর কাজীদা, শব্দ-ফাঁদের উত্তর পাঠানোর সময় কি আর একটু বাড়ানো যাবে?

☼না, ভাই, সময় আর বাড়ানো যাবে না। ওই সময় পরবর্তী সংখ্যা কম্পোজের কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসে। ...আর, এ কী সংবাদ শোনালেন! সারা গণক পাড়া খুঁজেও **বইবীথি** নামে কোনও বইয়ের দোকান খুঁজে পাননি? আশ্চর্য! বহু বছর ধরে প্রতিমাসে তা হলে তিন-চারবার করে কোথায় পাঠাচ্ছি আমরা বাণ্ডিল-কে-বাণ্ডিল বই? আরও অবাক কাণ্ড, সেগুলো ঠিক জায়গামত পৌঁছেও যাচ্ছে!

জিসান আহমেদ নীল মোবা: ০১৭২৩৫৪০০৬৫
প্রযত্নে পোস্টার গ্যালারি, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

'দ্বীপান্তর' নামটা শুনেই কেমন যেন অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছিল। কিন্তু যখন বইটার সাইজ দেখলাম তখন সত্যিই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। তবে বইটির ভিতরের অ্যাকশন, রোমাঞ্চ, উত্তেজনার প্রাচুর্য মুহূর্তের মধ্যে সেই ভাবটা দূর করে দিল। বইটি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝেই নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি মাসুদ রানার সলিল সমাধি ঘটে যায়। তবে রানা সেসব বিপদ যে ভাবে কাটিয়ে নিল তাতে রানার প্রতি শ্রদ্ধা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল। শেষ দিকে যখন রানা উপর থেকে গরিলাদের মাঝে পড়ে যাচ্ছিল তখন তো হার্ট-বিট বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 'আপা' যেভাবে রানাকে বাঁচাল তাতে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে গিয়েছি।

☼ভাল লেগেছে জেনে আমরা সবাই খুব খুশি।

সেবা'র পাঠকদের জন্য:

যাঁরা সেবা প্রকাশনীর আলোচনা বিভাগে অংশগ্রহণ করতে চান, তাঁরা এখন থেকে ই-মেইলের মাধ্যমেও চিঠি পাঠাতে পারেন। আপনার বক্তব্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট-এ সুতন্বী এমজে ফন্টে লিখে অ্যাটাচমেন্ট হিসাবে পাঠাতে হবে। মেইল পাঠাবার আগে আপনি যে-সিরিজের (রানা, তিন গোয়েন্দা, ওয়েস্টার্ন বা অন্যান্য) আলোচনায় যোগ দিতে চান, তার নাম লিখুন বিষয়বস্তুর পাশে। ঠিকানা:

alochonabibhag@gmail.com

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন। বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৩০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৯/৯/০৯ রহস্যপত্রিকা (২৫ বর্ষ ১২ সংখ্যা) অক্টোবর, ২০০৯

৫/১০/০৯ দুঃস্বপ্নের খেলা-১+২+ডাইনোসরের উপত্যকা
(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১১১/২) শামসুদ্দীন নওয়াব

বিষয়: দুঃস্বপ্নের খেলা-১: শামসুদ্দীন নওয়াব: গোয়েন্দাগিরির চমৎকার সুযোগ এল। ফুটবলার টেক্কা ডানহিলকে মেরে ফেলতে চাইছে কেউ। কিন্তু ছেলেটা সাহায্য চায় না কেন? রহস্যময় আচরণ! তিন গোয়েন্দা কি জুয়াড়িদের পাশার ছক পাল্টে দিতে পারবে?...ওদিকে পিচ্চি ববের সমস্যা কী? ওর পিছনে কেন লেগেছে দুই চোট্টা! কী চায় তারা? জটিল রহস্য তো! তিন গোয়েন্দা কি শেষে হার মানবে?

দুঃস্বপ্নের খেলা-২: শামসুদ্দীন নওয়াব: ডানহিলকে উদ্ধার করা যাবে? বইল তুমুল ঝড়, এল ভয়ঙ্কর বিপদ। চলল ষড়যন্ত্র। মরবে আড়াই হাজার মানুষ! তাদের বাঁচাতে পারবে তিন গোয়েন্দা? মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিল ওরা। শুরু হলো দুঃস্বপ্নের খেলা!

ডাইনোসরের উপত্যকা: শামসুদ্দীন নওয়াব: জাদুর ট্রী-হাউসে চড়ে এ কোথায় এসে পড়েছে তিন গোয়েন্দা? উপত্যকা জুড়ে শুধু ডাইনোসর গিজগিজ করছে। হিংস্র টি-রেক্সের কবল থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে তো?

৫/১০/০৯ নিঝুমপুরের কাণ্ড+তুষারদানো +খুলিগুহার রহস্য
(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১০০) শামসুদ্দীন নওয়াব

আরও আসছে

১২/১০/০৯ জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন (আত্ম-উন্নয়ন) মহাজাতক
১২/১০/০৯ ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ (রানা রিপ্রিন্ট) কাজী আনোয়ার হোসেন
১৯/১০/০৯ গুপ্ত আততায়ী-২ (রানা-৩৯৮) কাজী আনোয়ার হোসেন
১৯/১০/০৯ রানা সাবধান+বিস্মরণ (রানা রিপ্রিন্ট) কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

গুপ্ত আততায়ী

প্রথম খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

খামোকা গুলি খেল মাসুদ রানা। কারন জানতে চার দশকের পুরনো কবর খুঁড়তে হলো।

কবরে কফিন আছে। কিন্তু কঙ্কাল কই?

এতদিন ধরে চলে আসা কাহিনী মিথ্যে হয়ে গেল?

ঢিল পড়ল ভিমরুলের চাকে। কিন্তু কেন?

কারা আদাজল খেয়ে লেগেছে ওকে ঠেকাতে?

টালিব্লু ট্রেইলে অ্যামবুশে পড়ল রানা আর জন।

দশজন মার্কামারা খুনী এক টন বুলেটের নীচে ওদের কবর দেবে, কথা আছে।

ঘিরে ফেলেছে জুনিয়রের ঘাতক বাহিনী ওদের।

পালাবার পথ নেই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০

শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০